Θεοδώρος, (থেওদরস)

বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

প্রভুর প্রার্থনা ও রহস্যগুলির ব্যাখ্যা

উপরোল্লিখিত সিরীয় লেখাগুলোর কোনও লিং নেই। এই অনুবাদ Alphonse Mingana এর ইংরেজি অনুবাদ, এবং Raymond Tonneau ও Robert Deyreesse এর ফরাসি অনুবাদের উপর নির্ভর করে।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : December 15, 2025

Version 1.1 (December 18, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক’রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস

বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা ও রহস্যগুলি বিষয়ক কাতেখেসিস

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা
- বিশপ থেওদরসের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- বিশপ থেওদরসের লেখাসমূহ
- মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা
- বিশপ থেওদরসের ধর্মতত্ত্ব
- শব্দার্থ

১ম পর্ব : বিশ্বাস সুত্রের ব্যাখ্যা
- ১ম কাতেখেসিস
- ২য় কাতেখেসিস
- ৩য় কাতেখেসিস
- ৪র্থ কাতেখেসিস
- ৫ম কাতেখেসিস
- ৬ষ্ঠ কাতেখেসিস
- ৭ম কাতেখেসিস
- ৮ম কাতেখেসিস
- ৯ম কাতেখেসিস
- ১০ম কাতেখেসিস

২য় পর্ব : প্রভুর প্রার্থনা ও রহস্যগুলির ব্যাখ্যা
- ১১শ কাতেখেসিস
- ১২শ কাতেখেসিস
- ১৩শ কাতেখেসিস

১৪শ কাতেখেসিস

১৫শ কাতেখেসিস

১৬শ কাতেখেসিস

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনা পুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল—১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়েল—২য় পুস্তক)
১ রাজা (রাজাবলি—১ম পুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি—২য় পুস্তক)
১ বংশ (বংশাবলি—১ম পুস্তক)
২ বংশ (বংশাবলি—২য় পুস্তক)
নেহে (নেহেমিয়া)
যোব
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
উপ (উপদেশক)
পরমগীত (পরম গীত)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
যোয়েল

আমোস
হোশেয়া
ওবাদিয়া
যোনা
মিখা
নাহুম
হাবা (হাবাকুক)
জেফা (জেফানিয়া)
হগয়
জাখা (জাখারিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
যাকোব
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

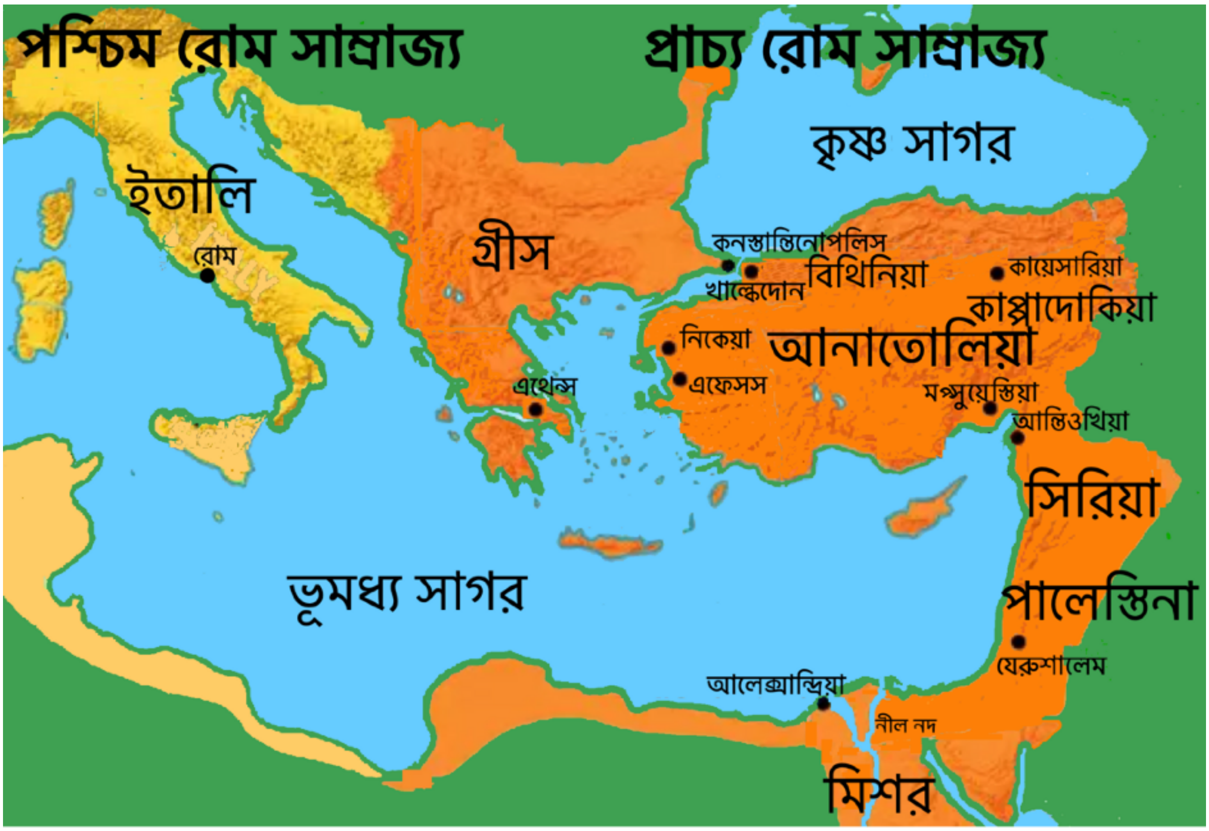
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য
প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য
কৃষ্ণ সাগর
ইতালি
রোম
গ্রীস
কনস্তান্তিনোপলিস
খাল্কেদোন
বিথিনিয়া
কায়েসারিয়া
কাপ্পাদোকিয়া
নিকেয়া
আনাতোলিয়া
এফেসস
এথেন্স
মপ্সুয়েস্তিয়া
আন্তিওখিয়া
সিরিয়া
ভূমধ্য সাগর
পালেস্তিনা
যেরুশালেম
আলেক্সান্দ্রিয়া
নীল নদ
মিশর

৫ম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিম ও প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম।
পোপের ধর্মাসন ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজাসন এই রোমেই ছিল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপলিস (আজকালের ইস্তাম্বুল)।
রাজধানীর বিপরীতে ছিল সেই খাল্কেদন (আজকালের কাদিকে) যেখানে রাজ-আদালত বসত।

ভূমিকা

বিশপ থেওদরসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশপ থেওদরস, আনুমানিক ৩৫০ সালে, রোম-সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর পিতা ছিলেন সেই শহরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ও তাঁর পরিবার ছিল সম্পদশালী। তাঁর ভাই পলিখ্রনিউস আপামেয়া মণ্ডলীর বিশপ হয়েছিলেন।

শুরুতে থেওদরস আইনজীবী হবার সঙ্কল্পে দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু বন্ধু (সাধু) জন খ্রিসোস্তমোসের প্রেরণায় তিনি মণ্ডলীর সেবায় জীবন নিবেদন করতে সিদ্ধান্ত নেন; তাই বন্ধু জনের সঙ্গে তিনিও তার্সসের দিওদোরুসের চালিত আন্তিওখিয়া ঐশবিদ্যালয়ে ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, ও সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ৩৭৫ সালে আন্তিওখিয়ার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে একটা সন্ন্যাস আশ্রমে বাস করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে পবিত্র শাস্ত্র মুখস্থ করতে করতে ক'টা বছর কাটান। এই সময়েই, ব্রত গ্রহণ করার আগেই, তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। তবু সাধু জনের পত্রাবলি থেকে এটা জানা যায়, সেকালে থেওদরস একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে সঙ্কল্প নেন, সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে যুবতীকে বিয়ে করে আইনজীবী জীবন পালন করবেন; কিন্তু সাধু জনের পরামর্শের ফলে তিনি মন ঠিক করে ব্রতীয় জীবনে স্থিতমূল থাকেন।

৩৮৩ সালে তিনি আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর প্রবীণ (পুরোহিত) পদশ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হয়ে প্রধানত দীক্ষাপ্রার্থীদের ধর্মশিক্ষা দান করতে থাকেন; পরবর্তীকালে, কোন এক সময়ে, তিনি আন্তিওখিয়া ছেড়ে তার্সস মণ্ডলীতে স্থানান্তর হন, যেপর্যন্ত ৩৯২ সালে মপ্সুয়েস্তিয়া মণ্ডলীর বিশপ পদে নিযুক্ত হন। ধর্মশিক্ষা ও মপ্সুয়েস্তিয়া মণ্ডলী-পরিচালনার জন্য তিনি সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। বাস্তবিকই তিনি, ৩৯৪ সালে, বিশেষ কারণে রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিসে অনুষ্ঠিত এক সিনোদোসে যোগদান কালে স্বয়ং সম্রাট ১ম থেওদোসিউসের সাক্ষাতে এমন উপদেশ দেন যা শুনে সম্রাট বলেন, তিনি প্রখ্যাত (সাধু) আম্ব্রোজ ও নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ (সাধু) গ্রেগরির উপদেশ শুনবার পরে আর কখনও তত সুন্দর উপদেশ শোনেননি। ১ম থেওদোসিউসের মৃত্যুর পরে তাঁর পৌত্র সম্রাট ২য় থেওদোসিউসও বিশপ থেওদরসকে খুব সম্মান করেন ও নানা ক্ষেত্রে

তাঁর পরামর্শ চেয়ে নেন। প্রকৃতপক্ষে (সাধু) জন খ্রিসোস্তমোসও যৌবনকালের বন্ধু থেওদরসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন; বিশেষভাবে তখনই যখন (সাধু) জন কুকুসুস শহরে নির্বাসিত হওয়ার সময়ে (৪০৪-৪০৭ সালে) এমন চিঠি-পত্র লিখে বলেন, ‘আমি থেওদরসের ভালবাসা কখনও ভুলতে পারি না: এমন অকৃত্রিম, উষ্ণ, আন্তরিক ও সরল ভালবাসা যা যৌবনকাল থেকে স্থিতমূল হয়ে থাকল ও এখনও [অর্থাৎ সাধু জনের কষ্টজনক নির্বাসকালে] প্রকাশিত’ (সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের পত্র, নং ২০৪)। বাস্তবিকই থেওদরস বন্ধু জনকে নির্বাসন-দণ্ড থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

মপ্সুয়েস্তিয়া মণ্ডলীর বিশপ হবার আগে ও পরেও বিশপ থেওদরস তাঁর বহু লেখার জন্য স্মরণযোগ্য বটে, কিন্তু পালকীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর আগ্রহও স্মরণীয়, কেননা তিনি আরিউসপন্থীদের ও অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে অক্লান্তিকর ভাবে সংগ্রাম করেন, নিজের ধর্মপ্রদেশে শুধু নয়, অন্যান্য মণ্ডলীর এমনকি অধিক দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর বিশপগণও তাঁর পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হন; এক কথায়, তিনি সর্বত্রই ‘সত্যের রক্ষাকর্তা ও মণ্ডলীর আচার্য’ বলে পরিগণিত (মারিসের কাছে বিশপ ইবাসের পত্র দ্রঃ): বিশপ ইবাসের এই পত্র খাল্কেদোন মহাসভায়ও (৪৫১ সালে) উপস্থিত সকল বিশপের সমর্থনে পাঠ করা হয়। আন্তিওখিয়ার বিশপ জনও তাঁর বিষয়ে বলেন, ‘তিনি সমস্ত প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলেন’, ও এটাও বলেন যে, থেওদরস জীবনকালে কোন বিশপ দ্বারা কখনও ভ্রান্তমতপন্থী বলে অভিযুক্ত হননি। একথার উপর জোর দেওয়া দরকার, কেননা যে সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীরা তাঁর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে তারা ঘৃণ্য উপায় দ্বারা তাঁর উপর মারাত্মক প্রতিশোধ নিল, অর্থাৎ তারা তাঁর লেখাগুলোতে ভ্রান্তমত অনুপ্রবিষ্ট করাল ও তাঁকে ভ্রান্তমতপন্থীদের সমর্থক বলে উপস্থাপন করল। মণ্ডলীর যথার্থ তত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর একমাত্র ভুল এটাই যে, তিনি একসময় আন্তিওখিয়ায় উপদেশ দানকালে কুমারী ধন্যা মারীয়াকে ‘থেওতোকোস’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বরজননী’ বলে অস্বীকার করেছিলেন। শ্রোতারা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে তিনি কিছুদিন পরে সবার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা বলা যেতে পারে যে, তাঁর জীবনকালে বিশপ থেওদরস মণ্ডলীর যথার্থ সত্যের সমর্থক বলে গণ্য ছিলেন। তিনি ৪২৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জনপ্রিয়তা অধিক বৃদ্ধি লাভ করে। মপ্সুয়েস্তিয়া মণ্ডলীতে তাঁর উত্তরসূরী বিশপ মেলেতিউস এটা স্পষ্ট বলেন যে, তিনি (মেলেতিউস)

থেওদরসের বিরুদ্ধে একটামাত্র কথা বললেও তাঁর জীবনের ঝুঁকি হবে। বাস্তবিকই আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল এটা বলেন যে, ‘আমরা সেইভাবেই বিশ্বাস করি যেভাবে থেওদরস বিশ্বাস করলেন: থেওদরসের বিশ্বাস চিরজীবী হোক’ জয়ধ্বনিটা প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে প্রায়ই শোনা যেত (আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, পত্র নং ৬৯)। অথচ বিশপ থেওদরসের মৃত্যুর পরে, যেইভাবে উপরে বলা হয়েছে, তাঁর বিপক্ষ ভ্রান্তমতপন্থীদের প্রচেষ্টায় তাঁকে দণ্ডিত করা হল, যদিও তাঁর সমর্থনকারী বিশপগণ নিন্দাকারীদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বললেন, ‘থেওদরসকে দণ্ডিত করার চেয়ে আমাদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক’। সেসময় থেকে বিশপ থেওদরসের যথার্থ শিক্ষা নানা ভাবে আক্রান্ত হল; তাঁকে, মৃত অবস্থায়ই, ভ্রান্তমতপন্থী নেস্তরিউসের অনুসারী বলে অভিযুক্ত করা হল, ও তাঁর শিষ্যেরা চারদিক থেকে বিতাড়িত হয়ে পারস্যে আশ্রয় নেয়, কিন্তু ৪৮৯ সালে সম্রাট জেনো দ্বারা তাড়িত হয়ে বর্তমান তুরস্কে পালিয়ে যায়। কিন্তু, ৫৫৩ সালে, সম্রাট ১ম যুস্তিনিয়ানুস তাঁকে সরকারী ভাবে ভ্রান্তমতপন্থী বলে ঘোষণা করেন: লক্ষণীয় বিষয়, সেসময় পর্যন্ত বিশপ থেওদরসের বিপক্ষদের একজনও তাঁকে কখনও ভ্রান্তমতপন্থী বলে চিহ্নিত করেনি, অথচ তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরেই তাঁকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে ঘোষণা করা হয়। তাতে সর্বত্রই অসন্তোষ জাগে, যার ফলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে তাঁর সমস্ত লেখা লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়; এমনকি তাঁর বেশ ক’টা লেখা সাধু আম্ব্রোজের লেখা বলে গণ্য হয় যার ফলে সেই লেখাগুলো নানা মণ্ডলীতে বিস্তার লাভ করে, যদিও বিশপ থেওদরসের নাম ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়। কেবল ১৯শ শতাব্দীতে বিশপ থেওদরস মহান ঐশতত্ত্ববিদ ও শাস্ত্র-বাখ্যাতা বলে পুনরায় স্বীকৃতি লাভ করেন।

বিশপ থেওদরসের লেখাসমূহ

কথিত আছে, বিশপ থেওদরসের লেখার সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল; কিন্তু তাঁর উপরে ভ্রান্তমত-অভিযোগ আরোপ করা হওয়ার পরে কতগুলো ধ্বংস করা হয় ও বাকি সবগুলো হয় লাতিন না হয় সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু এগুলোও কালক্রমে বিলীন হয়। যা বেঁচে যায় তা হল, নবী-পুস্তগুলোর ব্যাখ্যা (লাতিন অনুবাদে), গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের ব্যাখ্যা (লাতিন অনুবাদে), ১৬ খণ্ড বিশিষ্ট কাতেখেসিস (সিরীয় অনুবাদে), ও নানা পুস্তকের কতগুলো অংশবিশেষ।

এ পুস্তকে অনূদিত ‘কাতেখেসিস’ সম্পর্কে এটা জানা উচিত যে, লেখাটা কেবল ১৯৩২ সালেই বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ Alphonse Mingana দ্বারা আবিষ্কৃত হয় ও তাঁরই দ্বারা সিরীয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে, ও ১৯৪৯ সালে Raymond Tonneau ও Robert Deyreesse দ্বারা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। অনুমান করা যেতে পারে, বিশপ থেওদরস এই ১৬টা কাতেখেসিস ৩৮৮-৩৯২ সালের মধ্যে, আন্তিওখিয়ায়, অর্থাৎ মম্সুয়েস্তিয়া মণ্ডলীর বিশপ পদে নিযুক্ত হওয়ার আগেই, প্রদান করেছিলেন। লেখাটা পড়ে দেখা যায়, বিশপ থেওদরসের উপরে পরবর্তীকালে যে ভ্রান্তমতের অভিযোগ চাপা হয়েছিল, তা অনুচিত ছিল, কেননা খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূপ সংক্রান্ত তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব তাঁর সময়কালীন অন্যান্য সত্যাশ্রয়ী ঐশতত্ত্ববিদদের খ্রিষ্টতত্ত্বের সদৃশ। অর্থাৎ, আন্তিওখিয়ার বিশিষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুযায়ী তিনিও খ্রিষ্টের ঐশ্বরিক স্বরূপের চেয়ে তাঁর মানবীয় স্বরূপেরই উপরে অধিক জোর দিতেন পাছে প্রভুর মনুষ্যত্ব তাঁর ঈশ্বরত্ব দ্বারা কেমন যেন কবলিত হয়; অন্যদিকে, আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর বিশিষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব প্রভুর ঐশ্বরিক স্বরূপের উপরে অধিক জোর দিত পাছে তাঁর ঈশ্বরত্ব তাঁর মনুষ্যত্ব দ্বারা কবলিত হয়। বাস্তবিকই ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশে সকল স্থানীয় মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব আরিউস-পন্থীদের, এউনোমিউস-পন্থীদের, আপোল্লিনারিউস-পন্থীদের ও মাকিদনিউস-পন্থীদের ভ্রান্তমত খণ্ডন করার জন্য ব্যস্ত ছিল।

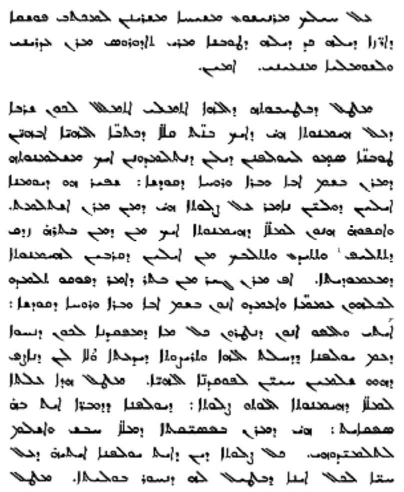

আবিষ্কৃত লেখার একটা পৃষ্ঠা

মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

ভূমিকার এই বিশেষ অংশ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশালেমের সাধু সিরিল, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ও মম্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসের লেখাগুলোর ভূমিকায় স্থান পায় যেহেতু বিশেষভাবে এই চারজনই ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ লিখেছিলেন।

১। মিস্তাগোগিয়া

আজকালে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা সাক্রামেন্তগুলি বিষয়ক, বিশেষভাবে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্তত্রয় তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তত্রয় বিষয়ক

কাতেখেসিস, ও উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীতি সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দেশ করে। আজকালের এই অর্থ প্রাচীনকালের অর্থের চেয়ে কেবল এতেই ভিন্ন যে, প্রাচীনকালে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্ত বলতে বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া বোঝাত না, শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই বোঝাত, কেননা দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্যই, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে এমন সময়ও হল যখন ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দ এমন বৃহত্তর অর্থ বহন করত যা উপাসনাকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীতি লক্ষ করত, যার ফলে প্রবীণ (পুরোহিত) শ্রেণিভুক্তি ও রুগীদের লেপনও মিস্তাগোগিয়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হল।

‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দ μυέω (মুয়েও বা মিয়েও) গ্রীক শব্দ থেকে আগত যা প্রাচীন গ্রিস দেশে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্ভবের আগেও, সবসময় ধর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ছিল, ও অর্থ ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা দেওয়া ও ফলত ধর্মীয় রহস্যগুলিতে প্রার্থীদের প্রবেশ করানো বা দীক্ষা দেওয়া বোঝাত। এইভাবে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা সবসময়ই μυστήριον (মুস্তেরিওন বা মিস্তেরিওন) অর্থাৎ ‘রহস্য’, μυστικός (মুস্তিকোস বা মিস্তিকোস) অর্থাৎ ‘রহস্য বিষয়ক’ বা ‘রহস্যময়’, ও μύστης (মুস্তেস বা মিস্তেস) অর্থাৎ ‘রহস্যগুলিতে দীক্ষিত’ শব্দগুলোর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর আগমনে, গ্রীকভাষী পিতৃগণের মধ্যে ‘মিস্তাগোগিয়া’ শব্দটা নানা অর্থ বহন করত: আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে ও সাক্ষ্যদাতা বলে অভিহিত সাধু মাক্সিমোসের কাছে শব্দটার অর্থ ছিল, যেকোন ধর্মক্রিয়া উদ্‌যাপন করা; স্তুদিও-মঠের সন্ন্যাসী থেওদরসের কাছে উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা; অরিগেনেস ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের কাছে সার্বিক অর্থে খ্রিষ্টীয় দীক্ষায় সদ্য দীক্ষিতদের কাছে সেই দীক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান; নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি ও নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির কাছে এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান; আন্তিওখিয়া ও আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীগুলোর কাছে, পবিত্র শাস্ত্রে আবৃত ও মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে উদ্‌যাপিত রহস্যের লিখিত বা মৌখিক ব্যাখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, অরিগেনেস ও আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে ‘মিস্তাগোগিয়া’ বলতে পবিত্র শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও সেইসঙ্গে নূতন নিয়মে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পুরাতন নিয়মের ‘দৃষ্টান্তগুলো’, ও মণ্ডলীর প্রচার করা চরমকালীন বাস্তবতা সমূহ ব্যাখ্যা করা বোঝাত।

২। কাতেখেসিস

‘কাতেখেসিস’ (κατήχησις): যে ধর্মশিক্ষা চল্লিশাকালে ও পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রদান করা হত, তা ‘কাতেখেসিস’ বলা হত; এ গ্রীক শব্দটার অর্থ এমন আলোচনা বা উপদেশ বোঝায় যা শ্রোতাদের কানে দীর্ঘ দিন ধরে ধ্বনিত হতে থাকবে; এই উদ্দেশ্যে যাঁরা উপদেশ দিতেন, তাঁরা নানা কথা-বিশেষ ব্যবহার করতেন; যেমন ‘ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি’, ঈশ্বরের ‘অনির্বচনীয় অনুগ্রহ’, ‘সুশৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনাচরণ, ঈশ্বরের মঞ্জুর করা ‘অগণন’ মঙ্গল বা আশীর্বাদ, ইত্যাদি। এইভাবে, সবসময় একই শব্দ-বিশেষ ব্যবহার করার ফলে, শব্দগুলো শ্রোতাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকবে বলে আশা করা যেতে পারত।

কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু খ্রিষ্টীয় দীক্ষা বিষয়ক, অর্থাৎ ১) বিশ্বাস-সূত্র, ২) প্রভুর প্রার্থনা, ৩) বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তদ্বয় বিষয়ক ছিল।

যে কাতেখেসিস পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দেওয়া হত, সেগুলো ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ (κατήχησις μυσταγωγική - কাতেখেসিস মিস্তাগোগিকে) বলে অভিহিত ছিল কারণ কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই কেন্দ্র করে দেওয়া হত।

বিশপ থেওদরসের ‘বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, ও মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ এই লেখাটা এজন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের যে লেখা আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলো একপ্রকারে আংশিক যেহেতু সেগুলোতে হয় বিশ্বাস-সূত্র নেই, না হয় প্রভুর প্রার্থনা নেই, না হয় বাপ্তিস্ম বা এউখারিস্তিয়া বিষয়ক ধর্মশিক্ষা নেই। কিন্তু বিশপ থেওদরসের কাতেখেসিসে উপরোল্লিখিত বিষয় তিনটাই অন্তর্ভুক্ত।

অবশেষে, বিশপ থেওদরসের কাতেখেসিসের মধ্য দিয়ে, বাইবেল-ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে ও উপাসনা ক্ষেত্রে আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর পদ্ধতি, যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের কাতেখেসিসে বর্ণিত আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর পদ্ধতি, ও মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজের কাতেখেসিসে বর্ণিত মিলান মণ্ডলীর পদ্ধতির মধ্যকার ভিন্ন ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যসমূহ আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

৩। দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ হল বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতির একটা বিশেষ নাম যা বর্তমানকালের ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীনকালে প্রচলিত বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতি নির্ধারণ করার

জন্য প্রবর্তন করলেন। যেহেতু প্রাচীনকালের ব্যাখ্যাতাগণ, ব্যাখ্যা দানকালে প্রায়ই **τύπος** (তুপোস বা তিপোস অর্থাৎ ‘দৃষ্টান্ত’) গ্রীক শব্দ ব্যবহার করতেন, সেজন্য তাঁদের সেই পদ্ধতি আজকালে ‘তিপোস ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ তথা ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ বলে অভিহিত।

প্রকৃতপক্ষে নূতন নিয়মের মধ্যেও শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত, যেমন ‘আদম তাঁরই দৃষ্টান্ত’, অর্থাৎ আদম খ্রিষ্টেরই **τύπος** (তুপোস) অর্থাৎ দৃষ্টান্ত (রো ৫:১৪); অন্যান্য পদ যা **τύπος** (তুপোস) / দৃষ্টান্ত শব্দটা ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করে, তা হল ১ করি ১০:৬, ১১।

আরও, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ ছাড়া, ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ বলে পরিচিত আরও একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যা যিশুর জন্মের আগেও ইহুদীরা ব্যবহার করত ও নূতন নিয়মে সাধু পল দ্বারা ও পরবর্তীকালে মণ্ডলীর পিতৃগণ দ্বারাও ব্যবহৃত ছিল। সেবিষয়ে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির লেখা দ্রষ্টব্য।

বিশপ থেওদরসের ধর্মতত্ত্ব

১। মানবতত্ত্ব

বিশপ থেওদরস অনুসারে, আদমের পাপ আদমকে ও মানবজাতিকে পাপের অধীন করল কেননা আদম ও মানবজাতি অবস্থায় পরিবর্তনশীল ছিল; আদমে যা হয়েছিল পাপের পরিণতি, মানবজাতিতে তা হয়ে উঠল পাপের কারণ, যার ফলে, মানবের পরিবর্তনশীলতার কারণে মানুষ কোন না কোন রকমে ব্যক্তিগতভাবেই পাপ করে। খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি মানবজাতিকে পরিবর্তনশীলতা ও মরণশীলতার অবস্থা থেকে অপরিবর্তনশীলতা ও অমরতায় স্থানান্তর করল; অপরিবর্তনশীলতা ও অমরতায় তেমন স্থানান্তর প্রথমত স্বয়ং খ্রিষ্টের ক্ষেত্রেই, এক প্রকারে, তিন ধাপেই ঘটল, তথা ১) সেই সিদ্ধ সংযোজন গুণে যা দ্বারা তিনি মনুষ্যত্বধারণ লগ্নে ঐশবাণীর সঙ্গে সংযোজিত হলেন; ২) মহত্তর পর্যায় তা ঘটল তাঁর বাপ্তিস্ম লগ্নে, ও ৩) অবশেষে স্থানান্তরটা তাঁর পুনরুত্থানেই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করল, অর্থাৎ, খ্রিষ্ট সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনশীল ও অমর হয়ে পুনরুত্থান করলেন। মানবজাতির ক্ষেত্রে তেমন প্রক্রিয়া খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোগ গুণেই ঘটে; সংযোগটা সেই বাপ্তিস্ম লগ্নে শুরু হয় যখন ১) ব্যক্তির সমস্ত ব্যক্তিগত পাপের ক্ষমা হয়, ও ২) ব্যক্তিকে খ্রিষ্টের সেই অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হয় যা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষকে

অপরিবর্তনীয়তায় (অর্থাৎ পাপহীনতায়) ও অমরতায় চালনা করে। শিশুদের বাপ্তিস্ম লগ্নে খ্রিস্টের মঞ্জুর করা অনুগ্রহ শিশুকে অপরিবর্তনীয়তায় ও অমরতায় চালনা করে। বিশপ থেওদরসের এধারণা পরবর্তীকালের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পূর্ণ মিল না রাখলেও তবু তাঁর জীবনকালে প্রচলিত ও গ্রাহ্যই ছিল।

২। খ্রিষ্টতত্ত্ব

বিশপ থেওদরসের সময়ে মণ্ডলী সেই আরিউস ও আপল্লিনারিউসের ভ্রান্তমত দ্বারা আক্রান্ত ছিল যারা খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ রূপে মানত না। যথার্থ খ্রিষ্টতত্ত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায় বিশপ থেওদরস ও আন্তিওখিয়ার ঐশতত্ত্ববিদগণ খ্রিস্টের সিদ্ধ ঈশ্বরত্ব ও অক্ষুণ্ন মনুষ্যত্বের উপরে জোর দেওয়ার প্রচেষ্টায় খ্রিস্টের ঐশ্বরিক স্বরূপ ও মানবস্বরূপ এতই তীব্রভাবে পৃথক করতেন যার ফলে এমনটাও ধরে নেওয়া হতে পারত যে, খ্রিষ্ট এক-ব্যক্তিত্ব নয়, প্রকৃতপক্ষে দু'টোই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অবশ্যই, বিশপ থেওদরস তেমনটা ভাবতে বা বলতে কখনও কল্পনাও করেননি যেহেতু তিনি খ্রিস্টের একমাত্র প্রসোপনেই (ব্যক্তিত্বেই) দ্বৈতস্বরূপ বিদ্যমান বলে প্রমাণ করতে অভিপ্রেত ছিলেন; কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ও তাঁর ব্যবহৃত উদাহরণ সময় সময় তত সূক্ষ্ম নয়, যার ফলে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন ঐশতত্ত্ববিদ, যেমন নেস্তরিউস, তাঁর খ্রিষ্টতত্ত্ব আরও তীব্রভাবে উপস্থাপন করার ফলে ভ্রান্তমতে পতিত হয়। দুঃখের বিষয়ে, পরবর্তীকালে বিশপ থেওদরসকে সেই ব্যক্তি বলে উপস্থাপন করা হল যিনি নেস্তরিউসের ভ্রান্তমত প্রভাবান্বিত করেছিলেন।

শব্দার্থ

সেকালের পিতৃগণ (সাধু বাসিল, সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ইত্যাদি পিতৃগণ) নিজ নিজ কাতেখেসিস প্রদানে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতেন, যেমন, রহস্য, প্রতীক, নমুনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁরা এক একজন সেই শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন। সেই অনুসারে, বিশপ থেওদরসও সেই বিশেষ বিশেষ শব্দগুলো ক্ষেত্রে সময় সময় একই অর্থ, ও সময় সময় অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন অর্থ অনুসারে ব্যবহার করেন।

তাছাড়া, যেমন উপরে বলা হয়েছে, বিশপ থেওদরসের লেখাগুলো কোন এক সময় বিলুপ্ত করা হয়েছিল; সেসময় কে যেন একজন সেই লেখাগুলো মূল গ্রীক ভাষা থেকে

সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদক, তিনি উপাসনা ও ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রীক শব্দগুলোর মধ্যে ক'টা শব্দ সিরীয় ভাষায় সমার্থক শব্দে অনুবাদ করেন, কিন্তু অন্য কতগুলো গ্রীক শব্দটা অনুবাদ না করে সেই গ্রীক শব্দগুলো সিরীয় অক্ষরে লেখেন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে কতগুলো গ্রীক শব্দ লাতিন ভাষায় অনুবাদের সময়ে অনূদিত না হয়ে বরং লাতিন বর্ণমালা অনুসারে বর্ণান্তরিত হয়েছিল; উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীক শব্দ μυστήριον ((মুস্তেরিওন / মিস্তেরিওন) লাতিন বর্ণমালায় তথা 'mysterion' বলে বর্ণান্তরিত হল, βάπτισμα (বাপ্তিস্মা) শব্দটা 'baptisma' বলে বর্ণান্তরিত হল, প্রভৃতি।

সুতরাং, বিশপ থেওদরসের সিরীয় ভাষায় অনূদিত কাতেখেসিসেও আমরা দেখতে পাই, উল্লিখিত পদ্ধতি দু'টো ব্যবহৃত, অর্থাৎ কতগুলো গ্রীক শব্দ সমার্থক সিরীয় শব্দে অনূদিত হয়, আবার কতগুলো গ্রীক শব্দ সিরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তরিত হয়। সেই অনুসারে,

ܐ̄ܪܙܐ (রজা) সিরীয় শব্দটা হল μυστήριον (মুস্তেরিওন / মিস্তেরিওন) গ্রীক শব্দের সমার্থক শব্দ যার অর্থ রহস্য, মিসা, সাক্রামেন্ত। কিন্তু তবুও বিশপ থেওদরস সময় সময় শব্দটা 'প্রতীক' অর্থেও ব্যবহার করেন।

τύπος (তুপোস / তিপোস) গ্রীক শব্দটা, সিরীয় অনূদিত না হয়ে সিরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তরিত হয়: ܛܘܦܣܐ, যার উচ্চারণ হল 'তাম্সা': বিশপ থেওদরসের লেখায় শব্দটা সাধারণত 'দৃষ্টান্ত' অর্থ বহন করে, যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'প্রতীক' ও 'নমুনা' অর্থও বহন করে।

কিন্তু, εἰκὼν (এইকোন) ও σχῆμα (স্খেমা) গ্রীক শব্দগুলো সিরীয় ভাষায় অনূদিত না হয়ে সিরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তরিত হয় ও গ্রীক মূল শব্দের অর্থ রক্ষা করে, যথা, εἰκὼν (এইকোন) শব্দের অর্থ হল প্রতিমূর্তি, ও σχῆμα (স্খেমা) শব্দের অর্থ হল কোন বস্তুর বাহ্যিক চেহারা বা নকশা।

ܩܘܪܒܢ (কোরবান) সিরীয় শব্দটা, δῶρον (দরন) বা θυσία (থুসিয়া) বা προσφορά (প্রস্ফোরা) গ্রীক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ যার অর্থ 'অর্ঘ্য', 'বলি' বা 'যজ্ঞ'।

মণ্ডলীর পিতৃগণের সময়ে, সাক্রামেন্তীয় তত্ত্ব সাধারণত দু'টো পদ্ধতি দ্বারা চিহ্নিত ছিল:

১। ܐܪ̈ܙܐ (রজা) অর্থাৎ ‘রহস্য’ (তথা ‘সাক্রামেন্ত’) শব্দটা আজকালের মত রহস্যের বাহ্যিক ও দৃশ্যগত দিক ও সেটার অদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ দিক তুলে ধরত। উদাহরণ স্বরূপ, বাপ্তিস্ম-রহস্যের দৃশ্যগত ও বাহ্যিক দিক হল বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান, ও সেটার অদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ দিক হল ঐশ্বরিক দত্তকপুত্রত্ব লাভ, স্বর্গে নিবন্ধন ইত্যাদি।

২। এ দিক দু’টো ব্যক্ত করার জন্য সেই পিতৃগণ বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতেন, যেমন ‘ছায়া’ ও ‘সত্য’ শব্দদ্বয়: তাতে ’ছায়া’ শব্দটা বাইবেল বর্ণিত পরিত্রাণদায়ী একটা ঘটনা নির্দেশ করত ও ‘সত্য’ শব্দটা সেটার বাস্তব সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠান বোঝাত। আরও অন্য উদাহরণ অনুসারে, নূতন নিয়ম ছিল ‘ছায়া-পুরাতন নিয়মের’ সত্য (অর্থাৎ বাস্তবতা)। আজকালের ভাষায়, নূতন নিয়ম হল পুরাতন নিয়মের সিদ্ধি স্বরূপ।

বলা যেতে পারে, সেকালের সকল পিতৃগণ কোন না কোন ভাবে এই পদ্ধতি দু’টো নিজ নিজ ঐশতাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে ব্যবহার করতেন; যাঁরা সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশালেমের সাধু সিরিল, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ইত্যাদি পিতৃগণের লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা তা স্বচক্ষে দেখতে পান। অন্যদিকে বিশপ থেওদরস শুধুমাত্র প্রথম পদ্ধতিই ব্যবহার করেন, দ্বিতীয় পদ্ধতি কখনও ব্যবহার করেন না; অর্থাৎ তিনি ‘ছায়া-সত্য’ উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করেন না, বরং সাধারণত ‘রহস্য’ (অর্থাৎ ‘সাক্রামেন্ত’) এককভাবে ব্যবহার করেন, ও যখন ‘চিহ্ন’ ও ‘দৃষ্টান্ত’, ও সময় সময় ‘প্রতীক’ ও ‘নমুনা’ শব্দগুলো ব্যবহার করেন, তখন তিনি এ শব্দগুলো ‘রহস্য’ শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে এককভাবে ব্যবহার করেন।

১ম পর্ব

বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের শক্তিগুণে আমরা
ব্যাখ্যাতা মার্ [প্রভু] থেওদরস-রচিত
[নিকেয়া মহাসভার] ৩১৮জন পিতা দ্বারা জারীকৃত
বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা
লিখতে শুরু করছি (১)।

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর কাতেখেসিস-পরম্পরা অনুসারে বিশপ থেওদরস সর্বথমে বিশ্বাস-সূত্রের প্রতিটি সূত্র ব্যাখ্যা করেন।

১ম কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু 'সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এক-ঈশ্বরে' বিশ্বাসে কেন্দ্রীভূত। বিশ্বাস-সূত্রের মুখবন্ধ হিসাবে বিশপ থেওদরস বলেন, বিশ্বাস-সূত্র এমন বিস্ময়কর বিষয় যা বর্ণনা করা কঠিন; বিশ্বাসই একান্ত প্রয়োজন।

২য় কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস-সূত্রের 'দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা' সূত্র: একথা পুরাতন নিয়মের সেই নবীদের প্রচারিত বাণীর উপরে নির্ভর করে যাঁদের ভূমিকা ছিল ইস্রায়েল জাতিকে পৌত্তলিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। নূতন নিয়মে প্রভু যিশু ত্রিত্ব-তত্ত্ব প্রকাশ করেন; এর ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, পিতা যিনি, তিনি হলেন পুত্রেরই পিতা ও সবকিছুর স্রষ্টা।

৩য় কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস-সূত্রের 'এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট' সূত্র। এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরস এটার উপর জোর দেন যে, সেই এক-প্রভু যিশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র।

৪র্থ কাতেখেসিস সেই সত্য ব্যাখ্যা করে যা অনুসারে, 'সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর' হওয়ায় এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন 'আপন পিতার সমসত্তার অধিকারী'।

৫ম থেকে ৮ম কাতেখেসিস পর্যন্ত বিশপ থেওদরস প্রভু যিশুর মনুষ্যত্বধারণ রহস্য ব্যাখ্যা করেন; সেই অনুসারে, ৫ম কাতেখেসিস সেই মনুষ্যত্বধারণের পরিত্রাণদায়ী গুরুত্ব তুলে ধরে।

৬ষ্ঠ কাতেখেসিস কুমারী মারীয়া থেকে প্রভুর জন্ম ও তাঁর ক্রুশারোপণের কথা ব্যাখ্যা করে।

৭ম কাতেখেসিস প্রভু যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও বিচারকর্তা রূপে তাঁর পুনরাগমনের কথা ব্যাখ্যা করে।

৮ম কাতেখেসিস প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূপের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উপস্থাপন করে: 'তিনি কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, কিন্তু তিনি স্বরূপে সত্যিই 'সেই দুইতেই' আছেন, তথা তিনি ঈশ্বর ও একাধারে তিনি মানুষ: যিনি ধারণ করলেন তিনি বাণী-ঈশ্বর, ও যাঁকে ধারণ করা হল তিনি মানুষ'।

৯ম কাতেখেসিস বিশ্বাস-সূত্রের পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র ব্যাখ্যা করে ও এক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করে।

১০ম কাতেখেসিস সহায়ক পবিত্র আত্মাকে 'সত্যের আত্মা' ও 'জীবনদাতা' বলে উপস্থাপন করে। অবশেষে বিশপ থেওদরস বিশ্বাস সূত্রের শেষ সূত্রগুলো তথা 'কাথলিক মণ্ডলী', 'পাপক্ষমা', 'মাংসের পুনরুত্থান' ও 'অনন্ত জীবন' সংক্রান্ত সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করেন।

---

(১) লেখক যিনি, তিনি মার্ তথা প্রভু থেওদরস-লিখিত ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করছেন।

১ম কাতেখেসিস

কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু ‘সর্বশক্তিমান ও স্রষ্টা এক-ঈশ্বরে’ বিশ্বাসে কেন্দ্রীভূত। বিশ্বাস-সূত্রের মুখবন্ধ হিসাবে বিশপ থেওদরস বলেন, বিশ্বাস-সূত্র এমন বিস্ময়কর বিষয় যা বর্ণনা করা কঠিন; বিশ্বাসই একান্ত প্রয়োজন।

১-২: পাস্কা মহাপর্বের প্রত্যাবর্তনে রহস্যগুলির মহত্ত্ব উপস্থাপিত হয়।
৩-৪: মানবজাতির সঙ্গে খ্রিষ্টের প্রবর্তিত সেই নতুন সন্ধি যা ঈশ্বর সম্পন্ন করেছেন; ও সেটার সর্বোচ্চ পর্যায়।
৫: বিশ্বাসই সেই নতুন সন্ধির একটা আভাস অর্পণ করে।
৬: আমাদের সহজাত দুর্বলতা সেই সন্ধি সবসময় বিপদগ্রস্ত করে।
৭: বিশ্বাস-স্বীকার বলতে কি বোঝায়; বিশ্বাস-স্বীকারের ফলাফল।
৮-৯: বিশ্বাস-সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যার আরম্ভ: ‘আমি বিশ্বাস করি’ সূত্রের ব্যাখ্যা। বিশ্বাস কি?
১০: খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বাসের প্রকৃত রক্ষক।
১১: ইহুদী মতবাদ ও অন্য যত ভ্রান্তমত এ বিশ্বাস থেকে বর্জিত।
১২: যারা এবিশ্বাস-বিরোধী, তাদের সম্পর্কে।
১৩-১৬: ‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি’ সূত্রের ব্যাখ্যা। পুরাতন ও নূতন নিয়ম বহুঈশ্বরবাদের যুক্তি খণ্ডন করে।

১। যা আমাদের সামনে উপস্থাপিত, কোন্ কথা সেই বিষয়গুলোর মহত্ত্বের যোগ্য, ও কোন্ মন সেই বিষয়গুলোর মহত্ত্বের সমতুল্য? অথবা, কোন্ জিহ্বা এই রহস্যগুলি বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ? বাস্তবিকই আমাদের জিহ্বার পক্ষে সৃষ্টবস্তু সম্পর্কেও সূক্ষ্ম ভাবে কথা বলা কঠিন, কেননা সেই জিহ্বাও নির্মাতা দ্বারা মহা প্রজ্ঞা সহকারে সৃষ্ট। এবং যা কিছু আমাদের মানবস্বরূপ অতিক্রম করে (কেননা আমরা যা বিষয়ে কথা বলতে অভিপ্রায় করছি, তা তো ঠিক তাই), সেই সবকিছু সমস্ত মানব-চিন্তার চেয়ে কতই না বেশি উচ্চতর। তা সত্যিই আমাদের কথা অতিক্রম করে। ধন্য পল এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন*(১)।

২। আমাদের আলোচনা এ বিস্ময়কর বিষয়েই কথা বলতে ইচ্ছা করে, এবং এ রহস্যগুলি উপভোগ করার জন্যই আমরা নিমন্ত্রিত, কেননা পবিত্র পাস্কার মহাপর্বকাল এবিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য আমাদের চালনা করছে। যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করতেন, এই স্বর্গীয় দানগুলো আমাদের কাছে অজানা থাকবে, তাহলে এটা স্পষ্ট হত যে, আমরা সেবিষয়ে কথা বলার ব্যাপারে সক্ষম হতাম না, কেননা কেমন করে আমরা অজানা বিষয়ে কথা বলতে পারতাম? তথাপি, যেহেতু তিনি নিজের অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞা আদি থেকে ও জগৎপত্তনের আগেই (২) আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের সাধিত ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করেছেন, সেজন্য তিনি এসমস্ত গুপ্ত রহস্য ও এসমস্ত দানের মহত্ত্ব আমাদের প্রকাশ করলেন ও পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই জ্ঞান মানুষকে মঞ্জুর করলেন। কেননা যেমনটা লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে, *আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন* (৩) ও পবিত্র আত্মার পরাক্রমে সাধিত সেই গৌরবময় ও অনির্বচনীয় রহস্যগুলি দেখিয়েছেন যাতে করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা উপযোগী ভাবে, ক্রমে ক্রমে ও বিশ্বাস দ্বারা, এই ভাবী দানগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এজন্যই আমাদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহ অনুসারে আমরা আমাদের চেয়ে বেশি উচ্চতর এসমস্ত অনির্বচনীয় বিষয়ে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলতে অভিপ্রায় করছি। যারা এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি বাসনা করে, খোদ এই পর্বকালই তো তাদের সঙ্গে কথা বলতে আমাদের বাধ্য করছে।

খ্রিস্টের সাধিত নতুন সন্ধি

৩। এটাই আমার জন্য একথা বলার সময়, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, তিনি যে সাধন করেছেন কত বিস্ময়কর কাজ* (৪)। সত্যিই, নতুন বিষয় নতুন গান দাবি করে, কেননা আমরা সেই নূতন নিয়মই বিষয়ে কথা বলছি যা ঈশ্বর তখনই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের সাধিত ব্যবস্থা দ্বারা মানবজাতির জন্য স্থির করলেন যখন পুরাতন যত বিষয় বাতিল করে সেটার স্থানে নতুন বিষয়গুলো দেখালেন। লেখা রয়েছে, *ফলে কেউ যদি খ্রিস্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে ও সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (৫)। মৃত্যু ও অবক্ষয় বিলীন হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল যত ভাবাবেগ ও পরিবর্তনশীলতা

কেটে গেছে, ও নবসৃষ্টির জীবন প্রকাশিত হয়েছে: এ এমন জীবন যা আমরা মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের পুনরুত্থানের পরে গিয়ে পৌঁছব বলে প্রত্যাশা রাখি। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের সময়ে তিনি আমাদের পুরাতনের চেয়ে নতুন, ক্ষয়শীল ও মরণশীলের চেয়ে অক্ষয়শীল ও অমর করে তুলবেন। তিনি আমাদের এই নতুন সন্ধি প্রদান করেছেন যা নবীকৃতদের জন্য উপযোগী; এবং এই সন্ধির খাতিরেই আমরা এই রহস্যময় বিষয়ে জ্ঞান গ্রহণ করি, যাতে *পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করি এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করি, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রিষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে* (৬)। এসমস্ত কিছু সেই আসন্ন জগতে সিদ্ধি লাভ করবে যখন অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠে আমরা কেবল সেই খ্রিষ্টকে দর্শন করব যাঁর রাজ্যের সহভাগী হব ও ইহুদী বা গ্রীক ও ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ হওয়ার পার্থক্য থেকে মুক্ত হব এবং এই সংসারের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হবে (৭)। বাস্তবিকই, ধন্য পলের সাক্ষ্যবাণী অনুসারে যারা খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির সাদৃশ্য অনুসারে অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপে বিরাজ করবে, তাদের বেলায় সেই ইহুদী বা গ্রীক ও ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষের মধ্যকার কেমন পার্থক্য আর থাকতে পারবে?

৪। কিন্তু, যেহেতু এটা দরকার ছিল যে, সেই ভাবী দানগুলোর বিষয়ে বিশ্বাস আমাদের মধ্যে স্থিতমূল থাকবে যাতে আমরা সেই দানগুলোর মহত্ত্ব বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত না হই (কেননা আমরা সেইসব কিছু আমাদের স্বরূপের চেয়ে অধিক ভিন্নধরনের ও ঊর্ধ্বধরনেরই বলে দেখি), সেজন্যই এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি আমাদের কাছে উপনীত হয়েছে যাতে প্রতীক দ্বারা ও দৃষ্টান্তই দ্বারা যেন আমরা আমাদের ভাবী প্রত্যাশার কাছে ক্রমে ক্রমে এগোতে পারি ও এই দানগুলো বিষয়ে দ্বিধামুক্ত বিশ্বাস অর্জন করতে পারি, ও একইসঙ্গে আমরা যেন এমন জীবনাচরণে নিষ্ঠাবান থাকতে পারি যা নতুন জগতের অনুরূপ, এবং আমরা যেন এজগতে আমাদের জীবন এমনভাবে সাজাই যা যথাসাধ্য এই বচনগুলোর অনুরূপ, *আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে* (৮), আরও, *আমাদের আবাস ঈশ্বেররই [তৈরী]*, এবং *আমাদের এমন আবাস আছে যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং স্বর্গলোকেই অবস্থিত* (৯)। আমরা এই পৃথিবীতে থাকতেই আমাদের নাম এই রহস্যগুলির

মধ্য দিয়ে আসন্ন জগতের সেই ভয়ঙ্কর গৌরবে নিবন্ধিত হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যগত বিষয়গুলো অবজ্ঞা করায় ও ভাবী বিষয়গুলো বাসনা করায় আমাদের উচিত স্বর্গীয় জীবন সাধ্যমতই যাপন করা। যারা এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুলির অংশী হতে উদ্যত হচ্ছে, তারা তেমনটা করতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তারা সামান্য ও সাধারণ দানগুলোর অংশী হবার জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হবার জন্য ও এমন ভিন্ন গুণাবলিরই অধিকারী হবার জন্যই তেমনটা করে যা ঈশ্বরের অনুগ্রহদান থেকে গ্রহণ করার কথা; অর্থাৎ মরণশীল থেকে তারা অমর, ক্ষয়শীল থেকে অক্ষয়শীল, যন্ত্রণাসাপেক্ষ থেকে যন্ত্রণা-অনাক্রম, পরিবর্তনশীল থেকে অপরিবর্তনীয়, ক্রীতদাস থেকে স্বাধীন মানুষ, শত্রু থেকে বন্ধু, পর থেকে সন্তান হয়ে উঠবে। আরও, তারা আদমের আর নয় কিন্তু খ্রিষ্টেরই অংশ বলে গণ্য হবে; তারা আদমকে আর নয়, কিন্তু সেই খ্রিষ্টকেই নিজেদের মাথা বলে ডাকবে যিনি তাদের নবীকৃত করেছেন; তারা কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে (১০) এমন মাটি চাষ করবে না, কিন্তু সেই স্বর্গেই বসবাস করবে যা সমস্ত শোক ও কান্না থেকে (১১) দূরবর্তী ও বিমুক্ত; মৃত্যুও তাদের উপর আর রাজত্ব করবে না, কিন্তু তারা নিজেরাই এমন নতুন জীবনে রাজত্ব করবে যেখানে তারা পাপের দাস আর না হয়ে বরং হবে ধর্মময়তার সেবক, শয়তানের সেবকর্মে আর না থেকে বরং খ্রিষ্টের সঙ্গে বসবাস করবে চিরকাল ধরে।

বিশ্বাসের ভূমিকা

৫। মানবজাতির পিতা সেই আদম আবাস হিসাবে সেই পরমদেশ পেয়েছিলেন যা থেকে তাঁর অকৃতজ্ঞতা ও পাপকর্মের কারণে বিতাড়িত হয়েছিলেন, এবং আমরা যারা তাঁর স্বরূপ ও শাস্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি, সেই আমরা এই রহস্যগুলিতে আমাদের সহভাগিতার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করি, সেইভাবে যেভাবে তিনি বলেছেন, *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (১২)। তাই, যে মানুষ এই আধ্যাত্মিক জন্ম গ্রহণ করে, তার নাম সাথে সাথেই স্বর্গে লিপিবদ্ধ হয় ও সে সেই ভাবী দানগুলোর উত্তরাধিকারী ও অংশী হয়ে ওঠে যা বিষয়ে ধন্য পল কথা বলেছিলেন, কেননা যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখেছে তারা মৃতদের মধ্য

থেকে পুনরুত্থানের পরে স্বর্গে বসবাস করার প্রতীক্ষায় রয়েছে। এমনকি আমরা সেই স্বর্গেই যাবার প্রত্যাশা রাখি যেখানে আমাদের আগে আগে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য প্রবেশ করেছেন। এই রহস্যগুলি দ্বারা আমাদের নাম সত্যিই সেই আবাসে লিপিবদ্ধ হয়।

৬। তেমন মহৎ প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত না হওয়ার ফলে পরমদেশ থেকে বিতাড়িত সেই আদমের দশা ভোগ না করার জন্য আমাদের পক্ষে মহৎ অধ্যবসায় ও অসীম তৎপরতা একান্ত প্রয়োজন। ঠিক এই কারণেই আমরা দৃঢ় ও দ্বিধামুক্ত বিশ্বাস-স্বীকারের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি বিস্ময়কর ভাবে গ্রহণ করি; এবং তেমন বিশ্বাস-স্বীকার বিষয়ে বিস্মৃত না হয়ে বরং যা গ্রহণ করেছি তা মহৎ যত্ন সহকারে রক্ষা করা উচিত। যখন আমরা এই স্বর্গীয় দানগুলো এমন যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেছি যার ফলে আমরা সেগুলোতে প্রীত হতে পারি; আরও, আমরা যখন সেগুলোর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়েছি, তখন আমাদের পক্ষে সেগুলো থেকে সরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তথাপি, যতদিন আমরা এই পৃথিবীতে রয়েছি, যেহেতু আমরা এই রহস্যগুলিতে অংশভাগিতার মধ্য দিয়ে সেই দানগুলো প্রত্যাশায়ই গ্রহণ করে থাকি, সেজন্য ততদিন ধরে সেগুলো থেকে সরে যাওয়া সম্ভব, কারণ আমরা পরিবর্তনশীল স্বরূপের অধিকারী। তাই আমাদের উচিত, সেই দানগুলো বিষয়ে মহৎ উদ্বেগ ও তৎপরতা দেখানো ও ভাবীকালের সেই প্রত্যাশাকে আমাদের প্রাণে স্থিতমূল রাখবার জন্য জাগ্রত থাকা।

বিশ্বাস-স্বীকার: সেটার অর্থ ও সেটার ফলাফল

৭। তবে, এই যে স্বর্গীয় দানগুলোতে আমরা একদিন অংশী হব, সেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা যা দ্বারা রহস্যগুলিতে সহভাগিতা গ্রহণ করব, সেই বিশ্বাস-স্বীকার ও সেই নানা প্রতিজ্ঞা কি? তা হল সেই প্রতিজ্ঞাগুলো যা আমরা বাপ্তিস্মের সময়ে বিশ্বাস সহকারে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাক্ষাতে উচ্চারণ করি। সেগুলোর অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যদি কেবল শ্রবণই যথেষ্ট হত, তাহলে আমাদের এসমস্ত কথা অনর্থকই হত, কেননা সেই কথাগুলো উচ্চারিত হওয়া মাত্রই শ্রোতারা সেই অর্থ উপলব্ধি করত। তথাপি, যেহেতু সেই কথাগুলোতে মহৎ অর্থ রয়েছে (কেননা আমাদের ধন্য পিতৃগণ ঈশ্বরের দানের ফলস্বরূপ আমাদের কাছে এমন কথায় সংক্ষিপ্ত করা একটা অনির্বচনীয়

ঐশ্বর্য সম্প্রদান করেছেন যে-কথা শেখা ও স্মরণ করা সহজ), সেজন্য, যারা এই রহস্যগুলি গ্রহণ করতে উদ্যত, তাদের কাছে সেই কথাগুলো শিখিয়ে দেওয়া ও সেগুলোতে লুক্কায়িত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। এবং তারা যার দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছা করে, যখন তারা সেই দানের মহত্ত্ব শিখবে, ও তাদের স্বীকারোক্তির তত্ত্ব, ও যার খাতিরে তারা তেমন মহৎ দান গ্রহণ করে সেই প্রতিজ্ঞাগুলোরও তত্ত্ব উপলব্ধি করবে, তখন, তারা তাদের কাছে সম্প্রদান করা সেই বিশ্বাস যত্ন সহকারে নিজেদের প্রাণে রক্ষা করবে।

‘আমি বিশ্বাস করি’ সূত্র। বিশ্বাস কি?

৮। তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকার ও প্রতিজ্ঞার যে নিয়ম এই রহস্যগুলিতে যত্ন সহকারে রক্ষা করা দরকার, সেই নিয়ম এটা, ‘আমি এক-ঈশ্বরে, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি’। আমাদের প্রভুর অনুগ্রহে আমরা এই শব্দগুলো একটার পর একটা করে ব্যাখ্যা করব, কারণ এটাই উত্তম যে, তোমরা সেই সমস্ত শব্দের অর্থ জানবে। অতএব, বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে তোমরাও যা থেকে শুরু করেছ, এসো, আমরা সঙ্গতভাবে ঠিক তা থেকেই শুরু করি: *আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি* (১৩): এটাই হল বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত ধর্মভক্তির ভিত্তি, *কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে* (১৪)। এটাই বিশ্বাস সংক্রান্ত সত্যকার ধর্মতত্ত্বের সূচনা। কেননা, যেহেতু ধর্মভক্তির মূলধারণা অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় বিষয়গুলোতে বিশ্বাস-স্বীকারে রয়েছে, সেজন্য সেটার জন্য এমন বিশ্বাস দরকার যা অদৃশ্য বিষয়াদি দেখবার জন্য সচেতনতাকে চালনা করবে। যা কিছু দৃশ্যগত, তা আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই, কিন্তু যা কিছু অদৃশ্য তা কেবল বিশ্বাস দ্বারাই দেখা যেতে পারে, কেননা *বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার সত্তা, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি* (১৫)।

৯। যা কিছু এখনও অস্তিত্বশীল নয়, বিশ্বাস মানুষের সচেতনতার কাছে সেই সব কিছু সত্তাময় ভাবেই আনে। প্রকৃতপক্ষে, পুনরুত্থান, স্বর্গরাজ্য, ও এসমস্ত কিছুর ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা যা এখনও হয়নি, তা আমরা বিশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ভাবে মেনে নিই। বিশ্বাস

এমনটা করে যাতে প্রাণ অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় বিষয়গুলো দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে। তাই আমরা বিশ্বাস দ্বারা সেই ঈশ্বরের স্বরূপ দেখবার যোগ্য হয়ে উঠি *যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়* (১৬)। সেই অনুসারে আমরা দেহের চোখ দিয়ে দর্শনীয় বিষয় দেখতে পাই, অবশ্যই, যদি তেমন বিষয়ে বাস্তব ও দৃষ্টিগোচর, ও এমন কিছু যদি না থাকে যা তা যথাযথ ভাবে দেখবার জন্য বাধা না দেয়; কিন্তু দেহের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তবে যা কিছু দৃশ্যগত তা সত্যিকারে দৃষ্টিগোচর হয়েও অদৃশ্য হয়ে যায়। একই প্রকারে, আমাদের বিশ্বাস সুস্থ হলে তবে, ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা যা বিষয়ে আমাদের জ্ঞাত করেছে, আমরা সবাই সেই অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় বিষয়গুলো সূক্ষ্ম ভাবেই দেখতে পাই; কিন্তু যাদের বিশ্বাস অসুস্থ, সেই সমস্ত বিষয় তাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে থেকে যায়। এবং যেহেতু ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা দু'টো বিষয়ে স্থাপিত তথা, ঈশ্বর সংক্রান্ত বিশ্বাস-স্বীকার ও সেই বিবিধ ও অগণন বিষয়ও স্বীকার যা তাঁর দ্বারা গড়া হয়েছিল ও গড়া হবে, সেজন্য ধন্য পল এটা দেখান যে, উভয় বিষয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস অপরিহার্য; তিনি বলেন, *ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন*, এবং তিনি আরও বলেন, *যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে* (১৭)। প্রথম বচনে তিনি শিখিয়ে দেন যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত স্বীকারোক্তিও একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা ধর্মভক্তির ধারণা বাদে অন্য কিছুই নেই; দ্বিতীয় বচনে তিনি এমনটা বলেন যে, সেসমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞান অর্জন না করলে আমরা তাঁর গড়া বস্তু বুঝতে ও স্বীকার করতে অক্ষম। যারা ধর্মতাত্ত্বিক সত্য অনুসারে বিশ্বাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গ্রহণ করে, বিশ্বাস তাদের সিদ্ধ করে তোলে, কিন্তু যারা তা থেকে দূরে সরে যায়, তারা ভুলভ্রান্তিতে সম্পূর্ণরূপেই নিমজ্জিত হয়।

খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বাসের প্রকৃত রক্ষক

১০। পল ঈশ্বরের মণ্ডলীকে *সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি* (১৮) বলে অভিহিত করেন, কারণ সেই মণ্ডলী বিশ্বাসে সুস্থ ও ধর্মভক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যারা বিশ্বাসের বাইরে রয়েছে, তথা সেই পৌত্তলিক, ইহুদী ও ভ্রান্তমতপন্থীরা, যেহেতু তারা বিশ্বাস-বিহীন সেজন্য তারা

সত্য থেকে বহু দূরে সরে যায়। বাস্তবিকই, বিশ্বাস-বিহীন হওয়ায় পৌত্তলিকেরা বুঝে উঠতে পারল না কেমন করে ঈশ্বর শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি ও নির্মাণ করে তা সত্তাময় ভাবে অস্তিত্বশীল করেছিলেন; এবং তেমন ভ্রান্তিতে তারা নিজেদের উন্মাদ কল্পনায় ঈশ্বরকে এমন সঙ্গিনী দিল যাকে তিনি অনন্তকাল থেকেই নিজের কাছে আসন দিয়েছিলেন; ও তারা সত্য থেকে তেমন নিরস নানা রূপকথায় সরে গেল।

সব ধরনের ভ্রান্তমত এ বিশ্বাস থেকে বর্জিত

১১। ইহুদীদের কথা বলতে গেলে, তারা তো পুত্র-নাম সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের অবিশ্বাসের কারণে এমনটা বুঝতে পারেনি যে তিনি সত্যকার পুত্র। এইভাবে, মণ্ডলীর বাইরে সেই সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থী যারা ও যারা মিথ্যাভাবে নিজেদের উপরে খ্রিষ্ট-নাম আরোপ করল, তারা বিশ্বাস-বিহীন হওয়ায় ভ্রান্ত হল ও সত্য থেকে সরে গেল। সমস্ত ভ্রান্তমতের কথা শোনা থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্য আমি সেবিষয়ে কিছুই উল্লেখ করব না; কেবল সেই আরিউস, এউনোমিউস ও যারা এদের অভিমত সমর্থন করে তাদেরই কথা মাত্র উল্লেখ করা ও এটাও লক্ষ করা যথেষ্ট যে, তারা ইহুদীদের রোগে আক্রান্ত ছিল; ও তাদের বিশ্বাসের অভাবে তারা এটা বুঝতে ও মেনে নিতে পারেনি যে, যিনি অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন, ‘ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর’ সেই পুত্র হলেন ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, এবং পিতার স্বরূপ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তা পুত্রের স্বরূপ সম্পর্কেও বলা হয়, এবং পিতার স্বরূপ যে এমন সত্যকার পুত্রেরই অধিকারী যিনি নিজেতে তাঁর আপন পিতাকে দেখাতে সক্ষম, তাতে পিতার সেই স্বরূপ যে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তারা তাও বুঝতে ও মেনে নিতে অক্ষম।

যারা এবিশ্বাস-বিরোধী, তাদের সম্পর্কে

১২। বহু কথার মধ্য থেকে এই স্বল্প কথাই মাত্র বলা হয়েছে যাতে, যারা সত্য থেকে সরে গেছে তাদের ভর্ৎসনা করা যেতে পারে, ও এটাও যেন দেখানো যেতে পারে যে, তারা বিশ্বাসের অভাবেই সরে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, যারা বিশ্বাসের অভাবে সরে গেছে, তাদের ভুলভ্রান্তি মহৎ ও বহুবিধ; এবং সেই ভুলভ্রান্তি যেমন বিশ্বাস থেকে

নিজের দূরত্ব অনুসারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি জ্ঞানও বিশ্বাসের কাছে নিজের নিকটবর্তীতা অনুসারে বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর যে আছেন, তিনি যে সবকিছুর নির্মাতা, ও তিনি যে শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এসমস্ত কথা আমরা বিশ্বাস দ্বারাই জানি। বিশ্বাস দ্বারাই আমরা এটা উপলব্ধি করি যে, যারা মৃত্যুবরণ করেছে ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, তারা, যখন তাদের নির্মাতা তেমনটা ইচ্ছা করবেন, তখন তারা পুনরায় জীবনে ফিরে আসবে ও অস্তিত্বশীল হবে। বিশ্বাস দ্বারাই আমরা জানতে পেরেছি, পিতার এমন পুত্র আছেন যিনি তাঁর নিজের স্বরূপ অনুযায়ী হয়ে জনিত হলেন ও তাঁরই মত ঈশ্বর। এই বিশ্বাস দ্বারাই আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বরের স্বরূপ অনুযায়ী, ও সততই পিতা ও পুত্রের সঙ্গে বিরাজমান। বিশ্বাস দ্বারাই আমরা খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা-প্রচার বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে সন্দেহমুক্ত যা জগতে বাস্তবেই ঘটেছে। তাই, আমাদের ধন্য পিতৃগণ যে আমাদের শিক্ষা ও আমাদের প্রতিজ্ঞা-রহস্যের [অর্থাৎ বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তের] শুরুতে বিশ্বাসকেই ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেছেন, তা ন্যায়সঙ্গত; এমনকি, তাঁদের পরম্পরা এটা দিয়েই আমাদের শুরু করতে বাধ্য করে।

‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি’ সূত্রের ব্যাখ্যা

১৩। ‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি’: আমাদের ধন্য পিতৃগণ যে সমস্ত ধর্মশিক্ষা স্বল্প কথায় সন্নিবিষ্ট করে তা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তাঁরা মনে করেছিলেন, দীর্ঘ একটা আলোচনা অন্য সময়ে ও অন্য ব্যক্তিদের জন্যই বেশি উপকারে আসবে। কিন্তু সেই তোমরা যারা অনেক দিন ধরে জগৎ থেকে নিজেদের পৃথক করেছ, সদিচ্ছার সঙ্গে ধর্মভক্তির কাছে এসেছ, ও ভয়ঙ্কর এক ক্ষণে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও সৎ বিবেকের সঙ্গে ঐশ্বরিক রহস্যগুলি গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে, সেই তোমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত কথা অধিক উপযোগী, কেননা, যখন এই রহস্যগুলির খাতিরে তোমরা যে স্বীকারোক্তি করবে ও যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে তা স্মরণ করতে ইচ্ছা করবে, তখন স্বল্প হওয়ায় সেই কথাগুলো মনে রাখা আরও বেশি সহজ হবে। তথাপি, সেই সমস্ত কথা সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষাও যোগ করা ন্যায়সঙ্গত যাতে তোমরা সেই সমস্ত কথা আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝতে

পার, ও যখন তোমাদের কাছে সম্প্রদান করা এই ঐশ্বরিক শিক্ষা আঁকড়ে ধরতে হবে, তখন যেন ধর্মভক্তির শত্রুদের সমস্ত কথার বিষয়ে নিজেদের প্রাণে সতর্ক থাকতে পার।

১৪। ‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি’: লক্ষ কর কেমন করে আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণ এক-ঈশ্বর সেই পিতায় সত্যকার বিশ্বাস-স্বীকারের এই প্রথম বাক্য দিয়ে যত্ন সহকারে বহু-ঈশ্বরবাদের ভুলভ্রান্তি থেকে ও বর্তমানকালের ইহুদীদের সমর্থিত মিথ্যা থেকেও আমাদের সরিয়ে দিয়েছেন; এই বাক্য এমন যা পুরাতন নিয়মের সমগ্র শিক্ষার সঙ্গে একেবারে একমত। কেননা খ্রিষ্ট সম্পর্কে নূতন নিয়মের কথাগুলো পুরাতন নিয়মের নবীদের উচ্চারিত বাণীতেই উপস্থিত ছিল। এমনকি, নবীদের সেই বাণী একটা প্রতীক ও চিহ্ন হিসাবেই উপস্থিত ছিল যা দ্বারা ইহুদীরা প্রত্যাশা করেছিল, মশীহ তাদের কাছে মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হবেন; কিন্তু ঈশ্বরের বাণী যিনি, সেই একমাত্র জনিত পুত্রের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে তারা কেউই সচেতন ছিল না। আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের এমন সিদ্ধ ধর্মতত্ত্ব প্রদান করেছেন যা, যারা ধর্মভক্তিতে দীক্ষিত হয় তাদের পৌত্তলিকতা থেকে পৃথক করে, ও যারা সেই ধর্মভক্তির আজ্ঞাগুলো পালন করে তাদের পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রাখে, কেননা সেই ধর্মভক্তি এমনটা শিখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরত্বের স্বরূপগুলো বহুবিধ ও বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু ঈশ্বর একমাত্র ও অনন্তকালীন এমন স্বরূপে বিদ্যমান যা সবকিছুর আদিকারণ; আরও, সেই ধর্মভক্তি এটাও শেখায় যে, সেই একমাত্রজন হলেন ঈশ্বর, ও তিনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই; আরও, ঈশ্বর এমন যিনি অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ; আরও, যিনি এটির মত নন তিনি স্বরূপে ঈশ্বর নন; আরও, যিনি অনন্তকালীন তিনি সবকিছুর আদিকারণ; আরও, যিনি অনন্তকালীন নন ও সবকিছুর আদিকারণও নন তিনি ঈশ্বর নন, তিনি বরং সেই ঈশ্বরের নির্মিত কর্ম যিনি একাই শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করার অধিকার রাখেন।

১৫। এজন্য বলা হয়েছে, *তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু* (১৯), যাতে আমরা এটা শিখে নিতে পারি যে, ঈশ্বরত্বের এমন একমাত্র স্বরূপ রয়েছে যাকে প্রভু ও ঈশ্বর নাম দেয়। আরও বলা হয়েছে, *যে দেবতারা আকাশ ও পৃথিবী গড়েনি, তারা পৃথিবী থেকে ও আকাশের নিচ থেকে নিশ্চিহ্ন হবে* (২০), যাতে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে,

যিনি সবকিছুর আদিকারণ নন তিনি ঈশ্বর নন। যিনি সবকিছুর আদিকারণ, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর। এজন্য মোশিকে বলা হয়েছিল, *আমি সবকিছুর আদিকারণ* (২১), যাতে আমরা এটা শিখে নিতে পারি যে, তিনিই সত্যিকারে সেই তিনি যিনি অনন্তকাল থেকে ছিলেন ও সতত আছেন, এবং সেই তিনিই ঈশ্বর। যিনি তেমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন ও অনন্তকালীনও নন, তিনি নিজে থেকে সত্যিকারে অস্তিত্বশীল নন, তিনি বরং নির্মিত, ও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল না হওয়ার সময়েই নির্মিত হলেন, অর্থাৎ সেই সময়ই নির্মিত হলেন যখন যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, তিনি তথা ঈশ্বর তাকে নির্মাণ করতে ইচ্ছা করেছেন। এজন্যই বলা হয়েছে, *আমিই আদি, আমিই অন্ত, ও আমার আগে কোন ঈশ্বর ছিল না ও আমার পরে কোন ঈশ্বর হবে না* (২২), যাতে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি সেই ঈশ্বর যিনি আদি ও অনন্তকাল থেকে ছিলেন, ও এমনটা সম্ভব নয় যে, নির্মিত অন্য কিছু ঈশ্বর হয়ে উঠবে। কারণ ঐশ্বরিক স্বরূপ সৃষ্টির চেয়ে এতই উচ্চ যা নির্মিত হতে পারে না।

১৬। এসমস্ত কথা আমাদের ধর্মভক্তি বিষয়ে শিক্ষা দান করে ও পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি বের করে দেয়। পৌত্তলিকদের মধ্যে দেব-দেবী বহুবিধ ও নানা ধরনের: তাদের ক'টা যুবক ও অন্য ক'টা বৃদ্ধ; তাদের ক'টা এটা করতে পারে ও অন্য ক'টা সেটা করতে পারে; তাদের ক'টার ধ্বংস হয় ও অন্য ক'টা বেঁচে থাকে; তাছাড়া সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী। আমাদের যে এসব কিছু প্রত্যাখ্যান করতে হয়, তা পুরাতন নিয়ম আমাদের কাছে সেই নবীদের বাণীতে শিখিয়েছে যাঁরা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে এমন কথা বলেছিলেন যা অনুসারে জাতিগুলির সকল দেবতা মিথ্যা মাত্র (২৩) ও ঈশ্বর-নয়, কারণ ঈশ্বর এক, তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন ও তিনি সবকিছুর আদিকারণ, সেইভাবে যেভাবে বলা হয়েছে, *তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে* অর্থাৎ নতুন কোন দেবতা যেন না থাকে, ও *বিজাতীয় কোন দেবতার উদ্দেশে তুমি যেন না কর প্রণিপাত* (২৪), কারণ যা কিছু নূতন তা ঈশ্বর নয়; তারা এমন দেবতা যারা কিছু দিন আগেই মাত্র আবির্ভূত হল (২৫)। ঐশস্বরূপ একমাত্র ও অনন্তকালীন স্বরূপ। তেমন স্বরূপের এমন দরকার ছিল না, তা অন্য কিছু দ্বারা নির্মিত হবে, কারণ সেটা নিজেই সবকিছুর আদিকারণ। এজন্যই তিনি একমাত্র ঈশ্বর, ও যা কিছু নির্মিত হয় তা

স্বরূপে ঈশ্বর হতে পারে না যেহেতু তা অন্য কিছু দ্বারা নির্মিত হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টবস্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নিজ নিজ অস্তিত্ব নিজেদের সেই নির্মাতার উপরে আরোপ করে যিনি ঈশ্বর ও যাঁর কাছ থেকে তাদের অস্তিত্ব আগত, ও সেজন্য তারা তাঁরই কাছে ধন্যবাদ-স্তুতির বন্ধনে আবদ্ধ যিনি নিজের সদিচ্ছা ও পরাক্রম গুণে তাদের অস্তিত্বশীলতা মঞ্জুর করেছেন।

১৭। আমাদের ধন্য পিতৃগণ সংক্ষিপ্ততায় মহৎ এই ধর্মতত্ত্ব এই সূত্রেই তথা 'আমি এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি' সূত্রেই সন্নিবিষ্ট করেছেন। সুতরাং এসো, আমরা যেন নবীদের বাণীপ্রচার অনুসারে ও আমাদের পিতৃগণের শিক্ষাদান অনুসারে এক-ঈশ্বরে এই বিশ্বাস গ্রহণ করে নিই। কেননা ঐশস্বরূপ সত্যিই একটামাত্র ও সত্যিই অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ; পৌত্তলিকেরা বলে, নানা ধরনের বহু দেব-দেবী আছে, কিন্তু ঐশস্বরূপ তাদের এই ভুলভ্রান্তি অনুযায়ী নয়। কিন্তু সবকিছুর মৌখিক শিক্ষা ধীরে ধীরেই তোমাদের কাছে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে, যা কিছু তোমাদের বলা হয়েছে তা তোমরা যেন মনে রাখতে পার, কেননা এসমস্ত কিছু তাদেরই জন্য অপরিহার্য যারা পূর্ববর্তী কথাগুলো মেনে চলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাহায্যে আমরা তোমাদের কাছে আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অন্য দিনে রক্ষা করব; তাই আপাতত এসো, যা কিছু বলা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকি, এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরবকীর্তন করি, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে।

১ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ১ করি ২:৯।

(২) যোহন ১৭:২৪ দ্রঃ।

(৩) ১ করি ২:১০।

(৪) সাম ৯৮:১ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৫) ২ করি ৫::১৭ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৬) কল ৩:১০-১১ দ্রঃ।

(৭) ১ করি ৭:৩১ দ্রঃ।

(৮) ফিলি ৩:২০।

(৯) ২ করি ৫:১ দ্রঃ।

(১০) আদি ৩:১৮।

(১১) ইশা ৩৫:১০ দ্রঃ।

(১২) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।

(১৩) পদটা সিরীয় পাঠ্য অনুসারেই ব্যাখ্যা করা হয়।

(১৪) রো ১০:১০।

(১৫) হিব্রু ১১:১ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৬) ১ তি ৬:১৬।

(১৭) হিব্রু ১১:৬, ৩।

(১৮) ১ তি ৩:১৫।

(১৯) দ্বিঃবিঃ ৬:৪; মার্ক ১২:২৯ দ্রঃ।

(২০) যেরে ১০:১১।

(২১) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩০ দ্রঃ।

(২২) ইশা ৪৪:৬ দ্রঃ।

(২৩) সাম ৯৬:৫ দ্রঃ।

(২৪) সাম ৮১:১০।

(২৫) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৭ দ্রঃ।

বিশ্বাস সংক্রান্ত

২য় কাতেখেসিস

এই কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস-সূত্রের ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা’ সূত্র : একথা পুরাতন নিয়মের সেই নবীদের প্রচারিত বাণীর উপরে নির্ভর করে যাঁদের ভূমিকা ছিল ইস্রায়েল জাতিকে পৌত্তলিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। নূতন নিয়মে প্রভু যিশু ত্রিত্ব-তত্ত্ব প্রকাশ করেন ; এর ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, পিতা যিনি, তিনি হলেন পুত্রেরই পিতা ও সবকিছুর স্রষ্টা।

১: ১ম কাতেখেসিসের সারসংক্ষেপ।
২-৪: আপন প্রেরিতদূতদের কাছে খ্রিষ্টের আদেশ, তথা সর্বজাতির কাছে ত্রিত্ব-নামে শিক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদান করা।
৫-৯: ‘আমি পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি’ সূত্রের ব্যাখ্যা বিস্তৃতি : ঈশ্বর সেই পিতা যিনি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান।
১০-১৫: তিনি ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা’ সূত্রের ব্যাখ্যা।
১৬-১৯: ‘পিতা’ ও ‘নির্মাতা’ শব্দ দু’টোর প্রকৃত অর্থ ; ঈশ্বর ক্ষেত্রে ও মানব ক্ষেত্রে সেই নাম দু’টো কি ভাবে ব্যবহার্য।

১ম কাতেখেসিসের সারসংক্ষেপ

১। গতকাল আমরা তোমাদের ভালবাসার কাছে বিশ্বাস-স্বীকারের ভিত্তি সেই বিশ্বাস সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলেছি, ও সেই মাত্রায়ই কথা বলেছি যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মঞ্জুর করেছে। আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকার বিষয়ে আলোচনা করেছি ও এটা দেখিয়েছি যে, এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা বিজাতীয়দের পৌত্তলিকতার সমস্ত ভুলভ্রান্তি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়। নবীদের পবিত্র পুস্তকাদি থেকে আমরা, যাদের দেব-দেবী ভিন্ন ভিন্ন ও বহুবিধ, সেই পৌত্তলিকদের সমস্ত বিকৃত তত্ত্ব আমাদের কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে শিখেছি, এবং এটাও শিখেছি যে, যে ঐশ্বরিক স্বরূপের ঈশ্বর ও প্রভু বলে অভিহিত হওয়া উচিত, তা একটামাত্র, কেননা কেবল তিনিই অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ। বাস্তবিকই, সমস্ত সৃষ্টবস্তু তেমন স্বরূপ থেকে অধিক দূরবর্তী,

কেননা একটা সৃষ্টবস্তু যে অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান এমনটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, এমনকি সৃষ্টবস্তুগুলোও এমনটা মানবে না মানুষ সেগুলোকে প্রকৃত প্রভু ও স্বরূপে ঈশ্বর বলে চিহ্নিত করবে। যা কিছু অন্য কিছু দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন মতেই শূন্য থেকে অন্য কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তা ঈশ্বর বলেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে অভিহিত হতে পারে না; কিন্তু যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবশ্যকীয়ভাবে ঈশ্বর। এজন্যই আমরা এমনটা বলি যে, এক-ঈশ্বর আছেন, সেইভাবে যেভাবে ধন্য নবীরা আমাদের শিখিয়েছেন; এবং তাঁরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহেই কথা বলেছিলেন ও সেই বিশিষ্ট স্বরূপ চিহ্নিত করেছিলেন যা কেবল ঈশ্বরের অধিকার। একথা ছাড়া তাঁরা অন্য কিছুই স্পষ্টভাবে শেখাননি।

ত্রিত্ব-নামেতে শিক্ষা ও বাপ্তিস্ম প্রদান করা

২। কিন্তু পিতা ও পুত্র সংক্রান্ত শিক্ষা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের জন্যই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল: যা কিছু আগে অজানা ছিল ও মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়নি, তিনিই তা আপন শিষ্যদের কাছে শিখিয়ে দিলেন ও তাঁদের আজ্ঞা করলেন যেন তাঁরা অন্যান্যদেরও কাছে তা শিখিয়ে দেন; তাঁদের তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (১); তাই যেমন ধন্য মোশি নিজের ধর্মতত্ত্ব জারি করে বলেছিলেন, *তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু* (২) (এ তত্ত্ব এমন যা সকল নবী দ্বারা শেখানো হয়েছিল ও সম্প্রদান করা হয়েছিল), তেমনি আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে নিজের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু প্রভু ও ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের যে কী শিখতে হবে ও অন্যান্যদের শিখিয়ে দিতে হবে, সেসম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি যেহেতু তেমনটা নবীদের দ্বারাই স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। নবীদের শিক্ষা সিদ্ধ করার লক্ষ্যে যা বাকি ছিল, তিনি আপন শিষ্যদের তা-ই সকল জাতিকে শেখাতে আজ্ঞা করেছিলেন, এজন্য তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও'। আসলে, এটা এমন নয় যে আমরা ভাবব, এনাদের মধ্যে একজন ঈশ্বর নন, অথবা ভাবব, এনাদের কাছে

অন্য ঈশ্বর আছেন, কিন্তু আমরা যেন বিশ্বাস করি যে, কেবল তাঁরাই হলেন সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ যা বিষয়ে আমরা নবীদের কাছ থেকে ইতিমধ্যে শিখলাম, সেই স্বরূপ একটামাত্র।

৩। যেহেতু বিধর্মীরা আগে এমন বহু-ঈশ্বরবাদ শিখিয়েছিল যা অনুসারে তারা ছিল অসংখ্য, ও যৌবন ও বার্ধ্যক্যে এবং দুর্বলতা ও শক্তিতে ভিন্ন যার ফলে সেগুলোর ক'টা এটা করতে পারত ও অন্য ক'টা সেটা করতে পারত, সেজন্য খ্রিষ্ট এসব কিছুর বিপরীতে আপন শিষ্যদের আজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা যেন সকল জাতিকে পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি থেকে সরে যেতে, ও ঈশ্বরত্বের স্বরূপ যে এক, তা-ই যেন বিশ্বাস করতে শেখান; সেইভাবে যেভাবে মানবজাতিকে সেই প্রথম শেখানো তত্ত্ব ক্ষেত্রে হয়েছিল যা থেকে ধর্মভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান সম্প্রদান করা হয়েছিল; এবং সেই মানবজাতি যেন জানতে পারে যে, যিনি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ, তিনিই সেই একমাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপ যা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার তিন হিপোস্তাসিসে জ্ঞাত। তিনি যদি পিতাকে একটা সত্যকার ঐশ্বরিক স্বরূপ বলে না জানতেন, তাহলে তিনি সেই বিধর্মীদের মিথ্যা দেব-দেবীর নাম থেকে উদ্ধার করে পিতা-জ্ঞানে নিয়ে আসতেন না। একই প্রকারে, তিনি যদি পুত্রকে একই ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী বলে না জানতেন, তাহলে তিনি তাদের পুত্র-জ্ঞানে নিয়ে আসতেন না; একই প্রকারে, তিনি যদি পবিত্র আত্মাকে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের পক্ষে বিদেশী বলে জানতেন, তাহলে তিনি তাদের কাছে পবিত্র আত্মা-জ্ঞান শেখাতেন না। অন্যথা, তিনি সেই বিধর্মীদের একটা মিথ্যা থেকে উদ্ধার করে অন্য মিথ্যা-জ্ঞানে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এটাই নিশ্চিত যে, যে মিথ্যা দেব-দেবী অন্যায়েই ঈশ্বর বলে অভিহিত ছিল, তিনি আপন শিক্ষাদানে আপন শিষ্যদের আজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা যেন বিধর্মীদের ঠিক সেই দেব-দেবী থেকেই সেই সত্যকার ঈশ্বর-জ্ঞানে নিয়ে যান যে-জ্ঞান পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসে কেন্দ্রীভূত। কেননা এই হিপোস্তাসিস ত্রয়ের এক একটাই হলেন সত্যকার ঈশ্বর, কিন্তু পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার যে ঐশ্বরিক স্বরূপকে আমরা অনন্তকালীন বলে ও সবকিছুর আদিকারণ বলে বিশ্বাস করি, তা একটামাত্র।

৪। এইভাবে পুরাতন নিয়মের শিক্ষা নূতন নিয়মের শিক্ষার সঙ্গে মিল রাখে, এবং নবীরা ঈশ্বর সম্পর্কে যে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা সেই বাণীর বিদেশী বা

বিরোধী নয় যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের কাছে প্রদান করেছিলেন, বরং তাঁর বাণীসকল নবীদের শিক্ষা অনুযায়ী ধর্মভক্তির সত্যকার জ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখে। নবীদের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল ঈশ্বরকে ও অসৃষ্ট স্বরূপ যে কী তা জেনেছি, কিন্তু আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের শিক্ষা নিশ্চয়তার সঙ্গে সেই হিপোস্তাসিস-ত্রয়ও বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছে যেগুলোতে ঐশ্বরিক স্বরূপ বিরাজিত।

এজন্যই আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণ পৌত্তলিকতা-জনিত ভুলভ্রান্তি ধ্বংস করার জন্য এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস-স্বীকার সর্বপ্রথমেই স্থাপন করেছিলেন, সেইভাবে যেভাবে তা পুরাতন নিয়মে লেখা আছে; এবং সেটার পরে আমাদের হিপোস্তাসিস-ত্রয় সংক্রান্ত জ্ঞান খ্রিষ্টের শিক্ষাদান অনুসারেই সম্প্রদান করেছেন। তাঁরা এমন অবস্থা-পরিস্থিতিতে ছিলেন, এমনকি সেই অবস্থা-পরিস্থিতি তাঁদের পক্ষে সহজই ছিল, যার জন্য তাঁরা 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে' আমাদের প্রভুর এই বাণী সংক্ষেপে উচ্চারণ করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ভ্রান্তমতপন্থীদের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই বিশ্বাস-সূত্র রচনা করেছিলেন, সেজন্য তাঁরা এই বিশ্বাস-স্বীকার যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা আমাদের প্রভুর উচ্চারিত কথার চেয়ে বেশি কথা ব্যবহার করে; এসব কিছুতে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভুলভ্রান্তি ধ্বংস ও মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব নির্মাণ, যাতে বিশ্বাস-সূত্রের শব্দগুলোর অর্থ দ্বারা তাঁরা সেই সকলের যুক্তি খণ্ডন করতে পারেন যারা সত্য বিশ্বাস বিরোধিতা করে। এজন্য 'আমি এক-ঈশ্বরে' পর পরে তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'পিতায় বিশ্বাস করি' বাক্যটা যোগ করেছিলেন।

'আমি পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি' সূত্রের ব্যাখ্যা

৫। ঈশ্বর সংক্রান্ত সূত্রটার পরে তাঁরা, যা খ্রিষ্টিয়ানদের সত্যকার বিশ্বাস-স্বীকার ও যারা খ্রিষ্টের শিষ্য হয় যা তাদের সত্যকার জ্ঞান, সেই হিপোস্তাসিস-ত্রয় সংক্রান্ত তত্ত্বে এগিয়ে গেলেন। কেননা, যেহেতু 'ঐশ্বরিক স্বরূপ' শব্দটা সেই তিন হিপোস্তাসিস বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যদিও হিপোস্তাসিস-ত্রয় সম্পর্কিত শব্দটা একবারে [অর্থাৎ এক শব্দ ব'লে] উচ্চারণ করা যায় না, সেজন্য, এক একটা হিপোস্তাসিসের জন্য যা যা উপযোগী, তা তাঁরা সঠিকভাবেই আলাদা ভাবে আমাদের বলেছেন। তাঁদের আলোচনার

শুরুতে তাঁরা সেই পিতাকে স্থান দিলেন যাঁর থেকে পুত্র ও পবিত্র আত্মা বের হয়ে এগিয়ে চলেন। পিতা যিনি, তিনি সত্যিকারে সে-ই যিনি একাই পিতা, কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এটা ধরে রাখি যে, এক একটি হিপোস্তাসিস ঈশ্বর, কারণ খ্রিষ্ট নিজেই এই তিন হিপোস্তাসিস সংক্রান্ত স্বীকারে এই সত্যকার তত্ত্ব সম্প্রদান করেছেন। কিন্তু, যখন আমরা ‘পিতা’ নামটা শুনি, তখন আমরা সেটা সাধারণ অর্থে ধরে রাখি না, বরং আমরা বুঝি যে, ঈশ্বর হলেন পিতা এমনকি সত্যকার পিতা, কারণ একাই তিনি সেইভাবে পিতা; আরও, আমরা স্বীকার করি, ঈশ্বর সেইভাবেই পিতা যেভাবে কেবল একটি ঐশ্বরিক স্বরূপেরই উপযোগী।

৬। বস্তুতপক্ষে সমস্ত সৃষ্টজীব কেবল সৃষ্ট হবার পরেই পিতা হবার অধিকার অর্জন করে, ও এমন কোন মানব নেই যে নিজের অস্তিত্বশীলতার সাথে সাথে পিতৃত্ব উপাধির অধিকারী। যিনি অন্য মানুষ থেকে সঞ্জাত নন, প্রথম মানুষ সেই আদমও নিজের অস্তিত্বশীলতার সাথে সাথে পিতৃত্ব উপাধির অধিকারী ছিলেন না। তাঁর নির্মাতা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তিনি আগে অস্তিত্বশীল হয়েছিলেন ও পরেই পিতা হবার অধিকার গ্রহণ করলেন, সেইভাবে যেভাবে বলা হয়, *আদম নিজের স্ত্রী হবাকে জানলেন, ও হবা গর্ভবতী হয়ে কাইনকে প্রসব করলেন* (৩); হবার সঙ্গে তাঁর মিলনের পরে, তাঁর গর্ভকালের পরে, তাঁর প্রসবযন্ত্রণার পরে, ও শিশুর জন্মের পরেই তিনি পিতা হলেন ও তাই বলে অভিহিত হলেন: এসমস্ত এমন বিষয় যা ঐশ্বরিক স্বরূপের উপরে আরোপ করা অভক্তিকর। কেননা অস্তিত্বশীল হবার জন্য যাঁর পক্ষে সময় প্রয়োজন ছিল না, পিতা হবার জন্যও তাঁর পক্ষে সময় প্রয়োজন ছিল না, কেননা যেহেতু তিনি অনন্তকাল থেকে ছিলেন, সেজন্য তিনি অনন্তকাল থেকে পিতাও ছিলেন।

৭। পিতা ঈশ্বর সত্যিকারে পিতা; এবং তিনি তেমন পিতৃত্ব সময়ের মধ্যে অর্জন করেননি, কেননা সময়কালের পরেই যে তাঁর এক পুত্র হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেই পুত্র অনন্তকাল থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন ও অনন্তকাল থেকে তাঁর থেকে [উদ্গত] পুত্রও ছিলেন। এজন্য আমাদের প্রভু যখন আপন শিষ্যদের কাছে এই বিস্ময়কর শিক্ষা সম্প্রদান করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, তোমরা‘*পিতার নামে শেখাও* (৪), এবং তিনি যে কাকে ‘পিতা’ বলে ডাকছিলেন তা দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে অন্য কথা যোগ করা দরকার ছিল

না। তিনি কাকে পিতা বলে ডাকছিলেন, তা দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে ‘শেখাও ও বাপ্তিস্ম দাও’ বলা যথেষ্ট ছিল। তিনি সেই ঈশ্বরকেই পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন যাঁর উপরে তারা বিশ্বাস রাখবে ও যাঁর নামে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে; হ্যাঁ, সেই ঈশ্বর যিনি নবীদের শিক্ষা অনুসারে অনন্তকাল থেকে আছেন।

৮। যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, তিনি যে পরবর্তী কোন এক সময়ে পিতা হবেন তা সম্ভব নয়। অতিরিক্ত সংযোজন ছাড়া ‘পিতা’ খোদ নামটাও ব্যাপারটা স্পষ্ট করে। তিনি যদি আমাদের মত পরবর্তীকালেই পিতা হলেন, তাহলে তিনি উপাধিতে ও শব্দের অর্থ অনুসারেও আমাদেরই মত হতেন। কিন্তু, যেহেতু ‘পিতা’ শব্দটা বহু মানুষদের বেলায় একক ও একই শব্দ, সেজন্য আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, তিনি কাকে পিতা বলে সম্বোধন করলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ঠিক সেইভাবেই সত্যকার পিতা, সেজন্য একা তিনিই পিতা; যেহেতু তিনি স্বরূপেই অনন্তকালীন, সেজন্য তিনি অনন্তকালীন ভাবেই পিতা; যেহেতু নামের দিক থেকে ও নামের অর্থের দিক থেকে তিনি অনন্য, সেজন্য, তিনি যে কাকে পিতা বলে সম্বোধন করেন এবিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করার কোন দরকার হয় না, কারণ নামটা নিজেই আমাদের সত্যকার পিতার দিকে চালনা করে।

৯। একই প্রকারে, যখন তিনি বলেন, *আমি সেই আছি যিনি আছি; এ আমার নাম চিরকালের মত; আর এটিই পুরুষে পুরুষে হবে আমার স্মৃতিচিহ্ন* (৫), তখন আমরা এটা বুঝি যে, ঈশ্বরকে এই নাম দিয়েই সম্বোধন করা হয় কারণ তিনি সত্যিকারে ’আমি সেই আছি যিনি আছি’, কিন্তু যত সৃষ্টজীব ‘আমি সেই আছি যিনি আছি’ নয় যেহেতু সেগুলো তাদের নির্মাতার ইচ্ছাক্রমেই শূন্য থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। যেহেতু তিনি সত্যিকারে অস্তিত্বশীল, সেজন্য তাঁকে ‘আমি সেই আছি যিনি আছি’ বলে সম্বোধন করা হয় ও তিনি কারও দ্বারা নির্মিত নন। একই প্রকারে, যেহেতু তিনি আমাদের মত নন, সেজন্য তিনি আমাদের মত পিতা নন, কারণ তিনি পিতা হবার অধিকার কোন এক সময়ে পাননি। তাই যখন আমরা ‘পিতা’ শব্দটা শুনি, তখন আমাদের সেই সত্যকার পিতার কথা ভাবা উচিত যিনি পিতা হবার অধিকার কোন এক সময়ে অর্জন করেননি, যাঁর পক্ষে

মিলনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সত্যকার ও অনন্তকাল থেকে পিতা, তিনি এমন সিদ্ধ স্বরূপ যার সঙ্গে তাঁর পুত্রও অনন্তকাল থেকে বিরাজমান।

তিনি ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা’ সূত্রের ব্যাখ্যা

১০। ‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই পিতায় বিশ্বাস করি’ (৬) সূত্রটা এসমস্ত কিছু শিখিয়েছে; তারপর ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতায় বিশ্বাস করি’ বচনটা দেওয়া হয়, যাতে আমরা এটা উপলব্ধি করি যে, তিনি সেই পুত্রের পিতা শুধু নন বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর নির্মাতাও; আরও যাতে আমরা সেই পার্থক্যের কথাও ভাবি যা পিতা ও নির্মাতা নাম দু’টোর মধ্যে ও পুত্র ও সৃষ্টবস্তু নাম দু’টোর মধ্যে রয়েছে: তিনি সেই পুত্রের পিতা ও সৃষ্টবস্তুর নির্মাতা। সৃষ্টবস্তুগুলো পরেই নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সেই পুত্র আদি থেকেই তাঁর সঙ্গে ও তাঁর থেকে ছিলেন: এটাই পিতা ও নির্মাতার মধ্যকার পার্থক্য। তাঁকে তাঁরই পিতা বলে সম্বোধন করা হয় যিনি তাঁর থেকে জনিত হলেন, ও সেই সমস্ত স্বরূপের নির্মাতা বলে সম্বোধন করা হয় যেগুলো তাঁর বাইরে রয়েছে ও তাঁর ইচ্ছাক্রমে শূন্য থেকে নির্মিত হয়েছিল। তাই তাঁকে পিতা বলে স্বীকার করার পর অন্য কিছু যোগ করার কোন দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে, সেই পুত্রকে জানার জন্য পিতা শব্দটাই যথেষ্ট, কেননা পুত্র-বিহীন কোন পিতা নেই, ও প্রত্যেক পিতা একটি পুত্রের পিতা। আর পুত্র সম্পর্কে আমাদের ধন্য পিতৃগণ আপাতত অন্য কিছুই আর বলেন না, কেননা সেবিষয়ে পরেই আমাদের শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন।

১১। কিন্তু তাঁরা এটাই যোগ করেছিলেন, তথা ‘দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা’, যাতে তাতেও তাঁরা পুত্র ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যকার পার্থক্য দেখাতে পারেন, অর্থাৎ, ঈশ্বর একদিকে শুধুমাত্র পুত্রের পিতা, কিন্তু অন্যদিকে দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা যেহেতু সবকিছু শূন্য থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। সেই দু’টোর মধ্যে যদি মহৎ পার্থক্য না থাকত, ও সেই পার্থক্য এমন যা পুত্র ও সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আবশ্যকীয়ই এক পার্থক্য, তাহলে তাঁকে সেই পুত্রের পিতা ও সৃষ্টবস্তুর নির্মাতা বলে সম্বোধন করা হত না। তিনি সেই পুত্রের পিতা বলে অভিহিত ও প্রকৃতপক্ষেই তাই, কেননা, যাঁকে তাঁর পুত্র বলা হয়, তিনি সেই পুত্রের একই স্বরূপের অধিকারী; কিন্তু তিনি সবকিছুর নির্মাতা কারণ সবকিছু শূন্য

থেকে নির্মিত হয়েছিল; এবং যদিও দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন, তবু দৃশ্য বা অদৃশ্য হোক না কেন সবই সেই নির্মাতার ইচ্ছাক্রমে অস্তিত্ব পেয়েছিল। সেই সবকিছু যে শূন্য থেকে নির্মিত হয়েছিল, তা হল সেগুলোর মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, কেননা সবগুলোই তাদের নির্মাতার ইচ্ছাক্রমে শূন্য থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। এজন্য ধন্য দাউদ বললেন, *প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে। তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল দূত, তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী। তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র* (৭)।; এবং একথা বলার পর তিনি স্বর্গে ও মর্তে দৃশ্য ও অদৃশ্য, মরণশীল ও অমর, যুক্তিক্ষমতা বিশিষ্ট ও যুক্তিক্ষমতা বিহীন, উপলব্ধ ও উপলব্ধ নয়, জীবনমণ্ডিত ও জীবন-বিহীন যা কিছু ঈশ্বর নির্মাণ করেছিলেন, দাউদ সেইসব ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করলেন। যখন তিনি সেই সবকিছুকে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে আহ্বান করলেন, তখন এমন একটা কারণ উপস্থাপন করলেন যা সবগুলোর জন্য প্রযোজ্য, তথা, *তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা যে হল সৃষ্ট। তিনি তাদের স্থাপন করলেন চিরকালের মত, এমন বিধি জারি করলেন যা কখনও লোপ পাবে না* (৮)।

১২। যেহেতু সবকিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অস্তিত্বশীল, সেজন্য দৃশ্য বা অদৃশ্য হোক না কেন সবকিছুই তার নির্মাতার প্রশংসার দাবিদার। অতএব, আমাদের অবশ্যই পিতা ঈশ্বরের মধ্যে দু'টো জিনিস স্বীকার করতে হবে: তিনি পিতা ও তিনি স্রষ্টা; এবং সেই দু'টো জিনিসের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। কেননা পিতা হওয়ায়ই যে তিনি স্রষ্টাও, তা নয়; এবং স্রষ্টা হওয়ার ভিত্তিতেই যে তিনি পিতা, তাও নয়। এমনকি, তিনি যাঁর পিতা, তিনি যে তাঁর স্রষ্টা এমন নয়, এবং তিনি যাদের নির্মাতা, তিনি যে তাদের পিতা, এমনটাও নয়। তিনি কেবল সেই সত্যকার পুত্রেরই পিতা যিনি আপন পিতার বুকে বিরাজমান, কেননা সেই পুত্র তাঁর থেকে জনিত হয়েছিলেন ও অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে আছেন; কিন্তু তিনি সেই সবকিছুর নির্মাতা যা হয়েছিল ও নির্মিত হয়েছিল ও যা তাঁর সত্তা থেকে বহু দূরবর্তী ও তখনই তাঁর ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল যখন তিনি এতে প্রীত হয়েছিলেন। অতএব, তিনি সেই পুত্রের পিতা বলে অভিহিত ও প্রকৃতই পিতা, কারণ সেই পুত্র তাঁরই থেকে জনিত ও তাঁরই স্বরূপ

অনুযায়ী, আবার তিনি সৃষ্টবস্তুর নির্মাতা ও স্রষ্টা, কারণ তিনিই সেই সবকিছু শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছিলেন।

১৩। যখন তিনি মানুষদের পিতা বলে অভিহিত, তখন তিনি যে তাদের নির্মাণ করেছিলেন এজন্যই যে তিনি পিতা বলে অভিহিত এমন নয়, কিন্তু সেগুলো যে তাঁর নিকটবর্তী ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এজন্যই তিনি পিতা বলে অভিহিত। এজন্যই তিনি সকল মানুষের নয় কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অধিকারী তাদেরই পিতা বলে অভিহিত, এই বাণী অনুসারে, *আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি* (৯)। এদেরই কাছে তিনি এইভাবে অভিহিত হওয়ার অনুগ্রহ মঞ্জুর করলেন; আরও, *ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত* (১০), কারণ অন্যান্য সবাই পুত্র ছিল না।

১৪। যখন আমরা ঈশ্বরকে সম্বোধন করি, তখন যেহেতু আমরা এই পার্থক্য জানতে পেরেছি, (তথা: তিনি সেই একমাত্র জনিত পুত্রের পিতা যিনি একমাত্রই সত্যকার পুত্র যেহেতু তাঁর স্বরূপের অধিকারী; তিনি আবার সেই সবকিছুর নির্মাতা যা শূন্য থেকে সৃষ্ট হয়েছিল ও অস্তিত্ব পেয়েছিল), সেজন্য আমাদের পক্ষে আমাদের বিশ্বাস-স্বীকারে এই পার্থক্য বজায় রাখা উচিত। অতএব, যখন আমরা ‘পিতা’ ও ‘নির্মাতা’ বলি, তখন, মানুষদের ক্ষেত্রে তাদের ‘পিতা’ ও ‘নির্মাতা’ বলে সম্বোধন করে যা বুঝি, ঈশ্বর ক্ষেত্রে সেইভাবে বোঝা আমাদের উচিত নয়, কিন্তু ‘পিতা’ ও ‘নির্মাতার’ মধ্যে যে পার্থক্য, তা আমরা সঠিকভাবে সেটার মাধ্যমেই বুঝব যা মানুষ হিসাবে আমাদের স্বকীয়। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রেও ‘পিতা’ এক জিনিস ও নির্মাতা আলাদা জিনিস। আমরা তাদের পিতা বলে অভিহিত যারা আমাদের থেকে উদ্গত ও আমাদের স্বরূপ থেকে সঞ্জাত, কিন্তু আমরা সেই সবকিছুরই নির্মাতা বলে অভিহিত যা আমাদের স্বরূপের নয় কিন্তু আমাদের বাইরে নির্মিত হয়েছিল ও অস্তিত্ব পেয়েছিল: একটা ঘর, একটা জাহাজ ও সেই ধরনের জিনিস আমাদের স্বরূপের নয় ও আমাদের দ্বারা নির্মিত হয়।

১৫। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমনটা হলে, আমাদের উচিত, ঈশ্বরের মধ্যে পিতা ও নির্মাতা শব্দ দু’টোর পার্থক্য পরিষ্কার মনে গবেষণা করা ও এটাও উপলব্ধি করা যে, তিনি সেই একমাত্র জনিত পুত্রের পিতা যিনি তাঁর স্বরূপের অধিকারী, ও সেইসঙ্গে

তিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর নির্মাতা যা শূন্য থেকে সৃষ্ট ও অস্তিত্বশীল হয়েছিল। এসব কিছুর জন্য তাঁর কোন পদার্থ দরকার হয়নি, কিন্তু তিনি নিজেই সেই স্বরূপগুলো সৃষ্টি করলেন যা দ্বারা সেই সবকিছু দৃশ্য ও অস্তিত্বশীল।

‘পিতা’ ও ‘নির্মাতা’ শব্দ দু’টোর প্রকৃত অর্থ

১৬। যেহেতু আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত হয়েছি, সেজন্য, ঈশ্বর সম্পর্কে যে উচ্চতর বিষয় বলা হয়, তা আমরা আমাদের নিজস্ব জিনিস থেকে নেওয়া একটা প্রতিমূর্তির মাধ্যমে নিজেদের কাছে কল্পনা করি। এইভাবে, পিতা ও নির্মাতা বলে ঈশ্বরে বিশ্বাসে যে পার্থক্য রয়েছে, মানুষ হিসাবে যা কিছু আমাদের, সেটারই মাধ্যমে আমাদের পক্ষে সেই পার্থক্য যে কী ও তা কেমন মহৎ, তা কল্পনা করা সম্ভব, যদিও এটা স্পষ্ট যে, আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যকার পার্থক্য একেবারে মহৎ; এবং যখন আমরা ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা ও সেটা দ্বারা নির্মিত কর্মের কথা ভাবি, তখন এই পার্থক্য উপেক্ষা করা উচিত নয়। এমনকি, যখন আমরা ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা বলি, তখন আমাদের মন থেকে সেই সমস্ত কিছু একেবারে সরিয়ে দিতে হয় যা আমাদের দুর্বলতাবশত হয়। যখন আমরা কোন কাজ সম্পাদন করি, তখন আমাদের শ্রম, পদার্থ ও সময় দরকার আছে, কিন্তু ঈশ্বর এসবকিছুর উর্ধ্বেই রয়েছেন, কারণ যে ক্ষণে তিনি ইচ্ছা করলেন, তাঁর কাজ সেই ক্ষণেই শূন্য থেকে সম্পন্ন হল। উপরন্তু, প্রসবের সময় জন্মগ্রহণ করার ফলে আমরা একটা অগ্রগতির মাধ্যমেই পিতা হই, কেননা পদার্থ হিসাবে নারী-স্বরূপের প্রয়োজন হয়, ও তাছাড়া প্রচুর সময়েরও প্রয়োজন হয়: এসমস্ত কিছু ছাড়া পিতা হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর বিপরীতে, এসবকিছুর সঙ্গে অপরিচিত হয়ে ঈশ্বর পিতা হিসাবে বিদ্যমান, কেননা তিনি কোন যন্ত্রণাও ভোগ করেননি, তাঁর কোন অগ্রগতিরও দরকার হয়নি, মিলনেরও দরকার হয়নি, তিনি কোন সময়কালের জন্যও অপেক্ষা করেননি, কিন্তু তিনি, একবারে, অনন্তকাল থেকেই, পিতা হিসাবে বলে বিদ্যমান ছিলেন।

১৭। অতএব, আমাদের ক্ষেত্রে প্রজন্ম বিষয় হোক বা কর্মসম্পাদন বিষয় হোক দুর্বলতাবশত যা কিছু ঘটে, আমাদের পক্ষে ঈশ্বর থেকে অশোভন সেই সমস্ত কিছুই সরিয়ে দেওয়া উচিত। আমরা সবকিছু শ্রমেই সম্পাদন করি, ও আমাদের স্বরূপ নিজেও

তা থেকে উদ্গত হয় ও যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু ঈশ্বর ক্ষেত্রে, তিনি তো এসবকিছুর ঊর্ধ্বেই রয়েছেন। যখন আমরা রাজত্ব করি, প্রভুত্ব করি, বিচার করি, কাজ করি, কথা বলি, দৃষ্টিপাত করি বা অন্য কিছুই করি না কেন, তখনও আমরা সেই সবই শ্রমেই সম্পাদন করি; এবং যখন শ্রম প্রসারিত হয়, তখন সেটার পরে ঘাম আসে; এবং মরণশীল ও ক্ষয়শীল হওয়ায় আমাদের স্বরূপ শ্রমের মধ্য দিয়ে বিনষ্ট হবে। ঈশ্বর ক্ষেত্রে, যা কিছু তাঁর বিষয়ে আরোপিত যথা প্রভুত্ব করা, দূরদৃষ্টি রাখা, বিচার করা, রাজত্ব করা ইত্যাদি বিষয়, তিনি শ্রম ছাড়া, পদার্থের মাধ্যম ছাড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েই এসব কিছু করেন।

১৮। ঈশ্বর সম্পর্কে তেমনটাই হওয়া উচিত আমাদের ধারণা, ও পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে তেমনটাই হওয়া উচিত আমাদের বিশ্বাস। যখন আমরা তাঁকে পিতা বলে ডাকি, তখন তা বলতে আমরা সেই পুত্রের পিতা বোঝাই; এবং আমরা যেমন, তেমনি তিনি সত্যিকারে স্বরূপে পিতা। তিনি স্বরূপেই পিতা না হলে তবে তিনি যে সত্যকার অর্থে পিতা, তা বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি অনন্তকাল ধরে পিতা, কারণ যে স্বরূপ অনুসারে তিনি পিতা, সেই স্বরূপ অনন্তকালীন। যখন আমরা তাঁকে নির্মাতা বলে অভিহিত করি, তখন এটা বুঝি যে, তিনি প্রজ্ঞায় সবকিছু নির্মাণ করলেন, সেইভাবে যেভাবে বলা হয়েছে, *প্রজ্ঞার সঙ্গেই তুমি নির্মাণ করেছ এ সবকিছু* (১১), কেননা আমরা যে নৈপুণ্যের অধিকারী, সেই নৈপুণ্যের প্রজ্ঞায়ই কাজ সম্পাদন করি। কিন্তু ঈশ্বর এই অর্থেই স্রষ্টা যে, যখন তিনি ইচ্ছা করলেন, তখনই বস্তুগুলো সিদ্ধ অবস্থায় অস্তিত্বশীল হল, এবং তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বশীলতা-লাভের মধ্যে তাঁর পক্ষে সময়ের বা মধ্যবর্তী অন্য কোন কিছুর দরকার ছিল না। কিন্তু তিনি যে ক্ষণেই কিছু করতে ইচ্ছা করলেন, তখনই তা শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠল।

১৯। তেমন বিশ্বাস-স্বীকারে ও তেমন অর্থেই আমাদের ধন্য পিতৃগণ ‘পিতা ও নির্মাতা এক-ঈশ্বরে’ বিশ্বাস আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন ও আমরা তোমাদের ভালবাসার কাছে সুদীর্ঘ কাতেখেসিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছি যাতে তোমরা তা পরিবর্তন ছাড়াই সংরক্ষণ কর; এইভাবে তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকার সুস্থ থাকলে তোমরা ভ্রান্তমতপন্থীদের মন্দ অভিমত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে সক্ষম হবে,

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গুণে, যাঁর উদ্দেশে, তাঁর পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২য় কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(২) দ্বিঃবিঃ ৬:৪; মার্ক ১২:২৯ দ্রঃ।

(৩) আদি ৪:১।

(৪) মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(৫) যাত্রা ৩:১৪, ১৫।

(৬) ‘আমি এক-ঈশ্বরে, সেই পিতায় বিশ্বাস করি’: প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাস-সূত্রের সিরীয় ও গ্রীক পাঠ্যে, ‘আমি’ নয়, ‘আমরা-ই’ ব্যবহৃত, অর্থাৎ, ‘আমরা এক-ঈশ্বরে, সেই পিতায় বিশ্বাস করি’। অন্যদিকে এটাও স্মরণযোগ্য যে, লাতিন মণ্ডলীগুলোতে (ফলত বাংলা ভাষায়ও) বিশ্বাস-সূত্র ‘আমি এক-ঈশ্বরে’ বাক্যটাই ব্যবহার করে।
‘আমি-আমরা’ এই অমিল ছাড়া, সিরীয় ও গ্রীক বিশ্বাস-সূত্রের পাঠ্য দু’টোতে এমন ক’টা অমিলও লক্ষণীয় যা লাল রঙে চিহ্নিত:

ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܕܐܰܪܥܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ.

আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্তের ও দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি,

ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܶܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ: ܫܘܳܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ: ܗܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܙܕܩܶܦ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ ܦܽܢܛܝܳܘܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ: ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ: ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܨܒܳܐ.

এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি], যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল। মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন, এবং পবিত্র

আত্মা ও ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন, ও মানুষ হলেন। পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে তিনি আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যন্ত্রণা ভোগ করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, ও শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন,

ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ: ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ: ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܠܡܕܢ
ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝ̈ܬܐ: ܘܗܘ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܫܘܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ.

স্বর্গে আরোহণ করলেন ও আপন পিতার ডান পাশে আসীন আছেন, ও জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে তিনি সগৌরবে পুনরাগমন করবেন; তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ، ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ: ܗܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܢܦܩ
ܘܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ.
ܗܘ ܕܡܠܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ: ܘܒܥܕܬܐ ܚܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ.

এবং [আমরা] সবার প্রভু জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি] যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে উপাসনা ও গৌরবের পাত্র, যিনি নবীদের ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।

ܘܡܘܕܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.
ܘܡܣܟܝܢܢ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ: ܐܡܝܢ.

[আমরা] এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে [বিশ্বাস করি], আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্ম স্বীকার করি, মৃতদের পুনরুত্থান ও আসন্ন যুগের জীবন প্রত্যাশা করি। আমেন।

লাল রঙে চিহ্নিত অমিলের ব্যাখ্যা:
১) 'স্বর্গমর্তের ও': শব্দটা সিরীয় ও গ্রীক পাঠ্য দু'টোতে উল্লিখিত, কিন্তু বিশপ থেওদরস নিজের ব্যাখ্যায় শব্দটা উল্লেখ করেন না।
২) 'আলো থেকে আলো': এই বাক্যও সিরীয় ও গ্রীক পাঠ্য দু'টোতে উল্লিখিত হলেও বিশপ থেওদরস তা উল্লেখ করেন না।
৩) 'ঈশ্বরজননী': শব্দটা কেবল সিরীয় পাঠ্যে উল্লিখিত, গ্রীক পাঠ্যে নয়; এমনকি, গ্রীক পাঠ্যটা 'ঈশ্বরজননী' শব্দের বদলে 'মাংস হলেন' ব্যবহার করে: তিনি (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) 'কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন, ও মানুষ হলেন'। বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা মূলত গ্রীক পাঠ্যের সঙ্গে মিল রাখে।
৪) 'মৃত্যুবরণ করলেন': শব্দটা কেবল সিরীয় পাঠ্যে উল্লিখিত, গ্রীক পাঠ্যে সেটার বদলে রয়েছে 'মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন'। কিন্তু বিশপ থেওদরস নিজের ব্যাখ্যায় কোনও 'মৃত্যুবরণ' বা 'মৃত্যুযন্ত্রণা' শব্দই উল্লেখ না করে শুধু বলেন, খ্রিষ্ট 'ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও সমাহিত হলেন'।
৫) 'ও প্রেরিতদূতদের': এই শব্দটাও গ্রীক পাঠ্যেও অনুপস্থিত, এবং বিশপ থেওদরসও নিজের ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করেন না।
এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে বলা যেতে পারে যে, বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যায় 'স্বর্গমর্তের ও', 'আলো থেকে আলো', ও 'মৃত্যুবরণ করলেন' (বা 'মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন') বাক্য তিনটা

উল্লিখিত না হওয়ার কারণ অজানা; এবং ‘ঈশ্বরজননী’ ও ‘ও প্রেরিতদূতদের’ শব্দ দু’টো যে প্রচলিত সিরীয় বিশ্বাস-সূত্রে উপস্থিত কিন্তু গ্রীক পাঠ্যে ও বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যায় অনুপস্থিত, এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, শব্দ দু’টো সিরীয় পাঠ্যে পরবর্তীকালেই যোগ করা হয়েছিল।

উপসংহার: বিশপ থেওদরসের লেখাটা আমাদের হাতে কেবল তার সিরীয় অনুবাদেই এসেছে, ও সেই ভিত্তিতেই বিশ্বাস-সূত্রের সিরীয় পাঠ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে; কিন্তু এটা স্মরণ করা উচিত যে, যেহেতু তিনি নিজের কাতেখেসিসগুলো গ্রীক ভাষায়ই প্রদান করেছিলেন, সেজন্য তিনি অবশ্যই নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্রের গ্রীক পাঠ্য অনুসরণ করেছিলেন; ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে এখন সেই গ্রীক পাঠ্য উপস্থাপন করা হোক। এক্ষেত্রেও বিশপ থেওদরসের বর্জিত শব্দগুলো লাল রঙে চিহ্নিত:

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα
   ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·

   আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি,

2. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ,

   এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিস্টে [বিশ্বাস করি],

   τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,

   যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত,

   Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,

   আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর;

   γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

   তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল।

3 τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν,

   মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন,

   καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ ἐνανθρωπήσαντα,

   এবং পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন, ও মানুষ হলেন।

4. σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα,

   পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে তিনি আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও সমাহিত হলেন,

5. καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφὰς,

শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন,

6. καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς,

স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন।

7. καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·

জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে তিনি সগৌরবে পুনরাগমন করবেন ; তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

8. καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον καὶ Ζωοποιόν,

এবং [আমরা] প্রভু ও জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]

τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,

যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমতুল্য উপাসনা ও গৌরবের পাত্র,

τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν·

যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।

9. εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν·

[আমরা] এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে [বিশ্বাস করি],

10. ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্ম স্বীকার করি,

11. προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν,

মৃতদের পুনরুত্থান

12. καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

ও আসন্ন যুগের জীবন প্রত্যাশা করি। আমেন।

(৭) সাম ১৪৮:১-৩ দ্রঃ।

(৮) সাম ১৪৮:৫-৬।

(৯) ইশা ১:২।

(১০) যাত্রা ৪:২২ দ্রঃ।

(১১) সাম ১০৪:২৪।

বিশ্বাস সংক্রান্ত

৩য় কাতেখেসিস

কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু হল বিশ্বাস-সূত্রের ‘এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট’ সূত্র। এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরস এটার উপর জোর দেন যে, সেই এক-প্রভু যিশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র।

১-৪: ‘এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি] যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’ সূত্রের ব্যাখ্যা। বাপ্তিস্মে ঘোষিত বিশ্বাস-স্বীকার ও প্রেরিতদূত পলের শিক্ষার মধ্যকার সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। যখন প্রেরিতদূত বলেন, ‘মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়; মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’ (১ করি ২:৪, ৬), তখন ত্রিত্ব প্রভুর মনুষ্যত্বধারণের সঙ্গে সংযোজিত, যেহেতু:

- ‘এক প্রভু’ নামটা ঐশ্বরিক স্বরূপকে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বকে নির্দেশ করে,
- ‘যিশু’ নামটা সেই মানুষকে চিহ্নিত করে যাঁকে, দূতের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর পরিধান করলেন;
- ‘খ্রিষ্ট’ (অর্থাৎ খ্রিস্মাভিষিক্ত) নামটা পবিত্র আত্মা থেকে গ্রহণ করা খ্রিস্মাভিষেক স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫-৬: ঐশ্বরিক স্বরূপ (ঈশ্বরত্ব) ও মানব স্বরূপ (মনুষ্যত্ব) অনন্য এক ব্যক্তিতে সংযোজিত: তিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট।
৭-১১: এই যিশু খ্রিষ্ট নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত ও পিতা ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র
১২: যাঁকে ভ্রান্তমতপন্থী আরিউস ও এউনোমিউস অস্বীকার করল।
১৩-১৫: শাস্ত্রের পরম্পরাগত শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে নিকেয়া সহাসভার পিতৃগণ সেই আরিউস ও এউনোমিউসের বিপক্ষে এটা সূক্ষ্মভাবে শিখিয়ে দিলেন যে, ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, নির্মিত নন’; তিনি সেই বাণী যিনি আপন পিতার মত অনন্তকালীন, ও নিজেই তাঁর মত ও তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর।

‘এবং এক-প্রভুতে … সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’ সূত্রের ব্যাখ্যা

১। আমি মনে করি, যা কিছু তোমাদের বলা হয়েছে, তা থেকে তোমরা এটাই যথেষ্টই শিখতে পেরেছ যে, ধর্মভক্তি ব্যাপারে যারা মন দেয়, পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কি উপলব্ধি ও উচ্চারণ করা দরকার। এবার এসো, আমাদের ধন্য পিতৃগণ সেই পুত্র সংক্রান্ত বিশ্বাস-সূত্রে যা উচ্চারণ করেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ করি ও পরীক্ষা করি, তথা, ‘এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি] যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। তাঁরা যে পিতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পরে তাঁদের কথার ক্রম ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমাদের প্রভুর পরম্পরগত শিক্ষা অনুসারে পুত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করবেন, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল। যেমন পিতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা আমাদের প্রভুর শিক্ষা অনুসারে কেবল ‘পিতা’ বলেননি কিন্তু ‘এক-ঈশ্বর, সবকিছুর নির্মাতা’ বচনটাও যোগ করলেন, এবং পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে তিনি যে এক তেমনটা বলায় বিশ্বাস-স্বীকারে ঈশ্বরের নাম প্রথমেই স্থান দিলেন ও পরে ‘পিতা ও সবকিছুর নির্মাতা’ কথাটা যোগ করলেন, তেমনি পুত্র ক্ষেত্রেও সেইভাবে ব্যবহার করলেন, তথা, ‘এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি] যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। এতে তাঁরা সেই ধন্য পলের বাণীপ্রচার স্পষ্টভাবেই অনুসরণ করেছিলেন যিনি প্রতিমা ও ভুল ধারণার বিরুদ্ধে শিক্ষা দানকালে পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন করার জন্য বলেছিলেন, *এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই* (১)।

২। এবং আমাদের মধ্যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস-স্বীকার শেখানো হয় জেনে তিনি স্পষ্ট ভাবে আমাদের এটা দেখাতে চেষ্টা করলেন যে, এই তিন হিপোস্তাসিসে বিশ্বাস-স্বীকারের সূত্রটা আমাদের ধর্মভক্তির উপর কোন ক্ষতিও চাপায় না, পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তিতেও আমাদের চালিত করে না। যেহেতু আমরা জানি, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐশ্বরিক স্বরূপ এক, সেজন্য যখন তিনি আমাদের এই বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত ভাবে শেখাতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, *আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়* (২)। ‘মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা’ বলায় তিনি পৌত্তলিকতার ভুলভ্রান্তি খণ্ডন করলেন ও এটা

দেখালেন যে, আমাদের কাছে একটামাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা প্রচার করা হয়। কিন্তু পিতা-ব্যক্তিত্বকে যোগ করার পর তিনি আমাদের কাছে পুত্রকেও প্রকাশ করলেন; তিনি এটার পরে প্রকৃতপক্ষে বলেন, ‘এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’, যাতে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে একসাথে ঘোষণা করতে পারেন ও সেইসঙ্গে তাঁর এই উক্তিতে আমাদের প্রভুর সেই মনুষ্যত্বধারণও সন্নিবিষ্ট করতে পারেন যা আমাদের পরিত্রাণের লক্ষ্যে ঘটেছিল ও যার মাধ্যমে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আমাদের ত্রাণকর্তা হয়ে উঠেছিলেন। যখন তিনি বলেন, ‘মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’, তখন তিনি সেই বাণী-ঈশ্বরকে নির্দেশ করেন যিনি আপন পিতার সঙ্গে সমসত্তাময় সত্যকার পুত্র। তিনি তাঁকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রভু বলে অভিহিত করেন যাতে আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে জনিত। আমরা যখন পিতা সম্পর্কে বলি তিনি ‘এক-ঈশ্বর’, তখন তা এমন অর্থে বলি না যার ফলে এমনটা দাঁড়াবে যে পুত্র ঈশ্বর নন; একই প্রকারে আমরা যখন পুত্র সম্পর্কে বলি, তিনি ‘এক-প্রভু’, তখনও তা এমন অর্থে বলি না যার ফলে দাঁড়াবে যে পিতা প্রভু নন, কেননা একথা জানা ও স্পষ্ট যে, যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বর, তিনি সত্যিকারে প্রভুও, ও যে কেউ সত্যিকারে প্রভু তিনি সত্যিকারে ঈশ্বরও, এবং যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বর নন তিনি সত্যিকারে প্রভু নন: *তোমার ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু* (৩) যেহেতু কেবল তিনিই সত্য অনুসারে বিদ্যমান। যিনি উভয় জিনিসের সত্যকার অধিকারী, কেবল তিনিই সত্যিকারে প্রভু ও ঈশ্বর বলে অভিহিত, ও এই স্বরূপের বাইরে আর এমন কিছুই নেই যা সত্যিকারে প্রভু ও ঈশ্বর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

৩। যে কেউ বলে, ‘এক-ঈশ্বর’, সে এটাও দেখায় যে, প্রভু এক; এবং যে কেউ বলে, ‘মাত্র এক প্রভু আছেন’, সে এটাও স্বীকার করে যে, ঈশ্বর এক। পল প্রথমে বলেন, ‘মাত্র এক ঈশ্বর আছেন’, ও সাথে সাথে, হিপোস্তাসিস আলাদা রাখার জন্য বলেন, ‘মাত্র এক প্রভু আছেন’; কেননা প্রতিটি হিপোস্তাসিসের জন্য ‘এক’ শব্দটা উচ্চারণ করায় তিনি দেখালেন, সেই হিপোস্তাসিস দু’টো সেই একমাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপ বলে জ্ঞাতব্য যা সত্যিকারে একাধারে প্রভু ও ঈশ্বর।

৪। উপরন্তু, তাঁদের আলোচনায় আমাদের পরিত্রাণের জন্য ধারণ করা সেই মানবস্বরূপ সন্নিবিষ্ট করার জন্য তাঁরা বললেন ‘এক-প্রভুতে, সেই যিশু খ্রিষ্টে’ [বিশ্বাস করি]। এই নাম সেই মানুষেরই নাম যাঁকে ঈশ্বর পরিধান করলেন সেই দূতের বাণী অনুসারে, *সে গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখা হবে* (৪)। তাঁরা ‘খ্রিষ্ট’ শব্দটাও যোগ করেছিলেন যাতে পবিত্র আত্মাকেও জ্ঞাত করা হয়, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে খ্রিস্মাভিষিক্ত করেছিলেন* (৫)। এবং তিনি ঈশ্বর, ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ সংযোজন গুণে, সেই যে ঐশ্বরিক স্বরূপ সত্যিকারে ঈশ্বর। একই প্রকারে, যাঁরা [নিকেয়ায়] কাথলিক মণ্ডলীর সেই বিস্ময়কর সিনোদোসে সম্মিলিত হয়েছিলেন, আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণ পলের মত প্রথমে ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা বলেছিলেন ও, সেইসঙ্গে, সেই কথার সঙ্গে এমন বচন যোগ করেছিলেন যা সেই মানবীয় রূপ নির্দেশ করে যে-মানবীয় রূপ তিনি ধারণ করেছিলেন: তাঁরা বলেছিলেন, ‘এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি] যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা ঠিক এইভাবেই মানবজাতিকে শিক্ষা দান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁর যে মনুষ্যত্বে ঐশ্বরিক স্বরূপ বিরাজিত, সেই সূত্রে সেই মনুষ্যত্বও জ্ঞাত করা হয় ও ঘোষণা করা হয়, ধন্য পলের এই বচন অনুসারে, *তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত* (৬) ও সুসমাচার-রচয়িতা যোহনের এই বচন অনুসারে, *বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ* (৭)। আমাদের পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ভেবেছিলেন, আমাদের প্রভুর মনুষ্যত্ব উপেক্ষা করার বিষয় নয়, সেই যে মনুষ্যত্ব ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে অনির্বচনীয় সংযোগের অধিকারী।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঐশ্বরিক স্বরূপ (ঈশ্বরত্ব) ও মানব স্বরূপ (মনুষ্যত্ব)

৫। ‘এবং এক-প্রভুতে, সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি]’: তাঁরা কেমন যেন বলেন, আমরা স্বীকার করি এক-প্রভু আছেন যিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, যাঁকে প্রভু ও

ঈশ্বর নাম দু'টো সত্যিকারে দেয়। বাণী-ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা বললেন, ‘*যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট’* (৮), যেইভাবে সুসমাচার-রচয়িতা বললেন, *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (৯)। এটা কেমন যেন তাঁরা বলতেন, ‘আমরা তাঁকেই এক-প্রভু বলে মানি যিনি পিতা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, আমাদের পরিত্রাণের জন্য একটা মানুষ পরিধান করলেন যার মধ্যে তিনি বসবাস করলেন ও যার দ্বারা তিনি আবির্ভূত হলেন ও মানবজাতির কাছে জ্ঞাত হলেন। এই মানুষ সম্পর্কেই দূত দ্বারা বলা হয়েছিল, তাঁকে যিশু নাম রাখা হবে, তিনি সেই পবিত্র আত্মায় খ্রিস্মাভিষিক্ত হলেন যাঁর দ্বারা তাঁকে সিদ্ধ ও ধর্মময়তাপ্রাপ্ত করে তোলা হল, যেইভাবে পল সাক্ষ্য দেন।’

৬। তেমনটা বলার পর ও সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ ও তাঁর পরিধান করা সেই মানব স্বরূপ দেখাবার পর তাঁরা বলে চললেন, ‘সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। এ শব্দ দু'টো দ্বারা তাঁরা তাঁর দ্বৈতস্বরূপকে নির্দেশ করছিলেন, ও সেই শব্দ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্য দ্বারা আমাদের কাছে সেই স্বরূপ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা যে সেই কথা দু'টো দ্বারা পুত্রের অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, তাতে আমাদের কাছে স্বরূপ দু'টোর সিদ্ধ সংযোজন দেখিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাই যে সেই শব্দ দু'টো তৈরি করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা থেকেই তা নিয়েছিলেন, কেননা ধন্য পল বললেন, *মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে [অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্য থেকে] আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর* (১০)। এটা এমন নয় যে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশ থেকে আগত তিনি স্বভাবতই ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর ধারণ করা মানব স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্যই তিনি ‘মাংস অনুসারে’ কথাটা বললেন। তিনি ‘সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর’ কথাটা এজন্যই বললেন যাতে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ দেখাতে পারেন যা সমস্ত স্বরূপের ঊর্ধ্বস্থিত ও যা স্বয়ং প্রভু।

নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত ও পিতা ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট

৭। তিনি শব্দ দু'টো সেই অনন্য ব্যক্তির বেলায় এজন্যই ব্যবহার করলেন, যাতে সেই স্বরূপ দু'টোর সিদ্ধ সংযোজন বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন ও এটা দেখাতে পারেন

যে, ঈশ্বর ধারণ করা যে মানুষকে পরিধান করেছিলেন, সেই মানুষের কাছে কেমন মহিমা ও সম্মান এসেছিল। তাঁরা একইভাবে বলেছিলেন: ‘সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। যেহেতু তাঁরা সেই স্বরূপ দু’টো সম্পর্কে আমাদের আলোকিত করতে উদ্যত ছিলেন তথা, সেই স্বরূপ দু’টো কেমন, যে ঐশ্বরিক স্বরূপ নেমে এল সেইটা কোন্‌টা, যে মানব স্বরূপ ধারণ করা হয়েছিল সেটা কোন্‌টা, সেজন্য তাঁরা আগে থেকেই সেই শব্দ দু’টো একসাথে ব্যবহার করেছিলেন যাতে সেই শব্দ দু’টো দ্বারা সেই স্বরূপ দু’টো নির্দেশ করতে পারেন। যখন তাঁরা বলেন, ‘সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’, তখন এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা একটামাত্র স্বরূপের কথা বলছেন না, কারণ সেই বিষয় দু’টো একটামাত্র স্বরূপ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে না যেহেতু ‘একমাত্র জনিত পুত্র’ ও ‘প্রথমজাত পুত্রের’ মধ্যে মহৎ পার্থক্য রয়েছে। একটি একমাত্র জনিত পুত্র ও একটি প্রথমজাত পুত্র যে একই মানুষকে চিহ্নিত করবে তা তো সম্ভব হয় না; সে-ই প্রথমজাত যার বহু ভ্রাতা আছে, অন্য দিকে সে-ই একমাত্র জনিত পুত্র যার কোন ভাই নেই। একমাত্র জনিত পুত্র ও প্রথমজাত পুত্রের মধ্যকার পার্থক্য এতই গভীর যে, তা সেই পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যা প্রকৃতি একাকী একটা মানুষ ও বহু সঙ্গীদের মধ্যে থাকা আর একটা মানুষের মধ্যে স্থাপন করে। আমরা তাকেই একমাত্র জনিত পুত্র বলি যার একেবারে অন্য কোন ভাই নেই, কিন্তু তাকেই প্রথমজাত পুত্র বলি স্পষ্টভাবে যার অন্য ভাই আছে।

৮। পবিত্র শাস্ত্র ঠিক তাই আমাদের শিখিয়ে দেয়, কারণ একমাত্র জনিত পুত্রের কথা বলতে ইচ্ছা করে বলে, *আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ* (১১); শাস্ত্র আরও বলে, *সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই* [ইত্যদি] (১২), যাতে পিতার সঙ্গে তাঁর সংযোজন দ্বারা তিনি একমাত্র জনিত পুত্র বলে জ্ঞাত হতে পারেন। এবং এই বচনটা তথা ‘আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব’, বচনটা এটা দেখায় যে, কেবল তিনিই প্রজননসূত্রে পিতার স্বরূপের অধিকারী ও কেবল তিনিই পুত্র। এবং ‘বুক’ শব্দটা ব্যবহার করায় বচনটা অনন্তকালীন অবিচ্ছেদ্য সংযোজনের

কথা শেখায়। কেননা ‘বুক’ শব্দটা ঈশ্বরের দৈহিক বুক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা একেবারে অশোভন ব্যাপার। কিন্তু যেমন শাস্ত্র দৃষ্টিকে ‘চোখ’ ও শ্রবণকে ‘কান’ বলে, তেমনি, যে সংযোজন অনন্তকালীন অবিচ্ছেদ্য, শাস্ত্র তা ‘বুক’ বলে, সেইভাবে যেভাবে বলা হয়, *ওদের বুকে তুমি [প্রভু] সাতগুণ সেই অপবাদ ফিরিয়ে দাও* (১৩), যার অর্থ দাঁড়ায়, ওরা অবিরত ও চিরন্তন শাস্তি ভোগ করুক। সুতরাং ‘একমাত্র জনিত পুত্র’ শব্দটা এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে যাতে এটা স্পষ্ট বোঝানো হয় যে, তিনি ঈশ্বর থেকে একমাত্র জনিতজন, তিনি একমাত্র জনিত পুত্র, তিনি সর্বদাই আপন পিতার সঙ্গে বিদ্যমান ও তাঁর সঙ্গে জ্ঞাত, কারণ তিনি সত্যিকারে পিতা থেকে [জনিত] পুত্র।

৯। কিন্তু, ‘সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’ শব্দটা ক্ষেত্রে আমরা তা সেই অর্থেই বুঝি যে অর্থে শাস্ত্র বলে, *কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন* (১৪)। তিনি যে একমাত্র জনিত পুত্র তেমনটা দেখাবার জন্যই যে পল এই শব্দ ব্যবহার করলেন এমন নয়, কিন্তু এজন্যই তা ব্যবহার করলেন যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি যে, তাঁর বহু ভ্রাতা আছে ও তিনি বহুজনের মধ্যে জ্ঞাত যেহেতু তারা তাঁর সঙ্গে দত্তকপুত্রত্বে সহভাগিতা অর্জন করেছে, এবং যেহেতু তারা হল তাঁর ভ্রাতা সেজন্য তাদের কারণে তিনি প্রথমজাত বলে অভিহিত।

অন্য একটা বচনে তিনি *সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত* (১৫) বলে অভিহিত, ও তেমনটা খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ সম্পর্কেই বলা হয়েছে, কারণ পল এমনিই ‘প্রথমজাত’ বলেননি বরং বললেন ‘সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’। কেউই প্রথমজাত বলে অভিহিত হয় না যদি তার এমন অন্য কোন ভাই না থাকে যাদের কারণে তিনি প্রথমজাত বলে অভিহিত ও সত্যিই তাই। তাই, ‘সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’ বচনটার অর্থ হল, মৃতদের মধ্য থেকে আপন পুনরুত্থান দ্বারা তিনিই প্রথম নবীকৃত হয়েছিলেন; এবং তিনি নতুন ও বিস্ময়কর জীবনে রূপান্তরিত হলেন ও সবল সৃষ্টজীবদেরও নবীকৃত করে তাদের উচ্চতর একটা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আনলেন। কেননা শাস্ত্র বলে, *যা কিছু খ্রিষ্টে থাকে, তা নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা* (১৬)। তাই তিনি হলেন সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত কারণ সমস্ত

সৃষ্টি নবীকৃত ও রূপান্তরিত হয়েছিল সেই নবীকরণ দ্বারা যা তিনি আপন অনুগ্রহ গুণে সেই সৃষ্টিকে সেই নবীকরণ থেকে মঞ্জুর করেছিলেন যে-নবীকরণে তিনি নিজে নবীকৃত হয়েছিলেন ও যা দ্বারা তিনি নতুন জীবনে স্থানান্তর করলেন ও সকল সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন। তাই তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত বলে অভিহিত, কারণ তিনি নিজে প্রথম হয়ে নবীকৃত হয়েছিলেন এবং তারপর সৃষ্টজীবদের নবীকৃত করলেন যেহেতু সেই সমস্ত কিছুর চেয়ে সম্মানে তিনিই উচ্চতর।

১০। সেই শব্দ দু'টোর মধ্যকার যে পার্থক্য, তা আমরা এইভাবে বুঝি। পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণ এই পার্থক্যটা একটামাত্র ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত পার্থক্য বলে বুঝে বললেন, '[আমরা] সেই একমাত্র জনিত পুত্রে [বিশ্বাস করি] যিনি সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত', যাতে আমাদের কাছে সেই স্বরূপ দু'টোর সিদ্ধ সংযোজন দেখাতে পারেন, সেইভাবে যেভাবে আমরা আগে বলেছিলাম। অতএব, তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আগে বললেন, 'একমাত্র জনিত পুত্র' ও তারপরে বললেন 'প্রথমজাত পুত্র'। কেননা তাঁদের এটাই প্রথমে আমাদের কাছে দেখানো দরকার ছিল যে, যিনি ঈশ্বরের রূপে (১৭) ছিলেন ও তাঁর করুণা গুণে আমাদের স্বরূপ ধারণ করলেন তিনি কে, ও তারপরে দাসের সেই রূপ সম্পর্কে কথা বলা দরকার ছিল যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য ধারণ করা হয়েছিল। এইভাবে ও তাঁদের ব্যবহৃত শব্দগুলোর পরিবর্তন দ্বারা তাঁরা আমাদের কাছে সেই স্বরূপ দু'টো ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করলেন ও সেই পুত্রত্বের অনন্যতাও স্পষ্ট করলেন যা স্বরূপ দু'টোর সেই সিদ্ধ সংযোজন থেকে উৎসারিত যে-সিদ্ধ সংযোজন ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। এতে তাঁরা বিষয়গুলোর সঠিক ক্রম রক্ষা করলেন, কারণ তাঁরা প্রথমে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন যা তাঁর করুণা গুণে আমাদের কাছে নেমে এসে মানুষকে পরিধান করেছিলেন, ও তারপরে সেই মনুষ্যত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন যা অনুগ্রহ গুণে ধারণ করা হয়েছিল, এবং অবশেষে, যে ভ্রান্তমতপন্থীরা সত্য বাঁকা করতে চেষ্টা করেছিল, তাদের মতবাদ খণ্ডন করার লক্ষ্যে তাঁরা দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করলেন। তাঁদের শিক্ষাদানে ফিরে এসে তাঁরা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের কথা বলতে লাগলেন যা বিষয়ে বিশ্বাস-সূত্রের

শুরুতে, আগে, কথা বলেছিলেন, তথা ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, নির্মিত নন’।

১১। তাঁরা এই যে কথা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কেই বলেছিলেন তা স্পষ্ট, যদিও পুত্র সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান তর্কবাদী-নয় যত মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য ‘একমাত্র জনিত পুত্র’ শব্দটা যথেষ্ট ছিল। কেননা তিনি ‘একামাত্র পুত্র’ হলে তবে এটা স্পষ্ট যে, কেবল তিনিই ঈশ্বর থেকে প্রজনন দ্বারা জনিত ও কেবল তিনিই আপন পিতার সঙ্গে সমসত্তাময় পুত্র। ‘একমাত্র জনিত পুত্র’ শব্দটা এসব কিছু এমনকি আরও বেশি কিছুও বোঝায়, কারণ যারা ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত তারা অনেকে, কিন্তু ইনিই একাই একমাত্র জনিত পুত্র। বাস্তবিকই লেখা আছে, *তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপরের পুত্র* (১৮); আরও, *আমি পুত্রদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি* (১৯)। যেহেতু অনেকেই রয়েছে যারা ‘পুত্র’ বলে অভিহিত, সেজন্য ইনি ‘একমাত্র জনিত পুত্র’ বলে অভিহিত হতেন না যদি সেই পুত্রদের মধ্যে মহৎ পার্থক্য না থাকত। তারা অনুগ্রহেই পুত্র বলে অভিহিত ছিল কারণ তারা ছিল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ও ছিল তাঁর পরিবারভুক্ত মানুষ, ও পরিবারভুক্ত হওয়ায় অনুগ্রহের খাতিরে তেমন নামে অভিহিত হবার যোগ্য ছিল। তথাপি, ইনি একমাত্র জনিত পুত্র বলে অভিহিত, কারণ কেবল তিনিই এমন পুত্র যিনি আপন পিতার স্বরূপের অধিকারী। তিনি অনুগ্রহের খাতিরে অন্যান্যদের মত দত্তকপুত্রত্বের যোগ্য বলে হয়ে উঠেছিলেন এজন্যই যে তিনি পুত্র নামটা গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু পিতার একই স্বরূপ থেকে জনিত হয়েছিলেন বিধায়ই তিনি পুত্র বলে অভিহিত ও প্রকৃতপক্ষেই পুত্র। যদিও এসমস্ত কিছু পবিত্র শাস্ত্রে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাবে উপস্থিত, ও যদিও সবার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এমন কেউই নেই যে একমাত্র জনিত পুত্র বলে অভিহিত হতে পারে সে-ই ছাড়া যে সত্যিকারে আপন পিতার একই স্বরূপের অধিকারী, তবু ভ্রান্তমতপন্থীদের মন্দ ও একগুঁয়ে অভিমত এখনও অসংশোধনযোগ্য রয়েছে।

আরিউসের ভ্রান্তমত

১২। যারা খ্রিষ্ট-জ্ঞান গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে আরিউসই প্রথম এমনটা বলতে দুঃসাহস করল এমনকি অভক্তি ভরেই বলল যে, পুত্র হলেন [ঈশ্বরের] একটা বস্তু ও শূন্য থেকে নির্মিত: এটা এমন নতুন ধারণা যা সাধারণ জানা মতের কাছে ও প্রকৃতির নিয়মের কাছে অদ্ভুত, কেননা যে কেউ নির্মিত সে পুত্র নয় ও যে কেউ পুত্র সে সৃষ্টবস্তু নয়, কারণ এটা সম্ভব নয় যে, সৃষ্টবস্তু সত্যকার পুত্র বলে ও সত্যকার পুত্র সৃষ্টবস্তু বলে অভিহিত হবে। তেমন অবস্থার ফলে আমাদের ধন্য পিতৃগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে সম্মিলিত হতে ও বিথিনিয়া প্রদেশে অবস্থিত নিকেয়া শহরে পবিত্র সিনোদোস আহ্বান করতে, এবং সত্য-শিক্ষা রক্ষা করার জন্য, আরিউসের অধর্ম দমন করার জন্য, যারা পরবর্তীতে এউনোমিউস নামক তাদের প্রতারকের নামে উত্থিত হয়েছিল তাদের খণ্ডন করার জন্য ও মন্দ মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত ভ্রান্তমতগুলো ধ্বংস করার জন্য এই বিশ্বাস -সূত্র লিখতে বাধ্য হলেন।

আরিউসের ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে নিকেয়া সহাসভার সিদ্ধান্ত

১৩। যদিও সমস্যা প্রকৃতির নিয়ম থেকে, সাধারণ সম্মতি থেকে, ও পবিত্র পুস্তকগুলো থেকে সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট ছিল, তবু তাঁরা এই শব্দগুলোও যোগ করলেন, ‘তিনি জনিত, নির্মিত নন’। তাঁরা পুত্র সংক্রান্ত স্বীকারোক্তির জন্য উপযোগী শব্দ উপস্থাপন করলেন, কেমন যেন তাঁরা বলতেন, আমরা তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে নয়, এমন একজন যে অনুমান ক্রমে মানুষ বলে অভিহিত, সেই অনুসারেও তাঁকে পুত্র বলে অভিহিত করি না, ঠিক যেন এমন লোকদের মত যারা দত্তকপুত্রত্বের ফলে পরিবারভুক্ত হয়েছে বিধায় অনুগ্রহের খাতিরেই পুত্র বলে অভিহিত; না, আমরা তাঁকে পুত্র বলে ও কেবল তাঁকেই সত্যকার পুত্র বলে অভিহিত করি। তিনি সত্যকার পুত্র, কারণ তিনি একমাত্র জনিত পুত্র; আরও, তিনি আপন পিতা থেকে সত্যিকারে জনিত, তিনি তাঁর থেকে ও তাঁর স্বরূপ থেকে জনিত, ও তাঁর মত অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান। এমন সৃষ্টবস্তু নেই যা সর্বযুগের পূর্বে অস্তিত্বশীল, কিন্তু যিনি সর্বযুগের পূর্বে বিদ্যমান, কেবল তিনিই অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান। যেমন পিতা অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান, তেমনি যিনি

তাঁর থেকে জনিত সেই পুত্রও অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান। তিনি তো কোন এক সময়ের পরে অস্তিত্বে আসেননি, পরবর্তীকালেও তিনি জনিত হননি, কিন্তু যিনি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান, তিনি তাঁর থেকে সর্বযুগের পূর্বে অনন্তকালীন ভাবে জনিত হলেন, এবং তিনি অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে আছেন, সেইভাবে যেভাবে সুসমাচার-রচয়িতা বললেন, *আদিতে ছিলেন বাণী* (২০)। তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, ও পরবর্তীকালে অস্তিত্বে এলেন এমন নয়, বরং তিনি সবকিছুর পূর্বে আদিতেই ছিলেন। যে কেউ পরবর্তীকালে অস্তিত্বে আসে, সে ‘পরবর্তী’ বলে অভিহিত, ও যে পরবর্তী সে প্রথম নয়; ও যে কেউ প্রথম নয় সে আদিতে ছিল না। অতএব, তিনি যখন আদিতে ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন প্রথম, কেননা এমন কিছুই নেই যা আদির পূর্ববর্তী। তিনি প্রথম হলে তবে তিনি পশ্চাদ্বর্তী নন, এবং তিনি পশ্চাদ্বর্তী না হলে তবে তিনি পরে হননি। *আদিতে তিনি ছিলেন* (২১) ও আদিতে ঈশ্বর থেকে ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি অনন্তকাল থেকে, ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বযুগের পূর্বেই ছিলেন।

১৪। এবং এটা দেখাবার জন্য যে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, —অপরিচিত হিসাবে বাইরে থেকে নয়, কিন্তু সত্তার একই স্বরূপ থেকেই ছিলেন—সেইজন্য ধন্য সুসমাচার-রচয়িতা তাঁকে ‘বাণী’ বলে অভিহিত করলেন, কেননা একটা বাণী কোন একজনের অধিকার ও কোন একজন থেকে আগত; এবং যেহেতু এটা সম্ভব যে, যে একজন তার সঙ্গে ছিল সে অন্য একজন থেকে আগত ছিল, সেজন্য তিনি এই তুলনা ব্যবহার করলেন যাতে শ্রোতারা এবিষয়ে সন্দেহ না করে যে, পুত্র অনন্তকাল থেকে তাঁরই থেকে ছিলেন যিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালীন ভাবে আছেন। বস্তুতপক্ষে, যে বাণীর যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট স্বভাব নিজেতেই সিদ্ধতাপ্রাপ্ত, সেই প্রাণের বাণী সেটার সঙ্গে আছে ও স্বরূপে সেটার মধ্যে স্থিত, ও সেটার মধ্য দিয়েই খোদ প্রাণ যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট বলে জ্ঞাত। সেই বাণী প্রাণ থেকে বের হয় ও তা থেকে ও তার মধ্যে দৃষ্ট হয়, ও সব সময়ই তার সঙ্গে আছে ও তার মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হয়। একইপ্রকারে পুত্রও পিতা থেকে অস্তিত্বশীল, সেইভাবে যেভাবে বাণী প্রাণ থেকে অস্তিত্বশীল। তিনি অনন্তকালীন ভাবে তাঁর থেকে ও তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান; তাঁর মধ্যে আছেন ও সমস্ত অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে জ্ঞাত। ‘আদিতে তিনি ছিলেন’, অর্থাৎ অনন্তকাল থেকে, আদি থেকে ও সবকিছুর

পূর্বে তিনি ছিলেন; তিনি যে একটা সময়ের পরে হলেন এমন নয়, কিন্তু আদি থেকেই তিনি ছিলেন ও সর্বদাই ছিলেন; এবং অনন্তকাল থেকে তাঁর থেকে ছিলেন ও অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেইভাবে যেভাবে প্রাণের মধ্যে সেই বাণী যা সর্বদা তা থেকে ও তার সঙ্গে বিদ্যমান। এবং যেহেতু প্রাণ থেকে আগত বাণী প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু বলে মনে হয়, যদিও এটা হল প্রাণের হিপোস্তাসিস—যেহেতু এটার নিজের কোনও হিপোস্তাসিস নেই, সেজন্য বাণীটা প্রাণের মধ্যেই নিজেকে দেখতে পায়—পাছে এই তুলনা অনুসরণ করে আমরা এমনটা কল্পনা করি যে, পুত্রও হিপোস্তাসিস-বিহীন বা পিতার স্বরূপের কাছে বিদেশী, সেজন্য সুসমাচার-রচয়িতা সংক্ষিপ্ত ভাবে যোগ করলেন যে, 'বাণী ছিলেন ঈশ্বর'। এবং এটা বলার পর যে তিনি 'ছিলেন' ও তিনি 'ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে' তিনি যোগ করলেন 'এবং বাণী ছিলেন ঈশ্বর', যাতে আমরা এটা স্পষ্ট দেখতে পাই যে তিনি ঈশ্বরের স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন স্বরূপের ছিলেন না, বা তিনি সত্তায়ও তাঁর চেয়ে ভিন্ন ছিলেন না, বরং যাঁর থেকে তিনি ছিলেন, তাঁরই সঙ্গে তিনি একেবারে সমান ছিলেন, এবং তিনি তাঁরই সঙ্গে ঈশ্বর ছিলেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

১৫। সুসমাচার-রচয়িতা চমৎকার ভাবে বললেন, 'এবং বাণী ছিলেন ঈশ্বর' যাতে দেখাতে পারেন যে, ঈশ্বর যা তিনি তা, ও তিনি ঠিক তাই যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বর্ণনা করেছিলেন তথা, 'তিনি সর্বযুগের পূর্বে জনিত'। এতে তাঁরা এটা বোঝাতে ইচ্ছা করছিলেন যে, অনন্তকাল থেকে ও সর্বযুগের পূর্বে তিনি আদিতে ছিলেন তাঁর থেকে ও তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের আলোচনা এখানে থেমে যায়নি, কিন্তু সত্য সূক্ষ্মভাবে শেখাবার লক্ষ্যে, বিশ্বস্তদের রক্ষা করার লক্ষ্যে, ও ভ্রান্তমতপন্থীদের ভুলভ্রান্তি উল্টিয়ে দেবার লক্ষ্যে তাঁরা এটাও যোগ করলেন যে, তিনি 'নির্মিত নন'। সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমাদের ধন্য পিতৃগণ যা কিছু বলেছিলেন, আমরা যদি তা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করতাম, তাহলে আমাদের বহু কথা দরকার হত। তথাপি, আমরা যে বহু কথা তোমাদের শুনিয়েছি তার বোঝা থেকে তোমাদের হালকা করার জন্য আমরা সেসমস্ত কিছু ধীরে ধীরে উপস্থাপন করব যাতে তোমরা আরও সুন্দর ভাবে তা বুঝতে ও শিখতে পার। অতএব, তোমাদের সম্মতি ক্রমে আমরা, যা কিছু আজ বলা হয়েছে, তা এখানে বন্ধ করে দেব ও পরবর্তী সমস্ত কথা অন্য দিনের জন্য

রক্ষা করব ; কিন্তু সর্বোপরি, এসো, পিতা, একমাত্র জনিত পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩য় কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ১ করি ৮:৪।

(২) ১ করি ৮:৬।

(৩) দ্বিঃবিঃ ৬:৪।

(৪) লুক ১:৩৩ দ্রঃ।

(৫) প্রেরিত ১০:৩৮ দ্রঃ।

(৬) ১ তি ৩:১৬।

(৭) যোহন ১:১৪।

(৮) ১ করি ৮:৬।

(৯) যোহন ১:৩।

(১০) রো ৯:৫।

(১১) যোহন ১:১৪।

(১২) যোহন ১:১৮।

(১৩) সাম ৭৯:১২।

(১৪) রো ৮:২৯।

(১৫) কল ১:১৫।

(১৬) ২ করি ৫:১৭ দ্রঃ।

(১৭) ফিলি ২:৭ দ্রঃ।

(১৮) সাম ৮২:৬ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৯) ইশা ১:২।

(২০) যোহন ১:১।

(২১) যোহন ১:২।

৪র্থ কাতেখেসিস

কাতেখেসিসটা সেই সত্য ব্যাখ্যা করে যা অনুসারে, ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ হওয়ায় এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন ‘আপন পিতার সমসত্তার অধিকারী’।

১-২: সেই একমাত্র জনিতজন বিষয়ক ৩য় কাতেখেসিসের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ।
৩-৭: ঐশবাণী ‘ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী, তিনি নির্মিত নন’: সেই একমাত্র জনিতজনের অনন্তকালীন প্রজননের ব্যাখ্যা।
৮-১২: ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ সূত্রের ব্যাখ্যা।
১৩-১৭: তিনি আপন পিতার সঙ্গে ‘সমসত্তার অধিকারী’ সূত্রের ব্যাখ্যা।
১৮-১৯: ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ নির্মিত হয়েছিল ও সবই সৃষ্ট হয়েছিল’ সূত্রের ব্যাখ্যা।

৩য় কাতেখেসিসের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

১। গতকাল আমরা, আমাদের সামর্থ্য অনুসারে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে, তোমাদের ভালবাসার কাছে সেই সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন; এবং বলার যা কিছু বাকি ছিল তা অন্য এক দিনের জন্য রেখেছিলাম। তোমাদের তো মনে আছে, আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় সেই সূত্রে পৌঁছে গেছি যা বলে, ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, নির্মিত নন’; ও এই পদেই আমাদের আলোচনা বন্ধ করেছিলাম। তোমরা ইচ্ছা করলে তবে এসো, আমাদের প্রভুর অনুগ্রহে এই বচন দিয়ে শুরু করে দিই। আমরা এটা বলছিলাম যে, ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত’ বলায় আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের দেখিয়েছিলেন যে, তিনি সত্যিকারেই পুত্র; অনুমান সূত্রে নয় (ভ্রান্তমতপন্থীরাই তো বলে, তিনি ধার-করা-নাম সূত্রেই পুত্র), কেমন যেন তিনি ঠিক তাদেরই মত যারা অনুগ্রহ সূত্রেই পুত্র বলে অভিহিত। না, একাই তিনিই পিতা ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র, কারণ তিনিই সেই একমাত্র জনিতজন, ও একাই তিনিই আপন পিতা থেকে সঞ্জাত হলেন।

২। এইজন্যই তাঁরা এই বচন যোগ করেছিলেন তথা, ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত’, কারণ ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে তেমনটাই দেয় ছিল যিনি নামে শুধু নয় কিন্তু সত্যিকারেই পুত্র, পিতার স্বরূপের অধিকারী, ও অনন্তকাল থেকে তাঁর থেকে ও তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান। এবং পিতা ঈশ্বরের ও পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে যে একটা কিছু রয়েছে, তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বর সবকিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছেন; ও যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছেন তিনি সময়ের ঊর্ধ্বেও রয়েছেন ও অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান। অতএব, যখন পিতা ঈশ্বর অনন্তকালীন, ও পুত্র হলেন ঈশ্বর, তখন তিনিও অনন্তকালীন, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, ও অনন্তকালীন থেকে অনন্তকালীন: এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরের মধ্যে আদৌ কিছুই নেই। এমন সময় বা যুগ রয়েছে যা ঈশ্বরের পূর্বকালীন, তা যেমন ভাবা সম্ভব নয়, তেমনি যেহেতু পুত্রও ঈশ্বর, সেজন্য সবকিছুর পূর্বে আদৌ কিছুই নেই, কারণ তিনি পিতা থেকে সবকিছুর পূর্বে সঞ্জাত, ও তিনি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান, কারণ তিনি তাঁরই থেকে সঞ্জাত যিনি নিজে অনন্তকালীন।

ঐশবাণী ‘ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী, তিনি নির্মিত নন’

৩। সিদ্ধ বিশ্বাস-স্বীকার হিসাবে, যারা ধর্মভক্তির সদিচ্ছার অধিকারী তাদের পক্ষে ‘একমাত্র জনিতজন’ নামটা গ্রহণ করা ও তাঁকে সত্যকার পুত্র বলে ঘোষণা করা যথেষ্ট হত। কিন্তু আমাদের পিতৃগণ তাতে এটাও যোগ করলেন তথা, ‘তিনি সর্বযুগের পূর্বে জনিত’, কারণ বচন দু’টো দেখায় কেমন করে সেই একমাত্র জনিতজন হলেন ঈশ্বরের পুত্র। তাই, এটা ন্যায়সঙ্গত যে তাঁরা, যারা সত্য ঘৃণা করে তাদের যুক্তি খন্ডন করার লক্ষ্যে এই বচনটা যোগ করলেন তথা ‘তিনি নির্মিত নন’। আমরা স্বীকার করি, তিনি সেই একমাত্র জনিতজন, তিনি ঈশ্বরের সেই পুত্র যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, ও তিনি অনন্তকাল থেকে পিতার স্বরূপ অনুযায়ী অস্তিত্বশীল; এবং যারা বলল, ঈশ্বরের পুত্র নির্মিত, আমরা সেই ভক্তিহীন লোকদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি। কেননা তিনি ঈশ্বরের জনিত, নির্মিত নন, ও তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুযায়ী, একটা সৃষ্টবস্তু নন, কেননা পুত্র হওয়া ও বস্তু হওয়া অনেক আলাদা। তিনি পুত্র হলে তবে তিনি সৃষ্টবস্তু নন, কিন্তু তিনি সৃষ্টবস্তু হলে তবে তিনি পুত্র নন; কেননা তিনি পুত্র হলে তবে

তিনি তাঁরই থেকে আছেন ও তাঁর বাইরের নন, কিন্তু তিনি সৃষ্টবস্তু হলে তবে তিনি তাঁর বাইরের। তিনি পুত্র হলে তবে তিনি তাঁর থেকে আছেন ও তাঁরই সদৃশ, কিন্তু তিনি সৃষ্টবস্তু হলে তবে তিনি তাঁর বাইরের ও তাঁর থেকে নন ও তাঁর সদৃশ নন।

৪। কেননা প্রকৃতির নিয়মও আমাদের এসমস্ত কিছু শেখায়, কারণ যারা আমাদের থেকে হয় আমরা তাদের পুত্র বলে থাকি; কিন্তু যা বস্তু অর্থাৎ যা অস্তিত্বহীন, সেই সবকিছু বাইরে থেকে আমাদের দ্বারা নির্মিত হল। ঈশ্বরের বেলায় একই প্রকারেই হয়: আমরা জানি, বহু বস্তু রয়েছে কিন্তু পুত্র একজনমাত্র, এবং আমরা তাঁকে ‘একমাত্র জনিতজন’ বলি। পুত্র এমন যিনি অনন্তকাল থেকে তাঁর থেকে অস্তিত্বশীল, কিন্তু বিভিন্ন স্বরূপের সমন্বয়ে গঠিত সেই বহুসংখ্যক ও অগণন সৃষ্টবস্তু পরবর্তীকালেই তাদের নির্মাতার সদিচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় ভাবেই নির্মিত হয়েছিল। ঈশ্বর তো জানতেন যে, বৈচিত্র্য সৃষ্টবস্তুর জন্য উপযোগী, কেননা তেমন বস্তু নির্মিত, ও সেটার কোন কোন অংশ পূর্বকালে ও কোন কোন অংশ পরবর্তীকালে ও কোন কোন অংশ আরও বেশি পরবর্তীকালে হয়েছিল; কোন কোন অংশ একই সময়, ও কোন কোন অংশ অন্য অংশগুলোর পরে হয়েছিল। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টবস্তু অস্তিত্বে আসবার কথা ছিল সেজন্য এটা আবশ্যকীয় ছিল যে, কোন কোন বস্তু আগে ও কোন কোন বস্তু পরে নির্মিত হবে।

৫। এবং যেহেতু সমস্ত সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের একটা শুরু আছে, সেজন্য যেগুলো পরে অস্তিত্বে এসেছিল সেগুলো সেগুলোরও সদৃশ যেগুলো আগে অস্তিত্বে এসেছিল; কিন্তু পুত্র ক্ষেত্রে, যেহেতু তিনি পরেই পিতার কাছে অস্তিত্বে আসেননি বরং আদিতেই তাঁর থেকে ছিলেন ও অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেজন্য কেবল তিনিই পুত্র। কেননা এটাও সম্ভব ছিল না যে, অনন্তকাল থেকে আছেন যিনি, সেই পিতার সদৃশ যিনি, সেই পুত্র পরে অস্তিত্বে আসবেন, এটাও সম্ভব ছিল না যে, যার আদি হয়েছিল, সে তাঁরই সদৃশ হবে যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন।

৬। কেননা, যিনি অনন্তকাল থেকে, ও পরে যার অস্তিত্ব হয়েছে, সেই দুইয়ের মধ্যে বড় বিরোধ রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে এত দূরত্ব রয়েছে যে, উভয় যে একযোগে থাকবে তা সম্ভব নয়। যে অনন্তকালীন, ও যে এক সময় অস্তিত্বহীন ছিল ও পরে

অস্তিত্বশীল হল, সেই দুইয়ের মধ্যে কোন্ সম্পর্ক থাকতে পারে? এটা জানা কথা যে, যিনি অনন্তকালীন ও যার অস্তিত্বের একটা শুরু আছে, সেই দুইয়ে একে অন্যের থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন, এবং তাদের মধ্যকার ফাঁক অপরিমেয়। যিনি অনন্তকালীন তিনি সীমাহীন, কিন্তু যার অস্তিত্বের একটা শুরু আছে, তার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, এবং যার অস্তিত্বের শুরু সীমাবদ্ধ, সে অস্তিত্বশীল হওয়ার আগে যে সময় গত হয়েছে, সেই সময়ও সীমাবদ্ধ। যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, ও যার অস্তিত্ব তখনই শুরু হয়েছে যখন সে অস্তিত্বহীন ছিল, এই দুইয়ের মধ্যকার ফাঁক সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। একে অন্যের থেকে তত বিচ্ছিন্ন জীবের মধ্যে কেমন সম্ভাব্য সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকতে পারে? এবং যেহেতু পুত্র অনন্তকাল থেকে আছেন ও এমন পিতা থেকে আছেন যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, সেজন্য তাঁর মত অন্য পুত্রই পরবর্তীকালে অস্তিত্বে আসতে পারেনি। না, তিনি একাই পুত্র হয়ে থাকলেন যেহেতু তিনি অনন্তকাল থেকে এমন একজন থেকে আছেন যিনি অনন্তকাল থেকে আছেন। তিনিই মাত্র যে পিতা থেকে আগত পুত্র হবেন তা সমীচীন ছিল।

৭। পুত্র-জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের পিতৃগণ এইভাবে আমাদের সতর্ক করেছিলেন ও আমাদের জন্য সত্যকার ধর্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যা অনুসারে, যখন আমরা সেই একমাত্র জনিত পুত্রে বিশ্বাস করি তখন আমাদের এটা বোঝা উচিত যে, তিনি পিতা থেকে আগত। তাঁরা এবিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেন আমরা ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তি থেকে দূরে পালাই, এবং তারা যে এমনটা দাবি করে যে, পুত্র নির্মিত, আমরা যেন তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করি যেহেতু তা সত্য থেকে বহু দূরে। পুত্র নির্মিত বস্তু বা সৃষ্টবস্তু বলে বিবেচিত হওয়ার নয়, কিন্তু পিতা ও পুত্র সম্পর্কে আমাদের এমনটা স্বীকার করতে হবে যা উভয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য তথা, পুত্র পিতার স্বরূপের অধিকারী ও পিতা দ্বারা নির্মিত জীব নন, পিতার বাইরে শূন্য থেকে সৃষ্টও নন।

‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ সূত্রের ব্যাখ্যা

৮। আমাদের ধন্য পিতৃগণ এসমস্তই আমাদের শিখিয়েছিলেন ও এমনটা যোগ করেছিলেন যা সূত্রের ধারাবাহিকতা পূরণ করে: ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার

ঈশ্বর'। বস্তুতপক্ষে, যিনি ঈশ্বর থেকে উদ্গত, ও তাঁর বাইরে থেকে নয় কিন্তু পিতার নিজের স্বরূপ থেকে উদ্গত, তাঁর বিষয়ে, একথা বাদে যে, স্বরূপে ঈশ্বর যা পুত্রও তা অর্থাৎ তিনি সত্যকার ঈশ্বর, একথা ছাড়া ধর্মসম্মত বলতে আমাদের আর কী বা ভাবতে হত? এক্ষেত্রে তাঁরা সুসমাচারের শিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন যেখানে লেখা আছে, *বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (১); কেমন যেন সুসমাচার-রচয়িতা বলতেন, 'ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ও তিনি যা, তিনি তা ছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর সঙ্গে ও তাঁর থেকে ছিলেন'। এইভাবে আমাদের পিতৃগণ এটাও বলেছিলেন, 'সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর'।

৯। তাঁরা 'ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর' সূত্রে 'সত্যকার থেকে সত্যকার' বচন যোগ করেছিলেন, তাদেরই হিংসার কারণে যারা স্বর্গীয় বিষয়াদিতেও তর্কাতর্কি ও সংগ্রাম আনতে চায়। তাঁরা যে বচন ব্যবহার করেছিলেন, সুসমাচারে যেটা রয়েছে, তা সেই বচন থেকে ভিন্ন নয়: যে বলে 'ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর', সে অবশ্যই এটাও বলবে, 'সত্যকার থেকে সত্যকার'; কেননা সুসমাচার এমনটা বলে না, 'এবং তিনি ঈশ্বর বলে অভিহিত', সেইভাবে যেভাবে তাদেরই বেলায় ঘটে যারা মানুষের দ্বারা দেব-দেবী বলে অভিহিত; সুসমাচার এমনটাও বলে না যে, 'তিনি তাঁরই সঙ্গে আছেন যিনি একাই ঈশ্বর বলে অভিহিত', কিন্তু এটাই বলে, তিনি তাঁরই সঙ্গে ঈশ্বর যিনি ঈশ্বর।

১০। এবং, তিনি তাঁরই সঙ্গে স্বরূপে ঈশ্বর যিনি স্বরূপে ঈশ্বর। মানুষ তো ঈশ্বর বলে অভিহিত, কিন্তু আমরা এমনটা বিশ্বাস করি না যে, সেই মানুষেরা স্বরূপেই ঈশ্বর: *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপরের পুত্র; অথচ মানুষের মতই মরবে* (২), কারণ আমি তোমাদের সেইমত সম্বোধন করলাম যাতে তোমাদের উপরে সম্মান মঞ্জুর করতে পারি যেহেতু তোমরা স্বরূপে ঈশ্বর নও; তোমরা স্বরূপে মরণশীল মানুষ, এটা এমন যা ঐশ্বরিক স্বরূপের চেয়ে অনেক ভিন্ন; ব্যাপারটা প্রকৃতি থেকে স্পষ্ট, কেননা তোমরা যদি স্বরূপে ঈশ্বর হতে তবে সেই পাপের সঙ্গে জড়িত হতে না যার জন্য তোমরা মৃত্যুসাপেক্ষ হয়েছ'। ঈশ্বর শুধু নামেই ঈশ্বর বলে অভিহিত এমন নয়, কিন্তু তাঁর সেই নাম যা বোঝায়, তিনি স্বরূপে বাস্তবেই তা; এবং তাঁর সঙ্গে যে বাণী বিদ্যমান, সেই বাণী ধার-করা-নাম দ্বারাই যে ঈশ্বর বলে অভিহিত এমনটা নয়, কিন্তু তিনি

স্বরূপেই ঈশ্বর; এবং যিনি স্বরূপে ঈশ্বর, তিনি সত্যকার ঈশ্বর বাদে আর কী বা হতে পারেন? স্বরূপের চেয়ে আরও বেশি সত্য কী বা আছে? এবং যিনি স্বরূপে ঈশ্বর তিনি যে সত্যিকারে ঈশ্বর নন, তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তিনি যদি স্বরূপে ঈশ্বর নন, তবে তিনি সত্য অনুসারেও ঈশ্বর নন। বাস্তবিক পক্ষে 'ঈশ্বর' নামটা হয় সেই অপদূতদের বেলায় আরোপিত যারা মিথ্যায় ও দুঃসাহসেই সেই নাম দিয়ে নিজেদের পরিচিত করে, না হয় সেই মানুষদের বেলায় আরোপিত যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি গুণে, সম্মানার্থেই, সেই নামে অভিহিত; অথবা, পুত্র ক্ষেত্রে, পিতা যেমন, তেমনি তিনিও স্বরূপে ঈশ্বর।

১১। যদিও ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই একমাত্র জনিতজনকে অন্য অর্থেই 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে অভিহিত করতে দুঃসাহস করে, তবু, যেহেতু তিনি স্বরূপে ঈশ্বর সেজন্য এটা স্পষ্ট যে, তিনি সত্য অনুসারেও ঈশ্বর, কেননা যিনি যা তিনি যে স্বরূপে তা, এর চেয়ে আরও বেশি সত্য বলতে আর কিছুই নেই। এমনকি, এটাই স্পষ্ট যে, যিনি স্বরূপে ঈশ্বর তিনি সত্য অনুসারেও ঈশ্বর। এবং যখন পিতা ও পুত্র উভয়ে স্বরূপে ঈশ্বর, তখন সত্যকার একজনের চেয়ে আরও বেশি সত্যকার আর কিছুই নেই—কথাটা ভ্রান্তমতপন্থীদের নবীন প্রজ্ঞার বিপরীত কথা। কেননা তারা নাকি বলে, পিতা ঈশ্বর স্বরূপে ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরও স্বরূপে ঈশ্বর, কিন্তু পুত্র যে সত্যিকারে ঈশ্বর তা তারা মেনে নিতে অস্বীকার করে যদিও তারা এটা মেনে নেয় যে, পুত্র স্বরূপে ঈশ্বর: তাতে তারা তাদের নবীনত্বে নবীন একটা নিয়ম অনুপ্রবিষ্ট করায় যা অনুসারে তিনি সত্যকার ঈশ্বর, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের মত নন।

১২। তবে, যখন [পিতা ও পুত্র] এক একজন স্বরূপে ঈশ্বর, তখন এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, তাঁদের একজন উচ্চতর ও অন্য একজন নিম্নতর যখন ধরে নেওয়া হয়েছে, উভয়েই একই স্বরূপের অধিকারী? পবিত্র পুস্তকগুলো ও সেগুলোর ধর্মতত্ত্বের অনুসারীরা যাঁকে স্বরূপে ঈশ্বর বলে শিক্ষা দেয়, তাঁর মধ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ধন্য পিতৃগণও সেই পুস্তকগুলো অনুসরণ করেছিলেন ও ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তিময় অভিমত ও বকবকের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেছিলে; তাঁরা বলেছিলেন, 'সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর'। শাস্ত্র ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিল, তিনি ঈশ্বর, এবং সেই পিতৃগণ বিচক্ষণতা সহকারে 'সত্যকার' শব্দটা যোগ করেছিলেন যাতে আমরা

বিশ্বাস করতে পারি যে, পুত্র পিতার মত সত্যকার ঈশ্বর, কেননা পিতার মত তিনি স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর।

তিনি আপন পিতার সঙ্গে ‘সমসত্তার অধিকারী’ সূত্রের ব্যাখ্যা

১৩। এবং যেমন পিতা ‘ঈশ্বর’ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন যাতে বহু-ঈশ্বরবাদ জনিত ভ্রান্তি খন্ডন করা হয় যেগুলো পৃথিবীর জাতিগুলো দ্বারা মিথ্যায় ঈশ্বর বলে অভিহিত ছিল, তেমনি ঈশ্বরের পুত্রের ক্ষেত্রেও ঘটে, কারণ আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এক-ঈশ্বর যেহেতু পিতার ঐশ্বরিক স্বরূপ ও পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপ এক। তাতে আমাদের ধন্য পিতৃগণ এটা যোগ করেছিলেন যে, পুত্র পিতার সঙ্গে ‘সমসত্তার অধিকারী’। এ এমন কথা যা বিশ্বস্তদের দৃঢ়ীকৃত করে ও অবিশ্বাসীদের যুক্তি খণ্ডন করে। যদিও এই শব্দ পবিত্র শাস্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে লেখা নয়, তবু সেই শাস্ত্রে তার অর্থ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাঁরা আগে যা ঘোষণা করে এসেছিলেন, একটা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন, কেননা ‘পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’ বচনটা ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর’ বচন থেকে ভিন্ন নয়। তাঁরা ‘পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’ বচন দ্বারা অন্য কিছুই অনুপ্রবেশ করাতে চাচ্ছিলেন না, কেবল এটার উপর জোর দিতে চাচ্ছিলেন যা আগে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, তথা, যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত হলেন ও নির্মিত হননি, তিনি ঈশ্বর। কেননা তিনি যখন সর্বযুগের পূর্বে [পিতা থেকে] জনিত ও তিনি নির্মিত নন, ও তিনি যখন একটা সৃষ্টবস্তু নন কিন্তু আপন পিতার সত্যকার পুত্র, তখন এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি পিতা থেকে উদ্গত, পিতার বাইরে থেকে উদ্গত নন, ও তিনি পিতার স্বরূপ থেকে জনিত ও তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; এবং যখন তিনি সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর, তখন এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা এক একজন অন্যজনের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, কারণ যে কেউ স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর, তিনি তাঁরই সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী যিনি স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর।

১৪। ‘আপন পিতার সমসত্তার অধিকারী’ সূত্রের ধারণা শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উপস্থিত। যখন শাস্ত্র বলে, *আদিতে বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ও বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (৩), তখন এ

দু'টো বচন দ্বারা শাস্ত্র এটা দেখায় যে, তিনি স্বরূপে ঈশ্বর ও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; কেননা এই সূত্রের অর্থ, *আমি এবং আমার পিতা আমরা এক* (৪) বচনের একই অর্থ বহন করে। যখন পুত্র ক্ষমতায় ও স্বরূপে তাঁর পিতার সঙ্গে এক, তখন অবশ্যই তিনি তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী। *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয় ও আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি, ও আমার হাত থেকে কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না* (৫) বচনের দ্বারা তিনি নিজের ক্ষমতার মহত্ত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন ও এবিষয়েও সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁকে হারাতে পারে এমন কেউ নেই; এবং, তাঁকে যে সাধারণ মানুষ মনে হচ্ছিল, যেহেতু বচনটা সেই মানুষের চেয়ে উচ্চতর বিষয় বোঝাচ্ছিল, সেজন্য তিনি বলে চললেন, *আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না* (৬): এবং 'তিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন' কথাটা যোগ করায় তিনি বচনের অর্থ নিম্নতর করলেন। কোন মানুষ যে তাঁকে হারাতে পারে না, নিজের বিষয়ে যা তিনি বললেন তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তা বললেন, এবং এটা দেখাবার জন্য যে তিনি এই লক্ষ্যেই সেই কথাগুলো ব্যবহার করলেন যাতে এটা দেখাতে পারেন যে, পিতা ও পুত্রের ক্ষমতা একই, ও কোন মানুষ তাঁদের সেই ক্ষমতা হারাতে সক্ষম নয় যেভাবে, যাঁকে 'সকলের চেয়ে মহান' বলে বিশ্বাস করা হত, সেই পিতার ক্ষমাতাও কোন মানুষ হারাতে সক্ষম নয়, সেজন্য তিনি বললেন, 'আমি এবং পিতা, আমরা এক'।

১৫। তিনি এই বচনে সেটাই স্পষ্ট করলেন যা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী উচ্চারিত কথার অর্থে পরোক্ষভাবে বুঝিয়েছিলেন; তিনি কেমন যেন বলতেন, 'ক্ষমতা এক, ও তা সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর, সেইভাবে যেভাবে আমার পিতাও সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর; এবং কোন মানুষ আমার এই ক্ষমতা হারাতে পারে না যেভাবে কোন মানুষ আমার পিতার ক্ষমতাও হারাতে পারে না, কারণ আমার পিতা ও আমি, আমরা এক, এবং যে ক্ষমতা ও যে অধিকার অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর, সেই ক্ষমতা ও সেই অধিকারও এক'। এধরনের কথার কারণেই ইহুদীরা তাঁকে ঈশ্বরনিন্দুক বলত, কারণ তাঁর মধ্যে যা বসবাস করত, তারা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ জানত

না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যা দৃশ্যগত কেবল তাই জানত, এবং তাঁকে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ব্যবহার করছিল এমন মানুষ বলে গণ্য ক’রে তাঁকে পাথর মারতে চাচ্ছিল।

১৬। *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে*’, ও ‘*আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন* (৭) বচনটাও একই শিক্ষা বহন করে, কেননা যখন পিতাকে পুত্রে দেখা যায়, তখন এটাই স্পষ্ট যে, উভয়ে একই স্বরূপের অধিকারী ও উভয়কে এক একজনের মধ্যে দেখা যায় ও জানা যায়; এইভাবে তাঁদের একে অন্যের সঙ্গে সমতাও স্বরূপের সমতা নির্দেশ করে। অতএব, পুত্র হলেন পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, এবং এই ধারণাটা হল এই বচনের অর্থ, *পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া* (৮)। কেননা, যখন তাঁদের এক একজনকে অন্যজন ছাড়া জানা ও দেখা যায় না, তখন এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, তাঁদের স্বরূপের সমতার কারণেই তাঁরা সকল মানুষের কাছে অদৃশ্য, ও কেবল তাঁরা প্রত্যেকেই অন্যজনকে জানেন। ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী।

১৭। এসমস্ত বিষয় পবিত্র পুস্তকগুলোতে প্রকাশ্যেই স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যারা নিজ নিজ নিন্দায় অনিষ্টের প্রতি প্রবণ ও ধর্মনিষ্ঠ নয়, তারা এটা বলতে দুঃসাহস করল যে, পুত্রের স্বরূপ পিতার স্বরূপের চেয়ে ভিন্ন: একথা এমন যা এটাও বোঝায় যে, তিনি পুত্র নন। অথচ এটা জানা কথা যে, যে সত্যিকারে পুত্র, সে নিজের পিতার সমস্বরূপের অধিকারী। তাই আমাদের ধন্য পিতৃগণ সেকালের বিশ্বস্তদের সতর্ক করার জন্য ও ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খন্ডন করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বচনটা ব্যবহার করেছিলেন যার অর্থ পবিত্র পুস্তকগুলোর অনেক বচনে অন্তর্নিহিত। এবং তাঁরা বচনটা সংক্ষিপ্ত কথায়ও শেখাতে ইচ্ছা করেছিলেন। যখন ধন্য পল নিজের শিক্ষাদানে গ্রীক দার্শনিকদের ব্যবহৃত বচনগুলো স্থান দিতে দ্বিধা করেননি, যেমন *আমরা তাঁরই বংশ* (৯), এবং *ক্রীটের লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক* (১০); আরও, যখন আপন বিরোধীদের নিন্দার লক্ষ্যে তিনি তা লিখতেও পিছটান দেননি, তখন আমাদের ধন্য পিতৃগণের পক্ষে আরও বেশি ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, তাঁরা বিশ্বাস-সূত্রে এই বচন ব্যবহার করবেন যা অনুসারে পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী; এবং যদিও এই

শব্দ পবিত্র পুস্তকগুলোতে প্রত্যক্ষ ভাবে লিখিত নয়, তবু তার ধারণা পরোক্ষভাবে অনেক পদে পাওয়া যায়।

‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ নির্মিত হয়েছিল ও সবই সৃষ্ট হয়েছিল’ সূত্রের ব্যাখ্যা

১৮। এটার পরে তাঁরা বলেছিলেন, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ নির্মিত হয়েছিল ও সবই সৃষ্ট হয়েছিল’। পিতা সংক্রান্ত বিশ্বাস-স্বীকারে যেমন ‘পিতা’ শব্দের পরে তাঁরা ‘সবকিছুর নির্মাতা’ কথাটা যোগ করেছিলেন, তেমনি পুত্র ক্ষেত্রেও করেছিলেন: তিনি পিতা থেকে জনিত ও তাঁর সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, এটা স্বীকার করার পর তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে এটা যোগ করেছিলেন যে, তিনি সবকিছুর নির্মাতা, কারণ যে সত্যকার পুত্র পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, তিনি তাঁর মত সত্যকার স্রষ্টাও। একইভাবে সুসমাচার-রচয়িতা ধন্য যোহন ‘আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, ও তিনি ছিলেন ঈশ্বর’ বলার পর যোগ করেছিলেন, *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (১১), যাতে দেখানো হয় যে, তিনি আপন পিতা ঈশ্বরের মত স্রষ্টা।

১৯। একই প্রকারে, পুত্র যে পিতা থেকে জনিত, তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর ও তাঁর পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, একথা বলার পর আমাদের ধন্য পিতৃগণ এটা যোগ করেছিলেন যে, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ নির্মিত হয়েছিল ও সবই সৃষ্ট হয়েছিল’। তাঁরা তেমনটা বলেছিলেন কারণ তিনি সর্বযুগের পূর্বে তাঁর পিতার সঙ্গে আছেন, ও তাঁর পিতা ঈশ্বরের মত তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। এবং যেহেতু যুগগুলো তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, সেজন্য তিনি নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা, ও তিনি সর্বযুগের পূর্বে আছেন, কারণ তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন ও কোন একটা ‘পরের পরে’ যে তিনি হতে লাগলেন এমন নয় কিন্তু তিনি ‘আদিতে ছিলেন’ ও তিনি সর্বযুগের নির্মাতা, সেইভাবে যেভাবে ধন্য পল বললেন, *ঈশ্বর তাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন* (১২)। আমাদের ধন্য পিতৃগণ ধন্য পলের মত এটা বলার পর যে, ‘তাঁর দ্বারা সমস্ত যুগ নির্মিত হল’, তাঁরা এটা যোগ করেছিলেন যে, তিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা; এইভাবে তাঁরা আমাদের সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব শেখালেন ও সেই সঙ্গে এমন কিছু বলেছিলেন যা পবিত্র

পুস্তকগুলোর ধারণার সঙ্গে মিল রাখছিল; এবং যারা যথার্থ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী তাঁরা তাদের উৎসাহিত করলেন ও যারা সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করে তাদের যুক্তি খণ্ডন করলেন। আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা তো তোমাদের ভালবাসার কাছে আমাদের সাধ্যমত বিশ্বাস-সূত্রের অর্থ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করেছি। তোমরা ইচ্ছা করলে, যা কিছু বলা হয়েছে সেটার মাত্রা আজকের দিনের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে; এসো, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) যোহন ১:১।

(২) সাম ৮২:৬-৭ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৩) যোহন ১:১।

(৪) যোহন ১০:৩০।

(৫) যোহন ১০:২৭-২৮ দ্রঃ।

(৬) যোহন ১০:২৯।

(৭) যোহন ১৪:৯, ১১।

(৮) মথি ১১:২৭।

(৯) প্রেরিত ১৭:২৮।

(১০) তীত ১:১২।

(১১) যোহন ১:৩।

(১২) হিব্রু ১:২।

৫ম কাতেখেসিস

৫ম থেকে ৮ম কাতেখেসিস পর্যন্ত বিশপ থেওদরস প্রভু যিশুর মনুষ্যত্বধারণ রহস্য ব্যাখ্যা করেন; সেই অনুসারে, এই কাতেখেসিস সেই মনুষ্যত্বধারণের পরিত্রাণদায়ী গুরুত্ব তুলে ধরে।

১: ৪র্থ কাতেখেসিসে আলোচিত বিষয়, তথা পুত্রের ঐশ্বরিক স্বরূপ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ।
২: বাপ্তিস্মের বিশ্বাস-স্বীকারে অন্তর্ভুক্ত 'মনুষ্যত্বধারণ' সূত্রের ব্যাখ্যা।
৩: 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে' সূত্রের ব্যাখ্যা।
৪: তিনি 'অবরোহণ করলেন' সূত্রের ব্যাখ্যা; অর্থাৎ, ঈশ্বরের অবরোহণ কেমন ভাবে বোঝা উচিত।
৫-৬: তিনটা বিষয়:

- খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের সাধিত ব্যবস্থা,
- ঐশবাণী যা কিছু মানবীয় তা আপন করে নিলেন,
- তিনি যে দেহকে আপন পবিত্রধাম করেছিলেন, সেই দেহের উপরে তাঁর প্রভাবের কর্মফল।

৭-৮: 'তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন' সূত্রের ব্যাখ্যা: তিনি কেবল দেখতেই মানুষ এমন নয়, তিনি বরং এমন সিদ্ধ মানুষ যিনি আমাদের দেহের মত দেহ-বিশিষ্ট মানুষ।
৯: সেই দেহ ছিল ধীশক্তি ও যুক্তিক্ষমতা-মন্ডিত প্রাণও-বিশিষ্ট দেহ।
১০-১৭: তেমন প্রাণ অবশ্যই উপযোগী সমস্ত কর্মশক্তি-বিশিষ্ট প্রাণ ছিল, নইলে খ্রিষ্টের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করা সম্ভব হত না।
১৮: সেই প্রাণের বিরুদ্ধে জগতের অধিপতি কিছুই করতে পারেনি।
১৯-২১: খ্রিষ্টের বিজয় অমরতা বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশার অগ্রিম স্বরূপ।

৪র্থ কাতেখেসিসের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

১। আমরা তোমাদের ভালবাসার কাছে সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলে এসেছি, ও আমাদের ধন্য পিতৃগণ পিতা সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষাদানের পরে কেমন করে পবিত্র পুস্তকগুলোতে পুত্র সম্পর্কে লেখা কথাও ব্যাখ্যা করেছিলেন ও আমাদের কাছে পুত্রের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য তিনি যে মানব রূপ

ধারণ করলেন সে সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি জানি, এসমস্ত কথা তোমাদের মনে আছে। তিনি যে মানব স্বরূপ পরিধান করলেন সেবিষয়ে নীরব থাকা তাঁরা উপপযোগী মনে করলেন না, কারণ সেটার দ্বারাই আমরা সেই একমাত্র জনিতজনের ঐশ্বরিক স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান গ্রহণ করেছিলাম। বাস্তবিকই, ‘এবং এক-প্রভুতে, সেই যিশু খ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি]’ বলার পর, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ ও মানব স্বরূপ ব্যক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা ‘সেই একমাত্র জনিত পুত্র, সকল সৃষ্টজীবদের প্রথমজাত’ সূত্রটা যোগ করেছিলেন, এবং পুনরায় সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কে ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর ধারণ করা মানব রূপ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমাদের ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতা সহকারে সবকিছু শেখাবার লক্ষ্যে তাঁরা এটা ব’লে যে, সেই একমাত্র জনিতজন ছিলেন পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, ও তিনি সেই অন্যান্য মানুষদের মত কেবল ধার-করা-নামই সহ এমন পুত্র নন যারা স্বরূপে নয় কিন্তু অনুগ্রহেই পুত্র, বরং তিনি ছিলেন পিতা থেকে জনিত সত্যকার পুত্র, এসমস্ত বলে তাঁরা প্রথমে আমাদের শিখিয়েছিলেন কেমন করে আমাদের সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করতে হবে; আরও, তিনি ছিলেন একমাত্র জনিত পুত্র, কারণ কেবল তিনিই আপন পিতার স্বরূপ অনুযায়ী জনিত; আরও, তিনি পরবর্তীকালে পুত্র হননি ও পুত্র বলে অভিহিত হননি বরং তিনি আদিতে, সর্বযুগের পূর্বে ও আপন পিতা থেকে অনন্তকালীন ভাবে ছিলেন ও নির্মিত হননি। ঈশ্বরের পুত্রকে যে ঈশ্বরের নির্মিত বস্তু বলে অভিহিত করতে নেই, এর কারণ এটা যে, তিনি সকল সৃষ্টবস্তুর নিয়ম অনুসারে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এসেছেন এমন নয়, কিন্তু তিনি অনন্তকালীন ভাবে আপন পিতার পুত্র, ‘সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর, ও আপন পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’, কারণ তিনি সত্যকার পুত্র, এবং যিনি তাঁকে জনিত করলেন তিনি যা, তিনিও স্বরূপে তা।

‘মনুষ্যত্বধারণ’ সূত্রের ব্যাখ্যা

২। আমাদের পিতৃগণ সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে এসমস্ত কিছু সূক্ষ্মতা সহকারে আমাদের শিখিয়েছিলেন, ও সেই শিক্ষা হল সেই বিশ্বাস-স্বীকার যা তাঁরা আমাদের প্রাণে স্থিতমূল করেছিলেন ভক্তিহীনদের সেই অভিমত আমাদের কাছ

থেকে সরিয়ে দিয়ে যারা এমনটা বলার দুঃসাহস করে যে, যিনি সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে অনন্তকালীন ভাবে জনিত হয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের পুত্র নির্মিত ও সৃষ্ট। ভ্রান্তমতপন্থীদের ভ্রান্তিজনক মিথ্যা আমাদের মন থেকে শোধন করার পর তাঁরা আমাদের প্রভুর সেই মনুষ্যত্বধারণ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলেন যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঘটেছিল: এবিষয়ে তাঁরা বলেছিলেন, 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন, মাংস হলেন ও মানুষ হলেন'।

'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে' সূত্রের ব্যাখ্যা

৩। 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে' সূত্রটা যে তাঁরা শুরুতেই স্থান দিলেন, তা ন্যায়সঙ্গত; যেহেতু তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলতে উদ্যত ছিলেন, সেজন্য সেটার উদ্দেশ্য দেখাতে বাধ্য ছিলেন, কারণ যে শব্দগুলো সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত, ও তিনি যে কেমন করে আপন পিতা থেকে অনন্তকালীন ভাবে জনিত হয়েছিলেন সেবিষয়ে আমাদের শিক্ষা দানকালে তাঁরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন, তাঁরা সেই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারতেন না। যেহেতু তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে আগ্রহী ছিলেন, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, সবকিছুর আগে তাঁরা সেই কারণ উপস্থাপন করলেন যে কারণে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ নিজেকে এতই নমিত করলেন যে, আমাদের জন্য, ও যেহেতু তিনি আমাদের পরিত্রাণ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন, সেইজন্যও তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন। অতএব, এটা ন্যায়সঙ্গত যে, আমাদের পিতৃগণ তাঁর মনুষ্যত্বের ব্যবস্থা সংক্রান্ত শিক্ষাদানের শুরুতে তাঁদের আলোচনার সূত্রপাত এই উদ্দেশ্য থেকে নিলেন, তথা, 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে'। তাঁদের পক্ষে এটাও সমীচীন ছিল যে, 'আমাদের পরিত্রাণার্থে' শব্দটা তাঁরা 'মানুষ এ আমাদের জন্য' শব্দের পরে বসালেন, যাতে তাঁরা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য দেখাতে পারেন, এমন আগমন যা কেবল 'মানুষ এ আমাদের জন্য' নয় কিন্তু 'আমাদের পরিত্রাণার্থেও' ছিল: তিনি মানুষকে ত্রাণ করতে এলেন, যাতে যারা হারিয়ে গেছিল ও অনিষ্টের হাতে সমর্পিত ছিল তারা যেন অনির্বচনীয় অনগ্রহ ও

করুণা গুণে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে ও অনিষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারে। সেই পিতৃগণ বলেছিলেন, এই কারণেই তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করেছিলেন।

তিনি ‘অবরোহণ করলেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা

৪। তাই তিনি ‘অবরোহণ করলেন’, এই অর্থে নয় যে তিনি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেলেন। আমাদের এমনটা ভাবতে নেই যে, যা সর্বত্র রয়েছে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, কারণ এই ঐশ্বরিক স্বরূপের কোন দেহ না থাকায় তা এক স্থানে আটকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যিনি একস্থানে আবদ্ধ নন তিনি সর্বত্রই রয়েছেন, ও যিনি সর্বত্র রয়েছেন, তিনি যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলেন আমাদের পক্ষে তা ভাবা সম্ভব নয়। এবিষয়ে ধন্য যোহন সাক্ষ্য দেন যখন বলেন, *তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না* (১)। তিনি এখানে এটা বলেন যে, তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন ও জগতের মধ্যে এলেন; কিন্তু তিনি যদি জগতের মধ্যে ছিলেন তবে কেমন করে সেই জগতের মধ্যে এলেন? আমরা কেমন করে বলতে পারি, একটা মানুষ সেই স্থানে এল যে স্থানে ছিল? তিনি এইজন্য বললেন, তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, যাতে দেখাতে পারেন যে তিনি সর্বত্রই ছিলেন; এবং তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি এটা যোগ করলেন, *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন’। একই প্রকারে ধন্য দাউদ বলেছিলেন, ‘আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন* (২), যাতে আমাদের শেখানো হয় যে ঈশ্বর তাদের দুর্দশা থেকে তাদের মুক্ত করলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে ‘অবরোহণ’ বললেন এই অর্থে যে, যিনি সবার উপরে এত উচ্চ ছিলেন তিনি তাদের দুর্দশা থেকে তাদের মুক্ত করতে প্রসন্ন হলেন। এই অর্থেই এটা বলা হয় যে, বাণী-ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের পরিত্রাণের জন্য অবরোহণ করলেন কারণ তিনি অনন্তকাল থেকে আপন পিতা থেকে উদ্গত, তাঁর সঙ্গে সতত আছেন; এবং সবকিছুর আদিকারণ হয়েও তিনি আমাদের পরিত্রাণার্থে এমন বিনম্রতায় অবরোহণ করতে প্রসন্ন হলেন যে, দাসের রূপ ধারণ করলেন ও সেই অবস্থায় থাকলেন যাতে সেটার দ্বারা তাঁর মহৎ দানের পুলক আমাদের মঞ্জুর করতে পারেন।

খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বের সাধিত ব্যবস্থা

ঐশবাণী যা কিছু মানবীয় তা আপন করে নিলেন

আপন ধারণ করা দেহের উপরে ঐশবাণীর প্রভাবের কর্মফল

৫। অতএব, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বললেন, ‘মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন’। তাঁরা যা পরাৎপরের অবরোহণ বলেন, তা হল তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা যা বিষয়ে ধন্য দাউদও বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, *মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তাকে দেখতে এসেছ?* (৩)।

‘মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন’: তবে তাঁর অবরোহণ ও সেটার উদ্দেশ্য কী? আরও, মানুষ এমন কী করল যে তিনি তার জন্য নিজেকে এতই অবনমিত করলেন যে তিনি মানুষ হলেন ও দাসের রূপ আপন করে নিলেন? এবং আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি মানুষ হতে ও সবার কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে মেনে নিলেন। এবং যা কিছু ছিল মানব স্বরূপের, তা তিনি নিজের উপরে আপন করে নিলেন: নিজের সমস্ত মানব-ক্ষমতায় পরীক্ষিত হয়ে তিনি নিজের পরাক্রমে সেই মানুষকে এতটাই সিদ্ধ করে তুললেন যে, নিজের স্বরূপের নিয়ম অনুসারে মৃত্যু গ্রহণ করার পরেও তিনি নিজ থেকে তা সরে দেননি, বরং তার সঙ্গে থেকে অনুগ্রহ-কর্মের দ্বারা তাকে মৃত্যু ও গহ্বরের অবক্ষয় থেকে ছিনিয়ে নিলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, ও তাকে সেই উচ্চতম সম্মান মঞ্জুর করলেন যা মৃত্যুভোগ করার আগে তখনই তাকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, *এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব* (৪): এ এমন কাজ যা তিনি সম্পন্ন করলেন।

৬। আপন ক্রুশারোপণে তিনি সেই ধারণ করা মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি, তাকে মৃত্যুতেও একা ফেলে রাখেননি, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকলেন যতক্ষণ না নিজের পরাক্রমের সাহায্যে মৃত্যুর শেকল ভেঙে ফেললেন ও তার প্রাণকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন; এবং তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমন জীবনে স্থানান্তরিত করলেন যা মরে না, তাকে অমর, অক্ষয়শীল ও

অপরিবর্তনশীল করে তুললেন; এবং তাকে সেই স্বর্গে আরোহণ করালেন যেখানে তিনি, ধন্য পলের সাক্ষ্য অনুসারে, *এখন ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন রয়েছেন ও সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে আছেন—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন* (৫); এবং বাণী-ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সিদ্ধ সংযোজনের কারণে তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে অবিরতই আরাধনা গ্রহণ করেন।

‘তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা

৭। অতএব, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বললেন, ‘তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন’, কেননা তিনি আমাদের পরিত্রাণার্থে এমন ব্যবস্থা অর্জন করলেন যার জন্য, যারা তাঁর মধ্যে বসবাসকারী ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অজ্ঞ ছিল ও যারা যা দৃষ্টিগোচর কেবল তাই দেখছিল, তাদের দ্বারা তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। বাস্তবিকই ইহুদীরা তাঁকে বলেছিল, *ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন* (৬)। এবং পল বলেছিলেন, *তিনি মানুষদের সদৃশ ছিলেন ও রূপে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন* (৭)। তিনি ‘রূপে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন’ বচনটার অর্থ ‘তিনি মানুষ হলেন’ ছাড়া আর কিছুই নয়। পুস্তকটা যখন বলে, *ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন ও তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে হলেন* (৮), তখন ‘মাংসের সেই সাদৃশ্য’ মাংস ছাড়া আর কোন অর্থ বহন করে না; একই প্রকারে, যখন পুস্তকটা অন্য পদে ‘তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত’, তখনও অর্থটা হল ‘মাংস’। এই পদে পুস্তকটা ‘মাংস’ ব্যবহার করে ও অপর পদে ‘মাংসের সাদৃশ্য’ ব্যবহার করে, কিন্তু ‘মাংস’ হোক কি ‘মাংসের সাদৃশ্য’ হোক শব্দ দু’টো কেবল এই একটা মাত্র জিনিস শেখায় যে, মাংসে আবির্ভূত হওয়া ও সেইসঙ্গে মানুষের সাদৃশ্যে হওয়া ‘মানুষ’ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করে না। অতএব, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বললেন, ‘তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন’, যাতে এটা দেখাতে পারেন যে, ধন্য পল যেইভাবে সাক্ষ্য দেন সেই অনুসারে তিনি মানুষ হলেন ও সকলের পরিত্রাণার্থে এই ব্যবস্থা পূরণ করলেন। তাই আমাদের ধন্য পিতৃগণ,

ভ্রান্তমতপন্থীদের ভ্রান্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এই শব্দ ব্যবহার করলেন, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীর যথার্থ বিশ্বাস-স্বীকারের সঙ্গে একমত ছিলেন। এবং যেহেতু সেই অনির্বচনীয় ব্যবস্থা ক্ষেত্রে ও আমাদের প্রভু যে মানুষকে ধারণ করেছিলেন সেই মানুষ ক্ষেত্রে মানুষদের মধ্যে অসঙ্খ্য বিচ্ছেদ ঘটেছিল, সেজন্য তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন' সূত্র ব্যবহার করলেন।

৮। বাস্তবিকই মার্কিওন-পন্থীরা ও মানি-পন্থীরা বালেন্তিনুস-পন্থীদের সঙ্গে ও যারা এই রোগে আক্রান্ত ছিল সেই ভ্রান্তমতপন্থীদেরও সঙ্গে এটা বলে যে, আমাদের প্রভু আমাদের দেহের বা প্রাণের কোন স্বরূপ ধারণ করেননি, কিন্তু এমন 'সদৃশ' একজন ছিলেন যিনি মানুষদের চোখ আঘাত করলেন নবীদের দেখা সেই দর্শনের মত ও সেই তিন পুরুষ সংক্রান্ত আবির্ভাব যা আব্রাহাম দেখেছিলেন যাঁরা দৈহিক স্বরূপ বিহীন ছিলেন কিন্তু কেবল দেখতেই এমন মানুষ ছিলেন যাঁরা মানুষদের মত ব্যবহার করতেন, হাঁটাফেরা করতেন, কথা বলতেন, হাত-মুখ ধুতেন, খেতেন ও পান করতেন। সেই সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীরা এটা বলে যে, একইভাবে আমাদের প্রভু কোন দেহ ধারণ করেননি কিন্তু তিনি কেবল দেখতেই এমন মানুষ ছিলেন যিনি মানব নিয়ম অনুসারে সবকিছু সম্পাদন করতেন ও টের পেতেন ও সেইসঙ্গে যাঁকে দেখা যেত তিনি মানব স্বরূপ বিহীন ছিলেন কিন্তু কেবল দেখতেই মানুষ ছিলেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি কিছুই টের পেতেন না কিন্তু কেবল দর্শকেরাই মনে করছিল তিনি টের পেতেন।

ঐশবাণী ধারণ করা দেহের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৯। তথাপি, আরিউস ও এইনোমিউসের পন্থীরা এটা বলে যে, তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন কিন্তু প্রাণ ধারণ করেননি, ও প্রাণের স্থানে তিনি ঈশ্বরত্ব ধারণ করেছিলেন। তারা সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বকে এতই নিচু করে যে, তারা এমনটা বলতে পারে যে, তিনি তাঁর স্বরূপের মহত্ত্ব থেকে পতিত হলেন, এবং এই দেহে নিজেকে আবদ্ধ করলেন ও সেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তিনি প্রাণের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতেন। এজন্য, ঈশ্বরত্ব প্রাণের স্থান দখল করলে তবে তিনি ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত হতেন না, ক্লান্তিও ভোগ করতেন না, তাঁর পক্ষে খাবারও দরকার হত না; কেননা দেহ ক্ষেত্রে

এসমস্ত কিছু দেহের দুর্বলতার জন্যই ঘটে কারণ প্রাণ তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না, কিন্তু দেহের জন্য শুধু তাই করে যা ঈশ্বরের দেওয়া স্বরূপ অনুসারে তার নিজের অধিকার। প্রাণের এমন দেহের প্রয়োজন যা সেই দেহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সেই সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধ, এবং সেই ক্ষেত্রে কোন না কোন অভাব থাকলে তবে সেই প্রাণ সাহায্য করতে অক্ষম হবে ও দেহের দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দেহকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং, যদি ঈশ্বরত্ব প্রাণের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছিলেন, তবে অবশ্যই দেহের কর্মকাণ্ডও সম্পাদন করছিলেন। কেননা শুধু এইভাবেই সেই ভ্রান্তিকর ভ্রান্তমতপন্থীদের সেই অভিমত সঠিক হত যারা এটা অস্বীকার করে যে, তিনি দেহ ধারণ করলেন ও এমনটা সমর্থন করে যে, তাঁকে সেইভাবে দেখা যেত যেভাবে পুরাতন নিয়মের দূতদের দেখা হত, ও দেখতেই মাত্র এমন মানুষ ছিলেন যে মানুষ মানব স্বরূপের যেকোন বৈশিষ্ট্য বিহীন। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বরত্ব সবকিছুর ভূমিকা পূরণ করতে সক্ষম ছিল, ও দর্শকদের এমনটা বিশ্বাস করাতে পারত যে, তারা আসলে একটা বাস্তব মানুষকেই দেখছিল, সেইভাবে যেভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে আব্রাহাম সেই দূতদের দেখতেন। কিন্তু, যদি ঐশ্বরিক স্বরূপ এসমস্ত কিছুর জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে, ঈশ্বর থেকে আগত পরিত্রাণের অনুগ্রহ-দরকারী মানব-স্বরূপের পক্ষে দরকার ছিল তা [অর্থাৎ মানব-স্বরূপকে] ধারণ করা হবে, কেননা ভ্রান্তমতপন্থীদের অভিমত অনুসারে এই একই ঈশ্বরত্বই মানব স্বরূপের চাহিদা পূরণ করার কথা, এবং এক্ষেত্রে একটা দেহ ধারণ করা একেবারে নিষ্প্রয়োজন হত যেহেতু ঈশ্বরত্ব সেই দেহের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে সক্ষম ছিল।

১০। কিন্তু এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না, তিনি বরং দেহ ও অমর ও যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণ দিয়ে গঠিত সেই পতিত মানুষকেই পরিধান করতে ও পুনরুত্তোলিত করতে ইচ্ছা করছিলেন যাতে *যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি সেই একজনমাত্র মানুষের—যিশু খ্রিস্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল* (৯); *এবং যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিস্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে* (১০)। অতএব, এটাই

দরকার ছিল যে, তিনি কেবল দেহকে নয় কিন্তু সেই অমর ও যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণকেও ধারণ করবেন; এবং কেবল দেহের মৃত্যুই নয়, পাপে স্থিত প্রাণেরও মৃত্যু বন্ধ হবে। যেহেতু ধন্য পলের বচন অনুসারে পাপ এতটা মানুষের মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করল, সেজন্য এটা দরকার ছিল যে, মৃত্যুর কারণ সেই পাপই প্রথম বাতিল করা হবে; তবেই মৃত্যু আপনা আপনিই বাতিল হবে। যদি পাপ বাতিল করা না হত তবে আমরা বাধ্যবাধকতার জোরেই মরণশীলতায় থাকতাম ও আমাদের পরিবর্তনশীলতায় পাপ করে চলতাম; এবং আমরা যখন পাপ করি, তখন আমরা শাস্তির অধীন, ও ফলত মৃত্যুর রাজত্ব অবশ্যই থেকে যাবে।

১১। অতএব, এটা দরকার ছিল, পাপ প্রথম বাতিল করা হবে, কেননা শুধু পাপ বাতিল হওয়ার পরেই মৃত্যুর জন্য প্রবেশাধিকার আর থাকবে না। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, পাপ প্রবণতা প্রাণের ইচ্ছায় শুরু হয়। আদমের ক্ষেত্রেও তাঁর দেহ নয়, তাঁর প্রাণই প্রথমে ভুলভ্রান্তির বুদ্ধি গ্রহণ করল, কারণ শয়তান যে তাঁর দেহকে নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে ও উচ্চতর বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সহায়ককে একটা প্রতারক বলে বিশ্বাস করতে রাজি করাল এমন নয়; এবং শয়তানের বুদ্ধি পালন করে আদম ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন ও নিজের জন্য সেই সমস্ত বিষয় বেছে নিলেন যা ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত। তাঁর দেহের নয়, তাঁর প্রাণেরই পক্ষে এসমস্ত বিষয় জানবার দরকার ছিল, কেননা উচ্চতর বিষয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রাণ-ই আত্মসমর্পণ করল, সেই প্রবঞ্চকের বুদ্ধি মেনে নিল ও যার উপর অধিকার রাখত তা হারিয়ে ফেলল। অতএব, এটা প্রয়োজন ছিল যে, খ্রিষ্টকে দেহকে শুধু নয় কিন্তু প্রাণকেও ধারণ করতে হবে। প্রথমে প্রাণের শত্রুকে, ও তারপর, দেহের খাতিরে, দেহেরও শত্রুকে সরিয়ে দিতে হবে, কারণ যখন মৃত্যু পাপ থেকে আগত, ও সেই মৃত্যুই হল দেহের অবক্ষয়, তখন প্রথমে পাপকে বাতিল করতে হবে ও এর ফলে মৃত্যু আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। তখনই মাত্র দেহকে মৃত্যু ও অবক্ষয় থেকে বাঁচানো যাবে যদি প্রথমে প্রাণকে অপরিবর্তনীয় ও পাপ-জনিত উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে মুক্ত করা হয়, যাতে অপরিবর্তনীয়তা অর্জন করে আমরা পাপ-মুক্তিও অর্জন করতে পারতাম। তবেই

মৃত্যু-বাতিল পাপ-বাতিল দ্বারা সাধিত হবে, ও মৃত্যু-বাতিলের পরে আমাদের দেহের পক্ষে বিলুপ্তি ও অবক্ষয় মুক্ত হয়ে থাকা সম্ভব হবে।

১২। যদি প্রাণ কেবল সেই বিষয়েই পাপ করত যা দেহের উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে এল, তাহলে প্রাণকে পাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রভুর পক্ষে, হয় তো, কেবল দেহকে ধারণ করা যথেষ্ট হত; কিন্তু, প্রাণ থেকে জনিত যে অপরাধ ও পাপ, তা বহু ও বহুবিধ। প্রাণ যা দ্বারা শয়তানের সঙ্গে নিজের সংসর্গ দেখায়, সেই প্রথম পাপ হল গর্ব, যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *পাছে সে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে মানুষ দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হয়* (১১)। এই বচনে প্রেরিতদূত এটা দেখান যে, যে কেউ গর্বে পতিত হয় তাকে শাস্তিতে দিয়াবলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাই, যে কেউ নিজের কুচিন্তায় বিদেহী দিয়াবলের অধিকারী হয়, সে নিজের প্রাণে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগও অনুভব করে; ও এর ফলে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রাণের পক্ষে পতন থেকে মুক্ত হওয়া ও সেই দেহের উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকেও রেহাই পাওয়া অধিক দরকার আছে, সেই যে দেহ নিজের অধিকার করা শক্তি দ্বারা সেই ভাবাবেগ দমন করতে যথেষ্ট সক্ষম।

১৩। ধন্য পল আমাদের এই কথা বিষয়ে তখনই সাক্ষ্য দেন যখন তিনি সেই অমঙ্গল গণনা করেন যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট ও যার অধীনে নিজেকে অবনমিত করে ও যা থেকে মানুষকে ত্রাণ করার লক্ষ্যে খ্রিষ্ট জগতে এলেন; তাঁর কথা এ, *সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা, ব্যভিচার, শঠতা, হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা পিতামাতার অবাধ্য, অবিশ্বস্ত ও মমতাহীন* (১২)। এসমস্ত অমঙ্গল স্পষ্ট ও প্রকাশ্য; তাই এবিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না; এবং এগুলোর বেশির ভাগ দেহের উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে নয় কিন্তু কেবল প্রাণের ইচ্ছা থেকেই উদ্গত। কেননা দুষ্টতা, শঠতা, হিংসা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনা, ও সেইসঙ্গে গর্ব, দম্ভ, অমঙ্গল-উদ্ভাবন, পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা, এবং সহানুভূতি, বিশ্বস্ততা ও করুণার অভাব, এসমস্ত কিছু প্রাণ থেকেই উদ্গত।

১৪। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, আমাদের প্রভু প্রাণ ধারণ করলেন যাতে করে সেই প্রাণকে প্রথমে পাপ থেকে মুক্ত করা হয় ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সেই

অপরিবর্তনীয়তায় স্থানান্তরিত করা হয় যা দেহের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ পরাভূত করে। যখন পাপ সর্বস্থান থেকে বাতিল হয় ও অপরিবর্তনীয়তা প্রাপ্ত প্রাণে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত হয়, তখন যত ধরনের দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাতিল হবে ও মৃত্যুও বিনষ্ট হবে। তাতে দেহ মৃত্যু থেকে আক্রমণ-মুক্ত হয়ে থাকবে, কারণ অমরতায় অংশভাগিতা প্রাপ্ত হয়েছে। বিষয়টা ধন্য পল সপ্রমাণ করে বলেন, *সুতরাং, যারা খ্রিষ্ট যিশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রিষ্ট যিশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছে* (১৩)। বাস্তবিকই তিনি বলেন, যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখেছে তাদের জন্য সমস্ত মৃত্যুদণ্ড ও সমস্ত দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করা হয়েছে, কারণ মরণশীলতার নীতির কাছে বিদেশী হয়েছে এবং [পবিত্র] আত্মা ও অমরতা প্রাপ্ত হয়েছে, ও সেটার সঙ্গে তারা অপরিবর্তনীয়তা ধারণ করেছে ও পাপ ও মরণশীলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে উঠেছে।

১৫। অতএব, খ্রিষ্ট যে প্রাণ ধারণ করলেন তেমনটা অবিশ্বাস করা মহৎ উন্মাদনা; এবং যে কেউ এমনটা বলত যে, তিনি মানব-ধীশক্তি ধারণ করেননি, তা বলা আরও বেশি উন্মাদনার প্রমাণ হত, কারণ সেই ব্যক্তি এটাও বলে যে, হয় তিনি প্রাণ ধারণ করেননি, না হয় তিনি মানুষের নয় কিন্তু এমন প্রাণীর প্রাণ ধারণ করলেন যা পশু ও জন্তুর প্রাণের সদৃশ। মানব-প্রাণ কেবল এতেই পশুদের প্রাণ থেকে ভিন্ন যে, পশুর গঠনে ছাড়া পশু নিজস্ব হিপোস্তাসিসের অধিকারী নয়, যার ফলে পশুটার ভিন্ন অস্তিত্বশীলতার অধিকারী নয়, ও সেবিষয়ে এটা বিশ্বাস হয় না যে, সেই অস্তিত্বশীলতা পশুর মৃত্যুর পরে জীবিত থাকে। এজন্যই যা পশুর প্রাণ বলে অভিহিত, ও যা বিষয়ে বলা হয় তা পশুর রক্তে স্থিত, যখন রক্ত পাত করা হয় তখন তা বিনষ্ট হয়; প্রাণ বিষয়েই এটা বিশ্বাস করা হত যে, তা পশুর মৃত্যুর আগে তার হিপোস্তাসিসে ও গতিশীলতায় বিরাজ করত। কিন্তু মানুষের প্রাণ সেইমত প্রাণ নয়, কিন্তু নিজ নিজ স্বীয় হিপোস্তাসিসে বিরাজ করে ও দেহের চেয়ে অনেক উপরে স্থিত, কেননা দেহ মরণশীল ও প্রাণ থেকে জীবনপ্রাপ্ত, ও যেই প্রাণ চলে যায় দেহও মরে ও নষ্ট হয়। এবং প্রাণ ক্ষেত্রে এরকম হয় না, কেননা প্রাণ যখন প্রস্থান করে তখন থেকে যায় ও নষ্ট হয় না, বরং নিজের হিপোস্তাসিসে চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায় কারণ প্রাণ অমর ও নিজের স্বরূপে মানুষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে

পারে না। যখন খ্রিষ্ট বললেন, *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না* (১৪), তখন তিনি এটা স্পষ্ট করলেন যে, দেহ মরতে পারে যেহেতু তা মরণশীল, কিন্তু প্রাণ অমর হয়ে থাকবে যেহেতু তা নিজের স্বরূপে মানুষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।

১৬। মানুষের প্রাণ ও পশুদের প্রাণের পার্থক্য এমন যে, পশুদের প্রাণ যুক্তিক্ষমতাও-বিহীন ও হিপোস্তাসিসও-বিহীন, কিন্তু মানুষের প্রাণ অমর, ও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধীশক্তি বিশিষ্ট বলেও গণ্য। তাই এত উন্মাদ ও এত মানব ধীশক্তি-বিহীন এমন কেই বা আছে যে এমনটা বলবে, মানব প্রাণ জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতা বিহীন? যদি-না সে এমন নবীন ধারণারই আচার্য হতে চায় যা আগে জগতে কখনও শোনা যায়নি, যা অনুসারে এমন অমর স্বরূপ রয়েছে যা অবিনশ্বর জীবনে বিরাজমান কিন্তু যা নিজেই যুক্তিক্ষমতা বিহীন। তেমন জিনিস অবশ্যই অসম্ভব, কারণ যা কিছু স্বরূপে অমর ও অবিনশ্বর জীবনে বিরাজমান, তা সত্যিকারে জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট।

১৭। এসমস্ত কিছুর জন্যই আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের সতর্ক করে বললেন, ‘তিনি মাংস হলেন ও মানুষ হলেন’, যাতে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, যাকে ধারণ করা হল ও যার মধ্যে বাণী-ঈশ্বর বসবাস করলেন, সে একটি সিদ্ধ মানুষ ছিল, এমন মানুষ যে, যা কিছু মানব স্বরূপ সংক্রান্ত সেই সব কিছুতে সিদ্ধ ছিল ও মরণশীল দেহে ও ধীশক্তি বিশিষ্ট প্রাণে গঠিত ছিল, কারণ তিনি মানুষের জন্য ও তার পরিত্রাণার্থেই স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বললেন, তিনি এমন মানুষ ধারণ করলেন যে মানুষ সেই মানুষদের সদৃশ যাদের মধ্য থেকে তাঁকে ধারণ করা হয়েছিল, কারণ যে মানুষ তিনি ধারণ করলেন সে সেই আদমের সদৃশ যিনি জগতে পাপ অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছিলেন; যাতে করে তিনি এমন এক মানুষ দ্বারা পাপ বাতিল করতে পারেন যে সদৃশ স্বরূপেরই একজন মানুষ। তাই তিনি সেই আদমের সদৃশ একটা মানুষ পরিধান করলেন যিনি পাপ করার পর মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তিনি সদৃশ উপায় দ্বারা আমাদের থেকে পাপ উপড়ে ফেলতে ও মৃত্যু বাতিল করতে পারেন।

১৮। যখন তিনি বললেন, *এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই* (১৫), তখন তিনি দেখালেন, এটাই ছিল মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর

পুনরুত্থানের কারণ, কেননা, যেইভাবে পল বলেছিলেন, সেই অনুসারে, শয়তান আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত পাপের কারণে মৃত্যু-প্রতাপ ধারণ করছিল ও মৃত্যুর উদ্দেশ্যে সতত ব্যস্ত ছিল। এবং আমরা যখন পাপের অধীন ছিলাম, যেহেতু তখন মুক্তিলাভের কোন আশা আমাদের ছিল না, সেজন্য, ঈশ্বর আমাদের জন্য যে মানুষ পরিধান করেছিলেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই মানুষকে পাপমুক্ত রাখলেন, কিন্তু শয়তান নিজের ছলনা সহ এসে অন্যান্য মানুষদের উপরে যেমন তেমনি তাঁর উপরেও মৃত্যু আনল, ঠিক সেই দিনের মত যখন সে সকল ইহুদীকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। এবং যেহেতু তাঁর এমন পাপ ছিল না যা তাঁকে মৃত্যুর অধীন করবে, সেজন্য, দখলকারী সেই শয়তান যে মৃত্যু তাঁর উপরে অধর্মের জোরে এনেছিল, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট তাও নিজের উপরে গ্রহণ করে নিলেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখালেন, তাঁর মধ্যে কোন পাপ ছিল না, ও এটাও দেখালেন, অন্যায় ভাবেই তিনি এই মৃত্যু-পরীক্ষা বহন করছিলেন; এবং তিনি সহজে সেই দণ্ডাজ্ঞা-বাতিল গ্রহণ করলেন, ঈশ্বরের প্রতাপে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, নবীন ও অনির্বচনীয় একটা জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলেন ও সমস্ত মানবজাতিকে তেমন অনুগ্রহের অংশী করলেন। এইজন্য আমাদের প্রভু এখানে বললেন, 'এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার উপর তার কোন অধিকার নেই'; এবং অন্য পদে তিনি বললেন, *এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে দণ্ডিত করা হচ্ছে ও বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (১৬)। বচনের প্রথম অংশে তিনি দেখান, তাঁর উপরে মৃত্যু চাপাবার মত শয়তানের কোন ন্যায্য কারণ নেই, এবং দ্বিতীয় অংশে তিনি দেখান, তিনি সেই দখলকারীকে এমন ধরনের বিচারে আহ্বান করলেন যেখানে তিনি তাকে দণ্ডিত করেছেন ও তার অন্যায়-অধিকার থেকে বের করে দিয়েছেন, কারণ, যেহেতু তিনি নিজে এই সমস্ত উৎকৃষ্ট মঙ্গলদানের অধিকার গ্রহণ করেছেন, সেজন্য সকল মানুষকে নিজের গৌরবের সহভাগী করেছেন।

খ্রিষ্টের বিজয় অমরতা বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশার অগ্রিম স্বরূপ

১৯। আমাদের ধন্য পিতৃগণ বললেন, তিনি ‘মাংস হলেন’ যাতে তুমি বুঝতে পারতে যে তিনি সিদ্ধই একটা মানুষ ধারণ করেছিলেন, এমন মানুষ যে কেবল দেখতেই মানুষ ছিল না কিন্তু প্রকৃত মানব স্বরূপেই একটা মানুষ, এবং তুমি যেন বিশ্বাস করতে পারতে যে তিনি কেবল দেহটা নয় কিন্তু গোটা এমন মানুষ ধারণ করলেন যে দেহ ও অমর ও যুক্তিক্ষমতা বিশিষ্ট প্রাণ দিয়ে গঠিত। আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি তেমন মানুষই ধারণ করলেন ও তাঁর দ্বারাই তিনি আমাদের জীবনের জন্য পরিত্রাণ সাধন করলেন, কারণ তিনি ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হলেন ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠলেন, যেভাবে ধন্য পল বললেন, *তিনি আত্মায় ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হলেন* (১৭); আরও, *তিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন* (১৮)। এবং মানুষদের নিয়ম অনুসারে মৃত্যু ভোগ করা সত্ত্বেও যেহেতু নিষ্পাপ ছিলেন পবিত্র আত্মার প্রভাবে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও এমন নবীন জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলেন যে-জীবনে প্রাণের সমস্ত বাসনা অপরিবর্তনীয়, এবং তিনি দেহকে অমর ও অক্ষয়শীল করে তুললেন। এতে তিনি আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিশ্রুতির সহভাগী করলেন ও তাঁর প্রতিশ্রুতির অগ্রিম হিসাবে আমাদের দিলেন [পবিত্র] আত্মার প্রথমফল যেন আমরা ভাবী বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারি; এবং *যিনি খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করেছেন, তিনি আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন* (১৯)।

২০। যখন আমাদের অন্তরে পাপের কোন প্রবেশাধিকার থাকবে না, তখন, মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থানে, আমরা অমর ও অক্ষয়শীল হব বলেও প্রত্যাশা করি। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে ধন্য পল বলেন, *কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার*

হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি (২০)। তিনি বলতে চান, মৃতদের মধ্য থেকে অমর ও অক্ষয়শীল অবস্থায় পুনরুত্থান করার পর ও আমাদের স্বরূপ অপরিবর্তনীয়তা গ্রহণ করার পর আমরা পাপ করতে আর সক্ষম হব না, ও পাপ থেকে মুক্তিলাভ করার পর আমাদের জন্য আর কোন বিধান দরকার হবে না। কেননা, যে স্বরূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে ও অনিষ্ট-প্রবণতা সাপেক্ষও নয়, সেই স্বরূপের জন্য বিধানের কি দরকার আছে?

২১। এসব কিছুর পরে ধন্য পল ঠিকই বললেন, *তিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করলেন* (২১)। এটা দেখায় যে, ঈশ্বরই আমাদের জন্য হলেন সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস; তিনিই সকল বিরোধীদের উপরে তথা মৃত্যু বা পাপ বা এগুলো থেকে সঞ্জাত যত অনিষ্টের উপরে আমাদের বিজয় দান করলেন; তিনিই আমাদের জন্য সেই মানুষকে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টকে পরিধান করলেন, তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে নতুন জীবনে স্থানান্তর করলেন, নিজের ডান পাশে তাঁকে স্থান দিলেন, ও আপন অনুগ্রহ দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা দান করবেন যখন, সত্যিকারে, ধন্য পলের কথায়, *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত হবে ও তাঁর আপন গৌরবের সমরূপ হবে* (২২)। কিন্তু আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের প্রভুর মনুষ্যত্ব বিষয়ে অনেক কথা বললেন, সেজন্য এসো, আজকের দিনের ধর্মশিক্ষায় এইখানে শেষ করি, ও পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে।

৫ম কাতেখেসিস সমাপ্ত

---

(১) যোহন ১:১০-১১।

(২) সাম ১৮:১০।

(৩) সাম ৮:৫।

(৪) যোহন ২:১৯।

(৫) এফে ১:২০-২২ দ্রঃ।

(৬) যোহন ১০:৩৩।

(৭) ফিলি ২:৭।

(৮) রো ৮:৩।

(৯) রো ৫:১২, ১৫ দ্রঃ।

(১০) ১ করি ১৫:২১-২২ দ্রঃ।

(১১) ১ তি ৩:৬।

(১২) রো ১:২৮-৩১ দ্রঃ।

(১৩) রো ৮:১-২ দ্রঃ।

(১৪) মথি ১০:২৮।

(১৫) যোহন ১৪:৩০।

(১৬) যোহন ১২:৩১-৩২ দ্রঃ।

(১৭) ১ তি ৩:১৬।

(১৮) হিব্রু ৯:১৪।

(১৯) ২ করি ১:২১-২২ দ্রঃ।

(২০) ১ করি ১৫:৫৩-৫৬।

(২১) ১ করি ১৫:৫৭ দ্রঃ।

(২২) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।

একই থেওদরসের দেওয়া

৬ষ্ঠ কাতেখেসিস

এই কাতেখেসিস কুমারী মারীয়া থেকে প্রভুর জন্ম ও তাঁর ক্রুশারোপণের কথা ব্যাখ্যা করে।

১-২: ‘এবং কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা: এই সংক্ষিপ্ত সূত্রে খ্রিষ্টের গোটা জীবন অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণার্থে তাঁর সাধিত ব্যবস্থার সূচনা ও সমাপ্তি বর্ণিত।
৩: যে নাম ও কর্মক্রিয়া তাঁর ঐশ্বরিক ও মানব স্বরূপকে চিহ্নিত করে, তা সেই অনন্য ব্যক্তিত্বে তথা সেই একমাত্র জনিত পুত্রে আরোপিত হয়।
৪-৬: এবিষয়ে প্রেরিতদূত পলের দেওয়া প্রমাণ।
৭: বাপ্তিস্মে উচ্চারিত বিশ্বাস-স্বীকারও একই বিষয় ঘোষণা করে।
৮-৯: জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিষ্ট নিজেকে মানব-নিয়মের অধীন করলেন।
১০: খ্রিষ্ট ও মানবজাতি একই মানব স্বরূপের অংশী হওয়ায় গোটা মানবজাতি খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের ফল উপভোগ করল।
১১: তিনি সবকিছুতে ‘শীর্ষপদের অধিকারী’ ও আমাদের আদর্শ।
১২: তিনি নিজের পুনরুত্থান দ্বারা আমাদেরও সেই ভাবী নবীকরণের সহভাগী করলেন
১৩: যা বাপ্তিস্মে পূর্বপ্রদর্শিত,
১৪-১৫: ও পবিত্র আত্মা-দানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সত্যায়িত।

তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন

১। আমরা যা ইতিমধ্যে বলে এসেছি, তাতে আমরা তোমাদের ভালবাসার কাছে সেই সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করেছি যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ দ্বারা আমাদের প্রভুর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সেই বিশ্বাস-সূত্রে বলা হয়েছিল যা তাঁরা শাস্ত্রের মন অনুসারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ও আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। আমরা অনেক কথা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম যাতে তোমরা তাঁদের বাক্যের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝতে পারতে,

এবং সম্ভব হলে আমরা সত্য দৃঢ় করার জন্য ও ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য আরও বেশি কথা বলতাম, কিন্তু যা বলেছিলাম, তার মাত্রা ধর্মভক্তিতে সদিচ্ছার সকল অধিকারীদের পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হয়েছিল, কেননা অনিচ্ছুক মনের অধিকারী যারা, তাদের জন্য দীর্ঘ আলোচনাও বৃথা হবে, কিন্তু সদিচ্ছার অধিকারী যারা, সত্য প্রমাণের লক্ষ্যে তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত কথা যথেষ্ট, বিশেষভাবে তখনই যখন আলোচনাটা পবিত্র শাস্ত্র থেকে নেওয়া। সুতরাং এসো, যা কিছু আগে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সহায়তায় সেটার পরবর্তী কথায় পদার্পণ করি। ‘মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন, মাংস হলেন ও মানুষ হলেন’ বলার পর আমাদের ধন্য পিতৃগণ এ কথা যোগ করলেন, ‘এবং তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’। তাঁরা আরও অনেক কিছু বলতে পারতেন যা সেই জন্মগ্রহণ ও সেই ক্রুশারোপণের মধ্যকালে ঘটেছিল, যেমন, তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ও একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছিল (১), তিনি বিধানের অধীনে জন্ম নিয়েছিলেন (২), বাপ্তিস্মের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন (৩), এবং সুসমাচার-অনুযায়ী জীবনের আদর্শ ও এই ধরনের বহু কিছু প্রদান করেছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে তবে সেই সমস্ত কিছু বর্ণনা করতে পারতেন যা পবিত্র পুস্তকগুলো তাঁর বিষয়ে আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে।

২। এবং এসব কিছু তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্যই সাধন করলেন; কেননা, যেহেতু তিনি আমাদের স্বরূপ সংস্কার করতে যাচ্ছিলেন, সেজন্য তিনি আমাদের জন্য প্রকৃতির নিয়মও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পূরণ করলেন ও মোশির বিধানও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করলেন যাতে সেই বিধানকর্তার কাছে আমাদের ঋণ শোধ করতে পারেন; তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন যাতে আমাদের বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের একটা আদর্শ দিতে পারেন; এবং তিনি নিজের মধ্যে সকল মানুষের কাছে সুসমাচার-ব্যবস্থা বাস্তবরূপে দেখালেন। এসমস্ত কিছুর পরে তিনি ক্রুশারোপণ ও মৃত্যুর দিকে গেলেন যাতে শেষ শত্রু সেই মৃত্যুকে বিনাশ করতে পারেন (৪) ও নতুন ও অমর জীবন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তথাপি, আমাদের পিতৃগণ সবকিছু সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলতে যত্নশীল হলেন যেন শ্রোতারা সহজে শিখতে পারে। আমরা পবিত্র পুস্তকগুলোতে সেই সবকিছুর এক একটা

সঠিক ভাবে শিখি বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বিশ্বাস-সূত্রকে সংক্ষিপ্ত ভাবে রচনা করলেন ও লিপিবদ্ধ করলেন; এজন্যই তাঁরা বললেন, ‘তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’। হ্যাঁ, যা কিছু আমাদের খাতিরে ঘটেছিল, তাঁরা [আমাদের প্রভুর সাধিত] সেই ব্যবস্থার সূচনা ও সমাপ্তিই মাত্র উল্লেখ করলেন, কেননা মারীয়া থেকে তাঁর জন্ম হল সমস্ত অনুগ্রহের সূচনা, ও সেটার সমাপ্তি হল তাঁর ক্রুশারোপণ। তাঁরা তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও যা কিছু তাতে ঘটেছিল, তা ‘ক্রুশারোপণ’ বললেন। তাঁর সেই সবকিছু একক শব্দে একীভূত করলেন কারণ ক্রুশ থেকে এসেছিল মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে এসেছিল অমর জীবন, সেইভাবে যেভাবে ধন্য পলও বললেন, *কারণ অবিশ্বসীদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম* (৫)। তিনি আরও বললেন, *তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন* (৬)। তিনি এখানে দেখালেন যে, ক্রুশের বাণী হল ঈশ্বরের পরাক্রম তাদেরই জন্য যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, কারণ সেই ক্রুশ দ্বারা তিনি মৃত্যু বাতিল করলেন ও নতুন জীবনের আদর্শ প্রদান করলেন।

যিশু-নামটাই সকল নামের সর্বোচ্চ নাম

৩। তাই, সূচনায় ও সমাপ্তিতে থাকায় এটা হল সেই সবকিছু যা মধ্যকালে ঘটেছিল ও যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ বিশ্বাস-সূত্রের সংক্ষিপ্ততায় সত্যাকাঙ্ক্ষীদের শিক্ষার লক্ষ্যে আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন। এটা বলা বাহুল্যই যে তাঁরা এমনটা শেখান না যে, সেই একমাত্র জনিতজনের ঐশ্বরিক স্বরূপ একটি নারী থেকে সঞ্জাত হল ঠিক যেন সেই স্বরূপের সূচনা সেই নারীর মধ্যে হয়েছিল, কেননা তাঁরা এমনটা বললেন না যে, যিনি সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে জনিত হয়েছিলেন ও অনন্তকালীন ভাবে তাঁর থেকে জনিত ও তাঁর সঙ্গে আছেন, তাঁর সূচনা মারীয়া থেকে শুরু হয়েছিল; না, তাঁরা বরং সেই পবিত্র পুস্তকগুলো অনুসরণ করেছিলেন যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বরূপদ্বয়ের কথা বলে, তথা, সেই স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে যে সিদ্ধ সংযোজন ঘটেছিল সেটার কারণে তাঁরা সেই স্বরূপদ্বয় একমাত্র প্রসোপনে [ব্যক্তিত্বে] আরোপ করলেন, যাতে এমনটা ভাবা না হয় যে,

যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল ও যিনি ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে সিদ্ধ সংযোগ, তাঁরা সেই সংযোগ ছিন্ন করছিলেন। তেমন সংযোজন বাতিল হলে তবে যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ বাদে অন্য কিছু বলে গণ্য হতেন না। সেজন্যই পবিত্র পুস্তকগুলো সেই শব্দ দু'টোকে কেমন যেন একটি একমাত্র জনিত পুত্রকেই আরোপ করে, যাতে একই বিশ্বাস-স্বীকারে সেই একমাত্র জনিতজনের গৌরব, ও সেইসঙ্গে, যে মানুষকে তিনি পরিধান করেছিলেন, সেই মানুষের সম্মান দেখাতে পারে।

৪। বস্তুতপক্ষে, ধন্য পল 'তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট' বলার আগে 'মাংস অনুসারে' কথাটা যোগ করেন, যাতে স্বরূপ দু'টো পৃথক করতে পারেন ও এটা দেখাতে পারেন যে তিনি সেই খ্রিষ্টেরই কথা বলছেন যিনি মাংস অনুসারে ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত, এবং এটাও দেখাতে পারেন যে, তিনি একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বের স্বরূপ নির্দেশ করছেন না, সেই বাণী-ঈশ্বরকেও নির্দেশ করছেন না যিনি আদি থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন ও অনন্তকালীন ভাবে তাঁর পিতার বুকে বিরাজমান, কিন্তু তিনি সেই মানুষের রূপ নির্দেশ করছেন যা তিনি ধারণ করেছিলেন। এবং যাতে এই শব্দ দ্বারা ও সেই যোগ করা শব্দ দ্বারা (তথা মানব স্বরূপ ইহুদীদের মধ্য থেকে ধারণ করা হয়েছিল) খ্রিষ্টের গৌরব অবনমিত না হয় (যিনি স্বরূপে মানুষ ও মানুষদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন ও এই স্বরূপ ছাড়া তিনি অন্য কিছুর অধিকারী নন), সেজন্য তিনি [উপরোল্লিখিত পদের শেষে] এই কথা বললেন, 'তিনি সবকিছুর উপরে ঈশ্বর', যাতে তিনি [পল] খ্রিষ্টের সেই গৌরব দেখাতে পারেন যা সেই বাণী-ঈশ্বর থেকে আগত যিনি তাঁকে ধারণ করেছিলেন ও নিজের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করেছিলেন, কেননা তিনিই সবকিছুর আদিকারণ ও সবার উপরে প্রভু। এবং সেই যে সিদ্ধ সংযোজন এই মানুষ পুত্র-ঈশ্বরের সঙ্গে রাখেন, সেই সংযোজনের কারণে নিখিল সৃষ্টি তাঁকে সম্মান করে ও আরাধনা করে। যদিও ধন্য পল বলতে পারতেন 'তাঁর মধ্যে ঈশ্বর সবকিছুর উপরে', তবু তিনি তেমনটা বললেন না, কিন্তু বললেন, 'তিনি সবকিছুর উপরে ঈশ্বর', সেই সিদ্ধ সংযোজনের কারণে যা সেই স্বরূপ দু'টোর মধ্যে রয়েছে। ধন্য পল তো এমনটা বিশ্বাস করতেন না যে, যিনি মাংস অনুসারে ইহুদীদের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি

স্বরূপেই সবকিছুর উপরে ঈশ্বর; তিনি এটাও স্বীকার করলেন না যে, মানব স্বরূপ হল সবকিছুর আদিকারণ ও স্বরূপে সবকিছুর প্রভু, কিন্তু স্বীকার করলেন যে, তিনি যে মানুষের রূপ আপন করে নিয়েছিলেন তা ছিল মাংসে খ্রিষ্ট, ও যিনি সেই রূপ ধারণ করেছিলেন, তাঁকে ধন্য পল ‘সবকিছুর উপরে ঈশ্বর’ বললেন।

তথাপি স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য দেখাবার জন্যই তিনি এ বিষয় দু’টো একসাথে উল্লেখ করলেন। যিনি ‘মাংস অনুসারে ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত’, তিনি যে ঈশ্বর, তা কেউই বিশ্বাস করে না, ও যিনি ‘সবকিছুর উপরে ঈশ্বর’, তিনি যে স্বরূপে ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত, তাও কেউই বিশ্বাস করে না; তিনি বরং সেই বিষয় দু’টো একসঙ্গে উল্লেখ করলেন যাতে সেই সিদ্ধ সংযোজন দেখাতে পারেন যা ধারণকৃতজন ধারণকারীর সঙ্গে রাখছিলেন, যার ফলে, স্বরূপ দু’টোর পার্থক্য দ্বারা সেই ধারণকৃতজন ধারণকারী ঈশ্বরের সঙ্গে এই সংযোজন থেকে যে সম্মান ও গৌরব অর্জন করেছেন, সেই সম্মান ও গৌরব যেন সবার কাছে জ্ঞাত হয়।

৫। তিনি ফিলিপ্পীয়দের কাছেও এধরনের কথা লিখলেন; তাঁর কথা এ, *রূপে ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের রূপ ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন* (৭)। এখানেও তিনি স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুললেন, তথা, একটা হল ঈশ্বরের রূপ ও অন্যটা হল দাসের রূপ, একটা ধারণ করল ও অন্যটা ধারণকৃত হল; এবং তিনি এটাও দেখালেন যে, ধারণকারী যিনি তিনি ধারণকৃতজনের মধ্যে সত্যিকারেই মানব-রূপে হলেন; কিন্তু ধারণকৃত যিনি তিনি তাঁর ধারণকারীর মধ্যে সত্যিকারেই মানব-রূপে ছিলেন। এবং ধারণকারী যিনি তিনি মানুষ না হওয়ায় কিন্তু স্বরূপে অশরীরী ও বিদেহী হওয়ায় এমন দাসের রূপে হলেন যে-রূপ স্বভাবতই শারীরিক ও দৈহিক; এবং মানব দেহের নিয়ম অনুসারে তিনি মানুষ ছিলেন। এইভাবে, জগতে থাকাকালে তিনি নিজেকে লুকোলেন ও মানুষদের সঙ্গে এমন ভাবে কথোপকথন করতেন যে, যারা তাঁকে মানুষের মত জীবনযাপন করতে দেখত ও তাছাড়া কিছুই জানত না, তারা মনে করছিল, তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র। একথা বলায় তিনি স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুললেন, কেননা প্রথমটা হল ঈশ্বরের

রূপ ও অন্যটা হল দাসের রূপ; প্রথমটা ধারণ করল ও দ্বিতীয়টা ধারণকৃত হল। এবং আমাদের প্রভু যে স্বরূপে ছিলেন, ধন্য পল সেই মানব স্বরূপ বিষয়েও আমাদের শিক্ষা দিলেন, কেননা সেই ধারণকারী যে দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি সেবিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ কথা বললেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে অধিক উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, ‘যিশু খ্রিষ্টই প্রভু’* (৮)।

৬। ঐশ্বরিক স্বরূপই যে মৃত্যু গ্রহণ করল এমন নয়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এই মানুষকেই বাণী-ঈশ্বর দ্বারা পবিত্রধাম হিসাবে ধারণ করা হল: তাঁকেই ভেঙে ফেলা হল ও তাঁরই দ্বারা পুনরুত্থিত করা হল যিনি তাঁকে ধারণ করেছিলেন। এবং ক্রুশারোপণের পরে, ঐশ্বরিক স্বরূপই যে উন্নীত করা হল এমন নয়, কিন্তু ধারণ করা পবিত্রধামই উন্নীত হল: ‘তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন’। এবং সবকিছুর আদিকারণ যিনি, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের কাছেই যে সবার আরাধনার পাত্র হওয়ার অধিকার দান করা হয়েছে এমন নয়, ও তাঁরই কাছে যে প্রতিটি জানু আনত হবে এমনটাও নয়, কিন্তু আরাধনার পাত্র হওয়ার অধিকার দাসের সেই রূপকেই মঞ্জুর করা হল যা স্বরূপে সেটার অধিকারী ছিল না।

এসমস্ত কিছু সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত ভাবে মানব স্বরূপের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বটে, তবু তিনি সংযোজন দ্বারা ঐশ্বরিক স্বরূপের বেলায়ও তা আরোপ করলেন, যাতে এই বাক্য শ্রোতাদের বিস্মিত করে ও তাদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা, সবকিছুই যে তাঁর আরাধনা করবে, যেহেতু তা মানব প্রকৃতির ঊর্ধ্বের ব্যাপার, সেজন্য এটা এমন হতে হবে যেন এসমস্ত কিছু কেবল একজনকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যার ফলে স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার সেই সিদ্ধ সংযোজনের ফলেই আমরা এই কথা বিশ্বাস করি; কেননা প্রেরিতদূত স্পষ্ট ভাবে দেখালেন যে, যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল, যে ঐশ্বরিক স্বরূপ তাঁকে ধারণ করেছিল ও তাঁর মধ্যে বসবাস করেছিল, তিনি সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এই মহৎ সম্মান গ্রহণ করেননি।

৭। আমাদের ধন্য পিতৃগণ বিশ্বাস-সূত্র রচনাকালে এমন কিছু লিখলেন যা উপরোক্ত কথার সঙ্গে মিল রাখে। তাঁরা প্রথমে সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বের স্বরূপ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিলেন, অর্থাৎ, তিনি সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে নির্গত, পিতার স্বরূপ থেকে জনিত, তিনি নির্মিত নন, এবং তিনি সত্যকার ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, কারণ তিনি আপন পিতা থেকে জনিত। এবং সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পর তাঁরা তাঁর মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন, মাংস হলেন ও মানুষ হলেন', এমন মানুষ যিনি আমাদের সদৃশ, যাতে তিনি সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন। এবং তাঁরা সেই সমস্ত বিষয় শেখালেন যা মানব স্বরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমন বিষয় যা দ্বারা ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন তাঁর ব্যবস্থা আমাদের কল্যাণার্থে সম্পন্ন হবে। এবং যাঁকে আমাদের পরিত্রাণার্থে ধারণ করা হয়েছিল, মানবজাতিকে যা কিছু স্পর্শ করে, তিনি সেই সবকিছু নিজের উপরে বহন করে নিলেন ও সিদ্ধতাপ্রাপ্তির যোগ্য হলেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা গুণে আমাদের জন্য মঙ্গলদানের উৎস হয়ে উঠলেন। তাঁরা এসমস্ত কিছু একসুরে পুস্তকগুলোর মনের সঙ্গে পূর্ণ মিল রেখেই বললেন। এসমস্ত মানবীয় বিষয় যে ঈশ্বরকে প্রভাবিত করছিল এমন নয়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সেই সিদ্ধ সংযোজনের কারণেই তাঁরা এই সমস্ত মানবীয় কথা বললেন যাতে সেই সমস্ত গৌরবময় বিষয় বিশ্বাস করা হত যা তাঁর যন্ত্রণাভোগের পরে তাঁর বেলায় ঘটল, সেই বিষয় এমন যা মানব স্বরূপকে অতিক্রম করে; এর ফলে সবাই যেন এটা শিখে নিতে একমত হয় যে, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপই এই মানুষকে পরিধান করল ও তাঁর সঙ্গে তেমন সংযোজনের গুণেই তিনি তত সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করলেন।

মানব-নিয়মের অধীন খ্রিষ্ট

৮। আমরা যেমন বলেছিলাম, সেই অনুসারে, তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু ঘটেছিল যা মানুষদের নিয়ম অনুযায়ী; এমন বিষয় যা আমরা সুসমাচার থেকে জ্ঞাত হই। বাস্তবিকই, জন্মগ্রহণের পরে তাঁকে কাপড়ে জড়ানো হল ও একটা জাবপাত্রে রাখা হল;

বিধানের রীতি অনুসারে তাঁকে পরিচ্ছেদিত করা হল; তিনি মোশির আজ্ঞামত মন্দিরে আরোহণ করলেন ও প্রভুর সামনে হাজির হলেন; এবং উচ্চতায়, প্রজ্ঞায় ও অনুগ্রহে, ও পিতামাতার প্রতি বাধ্য হয়ে থেকে এসমস্ত কিছু সহ্য করলেন ও বিধানের সমস্ত ধর্মময়তা অনুসারে সঠিকভাবে চলতেন। তারপরে, আমাদের কাছে নতুন সন্ধি সম্প্রদান করার লক্ষ্যে তিনি আদর্শ হিসাবে বাপ্তিস্মের জন্য হাজির হলেন, শয়তানের পরীক্ষা সহ্য করলেন, যাত্রাপথের কষ্ট বহন করলেন ও মহৎ মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরের কাছে নিজের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। এবং, স্বল্প কথায়, অধিক শ্রম ও ঘাম সহ তিনি একেবারে সুসমাচার অনুযায়ী জীবন কাটালেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় করত তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালেন এবং অবশেষে ক্রুশ নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন যাতে মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা সেই ক্রুশ দিয়ে সেই মৃত্যু ধ্বংস করতে পারেন।

৯। আমাদের ধন্য পিতৃগণ এসমস্ত কিছু বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ না ক'রে শুধু বললেন, 'এবং তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন', কারণ আমাদের জন্য তাঁর সেই ব্যবস্থার সূচনা এক জিনিস, ও সেটার সমাপ্তি আলাদা জিনিস, এবং এই শিরোনাম দু'টোর মধ্যে তাঁরা, একটার পর একটা, সেই সমস্ত কিছু সন্নিবিষ্ট করলেন যা আমরা সুসমাচার-পুস্তক থেকে জ্ঞাত হই। তাই তিনি মানুষ হিসাবে, মানব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও নারী থেকে জন্ম নিলেন যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি* (৯)। 'তিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন' বলায় প্রেরিতদূত এটা দেখালেন যে, সেই পুত্র মানুষদের নিয়মানুযায়ী এই জগতে একটা নারীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন, এবং তিনি যে 'বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি', তা ঘটল যেন তিনি বিধানকর্তার কাছে আমাদের জন্য ন্যায্যতার ঋণ শোধ করতে পারেন ও আমাদের জন্য জীবন অর্জন করতে পারেন।

মানবজাতি খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের পাত্র

১০। যেহেতু তিনি স্বরূপে আমাদের একজন হলেন, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত হল যে, তিনি আপন জাতের [অর্থাৎ মানব জাতের] ঋণ শোধ করবেন, কারণ এটা উপযোগী ছিল যে, সমস্বরূপের সহভাগিতার কারণে তিনি তাই করবেন যা প্রকৃতপক্ষে করলেন। এবং আপন অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের যে মুক্তি মঞ্জুর করলেন, ঠিক সেই মুক্তি দ্বারাই আমরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হলাম। তিনি যে মানব থেকে জনিত হননি কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁর মাতার গর্ভে গঠিত হলেন, তেমন ঘটনা মানব প্রকৃতির বাইরে; এবং প্রেরিতদূত বললেন, তিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, যাতে আমাদের দেখাতে পারেন যে তিনি নারী-প্রকৃতি থেকে গঠিত হলেন ও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জন্ম নিলেন; এ এমন বিষয় যা প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, কারণ হবাও আদম থেকে নির্মিত হয়েছিলেন, ও সেই হবার জন্ম সকল মানুষের জন্ম থেকে ভিন্ন, কারণ তিনি কেবল একটা পাঁজর থেকে, দাম্পত্য মিলন ছাড়াই, অস্তিত্ব পেলেন। হবা আদমের একই স্বরূপের অধিকারী ছিলেন, কেননা তাঁর থেকেই তিনি নিজের অস্তিত্বের সূচনা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট সম্পর্কে আমাদের ঠিক এইভাবেই ভাবতে হবে। দাম্পত্য মিলন ছাড়া একটি নারী থেকে পবিত্র আত্মার প্রভাবে গঠিত হওয়া নবীন কিছু ছিল, কারণ তিনি এতেই মানব স্বরূপের সঙ্গে সংযুক্ত যে, তিনি মারীয়ার স্বরূপ থেকে উদ্গত, এবং এজন্যই তাঁর বিষয়ে এটাও বলা হয়, তিনি দাউদ ও আব্রাহামের বংশ, কারণ তাঁর স্বরূপ তাঁদের মানবজতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য ধন্য পল বললেন, *আসলে, আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি; কিন্তু তাঁরই কথা বলছি যাঁর বিষয়ে শাস্ত্র সাক্ষ্য দিয়ে বলে, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?* (১০)। আরও, *আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নেননি, আব্রাহামের বংশকেই নিলেন* (১১)। এতে তিনি দেখান যে, আমাদের প্রভু স্বর্গদূতদের থেকে দেহ নেননি, এবং আমরা যে নতুন সৃষ্টির প্রতীক্ষায় রয়েছি, তিনি স্বর্গদূতদের সেটার মাথা ও সংস্কারক করেননি, কিন্তু যাঁকে তিনি আব্রাহামের বংশ থেকে ধারণ করেছিলেন, যাঁর দ্বারা তিনি এসমস্ত অনির্বচনীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করেছিলেন, যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন ও অমর ও

অপরিবর্তনীয় জীবনে স্থানান্তর করেছিলেন, এই মানুষকেই তিনি নিখিল সৃষ্টির মাথা ও সংস্কারক করলেন যাতে বিশ্বাস করা হয় যে, তিনিই নতুন সৃষ্টির মাথা। মানুষ হিসাবে তিনি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে একটি নারী থেকে জন্ম নিলেন, এবং যদিও এটা তাঁর পক্ষে নবীন ভাবে ঘটেছিল এই অর্থে যে, বাকি মানবজাতি বাদে কেবল তিনিই দাম্পত্য মিলন ছাড়া পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই গর্ভে গঠিত হয়েছিলেন, তবু যা কিছু তিনি আমাদের জন্য করলেন, তা তিনি আমাদের প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই করলেন যার ফলে তিনি বিধানের আজ্ঞাগুলোও সঠিক ভাবে পালন করতে করতে ধীরে ধীরে বড় হলেন ও পূর্ণ উচ্চতায় এলেন। এবং যেহেতু তিনি বিধানের প্রতি আমাদের দেয় ঋণ শোধন করলেন, এবং বিধানের সমস্ত দাবি বাস্তবে পালন করার ফলে তিনি বিধানদাতা থেকে পুরস্কার হিসাবে বিজয় গ্রহণ করলেন, সেজন্য তিনি নিজেরই হাতে তাঁর সমস্ত মানবজাতির কাছে সেই আশীর্বাদ আকর্ষণ করলেন যা বিধান সেই সকলকে দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল যারা তা পালন করে।

‘শীর্ষপদের অধিকারী’ খ্রিষ্ট

১১। তিনি বাপ্তিস্মও গ্রহণ করলেন যাতে নিয়মিত ভাবে সুসমাচার-ব্যবস্থা সম্পাদন করতে পারেন; ও তেমন ব্যবস্থাক্রমে তিনি মরলেন ও মৃত্যুকে বাতিল করে দিলেন। পুনরুত্থানের পরে তিনি যেমন [অমর ও অক্ষয়শীল] হয়ে উঠলেন, ঈশ্বরের পক্ষে তাঁকে সাথে সাথে সেইভাবে অমর, অক্ষয়শীল ও অপরিবর্তনীয় করে তোলা সহজ ও সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর কেবল তাঁকেই অমর ও অপরিবর্তনীয় করতে ইচ্ছা করছিলেন না, কিন্তু আমরা যারা তাঁর স্বরূপের সহভাগী এই আমাদেরও সেই মত করতে ইচ্ছা করছিলেন, সেজন্য, এই সহভাগিতার খাতিরে এটাই দরকার ছিল যে, তিনি তাঁকে আমাদের সবার শীর্ষপদের অধিকারী করে তুলবেন, সেইভাবে যেভাবে ধন্য পল বললেন, *সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন* (১২)। এইভাবে, এই জগতে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সহভাগিতা রয়েছে, সেটার ফলে আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর অংশীদার হব। এবং যেমন নারী থেকে জন্ম নেওয়ার পর তিনি মানবজাতির নিয়ম অনুসারে ধীরে ধীরে বড় হলেন, পূর্ণ উচ্চতায় বৃদ্ধি

পেলেন, ও বিধানের অধীন ছিলেন ও সেই বিধান অনুসারে চললেন, তেমনি সুসমাচার অনুযায়ী জীবনেও তিনি মানুষ হিসাবে সকল মানুষের কাছে একটা আদর্শ রাখলেন। যেহেতু এটা দরকার ছিল যে, আমরা যারা পরবর্তীকালে জন্ম নিলাম, সেই আমরা ভাবী বিষয়ে বিশ্বাস পাব ও এমনটা বিশ্বাস করব যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য হলেন ত্রাণকর্তা, মাথা ও এসবকিছুর আদিকারণ, সেজন্য এটা অত্যন্ত জরুরী ছিল যে, তিনি ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রত্যাশা অনুসারে এই জগতে আমাদের জীবনাচরণ যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করবেন। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, তিনি এক্ষেত্রেও আমাদের আদর্শ হলেন। তিনি আমাদের নিজেদের বাপ্তিস্মের জন্য একটা আদর্শ দেবার উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে গেলেন; ও তারপর তিনি বিধান অনুযায়ী সমস্ত আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন ও সুসমাচার সংক্রান্ত গোটা ব্যবস্থা পূরণ করলেন; তিনি ক'টা শিষ্যদের বেছে নিলেন, নতুন বিধান ও নতুন ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা স্থির করলেন, তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী ও পুরাতন বিধানের শিক্ষা থেকে ভিন্ন জীবনাচরণ দেখালেন, ও এটা শিখিয়ে দিলেন যে, বিশ্বাসী এই আমাদের জীবনাচরণ তাঁর দেওয়া নতুন শিক্ষার সঙ্গে মিল রাখবে।

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা আমরা ভাবী নবীকরণের সহভাগী

১২। আমরা যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তখনও নিজেদের মধ্যে আসন্ন জগতের একটা দৃষ্টান্তই দেখাই; কেননা বাপ্তিস্মে আমরা তাঁর সঙ্গে মরি ও দৃষ্টান্তেই যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করি; আমরা সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবনাচরণ করতে চেষ্টা করি যা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের সময়ে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা করব বলে আশা রাখি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যদি মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থান-ক্ষণেই আগেকার মৃত সকল মানুষকেও পুনরুত্থিত করতেন ও সেই ক্ষণেই, সাথে সাথেই, তাদের উপরে নতুন জীবন পূর্ণমাত্রায় মঞ্জুর করতেন, তাহলে আমাদের পক্ষে করার মত আর কিছুই থাকত না। কিন্তু, যেহেতু তিনি এই আসন্ন নবীকরণ কেবল নিজেতেই সম্পন্ন করলেন, (হ্যাঁ, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তাঁর দেহ অমর হল, ও তাঁর প্রাণ আপনা আপনিই অপরিবর্তনীয়), সেজন্য

এটা আবশ্যকীয় ছিল যে, এই প্রাচীন ও মরণশীল জগৎ আর কিছু দিন থেকে যাবে যাতে মানবজাতি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারে ও তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা ও ভাবী জীবনের প্রত্যাশা পেতে পারে। তাই তিনি যে বিধানের ঋণ শোধ করলেন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন ও সেই সুসমাচার অনুযায়ী নতুন জীবনাচরণ-ব্যবস্থা দেখালেন, সেই যে সুসমাচার হল আসন্ন জগতের দৃষ্টান্ত ; এর ফলে, আমরা যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখেছি, বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি, ও এই সমস্ত অনুষ্ঠানরীতির রহস্যগুলিতে আসন্ন জগতের দৃষ্টান্ত পেয়েছি, সেই আমাদেরও তাঁর আজ্ঞাগুলো অনুসারে জীবন যাপন করতে হয়।

১৩। এজন্য ধন্য পল বললেন, *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ* (১৩)। এতে তিনি দেখান, বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা সেই নতুন জীবনের ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করেছি যা আসন্ন জগতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও যা অনুসারে, বিধান অনুসারে নয়, আমরা পাপ থেকে দূরে থেকে যথাসাধ্য জীবনযাপন করতে সচেষ্ট। কেননা আমাদের এমন মানুষের মত বাপ্তিস্ম হয় যারা তাঁর সঙ্গে মরি ও তাঁর সঙ্গে দৃষ্টান্তেই যেন পুনরুত্থান করব, কারণ *আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি ও সেই মৃত্যুতে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন তাঁর পিতার গৌরবে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (১৪)।

বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর আমরা বিধানের সমস্ত বাধ্যবাধকতার কাছে বিদেশী হয়েছি ও কেমন যেন অন্য জীবনে রয়েছি, *খ্রিষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে* (১৫) ; একথা তিনি, সেই পলই, বলেছেন কারণ বাপ্তিস্মের জন্মে তোমরা নতুন জীবন অর্জন করেছ ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গ হয়েছ ; এবং এখন আমরা যারা এই জগতের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে জগৎ ও বিধানের কাছে মৃত, সেই আমরা আশা রাখি, আমরা তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা পাব, কারণ বিধান এই জগতে অধিকার রাখে, কিন্তু বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা এই জগতের কাছে বিদেশী হয়েছি।

১৪। যখন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য এসব কিছু সাধন করলেন, তখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন ও ক্রুশে তা গ্রহণ করলেন: সেই মৃত্যু আদৌ গোপনে হয়নি, কিন্তু এমন মৃত্যু হয়েছিল যা প্রকাশ্য ও সবার দ্বারা স্বীকৃত, কারণ আমাদের প্রভুর পুনরুত্থান ধন্য প্রেরিতদূতদের দ্বারা সারা জগতের কাছে প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল; তাঁদের সাক্ষ্য সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য পবিত্র আত্মার সাধিত বিস্ময়কর চিহ্নকর্মগুলোই যথেষ্ট হওয়ার কথা; তথাপি এটাই উপযোগী ছিল যে, তাঁর মৃত্যুও সবার কাছে প্রকাশ্য করা হবে, কেননা তাঁর পুনরুত্থানে সাধিত হল মৃত্যুর বিলুপ্তি। এজন্য তিনি মৃতদের মধ্য থেকে নিজের পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুর শেকল ছিন্ন করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন ও ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন, এবং আমাদের জন্য এটা সত্যাশ্রয়ী নিশ্চয়তা স্বরূপ, তাঁর পুনরুত্থানে আমাদের সহভাগিতা গুণে, *কারণ তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে জীবিত যিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি, খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন* (১৬)। এবং তিনি আমাদের যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, তাঁর সেই মঙ্গল বিষয়গুলোর মহত্ত্বের কারণে ও সেগুলো আমাদের পক্ষে অধিক উচ্চতর হওয়ার কারণে পাছে আমরা সেগুলোতে বিশ্বাস না করি, সেজন্য তিনি আসন্ন বিষয়ের অগ্রিম হিসাবে আমাদের পবিত্র আত্মার প্রথমফল দিলেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে দান করার প্রিতশ্রুতি সত্যায়িত করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ* (১৭)। তিনি ‘পবিত্র আত্মাকে দান করার প্রতিশ্রুতি’ বলে সেই অনুগ্রহ অভিহিত করেন যা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ভাবী বিষয়গুলো বিষয়ে সপ্রমাণে দেওয়া হল। কেননা সেই ভাবী বিষয়গুলো পবিত্র আত্মার পরাক্রমেই আমাদের মধ্যে রয়েছে, ধন্য পল যেইভাবে বললেন, *প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়* (১৮)। এবং যেহেতু আমরা তেমন বিশ্বাসে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো অবশ্যই অর্জন করব, সেজন্য তিনি এই জগতেও [পবিত্র] আত্মার সেই সমস্ত প্রথমফল আমাদের দিলেন যা আমরা অগ্রিম হিসাবে পেয়েছি, ও যা বিষয়ে ধন্য পল বলেছিলেন,

তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছ ও প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ(১৯)।

১৫। এটাই হল সেই ব্যবস্থা যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের অনুগ্রহ সম্পন্ন করল: এটার দ্বারাই আমরা বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তাই, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আমাদের কাছে এমন বিশ্বাস-স্বীকার সম্প্রদান করেছেন যার মধ্যে তাঁরা বিশ্বাসের সারকথা উপস্থাপন করলেন, ও যা কিছু দরকার ছিল, তা সেটার মধ্যে এটা বলে সন্নিবিষ্ট করলেন, 'এবং তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন'। তথাপি আমি মনে করি, আমার আলোচনা সময়ের সীমা অতিক্রম করেছে। খ্রিষ্টের অনুগ্রহের ব্যবস্থা সংক্রান্ত এসমস্ত তত্ত্ব আমাদের কাছে সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্প্রদান করা হয়েছে। অতএব, তোমরা যেন অপূর্ণই একটা শিক্ষা গ্রহণ না কর ও আমরা যেন অতিরিক্ত কথায় তোমাদের কষ্ট বৃদ্ধি না করি, সেজন্য এসো, ঈশ্বরের সম্মতি ক্রমে, আপাতত বাকি সমস্ত বিষয় অন্য একটা দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখি ও আজ যা বলা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকি; এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৬ষ্ঠ কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) লুক ২:৭ দ্রঃ।

(২) গা ৪:৪ দ্রঃ।

(৩) মথি ৩:৩ দ্রঃ।

(৪) ১ করি ১৫:২৬ দ্রঃ।

(৫) ১ করি ১:১৮।

(৬) ২ করি ১৩:৪।

(৭) ফিলি ২:৬-৭ দ্রঃ।

(৮) ফিলি ২:৮-১১।

(৯) রো ৩:৪-৫।

(১০) হিব্রু ২:৫-৬ দ্রঃ।

(১১) হিব্রু ২:১৬।

(১২) কল ১:১৮।

(১৩) রো ৬:১৭।

(১৪) রো ৬:৩-৪।

(১৫) রো ৭:৪।

(১৬) এফে ৩:৫-৭ দ্রঃ।

(১৭) প্রেরিত ২:২৪ দ্রঃ।

(১৮) ১ করি ১৫:৪৪।

(১৯) এফে ১:১৩-১৪ দ্রঃ।

৭ম কাতেখেসিস

কাতেখেসিস প্রভু যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও বিচারকর্তা রূপে তাঁর পুনরাগমনের কথা ব্যাখ্যা করে।

১: খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ তত্ত্ব।
২-৩: সেই অনুসারে এই কাতেখেসিস খ্রিষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গৌরবলাভ, এ তিনটা বিষয় উপস্থাপন করে। তাঁর সমাধির কথা আলোচিত, কেননা সেটাই প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যিকারে মরলেন।
৪: ‘তিনি শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা : খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল তাঁর মুক্তিকর্মের সীলমোহর স্বরূপ
৫: ও আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি।
৬: ‘তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা।
৭-৯: তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন বলে সেখানে আমাদেরও চালনা করবেন যাতে চিরকাল ধরে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারি।
১০: ‘তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা : মনুষ্যত্বধারণে ঐশবাণী যে মানুষকে ধারণ করেছিলেন, সেই মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ সংযোজনের গুণেই ঐশবাণীর স্বীয় গৌরব গ্রহণ করেন।
১১-১৫: ‘তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে পুনরাগমন করবেন’ সূত্রের ব্যাখ্যা : যে ধারণকৃত মানুষ নিজেই বাণী-ঈশ্বরের পবিত্রধাম, তিনিই বিচারার্থে পুনরাগমন করবেন।

খ্রিষ্টের মনুষ্যত্বধারণ তত্ত্ব

১। এসো, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থার অনুগ্রহ বিষয়ক আলোচনায় এগিয়ে চলি, ও দেখি, আমাদের ধন্য পিতৃগণ বিশ্বাস-সূত্রে আমাদের কাছে কি কি সম্প্রদান করলেন। তিন দিন ধরেই আমি তোমাদের ভালবাসার কাছে এই বিষয়ে আলোচনা করে আসছি, কেননা আমি এতে আগ্রহী যাতে তোমরা ধীরে ধীরে শিখতে পার ও আমার কথা মনে রাখতে পার। অতএব, এসো, আজও তোমাদের কাছে সেই বিষয়ে কথা বলতে শুরু করি যা আমাদের আগেকার বলা কথার সঙ্গে ধারাবাহিকতা রাখে। কেননা আমাদের ধন্য পিতৃগণ যেই মাত্র [প্রভুর সাধিত] সেই ব্যবস্থা বিষয়ে কথা

বলতে শুরু করলেন, তাঁরা প্রথমে দেখালেন কার্ জন্য এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছিল; তাঁরা বললেন, ‘মানুষ এ আমাদের জন্য’, ও তাতে ‘ও আমাদের পরিত্রাণার্থে’ সূত্রটা যোগ করলেন যাতে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হতে পারে। তাতে তাঁরা ‘তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন’ সূত্রটাও যোগ করলেন যাতে আমাদের সেই সীমাহীন বিনম্রতা বোঝাতে পারেন যা আমাদের জন্য তাঁর অবরোহণে সন্নিবিষ্ট ছিল, ঠিক যেন তাঁরা ধন্য পলের এই উক্তি পুনরাবৃত্তি করছিলেন, *ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন* (১), ও তাঁর গৌরবের উচ্চতা ও তাঁর পরাক্রমী মহত্ত্ব থেকে আমাদের হীনতায় নিজেকে নমিত করলেন। এবং তিনি কেমন করে অবরোহণ করলেন তা আমাদের দেখাবার জন্য তাঁরা বললেন, ‘তিনি মানুষ হলেন’। তিনি এখানে যে [ঈশ্বরের] দূরদৃষ্টির সাধারণ ব্যবস্থা ক্রমে, বা যে পরাক্রম দ্বারা তিনি বহু বহু কিছু সম্পাদন করেছিলেন তাঁর সেই অধিকৃত ঐশপরাক্রমের সহায়তা-দানেও যে তিনি নিজেকে নমিত করলেন এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের নিজেদের সেই মানব স্বরূপকেই ধারণ করলেন ও পরিধান করলেন যার মধ্যে তিনি ছিলেন ও যেথায় বসবাস করছিলেন যাতে নিজের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা তা সিদ্ধ করতে পারেন ও নিজের সঙ্গে তা যুক্ত করতে পারেন।

এতে আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের তাঁর সেই অনুগ্রহদান দেখালেন যা তাঁরা সেই মানবজাতিতে দেখলেন ও যার দ্বারা তিনি আমাদের মধ্য থেকে একটা মানুষকে ধারণ করলেন, সেই মানুষে ছিলেন ও বসবাস করলেন; এবং তাঁরা আমাদের শেখালেন যে তিনি সব কিছু মানব স্বরূপ অনুসারে সহ্য ও বহন করলেন যাতে আমরা এটা বুঝতে পারি যে, তিনি কেবল দেখতেই যে মানুষ ছিলেন এমন নয়, কিন্তু তিনি এমন প্রকৃত মানুষ ছিলেন যিনি যা কিছু মানবীয় তা সবই মানব স্বরূপ অনুসারে সহ্য করলেন। এবং তাঁদের আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার লক্ষ্যে তাঁরা সেই সব কিছু অব্যক্ত রাখলেন যা তিনি ক্রমশ সম্পাদন করলেন ও যা আমরা সুসমাচার পাঠ করার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে শিখতে পারি; তাই তাঁরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সংক্ষিপ্ত সূত্র ব্যবহার করে বললেন, ‘এবং তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ও পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’, এবং এইভাবে তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা তার সূচনা ও তার সমাপ্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট

করলেন। আমাদের মনে আছে, আমরা তোমাদের ভালবাসাকে এটা বলেছিলাম যে, পুস্তকগুলোর মিয়মই গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থা ক্রুশারোপণ উল্লেখে সন্নিবিষ্ট করা, কারণ তিনি ক্রুশের দ্বারাই মৃত্যুর উপরে জয়ী হলেন: বাস্তবিকই তিনি মৃত্যু দ্বারাই মৃত্যুকে বাতিল করলেন ও সেই নতুন, অমর ও অপরিবর্তনীয় জীবন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করলেন।

এইভাবে আমাদের ধন্য পিতৃগণ এই শব্দগুলোতে সমস্ত ব্যবস্থাও সন্নিবিষ্ট করলেন, কিন্তু এতে সচেতন ছিলেন যে, যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে বলা কথায় বা যন্ত্রণাভোগে যা যা ঘটেছিল সেই কথায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তা আমাদের মানবীয় ধীশক্তি অতিক্রম করে। যন্ত্রণাভোগের বাস্তবতা বিষয়ে পাছে কোন সন্দেহ শ্রোতাদের মনে প্রবেশ করে (কেননা এই যন্ত্রণাভোগ ব্যাপারটা উৎকৃষ্টতম বটে), এবং পাছে সেই শ্রোতারা এমনটা ভাবে যে, তা কেবল দেখতেই ঘটেছিল, সেজন্য তাঁরা তাঁদের কথায় এমন জোর দিলেন যেন তাঁদের সেই কথা এই অর্থে বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি সত্যিকারেই মৃত্যুবরণ করলেন; এবং এর ফলে যেন দেখানো হয় যে, মানব-মৃত্যু ও সমস্ত ভাবাবেগ যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা বাতিল করা হল। কেননা, যখন খ্রিষ্ট ক্রুশারোপণ দ্বারা মৃত্যু বরণ করলেন যাতে নিজের মৃত্যু সবার কাছে প্রকাশ্য করতে পারেন, ও তাঁর সেই মৃত্যুর সঙ্গে নিজের সেই পুনরুত্থানও প্রকাশ্য করতে পারেন যা দ্বারা মৃত্যু বাতিল করা হল, তখন আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রথমে তাঁর মৃত্যু বিষয়ে আমাদের সতর্ক করলেন ও পরে তাঁর পুনরুত্থান বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলেন।

খ্রিষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গৌরবলাভ

২। এইজন্য তাঁরা ‘তিনি পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’ বলার পর, ‘ও সমাহিত হলেন’ উক্তিটা যোগ করলেন, যাতে তাঁরা আমাদের এটা শেখাতে পারেন যে, তিনি কেবল দেখতেই ও অবাস্তাবে মরেননি, কিন্তু প্রকৃত ভাবেই সাধারণ মানবীয় মৃত্যুতে মরলেন, যার ফলে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দেহও মানব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমাহিত করা হল। এতে তাঁরা ধন্য পলের শিক্ষাও অনুসরণ করলেন, কেননা, যখন তিনি করিন্থীয়দের কাছে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কথা বললেন, (তিনি তো

আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা সবার সাধারণ পুনরুত্থান খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারাই নিশ্চয়তা লাভ করে), তখন তিনি প্রথমে, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে, এটা শিখিয়ে দিলেন যে, খ্রিষ্ট মরলেন, আর আসলে তিনি সত্যিই মরলেন: কেননা কেবল তাঁর মৃত্যু স্বীকৃত হলে পরেই তাঁর পুনরুত্থান সংক্রান্ত বাণীপ্রচার গৃহীত হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছিলেন, *তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল* (২)। তিনি ‘তাঁকে সমাধি দেওয়া হল’ যোগ করা এই কথা এমনিই ব্যবহার করলেন এমন নয়, বরং তিনি তা ব্যবহার করলেন যাতে দেখাতে পারেন যে, তিনি সত্যিই মানব-প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও মরণশীল স্বরূপ অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

৩। একই প্রকারে, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ‘তিনি পন্তিয় পিলাতের দিনগুলোতে ক্রুশবিদ্ধ হলেন’ বলার পর, এটা দেখাবার জন্য যে তিনি মরে গেছিলেন, সেজন্য এই সূত্রটা যোগ করলেন, ‘ও সমাহিত হলেন’, যাতে প্রেরিতদূতের প্রচার অনুসারে এটা প্রমাণিত হতে পারে যে, তিনি সত্যিকারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আরও, ধন্য পলের মত এটা ব’লে যে, তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল ও তিনি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা ‘তিনি শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন’ সূত্রটা যোগ করলেন: এবং এইভাবেই পল খ্রিষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁর পুনরুত্থানের কথা শেখাতে পারতেন ও শ্রোতাদের প্রাণে তাঁর মৃত্যুতে যথার্থ বিশ্বাস স্থির করতে পারতেন; সুতরাং, আমাদের ধন্য পিতৃগণও ‘তিনি সমাহিত হলেন’ বলার পর ‘এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন’ সূত্রটা যোগ করলেন। তাই, পুনরুত্থানে বিশ্বাস-স্বীকার আমাদের কাছে সম্প্রদান করতে গিয়ে তাঁরা শাস্ত্রের বাণী অক্ষরে অক্ষরেই প্রয়োগ করলেন।

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল তাঁর মুক্তিকর্মের সীলমোহর স্বরূপ

৪। কেননা যে বাণী পুনরুত্থান বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই বাণী নগণ্য নয়, কারণ যারা বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য সেই বাণী হল মৃত্যু-বিপদ স্বরূপ ও সমস্ত মঙ্গলদানগুলোও বাতিল স্বরূপ, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, এই পুনরুত্থান তাদের উপর

আশ্বাস মঞ্জুর করে ও খ্রিষ্ট-ব্যবস্থায় সাধিত সমস্ত বিস্ময়কর বিষয়ের উপর সীল দেয়। কেননা পুনরুত্থান হল গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার সিদ্ধি; ও তাঁর সাধিত সমস্ত প্রতিকারের মধ্যে সেই পুনরুত্থানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা সেটার দ্বারাই মৃত্যুকে ধ্বংস করা হল, অবক্ষয় নিঃশেষ করা হল, ভাবাবেগ বিলীন করা হল, পরিবর্তনীয়তা নিশ্চিহ্ন করা হল, পাপের উচ্ছৃঙ্খল আবেগ বাতিল করা হল, শয়তানের প্রভাব নিপাতিত হল, অপদূতদের তীব্রতা শূন্য করা হল ও বিধান জনিত কষ্ট মুছিয়ে ফেলা হল। তাতে এমন অমর ও অপরিবর্তনীয় জীবন প্রতিশ্রুত হল যা দ্বারা উপরে উল্লিখিত সেই সমস্ত অনিষ্ট ধ্বংসিত ও বিনষ্ট হবে যার মধ্য দিয়ে সেই অপদূতেরা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি

৫। এজন্য ধন্য পল বললেন, *মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা* (৩)। যদি মৃতের পক্ষে পুনরুত্থান করা সম্ভব না হয়, তবে এটা স্পষ্ট যে, খ্রিষ্টও পুনরুত্থান করেননি, কারণ তিনি নিজের দেহে একই প্রকৃতির ছিলেন ও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করলেন, তবে এটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যই যে সেই পুনরুত্থান সত্যকার একটা ঘটনা, কেননা যা কিছু অসম্ভব, তাঁর বেলায়ও তা ঘটত না; কিন্তু যেহেতু তাঁর বেলায় ঘটেছিল সেজন্য এটা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, পুনরুত্থান করা সম্ভব। অতএব, আমাদের পক্ষে পুনরুত্থানকে অসম্ভব ব্যাপার বলে অস্বীকার করা উচিত নয়, বরং আমাদের পক্ষে তাতে বিশ্বাস করা আবশ্যকীয়, কারণ তা একবার ঘটেছে ও আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেই সেটার সূচনা হয়েছে। যে কেউ সবার সেই সাধারণ পুনরুত্থান অস্বীকার করে, সে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানও অস্বীকার করে, কারণ নিজের মাংসে তিনি মানব স্বরূপের অংশ ছিলেন; এবং যে কেউ তা অস্বীকার করে, সে দেখায় যে, ‘আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা’। কারণ, যেহেতু মাংসে [অবস্থিত] গোটা খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার প্রধান মঙ্গল হল সেই পুনরুত্থান (কেননা তা দ্বারা সমস্ত অনিষ্ট

বিলীন হয় ও যত মঙ্গল বিষয়গুলোর প্রবেশ ঘটে), সেজন্য যে কেউ এই পুনরুত্থান অস্বীকার করে, সে আমাদের প্রচার ও তোমাদের বিশ্বাস বৃথা করে। মৃত্যু যদি বাতিল না হয়, তবে অনিষ্ট বিষয়ের প্রভুত্ব এখনও কার্যকারী, ও আমরা এখনও মঙ্গল বিষয়গুলোর অন্বেষণ করি না। কেননা এটা স্পষ্ট যে, যদি পুনরুত্থান না ঘটে থাকে, তবে মৃত্যু এখনও এমন প্রভুত্ব রাখছে যা থেকে সেই মৃত্যু উৎখাত হয়নি, এবং ঠিক এই মৃত্যুর কারণে পাপ বৃদ্ধিশীল হত ও সমস্ত অনিষ্ট আমাদের ঘিরে রাখত, কারণ ধন্য পল বললেন, *কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ* (৪)। এতে তিনি দেখান যে, মৃত্যু পুনরুত্থান দ্বারা বাতিল করা হল ও পাপও মৃত্যু দ্বারা বাতিল করা হল, কারণ পুনরুত্থানের পরে আমরা অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠি, এবং যদি পুনরুত্থান না হয়, তবে বিশ্বাস বৃথা হয় ও মৃত্যু পাপ সহ রাজত্ব করে, ও তোমরাও এখনও তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ, এবং তোমাদের জন্য মঙ্গল বিষয়ের কোন প্রত্যাশা নেই, সেই যে প্রত্যাশা পুনরুত্থান দ্বারা আগত ও আমাদের দ্বারা প্রচারিত হল।

প্রভুর স্বর্গারোহণ

৬। অতএব, এটাই ন্যায়সঙ্গত হল যে, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে আমাদের ধন্য পিতৃগণ প্রথমে খ্রিষ্ট-ব্যবস্থার প্রধান মঙ্গল এ বলে উল্লেখ করলেন, ‘এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন’ এবং পরে ‘স্বর্গে আরোহণ করলেন’ সূত্রটা যোগ করলেন। কেননা, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন একথা শুনে আমাদের পক্ষে এটাও জানা দরকার ছিল যে, তাঁর পুনরুত্থানের পরে তিনি কোথায় আছেন। যেমন পবিত্র শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর আদমকে নির্মাণ করলেন, এবং কেমন, কোথা থেকে ও পার্থিব জীবন যাপন করার জন্য কোন্ স্থানে তাঁকে রাখলেন এসমস্তও যোগ করে, তেমনি, যিনি আমাদের মধ্য থেকে ধারণকৃত হয়ে আমাদের স্বরূপ অনুযায়ী ছিলেন, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বিষয়েও ‘মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন’ বলার পর সেই ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে ‘স্বর্গে আরোহণ করলেন’ সূত্রটা যোগ করলেন, যাতে আমরা

জানতে পারি যে, তিনি অমর স্বরূপে স্থানান্তরিত হলেন ও স্বর্গে আরোহণ করলেন, কারণ তিনি যে সবকিছুর উপরে থাকবেন তা আবশ্যকীয় ছিল।

৭। সকল সুসমাচার-রচয়িতা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন, ও সেই বর্ণনা দিয়ে নিজ নিজ সুসমাচার সমাপ্ত করলেন, কারণ তাঁরা জানতেন, আমাদের পক্ষে এটাই শেখা যথেষ্ট যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, অমর ও অপরিবর্তনীয় স্থানে স্থানান্তর করলেন, ও ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে নিজের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা করার প্রত্যাশা দিলেন। তথাপি, যিনি একটা সুসমাচারের রচয়িতাও ছিলেন, সেই ধন্য লুক এটাও যোগ করলেন যে, *তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন* (৫) যেন আমরা জানতে পারি পুনরুত্থানের পরে তিনি কোথায় আছেন। একথাও জানা যে তিনি আমাদের এটা শেখালেন তাঁর শিক্ষাদানের শুরুতে যখন তিনি প্রেরিতদূতদের সেই কার্যবিবরণী রচনা করলেন যেখানে তিনি ঘটনার বাকি সব কিছু, একটার পর একটা, বর্ণনার সাধারণ ধারাবাহিকতা অনুসারে যোগ করলেন। এবং খ্রিষ্ট শুধু নিজের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নয় নয়, কিন্তু তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়েও আমাদের প্রথমফল হয়ে উঠলেন, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের তাঁর অনুগ্রহের সহভাগী করলেন; তাই এটা উপযোগী ছিল যে, আমরা উভয় ঘটনা থেকেই শিক্ষা পাই, কারণ আমরা যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করব তা শুধু নয়, কিন্তু সেই স্বর্গেও আরোহণ করব বলে প্রত্যাশা রাখি যেখানে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকব।

৮। একইভাবে ধন্য পল এটা বললেন যে, *মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (৬)। অন্য একটা স্থানে তিনি এটাও বললেন, *আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (৭); এতে তিনি আমাদের দেখাতে ইচ্ছা করছিলেন যে, আমরা সেই স্বর্গে

স্থানান্তরিত হব যেখান থেকে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আসবেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের সময়ে আমাদের রূপান্তরিত করবেন, আমাদের তাঁর নিজের দেহের সমরূপ করবেন, ও স্বর্গে আমাদের তুলে আনবেন যাতে আমরা চিরকাল ধরে তাঁর সঙ্গে থাকি। তিনি আও বললেন, *আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত* (৮), যাতে তিনি আমাদের এটা শেখাতে পারেন যে, সেই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা অমর হয়ে উঠব ও স্বর্গে বসবাস করব।

৯। এবং পরবর্তী এক স্থানে তিনি বললেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়* (৯); এখানে তিনি আমাদের শেখান যে, যতদিন আমরা এই মরণশীল দেহে আছি, ততদিন প্রবাসীর মত প্রভু থেকে দূরে আছি, কারণ এখনও সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো প্রকৃতপক্ষে উপভোগ করছি না। কেননা আমরা শুধু বিশ্বাসেই সেগুলো গ্রহণ করেছি, তথাপি, যা হবে, সেবিষয়ে আমাদের মহৎ নিশ্চয়তা রয়েছে; এবং মহৎ আগ্রহে আমরা সেই ক্ষণের প্রতীক্ষায় রয়েছি যখন এই মরণশীল দেহ থেকে নিজেদের মুক্ত করব ও তা দূরে ফেলে দেব, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে অমর ও অপরিবর্তনীয় হব, এবং তখনই আমাদের প্রভুর সঙ্গে এমন লোকদের মত হব যারা দীর্ঘকাল ধরে ও এজগতের দীর্ঘ সময়কাল ধরে দূরবর্তী ছিল ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার প্রতীক্ষায় ছিল। এজন্য প্রেরিতদূত বললেন, *উর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী* (১০)। তিনি ‘ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম’ বলে সেই আবাস অভিহিত করেছেন যা স্বর্গে স্থিত ও যেখানে, পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করে আমরা অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব: তখনই আমরা সিদ্ধ মুক্তি ও আনন্দ ভোগ করব, কিছুই আমাদের আবদ্ধ করবে না, ও কোন ব্যথা আমাদের আক্রান্ত করবে না, কিন্তু আমরা এমন অনির্বচনীয় সুখে ও পুলকে বিরাজ করব যা কখনও শেষ হবে না।

কারণ আমরা সেই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করার প্রতীক্ষায় রয়েছি যেখানে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন আমাদের প্রথমফল, সেই খ্রিষ্ট যাঁকে বাণী-ঈশ্বর

পরিধান করলেন ও যিনি সেই সিদ্ধ সংযোজন গুণে তেমন গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠলেন ও তাঁর নিজের সঙ্গে সহভাগিতা করার আশাও আমাদের মঞ্জুর করলেন। তাই, ন্যায়সঙ্গত ভাবেই পবিত্র শাস্ত্র আমাদের এটা শিখিয়ে দিল যে, তিনি পুনরুত্থান করলেন শুধু নয়, কিন্তু স্বর্গে আরোহণও করলেন; যার ফলে এটাই ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা ঠিক তাই প্রত্যাশা করি, সেইভাবে যেভাবে আমাদের ধন্য পিতৃগণ 'তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন' বলার পর 'তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন' যোগ করলেন।

খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন

১০। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাদানে তাঁরা এটাও যোগ করলেন, 'তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন': প্রথমত, তাঁরা যেন সেই অসীম সম্মান দেখাতে পারেন যা ধারণ-করা-মানুষটি সেই বাণী-ঈশ্বরের সংযোগ থেকে গ্রহণ করলেন যিনি সেই মানুষকে পরিধান করেছিলেন; এবং দ্বিতীয়ত, আমরা যেন সেই মঙ্গল বিষয়গুলোর প্রকৃতি বুঝতে পারি যার মধ্যে বসবাস করব যদি সত্যিকারে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা থাকে। কেননা ধন্য পল *তোমরা যারা নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে তিনি সেই তোমাদের খ্রিস্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন* বলার পরে বলে চললেন, '*অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত, এবং তিনি তোমাদের পুনরুত্থিত করলেন ও স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে* (১১), যাতে তিনি আমাদের সেই উৎকৃষ্ট সহভাগিতা দেখাতে পারেন যা আমরা তাঁর সঙ্গে উপভোগ করব।

খ্রিষ্ট জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে পুনরাগমন করবেন

১১। এসমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করার পর আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে পুনরাগমন করবেন' সূত্রটা যোগ করলেন, যাতে তাঁরা সেই পুনরাগমন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত করতে পারেন যে পুনরাগমনে আমরা তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করব। কেননা আমরা সত্যিই স্বর্গ থেকে তাঁর আগমন চেয়ে আছি যাতে, প্রেরিতদূতের কথা মত, তিনি আমাদের *তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (১২)। তাঁর পুনরাগমনের কথার আগে তাঁরা 'তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে'

সূত্রটা যোগ করেছিলেন, যাতে, আমাদের জন্য সাধিত মঙ্গলের স্মৃতির সঙ্গে তাঁরা আমাদের অন্তরে ভয়-ভীতিও স্থাপন করতে পারেন ও তেমন ব্যবস্থার গৌরবময় উপকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে পারেন। তাঁরা বললেন, ‘জীবিত ও মৃতদের’; মৃতরা যে বিচারিত হবে এমন নয়, কেননা, যে মৃতজন কিছুই অনুভব করে না, তার জন্য কেমন বিচার হতে পারে? কিন্তু তাঁরা বলতে চাচ্ছিলেন, তাঁর পুনরাগমনের সময়ে তিনি আমাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন: যারা আদম থেকে আগত, তারা, তথা মৃত সকল মানুষকে তিনি অমর স্বরূপে রূপান্তরিত করবেন, ও সবার সেই সাধারণ পুনরুত্থান যাদের জীবিত অবস্থায় পাবে, তাদের তিনি শুধু রূপান্তরিতই করবেন, ও মরণশীল থেকে তাদের অমর করে তুলবেন। এজন্যই তাঁরা বললেন, ‘জীবিত ও মৃতদের’। তাঁরা তাদেরই ‘জীবিত’ বললেন যারা সেসময়ে জীবিত অবস্থায় ছিল, ও তাদেরই ‘মৃত’ বললেন যারা ইতিমধ্যে মৃত ও গত হয়েছিল, যাতে করে তাঁরা আমাদের এটা শেখাতে পারেন যে, সকল মানুষেরই বিচার হবে ও সেই ভাবী বিচার এড়াবার মত কেউই থাকবে না; আরও, বিচারিত হওয়ার পর তারা তাদের কর্ম অনুযায়ী এমন রায় গ্রহণ করবে যার ফলে কেউ পুরস্কৃত হবে ও অন্য কেউ দণ্ডিত হবে।

১২। ধন্য পল করিন্থীয়দের কাছে পত্রে এটাও বললেন, *আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব* (১৩)। একথা দ্বারা তিনি দেখান, আমরা সবাই মরব না কিন্তু আমরা সবাই রূপান্তরিত হব; মৃত যারা তারা অক্ষয়শীল ও অমর অবস্থায় পুনরুত্থান করবে, ও জীবিত যারা তারা অমর স্বরূপে রূপান্তরিত হবে; উভয় কাজ চোখের নিমেষেই ঘটবে। তিনি ‘আমরা রূপান্তরিত হব’ শব্দটা তাদের উদ্দেশ করে বললেন যারা সেসময়ে জীবিত অবস্থায় থাকবে, কারণ যখন একথা লিখলেন, তখন তিনি নিজে জীবিত ছিলেন ও সেই অনুসারে তিনি জীবিতদের হয়ে কথা বলছিলেন। তিনি একই ধরনের কথা থেসালোনিকীয়দের লিখেছিলেন, *আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে*

আসবেন, এবং খ্রিস্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব (১৪)। তিনি বলছেন, এসমস্ত কিছু চোখের নিমেষের দ্রুততায়ই ঘটবে, ও যারা জীবিত আছে, তারা, যারা মৃত তাদের তখনই প্রতিরোধ করবে না যখন তারা আমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হবে; এবং তিনি দেখান, মৃতেরা পুনরুত্থান করবে ও জীবিতেরা রূপান্তরিত হবে, ও উভয়কেই আমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হবে।

১৩। আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের সতর্ক করার লক্ষ্য, ভয়ের সঙ্গে আমাদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ও সেই ভাবী জবাবদিহির জন্য আমাদের প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এসমস্ত কথা বললেন, কেননা সেসময়ে আমাদের বিষয়ে আমাদের নিজেদেরই জবাবদিহি করতে হবে। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে' সূত্রটা সেই মানুষের প্রসোপন [ব্যক্তিত্ব] ক্ষেত্রেই আরোপ করলেন, যে মানুষকে আমাদের জন্য ধারণ করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁরা আমাদের সেই মর্যাদা দেখাতে পারেন যা বাণী-ঈশ্বরের পবিত্রধামের অর্জন করার কথা, অর্থাৎ সেই মানুষ যাঁকে আমাদের পরিত্রাণার্থে ধারণ করা হয়েছিল; এবং এইভাবে তাঁরা যেন, ভাবী বিচার সম্পর্কে তাঁদের কথা দ্বারা আমাদের কাছে দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে ভয়-ভীতি সঞ্চার করতে পারেন: সেই বিচার এমন যা, আমরা খারাপ ও জঘন্য ইচ্ছার অধিকারী হলে তবে আমাদের জন্য কঠোর হবে।

যাঁকে আমাদের জন্য ধারণ করা হয়েছিল, সেই মানুষকে অবমূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে একেবারে উচিত নয়, কেননা তিনি মহৎ মর্যাদার অধিকারী, তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন যেহেতু তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, ও তিনি আপন মর্যাদার জোরে মৃত্যুকে এড়াতে পারতেন; কেননা তিনি বললেন, *আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (১৫), যাতে দেখাতে পারেন, তিনি প্রভু ছিলেন ও মরার ও না মরার অধিকার রাখতেন: তাই যে সহিংস মৃত্যু তাঁর কাছে এগিয়ে আসছিল তা তিনি গ্রহণ করলেন, ও

ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি যে সৎসাহস রাখতেন, সেই সৎসাহসের জোরে সেই মৃত্যু জয় করলেন; ও তিনি গোটা মানবজাতির জন্য মৃত্যুকে বাতিল করে দিলেন। তাই আমাদের ও আমাদের মানবীয় জাতি থেকে আগত বলে যখন তিনি মানব, ও তাঁর উৎকৃষ্টতম গৌরবায়ন গুণে তিনি মৃত্যুর উচ্চতর, ও পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তিনি সর্বদা কালিমামুক্ত কিন্তু তাসত্ত্বেও নিজের উপরে মৃত্যু ও যন্ত্রণা গ্রহণ করলেন, হ্যাঁ, ক্রুশীয় মৃত্যুর অবমাননাই গ্রহণ করলেন যাতে আমাদের ভাবী সুখ মঞ্জুর করতে পারেন, যখন তিনি আমাদের জন্য এসব কিছু সহ্য করলেন, তখন আমাদের পক্ষে তাঁর ভালবাসায় স্থিতমূল না থাকা, তাঁর আজ্ঞাবলি পালন না করা, এসমস্ত অবশ্যই যত ন্যায্যতার বিপরীত: তাঁর ভালবাসা ও করুণা সত্যিই সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান। তাই, তাঁর দ্বারা আমরা যে অনির্বচনীয় মঙ্গল অর্জন করেছি আমাদের উচিত তেমন মনোভাব ব্যক্ত করা।

১৪। তাই আমাদের ধন্য পিতৃগণের যুক্তির শক্তি এথেকে বিচার-বিবেচনা কর যে, তাঁর মনুষ্যত্ব, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থানের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা এটা ঘোষণা করলেন যে, যে ‘প্রসোপন’ [ব্যক্তিত্ব] এর বেলায় এসব কিছু ঘটেছিল, সেই প্রসোপনই বিচারাসনে বসবেন। তথাপি, পাছে কেউ এমনটা ভাবে যে, সাধারণ একটা মানুষ নিখিল সৃষ্টির বিচারক হবে, সেজন্য তাঁরা ‘পুনরাগমন’ বললেন, যাতে, বিচার ক্ষেত্রে, সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন ও যাঁর থেকে তিনি সেই গোটা মর্যাদা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যদি তেমনটা নির্দেশ করতে না চাইতেন, তবে এমনি বলতেন ‘তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন’, কিন্তু ‘পুনরাগমন’ বলায় তাঁরা তাঁর ঈশ্বরত্বকে চিহ্নিত করলেন। যিনি প্রকাশ্যে আসবেন, তিনি সত্যিকারে সেই মানুষ যাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ধারণ করা হয়েছে, এবং তিনিই স্বর্গ থেকে আসবেন ও তাঁরই বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলা হয়, তিনি স্থান থেকে স্থানে চলাচল করেন, সেইভাবে যেভাবে লেখা রয়েছে, *এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন* (১৬)। এমনটা হয়েছিল যাতে তাঁদের দেখানো হয় যে, তাঁরা যাঁকে দেখেছিলেন, যিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ও যাঁকে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছিল, যিনি আসবেন ও সকল মানুষ যাঁকে দেখতে পাবে, তিনিই সেই মানুষ।

তেমন মানুষের বেলায়ই ‘পুনরাগমন’ শব্দটা উপযোগী। কেননা, যিনি এলেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই মানুষ ছিলেন না, বরং ঈশ্বরত্বই স্বর্গ থেকে নেমে এলেন; ঈশ্বরত্ব যে স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করলেন এমন নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর সেই প্রসন্নতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারাই এলেন যা সেই মানুষে প্রকাশমান যাঁকে আমাদের জন্য ধারণ করা হয়েছিল। সেই ‘পুনরাগমন’ শব্দটা আসন্ন জগতে সেই মানুষকে নির্দেশ করবে যাঁকে ঈশ্বরত্ব আমাদের জন্য ধারণ করলেন। যে মানুষকে আমাদের জন্য ধারণ করা হল, তিনি এখন প্রথম হয়ে স্বর্গে গেলেন ও প্রথম হয়ে স্বর্গ থেকে পুনরাগমন করবেন, কিন্তু, যেহেতু আমাদের ধন্য পিতৃগণ নিজেদের কথায় তাঁর ঐশ্বরিক স্বরূপকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন, সেজন্য তাঁরা তাঁর আগমন দু’বার গণনা করলেন: প্রথম আগমন তখন যখন তিনি সেই মানুষের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন, ও দ্বিতীয় আগমন তখন যখন তিনি পুনরাগমন করবেন সেই একই মানুষের মধ্য দিয়ে যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল, সেই অনির্বচনীয় সংযোজন গুণে যা সেই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ঘটেছিল।

১৫। এজন্যই ধন্য পল, *আমরা আমাদের মহান ঈশ্বর’ বলার পর ‘ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি* (১৭) সূত্রটা যোগ করলেন। তিনি এটা দেখান যে, আমরা সবকিছুর চেয়ে উচ্চতম সেই ঐশ্বরিক স্বরূপেরই আগমনের, ও সকল মানুষের কাছে তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকি, এবং যেহেতু এই ঐশ্বরিক স্বরূপ দৈহিক চোখে দৃশ্যগত নন, সেজন্য দর্শকদের ক্ষমতা অনুসারেই মানুষদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এবং ধন্য প্রেরিতদূত ‘ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্ট’ সূত্রটা যোগ করে আমাদের সেই পথ দেখালেন যে পথ দিয়ে আমরা প্রত্যাশা করি সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আবির্ভূত হবেন। তিনি এখানে সেই দৈহিক মানুষকে নির্দেশ করেন, ও স্পষ্ট দেখান যে, সেই মানুষের আগমনে ও দর্শনেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরত্ব যাঁর দ্বারা আগে আমাদের ত্রাণ করেছিলেন, এসমস্ত অনির্বচনীয় মঙ্গলদান মঞ্জুর করার লক্ষ্যে ঈশ্বরত্ব ঠিক এই মানুষেই আবির্ভূত হবেন। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আমাদের ধন্য পিতৃগণ ‘পুনরাগমন’ শব্দটা যোগ করলেন যাতে আমাদের কাছে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ দেখাতে পারেন যে-ঐশ্বরিক স্বরূপ সেই আবির্ভূত মানুষকে বিচার করার মহৎ মর্যাদা দান করেছিলেন। সেই ঐশ্বরিক স্বরূপটিই গোটা জগতের বিচার করবেন, সেই

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে যিনি বললেন, *তিনি সেই মানুষ যিশুর দ্বারা, সমস্ত জগতের বিচার করবেন* (১৮)। এটা স্পষ্ট যে, ধন্য পল আমাদের এটা দেখান যে, ঈশ্বরই সমস্ত জগতের বিচার করবেন সেই মানুষ দ্বারা যাঁকে আমাদের জন্য ধারণ করা হয়েছিল ও যিনি আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন। যা বলা হয়েছে তা আজকের দিনের মত যথেষ্ট হোক, এবং এসো, আমরা পিতা, একমাত্র জনিত পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে।

৭ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ২ করি ৮:৯।

(২) ১ করি ১৫:৩-৪।

(৩) ১ করি ১৫:১৩-১৪।

(৪) ১ করি ১৫:১৬-১৭।

(৫) লুক ২৪:৫১ দ্রঃ।

(৬) ১ থে ৪:১৬-১৭।

(৭) ফিলি ৩:২০-২১।

(৮) ১ করি ৫:১।

(৯) ১ করি ৫:৬-৭।

(১০) গা ৪:২৬।

(১১) এফে ২:১, ৫, ৬।

(১২) ফিলি ৩:২১।

(১৩) ১ করি ১৫:৫১-৫২।

(১৪) ১ থে ৪:১৫-১৭।

(১৫) যোহন ১০:১৮।

(১৬) প্রেরিত ১:১১।

(১৭) তীত ২:১৩।

(১৮) ২ তি ৪:১।

একই থেওদরসের দেওয়া

৮ম কাতেখেসিস

কাতেখেসিস প্রভু যিশু খ্রিস্টের দ্বৈতস্বরূপের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উপস্থাপন করে : ‘তিনি কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, কিন্তু তিনি স্বরূপে সত্যিই “সেই দুইতেই” আছেন, তথা তিনি ঈশ্বর ও একাধারে তিনি মানুষ : যিনি ধারণ করলেন তিনি বাণী-ঈশ্বর, ও যাঁকে ধারণ করা হল তিনি মানুষ’।

১: মনুষ্যত্বধারণ-তত্ত্বের পর্যবেক্ষণ :

১: • খ্রিষ্ট স্বরূপে একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ : তিনি [মাংস] ধারণকারী ও ধারণকৃত [মাংস] ;

২-৪: • তিনি দাউদ-সন্তান ও দাউদের প্রভু ;

৫-৬: • তিনি সেই ঈশ্বর যিনি সেই পবিত্রধামে বসবাস করেন যা আপন বাসস্থান করলেন, ও এই পবিত্রধামের সেই প্রভু যিনি আপন মৃত্যুতে পবিত্রধামটা ত্যাগ করেন ও আপন পুনরুত্থানে তা পুনরুত্তোলিত করেন ;

৭-৯: • মৃত্যুতে খ্রিষ্ট ;

১০: • মানব ও ঐশ্বরিক স্বরূপদ্বয়ের বিশিষ্টতা, ও অনন্য ব্যক্তিত্বে সেই স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধ সংযোজন ;

১১-১৩: • সেই বিশিষ্টতা ও সংযোজন গুণাবলির ‘কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম’ নিয়ম দ্বারা প্রমাণিত (১)। নিয়মটা মানবস্বরূপকে মঞ্জুর করা বিশেষাধিকার সমূহের মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করে :

১৪-১৬: • অর্থাৎ, দু’টো স্বরূপ (ঐশ্বরিক ও মানব স্বরূপ), কিন্তু খ্রিষ্টের অনন্য ব্যক্তিত্ব : এই সংযোজন অবিচ্ছেদ্য, ও স্বরূপদ্বয়ের বিশিষ্টতা বাতিল করে না।

১৭-১৮: • যে দাস-রূপ ধারণ করা হল, তাতে গোটা ত্রিত্ব তথা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা বিদ্যমান। বিষয়টা পরবর্তী কাতেখেসিসে আলোচিত হয়।

প্রভুর মনুষ্যত্বধারণ-তত্ত্ব

১। এই গত দিনগুলো ধরে আমরা আমাদের ধন্য পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে তোমাদের ভালবাসার কাছে খ্রিষ্ট সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট কথা বলে

এসেছি। যা বলা হয়েছে, মহৎ মনোযোগ সহকারে তা মনে রাখা এখন তোমাদের উপর নির্ভর করে। তাঁরা আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ অনুসারে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সংক্রান্ত দ্বিবিধ শিক্ষা সম্প্রদান করলেন, তথা তিনি কেবল ঈশ্বর বা কেবল মানুষ নন, কিন্তু তিনি স্বরূপে সত্যিই 'সেই দুইতেই' আছেন, তথা তিনি ঈশ্বর ও একাধারে তিনি মানুষ: যিনি ধারণ করলেন তিনি বাণী-ঈশ্বর, ও যাঁকে ধারণ করা হল তিনি মানুষ। যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন তিনিই দাসের রূপ ধারণ করলেন, এবং দাসের রূপ যে ঈশ্বরের রূপ আপন করে নিল এমন নয়। যিনি ঈশ্বরের রূপে আছেন, তিনি স্বরূপে সেই ঈশ্বর যিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন, এবং যিনি দাসের রূপে রয়েছেন, তিনি স্বরূপে মানুষ ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তাঁকেই ধারণ করা হল। যিনি ধারণ করলেন, তিনি সেই একই নন যাঁকে ধারণ করা হল, এবং যাঁকে ধারণ করা হল তিনি সেই একই নন যিনি ধারণ করলেন, কিন্তু যিনি ধারণ করলেন তিনি ঈশ্বর, ও যাঁকে ধারণ করা হল তিনি মানুষ। যিনি ধারণ করলেন, তিনি স্বরূপে তা, পিতা ঈশ্বর স্বরূপে যা, কেননা তিনি হলেন ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর, এবং তিনি যাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেই তিনি যা, তিনিও তা; কিন্তু যাঁকে ধারণ করা হল তিনি স্বরূপে তা, দাউদ ও আব্রাহাম যা, কেননা তিনি তাঁদের পুত্র ও তাঁদের থেকে উৎপন্ন বংশ। এজন্যই তিনি একাধারে প্রভু ও দাউদের পুত্র: নিজের স্বরূপের কারণে তিনি দাউদের পুত্র, ও তাঁর কাছে যে মর্যাদা এল তিনি সেই মর্যাদার কারণে প্রভু। আরও, যে স্বরূপ [অর্থাৎ যে ঈশ্বরত্ব] তাঁকে ধারণ করলেন, সেই স্বরূপের কারণে তিনি আপন পিতা দাউদের চেয়ে অনেক উপরে।

খ্রিষ্ট হলেন দাউদ-সন্তান ও দাউদের প্রভু

২। এইজন্য আমাদের প্রভু ফরিসিদের জিজ্ঞাসা করলেন, *খ্রিষ্ট বিষয়ে আপনাদের মত কি, খ্রিষ্ট কার্ পুত্র ছিলেন? তাঁরা বললেন, দাউদের* (২)। তিনি তাঁদের উত্তর অস্বীকার করেননি। যাঁর রচনায় সেই ঘটনা রয়েছে যা অনুসারে আমাদের প্রভু ফরিসিদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, সেই একই সুসমাচার-রচয়িতা মথিই নিজের সুসমাচারের সূচনায় লিখলেন, *যিশু খ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদের পুত্র, আব্রাহামের পুত্র* (৩)। তিনি যদি জানতেন, প্রভু সেই কথা স্বীকার করতেন না, তাহলে

তিনি সেই কথা শেখাতেন না; এমনকি, যিনি তত কষ্ট করেই খ্রিষ্টের আদেশ অনুসারে সুসমাচার বিশ্বস্তভাবে লিখলেন, তিনি খ্রিষ্টের পক্ষে ক্ষতিকর একটা কথা লিখিত আকারে সম্প্রদান করবেন বলে দুঃসাহস করতেন না।

৩। কেননা, আমরা তো জানি, যা বলা হয়েছিল তথা খ্রিষ্ট যে দাউদের পুত্র, তা খ্রিষ্ট অস্বীকার করেননি, এর বিপরীতে, যা বলা হয়েছিল, তা উত্তমরূপে ও সঠিক ভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু সকল ফরিসি ও ইহুদীরা মশীহ হিসাবে দাউদ বংশ থেকে আগত একটা সাধারণ মানুষেরই অপেক্ষা করছিল। এতে তারা নবীদের বাণীর সঙ্গে একমত ছিল, ও এটা জানত না যে, যিনি তাঁকেই ধারণ করলেন যিনি ছিলেন দাউদের বংশধর, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি তাঁর মধ্যে বসবাস করলেন, তাঁর দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ-ব্যবস্থা সম্পাদন করলেন, তাঁকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন, ও তাঁকে নিখিল সৃষ্টির চেয়ে উচ্চ করলেন। ফরিসিরা এসমস্ত বিষয়ে সচেতন ছিল না বিধায়ই আমাদের প্রভু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘খ্রিষ্ট কার্ পুত্র ছিলেন?’ এবং তাঁরা যা জানতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন দাউদের পুত্র, তাঁরা তা বলার পর তিনি তাঁদের বললেন, ‘তবে দাউদ কীভাবেই বা আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন? তিনি তো বলেন, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ। তাই দাউদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর পুত্র হতে পারেন? (৪)। এই কথায় তিনি প্রকাশ্যে নয়, ইঙ্গিতেই, তাঁদের কাছে ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করলেন। সেসময় এসব কিছু ইহুদীদের বুদ্ধি এতই অতিক্রম করছিল যে ধন্য শিষ্যেরাও ক্রুশারোপণের আগে এর অর্থ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। *তোমরা যদি আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে* (৫); আরও, *ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জান না?* (৬); আরও *আমি তোমাদের এই সমস্ত কথা রূপকের মধ্য দিয়েই বললাম; সেই ক্ষণ আসছে, যখন রূপকের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে আর কথা বলব না, স্পষ্টভাবেই আমি পিতার বিষয় তোমাদের জানাব* (৭); আরও, *এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি* (৮); আরও, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা,*

তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন (৯)। সুসমাচার-পুস্তকে অনেক বচন পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে, ক্রুশারোপণের আগে প্রেরিতদূতেরা সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; এবিষয়েও সচেতন ছিলেন না যে, বাণী-ঈশ্বর ছিলেন পিতার সেই পুত্র ও ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র যাঁকে আমরা আপন পিতার সমসত্তার অধিকারী বলে স্বীকার করি।

৪। তিনি জানতেন, নিজের ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ্যে দেখাবার সময় তখনও হয়নি, কিন্তু নিজের সেই প্রশ্নে তিনি এমন ইঙ্গিত দিলেন যে, যতদিন তাঁরা মনে করবেন তিনি কেবল একটি মানুষ ছিলেন, ও যতদিন তাঁরা তাঁর মধ্যে বিরাজমান ঐশ্বরিক স্বরূপকে বুঝবেন না ও এটাও বুঝবেন না যে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের কারণে যিনি দাউদের বংশধর ছিলেন তিনি প্রভু হওয়ার মর্যাদার যোগ্য হলেন, ততদিন ধরে তাঁরা খ্রিষ্ট সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবেন না। তিনি স্বরূপে যাঁর বংশধর ছিলেন, সেই দাউদ তাঁকে প্রভু বলে অভিহিত করতেন না যদি এটা বিশ্বাস করতেন না যে, যিনি ছিলেন তাঁর নিজের স্বরূপের অধিকারী, তিনি মানুষদের স্বরূপের চেয়ে উচ্চতর ও উত্তম কিছু ছিলেন ও এমন একজন ছিলেন যিনি প্রভুর সঙ্গে সেই সংযোজন গুণে এমন মহৎ মর্যাদায় উন্নীত ছিলেন যার জন্য তাঁকে প্রভু বলে বিশ্বাস করা হত। অতএব, তিনি দাউদের একই স্বরূপের অধিকারী, কারণ তিনি দাউদের বংশধর, কিন্তু আমরা তাঁর বিষয়ে এটা বুঝি যে, তিনি প্রভু সেই সংযোজন গুণে, যে-সংযোজন তিনি সেই ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে রাখতেন, সেই যে স্বরূপই সবকিছুর আদিকারণ ও প্রভু [যেহেতু সেই স্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বরত্ব]।

প্রভুর পবিত্র বাসস্থান

৫। তাই, আমাদের পক্ষে উভয় স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া দরকার, তথা যিনি ধারণ করলেন তাঁরই স্বরূপ, ও যাঁকে ধারণ করা হল তাঁরই স্বরূপ, তথা তাঁরই স্বরূপ জানা দরকার যিনি ঈশ্বর, তাঁরই স্বরূপ জানা দরকার যিনি দাসের রূপ। এবং যিনি বসবাস করেন তিনি ঈশ্বর, কিন্তু মানুষ হল তাঁর পবিত্রধাম যা তিনি নির্মাণ করলেন ও নিজের আবাস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন; এজন্যই তিনি বললেন, ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল,

আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব’ যা সুসমাচার-রচয়িতা নিজেই ব্যাখ্যা করে বললেন, *তিনি তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন* (১০)। তাই তিনি সেই ধারণ-করা-মানুষকে আপন পবিত্রধাম বলে অভিহিত করলেন, এইভাবে তিনি দেখাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই সেই পবিত্রধামে বসবাস করছিলেন; ও তাঁর এই আবাসের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে, প্রকাশ্যেই, তাঁর নিজের প্রভুত্ব দেখালেন, কারণ নিজের বাসনা অনুসারে তিনি সেই আবাস মৃত্যুর বিনাশের হাতে তুলে দিলেন ও নিজের শক্তিমত্তার মহত্ত্ব দ্বারা তা পুনরুত্তোলন করলেন। এবং এই মৃত্যুতে ঈশ্বর এমনটা হতে দিলেন যেন সেই আবাস নিজের মানবীয় স্বরূপ অনুসারে কষ্টভোগ করে, কিন্তু সেইসঙ্গে, প্রভু হিসাবে, তিনি এমনটা হতে দিলেন না যে সেই আবাস অবক্ষয় দেখবে ও বিলুপ্তির হাতে তা তুলে দেওয়া হবে। তিনি সেই আবাসকে মরতে দিলেন কেননা সেটা ছিল তাঁর ইচ্ছা, ও সেটার মৃত্যুর পরে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারে তা পুনরুত্থিত করলেন। তিনি যদি না জানতেন যে, তেমন কথা বলার অধিকার তাঁর ছিল না, তবে ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল’ কথাটা বলতেন না; কিন্তু, যেহেতু তিনি এখন উভয়ের [অর্থাৎ উভয় স্বরূপের] প্রভু, সেজন্য বললেন, ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল’।

৬। যদিও স্বরূপের দিক দিয়ে তা বিনষ্ট হতে পারে, তবু [প্রভু বলছেন,] তা ঘটবে কি ঘটবে না তা আমার উপর নির্ভর করে; কেননা আমি আমার ইচ্ছাক্রমেই এমনটা হতে দেব, সেই আবাস তার স্বরূপ অনুসারে ভেঙে যাবে; কিন্তু আমি ইচ্ছা না করলে, তবে তা বারণ করার অধিকার আমার আছে। ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল’, কেননা, যেহেতু আমার স্বরূপ অভঙ্গুর, সেজন্য এটা সম্ভব নয় যে আমি নিজে ভেঙে যাব, কিন্তু আমি এটা হতে দেব যে, এই পবিত্রধাম ভেঙে যাবে, কারণ তেমনটা তার স্বরূপ অনুযায়ী; আমি তা হতে দিতাম না যদি-না এমনটা হত যে, আমি তার মধ্যে উৎকৃষ্টই একটা কিছু করতে ইচ্ছা করি; আমি [তার বিষয়ে] এটা ঘটতে দিচ্ছি কারণ আর একটা কিছু করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমরা এটা ঘটতে দিচ্ছি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করার জন্য: যখন সেটা ভেঙে দেওয়া হবে তখন সেটা পুনর্নির্মাণ করার জন্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে সেটা পুনরুত্তোলন করার জন্য: এটা এমন যা প্রথমটার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। সেটা, আজকে যেমন, তখন তেমনি

স্বরূপে মরণশীল ও ভঙ্গুর হবে এমন নয়, কিন্তু হবে অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয়; আমি এইভাবেই সেটা পুনরুত্থিত করব, স্বরূপ অনুসারে তা এখন যেমন, তার চেয়ে তা আরও বেশি উৎকৃষ্ট হবে; আমি তা ভেঙে দিতে দেব, যাতে তার জন্য এর চেয়ে আরও উত্তম কিছু করতে পারি। অতএব, তোমরা এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, তোমাদের ইচ্ছা পূরণ কর, তোমাদের কৌশল ব্যবহার কর: তোমরা যা খুশি আমি তোমাদের তা করতে দেব, যাতে তোমরা তা করার পর আমার সেই পরাক্রমের অভিজ্ঞতা করতে পার যা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কেননা সেই পরাক্রম গুণেই আমি পবিত্রধামটা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করব ও সেটা এখন যেমন, তখন তার চেয়ে আরও বেশি উত্তম করে তুলব। সেসময় তোমরা এটা বুঝবে যে, আমি ইচ্ছা না করলে তোমরা তা ভেঙে ফেলতে পারতে না, এবং আমি সম্মতি না দিলে তার মৃত্যু হত না; কেননা, যেহেতু আমি ইচ্ছা করি, সেজন্য এটা তার জন্য ভাল হবে: ‘এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব’।

মৃত্যুতে খ্রিষ্ট

৭। এসমস্ত কথা দিয়ে তিনি নিজের ও সেই ভঙ্গুরজনের মধ্যকার পার্থক্য যথেষ্টই দেখালেন, কারণ সেটা হল সেই পবিত্রধাম, ও তিনি হলেন সেটার বাসিন্দা; তাছাড়া, সেটা পবিত্রধাম হিসাবে হল তাঁর বাসস্থান, ও তিনি নিজে সেটায় ঈশ্বর হিসাবে বসবাস করেন; সেটা এমন পবিত্রধাম নয় যা সাময়িক, ও এমন পবিত্রধামও নয় যেখানে বাণী-ঈশ্বর সময় সময় বাস করলেন ও সময় সময় করলেন না, কিন্তু এমন পবিত্রধাম যা থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হলেন না কেননা তাঁরই সঙ্গে সেই অনির্বচনীয় সংযোজনের অধিকারী যিনি সেথায় বসবাস করেন ও, ধন্য পলের বাণী অনুসারে, যিনি নিজেই *দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করেছেন* (১১)। তিনি দুঃখকষ্ট নিজের স্বরূপ অনুসারে গ্রহণ করলেন ও সেইসঙ্গে তাঁরই প্রয়োজন ছিল যিনি যন্ত্রণাভোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করে দেবেন, যিনি তাঁর স্বরূপ রূপান্তরিত করলেন, তাঁকে যন্ত্রণা-অনাক্রম করলেন ও তাঁকে দুঃখকষ্টে মাল্যভূষিত করলেন। কিন্তু [ধারণকারী] বাণী তাঁরই মধ্যে বসবাস করেন ও নিজেই স্বরূপে যন্ত্রণা-অনাক্রম, ও যিনি স্বরূপে যন্ত্রণাসাপেক্ষ, বাণী

তাঁকেও [তথা ধারণ-করা-মানুষকে] যন্ত্রণা-অনাক্রম করার অধিকার রাখেন। এইভাবে, সেই যে-রূপকে তাঁর পবিত্রধাম হিসাবে ধারণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ সেই যে মানুষকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ধারণ করা হয়েছিল), তিনি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে দাসের সেই রূপকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করলেন ও অমর ও সবকিছুতে অপরিবর্তনীয় করলেন।

৮। এক্ষেত্রে ধন্য পল বললেন, ‘আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি, যেইভাবে শাস্ত্র সাক্ষ্য দিয়ে বলে, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ, কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও? অল্পক্ষণের মত তাকে দূতদের চেয়ে নিচু করেছ তুমি, তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট, তাকে বসিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্জের উপরে, ও সবকিছু তার পদতলে অধীনস্থ করেছ’। এবং এটা দেখাবার পর যে, তিনি স্বর্গদূতদের নয় কিন্তু মানুষেরই স্বরূপ ধারণ করলেন, তিনি আমাদের বোঝালেন সেই মানুষ কে; তিনি বললেন, *যাঁকে অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে, আমরা দেখছি যে, সেই যিশু খ্রিষ্ট মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত* (১২), যাতে এটা দেখানো হয় যে, আমাদের পরিত্রাণের জন্য যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল, এই মানুষ যিশুকে স্বর্গদূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছিল কারণ তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন; এবং এটাও যেন দেখানো হয় যে, সম্মান ও গৌরব তাঁর মাথায় দেওয়া হয়, কারণ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর আপন সংযোজনের গুণে তাঁকে নিখিল সৃষ্টির চেয়ে আরও বেশি উচ্চ করা হল।

৯। এবং, তিনি কেনই বা এমনটা সহ্য করলেন যে তাঁকে অল্পক্ষণের মত নিচু করা হবে, তা শেখাবার জন্য তিনি বললেন, *এবং ঈশ্বরকে বাদে তিনি প্রতিটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন* (১৩)। এতে তিনি দেখান, ঐশ্বরিক স্বরূপ ইচ্ছা করলেন, তিনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণার্থে মৃত্যু আস্বাদ করবেন; এবং তিনি এটাও দেখান যে, যিনি মৃত্যু-পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করছিলেন, ঈশ্বরত্ব তাঁর থেকে পৃথক ছিলেন, কেননা, ঈশ্বরত্ব তাঁর থেকে উপযোগী ভাবে দূরবর্তী না হলে কিন্তু, সেইসঙ্গে, তা দ্বারা ধারণ-করা-স্বরূপের প্রয়োজনীয় ও উপযোগী বিষয় সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী না হলে, তবে তাঁর পক্ষে মৃত্যু-পরীক্ষা আস্বাদ করা সম্ভব ছিল না। যাঁর মধ্য দিয়ে ও যাঁর

জন্য এসব কিছু করা হচ্ছিল, তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তিনি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সেই বহু সন্তানদের জীবন সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করবেন যাদের তিনি আপন গৌরবে এনেছিলেন (১৪)। ঈশ্বর নিজে সেই মৃত্যু-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হননি, কিন্তু তাঁর কাছে ছিলেন ও তা-ই করলেন যা তাঁর স্বরূপের উপযোগী ছিল, সবকিছুর আদিকারণ সেই স্রষ্টারই যা উপযোগী ছিল; অর্থাৎ, তিনি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করলেন, ও তাঁকে চিরকালের মত অমর, যন্ত্রণা-অনাক্রম, অক্ষয়শীল ও অপরিবর্তনীয় করে তুললেন সেই বহু মানুষদের পরিত্রাণের জন্য যারা তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা গ্রহণ করে নিতে যাচ্ছিল।

খ্রিষ্টের মানব ও ঐশ্বরিক স্বরূপদ্বয়ের বিশিষ্টতা

১০। এইভাবে পবিত্র পুস্তকগুলো সেই স্বরূপ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্য আমাদের শেখায়, তাই, যিনি ধারণ করলেন তিনি যে কে ও যা ধারণ করা হল তা যে কি, তা জানা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যিনি ধারণ করলেন তিনি হলেন সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ যিনি আমাদের জন্য সবকিছু করেন, এবং অন্যজন হল সেই মানব স্বরূপ যা আমাদের সকলের জন্য তাঁরই দ্বারা ধারণ করা হল যিনি সবকিছুর আদিকারণ ও [সেই মানব স্বরূপের সঙ্গে] অনির্বচনীয় ও অনন্তকালীন ভাবে অবিচ্ছেদ্য সংযোজনে বিদ্যমান।

এজন্যই, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতার ফলে যে দান আমরা গ্রহণ করতে প্রত্যাশা করি, তা সত্যিকারে আমাদের সঙ্গে বসবাস করবে। পবিত্র শাস্ত্রও এই সংযোজনের কথা আমাদের শেখায়: যখন শাস্ত্র প্রতিটি স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের প্রদান করে শুধু তখন নয়, কিন্তু তখনও তা শেখায় যখন দেখায় যে, একটা স্বরূপকে যা দেয় তা অন্য স্বরূপকেও দেয়, এর ফলে আমরা যেন সেই বিস্ময়কর ও উৎকৃষ্ট সংযোজনের কথা বুঝতে পারি যা সেই দু'টো স্বরূপের মধ্যে সাধিত হল। বচনটা এ, *তাদেরই [অর্থাৎ ইহুদীদের] মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর* (১৫)। যিনি মাংস অনুসারে ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত, তিনিই যে স্বরূপে সবকিছুর উপরে ঈশ্বর এমন নয়, যিনি স্বরূপে সবকিছুর উপরে ঈশ্বর, তিনি যে স্বরূপে ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত, এমনটাও নয়। 'মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে

আগত সেই খ্রিষ্ট’ বলায় ধন্য পল তাঁর মনুষ্যত্বকে নির্দেশ করছিলেন, এবং ‘যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর’ বলায় তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের স্বরূপ সংক্রান্ত শিক্ষা আমাদের দান করলেন; এবং তিনি তাঁর এই শিক্ষা [দু’টো স্বরূপের মধ্যে] কেবল একটাকেই আরোপ করে বললেন, ‘মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বর’।

১১। আমাদের প্রভু সুসমাচারে এই যে কথা বললেন, সেই কথাও সেইরূপ, *মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে* [ইত্যাদি] (১৬)। এটা জানা কথা যে, যিনি স্বরূপে মানুষ ছিলেন, সেই মানবপুত্র যে আগে স্বর্গে ছিলেন এমন নয়, কিন্তু যে ঐশ্বরিক স্বরূপ তাঁর মধ্যে ছিলেন ও স্বর্গে ছিলেন, সেটার কারণেই তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন। যখন তিনি তাঁর দেহও সম্পর্কে এটা বললেন যে, যারা সেই দেহ খায় তা তাদের অমর জীবন দান করতে পারে কারণ তিনি যে বাণী উচ্চারণ করছিলেন শ্রোতারা তা বিশ্বাস করত না, তখন এটা দ্বারা তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন যে, যদিও তাঁর বাণী আপাতত অবিশ্বাস্য ছিল তবু পরবর্তীকালে তা বিশ্বাস্য হবে; তিনি কেমন যেন বলতেন, যখন তোমরা দেখবে, আমি অমর হয়েছি ও স্বর্গে আরোহণ করেছি, তখন তোমরা বিশ্বাস করবে যে, আমার যা ঘটবে তোমরা সেটার সহভাগী হবে কারণ তোমরা আমার সঙ্গে সেই সমস্ত কিছুর সহভাগী, কেননা যে ঐশ্বরিক স্বরূপ আমার মধ্যে বসবাস করেন ও আগে স্বর্গে ছিলেন, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ-ই এই একজনকে [তথা খ্রিষ্টকে] অমরতা মঞ্জুর করবেন, তাঁকে স্বর্গে তুলে নেবেন, ও তোমাদেরও তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা মঞ্জুর করবেন। তবে এটা এমন, কেউ যেন বলছে, ‘মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে’ [ইত্যাদি] যাতে সেই সিদ্ধ সংযোজন প্রমাণিত হয় যা বাস্তবে ঘটেছে। আমরা যেভাবে বলে এসেছি, ব্যাপারটা যদি সেইমত না হত, তাহলে তিনি এটাই বলতে বাধ্য হতেন, যিনি মানবপুত্রের মধ্যে বিদ্যমান, তিনি যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন মানবপুত্রকে সেইখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন তোমরা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে যা আমার মধ্যে বসবাস করছে, এবং আমার যা

যা ঘটবে, ও আমার ঘটবে বলে তোমাদেরও ঘটবে, তোমরা সেই বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখে অবাক হবে।

১২। *স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি সেই মানবপুত্র যিনি স্বর্গে রয়েছেন* (১৭)। তিনি তো এমনটা বলেননি, কেউই স্বর্গে গিয়ে ওঠেনি, কিন্তু আমি সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ গুণেই আরোহণ করেছি যা আমার মধ্যে বসবাস করে ও যা আপাততও স্বর্গে বিদ্যমান, কিন্তু তিনি কথাগুলো যৌথভাবে একজনমাত্রকেই আরোপ করলেন, 'স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি সেই মানবপুত্র যিনি স্বর্গে রয়েছেন'। তিনি আলাদা ভাবে এমনটা বলতে ইচ্ছা করলেন না যে, কেউই স্বর্গে গিয়ে ওঠেনি, সেই মানবপুত্র ছাড়া যিনি তাঁর মধ্যে বসবাস করছিলেন, নেমে এলেন ও স্বর্গে ছিলেন। না, তিনি বলার এই পদ্ধতিতে সম্মত ছিলেন না ও নিজের বাণী এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে তা একজনমাত্রকেই নির্দেশ করে, এবং এমনটা করলেন যাতে সেই বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখাতে ও দৃঢ়ীকৃত করতে পারেন যা তাঁরই ঘটেছিল যিনি দৃশ্যমান ছিলেন।

মানব স্বরূপ ক্ষেত্রে যা যা করা হল, শাস্ত্র যতবার সেবিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে, ততবার সেই সমস্ত কিছু ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ঐশ্বরিক স্বরূপে আরোপ করে, কারণ বিষয়টা আমাদের স্বরূপের অনেক বেশি উচ্চতর; এতে শাস্ত্র মানুষের সঙ্গে ঐশ্বরিক স্বরূপের সংযোজন দেখায়, যাতে যা কিছু তাঁর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে; শাস্ত্র এটাও দেখায় যে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত সেই বিস্ময়কর ঐশ্বরিক স্বরূপ দ্বারাই তিনি এই সমস্ত সম্মান ও গৌরবের যোগ্য হলেন; আরও, শাস্ত্র আমাদের নিশ্চিত করে যে, এসমস্ত কিছু ভাবীকালে আমাদের বেলায়ও সিদ্ধিলাভ করবে। কেননা, সেই মানুষ তত মহৎ মঙ্গলদানগুলোর অধিকারী হতেন না যদি তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোজনের অধিকারী না হতেন; আমরাও সেই ভাবী বিষয়গুলোরও প্রত্যাশী হতাম না যদি, যে ঐশ্বরিক স্বরূপ দাসের রূপ পরিধান করেছিলেন, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ তাঁকে সেই সমস্ত মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করতে ও সেগুলোর উপভোগ আমাদের কাছে প্রসারিত করতে সম্মত না হতেন।

১৩। এসমস্ত কিছুর জন্য এসো, সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য ও সেই দু’টোর সংযোজনের কথা পবিত্র পুস্তকগুলো থেকে শিখে নিই, এবং, এসো, এই তত্ত্ব আঁকড়ে ধরি ও এই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করি: যিনি ধারণ করলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও একমাত্র জনিত পুত্র; কিন্তু যাঁকে ধারণ করা হল তিনি ছিলেন দাসের রূপ অর্থাৎ মানুষ। আরও, ঈশ্বর আমাদের মানবজাতির যা উৎকৃষ্টতম তা ধারণ করলেন: তাতে তাঁকেই ধারণ করা হল যাতে তিনি, নিজের উৎকৃষ্টতায় থাকতেই, আমাদের উপরে তাঁর অনুগ্রহের সহভাগিতা মঞ্জুর করেন। আমাদের সেই অবিচ্ছেদ্য সংযোজনের কথাও মনে রাখা উচিত যার মধ্য দিয়ে দাসের সেই রূপ কখনই ও কোনও অবস্থাতেও সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না যা সেই রূপকে পরিধান পরল। স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য সেই সিদ্ধ সংযোজন বাতিল করে না, সেই সিদ্ধ সংযোজনও স্বরূপ দু’টোর পার্থক্য ধ্বংস করে না, কিন্তু স্বরূপ দু’টো পৃথক হয়েও নিজ নিজ সত্তায় বসবাস করে, ও তাদের সংযোজন আবশ্যকীভাবে বসবাস করে, কারণ যে স্বরূপ ধারণ করা হল তা সম্মান ও গৌরবে সেই স্বরূপেরই সঙ্গে যুক্ত যা ধারণ করেছিলেন, কেননা ঠিক এজন্যই ঈশ্বর তাঁকে ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন।

খ্রিষ্টের স্বরূপ দু’টো (ঐশ্বরিক ও মানব স্বরূপ), কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অনন্য

১৪। যেহেতু আমরা ‘দু’টো স্বরূপ’ বলি, সেজন্য যে আমরা দু’টো প্রভু ও দু’টো পুত্র বলতে বাধ্য এমন নয়; তেমনটা করা চরম উন্মাদনাই হত। যে সমস্ত বিষয় এক দিকে দু’টো ও অন্য দিক দিয়ে এক, যে সংযোজন দ্বারা সেগুলো এক, তাদের সেই সংযোজন সেই স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য বাতিল করে না, ও স্বরূপ দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য সেগুলোকে এক হওয়াতে বাধা দেয় না। সেই অনুসারে, *আমি এবং পিতা, আমরা এক* (১৮) বচনে সেই ‘এক’ শব্দটা এমনটা বাতিল করে না যে, ‘আমি এবং পিতা’ দু’জন। অন্য একটা পদে তিনি স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কে বললেন, *তারা আর দু’জন নয়, কিন্তু এক-মাংস* (১৯)। স্বামী ও স্ত্রী যে এক-মাংস, এ থেকে এমনটা দাঁড়ায় না যে তারা দু’জন নয়। এমনকি তারা দু’জন হয়ে থাকবে কারণ তারা দু’জন, কিন্তু তারা এক, কারণ তারা এক, দু’জন নয়। একইভাবে এখানে: স্বরূপে তাঁরা দুই, ও সংযোজন

গুণে তাঁরা এক; তাঁরা স্বরূপে দুই, কারণ স্বরূপ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্য মহৎ; তাঁরা সংযোজন গুণে এক, কারণ যাঁকে ধারণ করা হল, তাঁকে যে আরাধনা নিবেদিত হয়, এই আরাধনা সেই আরাধনা থেকে আলাদা নয় যা তাঁকে নিবেদিত হয় যিনি ধারণ করলেন; কেননা যাঁকে ধারণ করা হল তিনি হলেন সেই পবিত্রধাম যা থেকে, যিনি সেটার মধ্যে বসবাস করেন, তিনি চলে যেতে পারেন না।

১৫। কিন্তু, এই যে সবকিছু যা 'দুই' সম্পর্কে বলা হয়, তা তখনই 'দুই' নামটা গ্রহণ করে যখন সেই দু'টোর একটা তাতেই রূপান্তরিত না হয় যা দুই সংখ্যা গ্রহণ করে। যেমনটা হল শাস্ত্রের সেই বচন যেখানে চারটা পশু উল্লিখিত: একটা সিংহ, একটা ভালুক, একটা চিতাবাঘ, ও আরও বেশি ভয়ঙ্কর একটা পশু (২০)। শাস্ত্র বলল 'চার', কারণ সেগুলোর এক একটা নিজ নিজ স্বরূপে পশু। একইপ্রকারে এই বচনটা প্রযোজ্য, *দু'জনের সাক্ষ্য যথার্থ সাক্ষ্য* (২১), কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই স্বরূপে তা, তাঁর সঙ্গী যা। একইপ্রকারে এই বচন লক্ষণীয়, *দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়* (২২), কারণ যে কেউ সেইভাবেই ধনের সেবায় থাকে যেভাবে ঈশ্বরের সেবায় থাকে, তার পক্ষে উভয়ই মনিব। আমাদের ক্ষেত্রেও একই রকম: তাঁরা এক একজন যদি স্বরূপে পুত্র ও প্রভু হতেন, তাহলে ব্যক্তিদের সংখ্যা অনুসারে আমাদের পক্ষে দু'জন পুত্র ও দু'জন প্রভু বলা সম্ভব হত, কিন্তু যখন একজন স্বরূপে পুত্র ও প্রভু, ও অন্যজন স্বরূপে পুত্রও নন, প্রভুও নন, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, যাঁকে ধারণ করা হল, তিনি এই নাম দু'টো সেই একমাত্র জনিত বাণী-ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোজন গুণেই গ্রহণ করলেন, ও সেই অনুসারে আমরা স্বীকার করি, একজনমাত্র পুত্র আছেন; এবং আমরা এটা মেনে নিই যে, যিনি প্রকৃত পুত্র ও প্রভু, তিনিই স্বরূপে এ নাম দু'টোর অধিকারী, ও আমাদের মনে সেই পবিত্রধাম যোগ করি যেখানে তিনি বসবাস করেন ও সবসময় ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে থাকবেন তাঁরই সঙ্গে সেই অবিচ্ছেদ্য সংযোজন গুণে, ও সেই সংযোজনের জোরে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি পুত্র ও প্রভু।

১৬। কিন্তু অন্য ক'টা পদে শাস্ত্র তাঁকে 'পুত্র' বলে যাঁকে ধারণ করা হল; এটা দেখা যাবে যে, তিনি পুত্র বলে অভিহিত সেই সিদ্ধ সংযোজনের জোরে যা তিনি তাঁরই সঙ্গে রাখলেন যিনি তাঁকে ধারণ করলেন। যখন শাস্ত্র বলে, *তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে,*

যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত (২৩), তখন এটা স্পষ্ট যে, শাস্ত্র এখানে তাঁকেই পুত্র বলে যিনি মাংস অনুসারে ছিলেন দাউদ-বংশের, যিনি বাণী-ঈশ্বর তাঁকে নয়, কিন্তু সেই দাসের রূপকেই পুত্র বলে যা ধারণ করা হল। কেননা যিনি ঈশ্বর তিনিই যে মাংস হলেন তা নয়, ও যিনি ঈশ্বর তিনিই যে দাউদ-বংশে সঞ্জাত হলেন তাও নয়, কিন্তু যে মানুষকে আমাদের জন্য ধারণ করা হল, তাঁকেই ধন্য পল স্পষ্টভাবে পুত্র বলেন। আমরা তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করি ও তাঁকে সেই নাম দিই; এমনি তাঁর খাতিরে শুধু নয়, কিন্তু সেই সংযোজনের কারণে যা তিনি সত্যকার পুত্রের সঙ্গে রাখতেন।

খ্রিষ্ট যে রূপ ধারণ করলেন, তাঁর সেই রূপে গোটা ত্রিত্ব বিদ্যমান

১৭। এই অর্থেই আমাদের প্রভু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন যখন বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (২৪)। এই পরম্পরাগত শিক্ষার প্রতি আমরা এইভাবে সম্মান দেখাই: আমরা যেমন ঐশ্বরিক স্বরূপকে পিতা, ও পিতা ঈশ্বর থেকে [বের হওয়া] ঐশ্বরিক স্বরূপকে পবিত্র আত্মা বলি, তেমনি সেই একমাত্র জনিতজনের ঐশ্বরিক স্বরূপকে পুত্র বলি; কিন্তু ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ক এই জ্ঞানে আমরা সেই মানুষকে যোগ করি যাঁকে ধারণ করা হল ও যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলাম, সেই যে ঐশ্বরিক স্বরূপ ক্ষেত্রে তিনি হলেন মানবস্বরূপ-ধারণকারী, সেই যে ঐশ্বরিক স্বরূপ হলেন বাণী-ঈশ্বর, ও তাঁর পিতা ও পবিত্র আত্মা। লেখা রয়েছে, *যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই এই সমস্ত কাজ সাধন করেন* (২৫); এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এটা লেখা আছে যে, তিনি কপোতের মত নেমে এলেন ও তাঁর উপর থাকলেন (২৬)। কেননা, যেমন পিতাকে পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, পুত্রকেও পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, *কেননা আমি আমার পিতাতে আছি ও আমার পিতা আমাতে আছেন* (২৭)। শাস্ত্র বলে, *বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (২৮), যাতে আমাদের দেখানো হয় যে, পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সবসময় ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন সেইভাবে যেভাবে, যতদিন আমরা

বেঁচে আছি ও মানুষ হয়ে আছি, ততদিন ধরে আমাদের প্রাণ আমাদের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব, ধারণ করা দাসের এই রূপে আবশ্যকীয়ভাবেই সেই পুত্র ছিলেন, এবং পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতাও ছিলেন।

১৮। কেননা, যখন সকল মানুষ সম্পর্কে তিনি বললেন, ‘যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করে, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব’, ও এটাও বললেন, *আমি ও আমার পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (২৯), তখন তুমি কেন এতে বিস্মিত হও যে মাংসে আগত সেই খ্রিষ্ট প্রভুতে পুত্রের সঙ্গে পিতা ও পবিত্র আত্মাও আছেন? তাই, যেমন যখন আমরা বলি ‘পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা’, তখন আমরা সেই ঈশ্বরত্বের নাম উল্লেখ করি যাঁর মধ্যে আমাদের দীক্ষিত হতে হয় ও যাঁর মধ্যে আমাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, তেমনি যখন আমরা ‘পুত্র’ বলি, তখন একমাত্র জনিতজনের ঐশ্বরিক স্বরূপ নির্দেশ করি ও সেইসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সেই মানুষকে মনে মনে সন্নিবিষ্ট করি যাঁকে আমাদের জন্য ধারণ করা হল ও যাঁর মধ্যে বাণী-ঈশ্বর প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিলেন ও যাঁর মধ্যে তিনি এখন বিরাজমান, যদিও পিতা ও পবিত্র আত্মা তাঁর থেকে দূরে নন, কারণ যাঁর স্বরূপ এক, অশরীরী ও অসীম, সেই ত্রিত্ব বিচ্ছেদ্য নন। আমরা এসমস্ত কিছু পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিখেছি, ও সেইমতই আমাদের ভাবা ও বিশ্বাস করা উচিত।

যেহেতু যা বলা হয়েছে তার মাত্রা যথেষ্ট, সেইজন্য এসো, আমাদের আলোচনায় পিতা ঈশ্বর, একমাত্র জনিত পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব যোগ করি, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৮ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) Communicatio idiomatum (কম্মুনিকাতিও ইদিওমাতুম) বলে অভিহিত ধর্মতাত্ত্বিক নিয়ম, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বিনিময়-নিয়ম অবলম্বন করে পোপ লিও ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু ও সমাধি বিষয়ে কথা বলতে পারেন; অর্থাৎ, সেই নিয়ম অনুসারে, ঈশ্বর বলে যাঁর বিষয়ে মৃত্যু ও সমাধি শব্দ আরোপণীয় নয়, পোপ লিও সেই ঈশ্বরের পুত্রের উপর মানবীয় মৃত্যু ও সমাধি আরোপ করেন।

(২) মথি ২২:৪২ দ্রঃ।

(৩) মথি ১:১ দ্রঃ।

(৪) মথি ২২:৪৩-৪৫ দ্রঃ।

(৫) যোহন ৮:১৯।

(৬) যোহন ১৪:৯।

(৭) যোহন ১৬:২৫।

(৮) যোহন ১৬:২৪।

(৯) যোহন ১৬:১২-১৩।

(১০) যোহন ২:১৯, ২১ দ্রঃ।

(১১) হিব্রু ২:১০ দ্রঃ।

(১২) হিব্রু ২:৫-৯।

(১৩) হিব্রু ২:৯ দ্রঃ।

(১৪) হিব্রু ২:১০ দ্রঃ।

(১৫) রো ৯:৫।

(১৬) যোহন ৬:৬২।

(১৭) যোহন ৩:১৩ দ্রঃ।

(১৮) যোহন ১:৩০।

(১৯) মথি ১৯:৬।

(২০) দা ৭:৪ দ্রঃ।

(২১) যোহন ৮:১৭।

(২২) মথি ৬:২৪।

(২৩) রো ১:৩।

(২৪) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(২৫) যোহন ১৪:১০ দ্রঃ।

(২৬) যোহন ১:৩২ দ্রঃ।

(২৭) যোহন ১৭:২১ দ্রঃ।

(২৮) ১ করি ২:১১।

(২৯) যোহন ১৪:২১, ২৩ দ্রঃ।

৯ম কাতেখেসিস

কাতেখেসিসটা বিশ্বাস-সূত্রের পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র ব্যাখ্যা করে ও এক্ষেত্রে ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খন্ডন করে।

১-২: সেই পরিস্থিতি, যার ফলে বিশ্বাস-সূত্রে ‘এবং পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’ সূত্রটা সন্নিবেশ করা হয়েছিল।
৩-৪: পবিত্র আত্মার ঐশ্বরিক স্বরূপ ত্রিত্বকে-আহ্বান দ্বারা চিহ্নিত।
৫-৭: পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্মে অর্জিত সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ।
৮: যেমন বহু আত্মা আছে,
৯-১০: তেমনি বহু জীব আছে, কিন্তু ‘আত্মা’ নামটা কেবল পবিত্র আত্মারই প্রকৃত ব্যক্তিগত নাম, সেইভাবে যেভাবে ঈশ্বরের সমস্ত নামের মধ্যে ‘আছি’ হল তাঁর প্রথম নাম (যাত্রা ৩:১৪ দ্রঃ);
১১-১৩: পবিত্র আত্মা ‘পবিত্র’, এবং পিতা ও পুত্র যেমন অনন্তকালীন স্বরূপের অধিকারী, পবিত্র আত্মাও তেমনি ঠিক তাই।
১৪-১৮: তাই, যে ভ্রান্তমতপন্থীরা পবিত্র আত্মাকে একটা দাস ও সৃষ্টজীব মাত্র বলে গণ্য করত, তারা ঈশ্বরনিন্দা করত; সেজন্য নিকেয়া ও কনস্তান্তিনোপলিসের পিতৃগণ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে তাদেরই বিপক্ষে এটা জারি করলেন যে, পিতা ও পুত্রের মত পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর: সেই পিতা ও পুত্র যেমন অনন্য, তেমনি তিনিও অনন্য, তাঁদের মত অনন্তকালীন, তাঁদের মত স্বরূপে পবিত্র, কেননা অসৃষ্ট ঈশ্বরত্ব ও সবকিছুর আদিকারণ সেই পবিত্র আত্মা ঠিক তাই।

পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সূত্র

১। তোমাদের কাছে যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে তোমরা এমনটা শুনেছ, কেমন করে আমাদের ধন্য পিতৃগণ পিতা ও পুত্র সম্পর্কে পবিত্র পুস্তকগুলোর পরম্পরাগত শিক্ষার সঙ্গে মিল রেখে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মনুষ্যত্ব-ব্যবস্থার কথাও উপেক্ষা না ক’রে, আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। এবার এসো, এসমস্ত কিছুর পরে যা লেখা রয়েছে, তা উপস্থাপন করি। বিষয়টা এখন হল পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সেই সূত্র, যা, যাঁরা সেই বিস্ময়কর সিনোদোস উপলক্ষে সমস্ত অঞ্চল থেকে নিকেয়া শহরে সমবেত

হয়েছিলেন, আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণ সহজভাবে ও বিস্তারিত না ক’রে উপস্থাপন করলেন; সূত্রটা এ, ‘এবং পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’। তাঁরা মনে করলেন, সেই কালের কানের জন্য এটা যথেষ্ট হবে। তাঁদের পরে যাঁরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে একটা পূর্ণ শিক্ষা আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন, তাঁরা ছিলেন সেই পশ্চিমা বিশপগণ যাঁরা এই দেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়া আরিউসপন্থীদের নির্যাতনের কারণে এই পূর্বাঞ্চলে আসতে না পেরে নিজেদের মধ্যে একটা সিনোদোসে সমবেত হলেন। এবং, পরবর্তীকালে যখন ঐশঅনুগ্রহ সেই নির্যাতন বন্ধ করে দিল, তখন প্রাচ্য বিশপগণ সেই পশ্চিমা সিনোদোসের বিশপদের সম্প্রদান করা তত্ত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন, তাঁদের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে একমত হলেন, ও তাঁরা যা বলেছিলেন তাতে নিজেদের সম্মতি দানে তাঁদের সঙ্গে নিজেদের সমভাব দেখালেন (১)। কিন্তু, ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সংযোজিত সেই পরিশিষ্টের কারণটা সেই ধন্য পিতৃগণ দ্বারাই প্রদান করা হয়েছিল যাঁরা গোটা জগৎ থেকে নিকেয়া শহরে এই প্রথম মহাসভায় সমবেত হয়েছিলেন।

২। যে কারণে আমাদের ধন্য পিতৃগণ পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা পরবর্তীকালে বলা হয়েছিল তা [নিকেয়া মহসভার সময়ে] অপূর্ণাঙ্গভাবে ভাবে আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন, সেই কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এবং কারণটা এটাই যে, সেই সময়ে সেই ভক্তিহীন আরিউস জেগে উঠেছিল যে প্রথম হয়ে ঈশ্বরের পুত্রের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা বলল ও অনিষ্টকর ভাবে এটা ঘোষণা করত যে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র ও বাণী-ঈশ্বর যিনি তিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন ও শূন্য থেকে নির্মিত হয়েছিলেন। এই কারণের জন্য আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমবেত হলেন ও বিস্ময়কর মহাসভা অনুষ্ঠিত করলেন। তাঁদের সম্মেলনের জন্য সময় অনুকূল ছিল, কেননা ঈশ্বরপ্রেমিক ও ধন্য [রোম সম্রাট] কনস্তান্তিনুস তেমন বিষয়ে তাঁদের উদ্দীপিত করলেন যাতে ভ্রান্তমতপন্থীদের অভক্তি ধ্বংস করা হয় ও মণ্ডলীর বিশ্বাস দৃঢ় করে তোলা হয়। এটাই সেই কারণ যার জন্য তাঁরা, পুত্র সংক্রান্ত তত্ত্বে, আরিউসের ভ্রান্তমত ধ্বংসের লক্ষ্যে ও ঈশ্বরের মণ্ডলীর যথার্থ বিশ্বাস দৃঢ় করার লক্ষ্যে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত সূত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু পবিত্র আত্মা ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন কিছুই করলেন না, কারণ সেই সময় পবিত্র আত্মা

বিষয়ে ভ্রান্তমতপন্থীরা তখনও কোন সমস্যা উত্থাপন করেনি। তাঁরা মনে করলেন, সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাসের যথার্থ স্বীকারের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষার সঙ্গে মিল রেখে [পবিত্র] আত্মার নাম শিক্ষায় স্থান দেওয়া হবে, ও সকলকে এটা শেখানো হবে যে, বিশ্বাস-স্বীকারে ও বিশ্বাস-সূত্রে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মার নামও উচ্চারণ করা হবে; এবং এটাও শেখানো হবে যে, ভক্তপ্রাণ হওয়া সম্ভব নয়, যদি না পিতা ও পুত্রের পাশাপাশি ‘পবিত্র আত্মা’ নামও উচ্চারণ ও স্বীকার করা না হয় ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করা না হয়। এটাই সেই সত্য যা তাঁদের সূত্রটা শেখায় তথা, ‘এবং পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’।

৩। কারণ যাঁরা কোন সৃষ্টবস্তুর কথা কখনও মেনে নেননি, তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস-সূত্রে ও বিশ্বাস-স্বীকারে তত যত্ন সহকারে পিতা ও পুত্রের পাশাপাশি পবিত্র আত্মার কথা স্থান দিতেন না যদি-না এই বিশ্বাস-স্বীকারের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টবস্তুকে অসৃষ্ট স্বরূপ থেকে পৃথক রাখতে ইচ্ছা না করতেন। তাই এটা উপযোগী ছিল যে, পিতা ও পুত্রের পাশাপাশি [পবিত্র] আত্মাকে নাম ধরে উল্লেখ করা হয় ও স্বীকার করা হয়, কেননা তিনিও সেই অসৃষ্ট স্বরূপ থেকে উদ্গত যা অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ, ও সমস্ত সৃষ্টবস্তু বাদে যাঁর আরাধনা দেয়। ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকার এবিষয়ে সাক্ষী, কেননা এটা সত্যিই উপযোগী যে, একজন ব্যক্তি সৃষ্ট কোন স্বরূপে নয় কিন্তু সেই ঐশ্বরিক ও অসৃষ্ট স্বরূপেই বিশ্বাস-স্বীকার করবে; আমাদের ধন্য পিতৃগণ যে একেবারে নতুন কিছু ভাবলেন ও লিপিবদ্ধ করলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁরা আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা স্পষ্ট ভাবে অনুসরণ করলেন যিনি আপন শিষ্যদের কাছে এ বলে তা সম্প্রদান করলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (২)। এটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের নিখিল সৃষ্টির শিক্ষাগুরু করলেন ও সকল মানুষকে সেই বহুঈশ্বরবাদ থেকে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করলেন যা তারা আগে আঁকড়ে ধরছিল যখন সৃষ্টবস্তুদের উপর ঈশ্বর নাম আরোপ করত ও এমন প্রকৃতির প্রতি সম্মান দিত যেগুলো সম্মানের যোগ্য নয়; এবং তিনি এটাও আদেশ করলেন যেন তাঁরা কেবল সেই ঐশ্বরিক স্বরূপকে যথার্থ উপাসনা নিবেদন করেন যে-স্বরূপ অনন্তকালীন,

অনির্মিত ও সবকিছুর আদিকারণ। তেমন নাম উচ্চরণেই আমাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, এবং তেমন বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা সেই অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হওয়ার প্রতীক্ষায় আছি। বাপ্তিস্ম লগ্নে আমরা এমন বস্তুর নাম উল্লেখ করতাম না যা সেই মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ নয় যা পাব বলে প্রত্যাশা করি। আমরা তাঁর নাম উল্লেখ করি কারণ আমরা জানি তিনি সেই স্বর্গীয় ও অবিনশ্বর মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করার অধিকার রাখেন যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্ম-দানটা গ্রহণ করি।

৪। একইভাবে, যেমন পিতর বললেন, *নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিস্টের নামে, ওঠ ও হেঁটে বেড়াও* (৩) এবং তিনি যেমন এটা দেখালেন যে খ্রিষ্টই ছিলেন সেই খোঁড়া মানুষের নিরাময়ের কারণ, তেমনি যেখানে যিশু আজ্ঞা করলেন, ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও’, সেখানে তিনি এটা স্পষ্ট দেখালেন যে, বাপ্তিস্ম-লগ্নে উচ্চারিত এই নামত্রয়ই হল সেই সমস্ত মঙ্গলদানের কারণ যা আমরা পাব বলে প্রত্যাশা করি। কেননা ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বলাটা এমনি একটা বলা নয়, বরং এমন ঘোষণা করা যে, সেই নামত্রয় থেকে আমরা ভাবী মঙ্গলদান উপভোগ করার প্রত্যাশা পাই। নবীর উচ্চারিত বচনটা সেইরূপ, *তোমার পাশে আমরা কোন প্রভু জানি না। আমরা কেবল তোমারই নাম করি* (৪)। নবী এখানে এটা দেখান যে, যিনি সত্যিই প্রভু, তাঁকে ছাড়া তারা অন্য প্রভুকে স্বীকার করত না, কোন প্রভুর নামও উচ্চারণ করত না। আরও, *আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দিই তোমারই নামগুণে* (৫); আরও, *তোমার নামে তার শিঙ উন্নীত হবে* (৬), যাতে দেখানো হয় যে, তারা তাঁর নাম গুণেই তাদের শত্রুদের উপর জয়ী হল; এবং অন্য একটা সাম বলে, *আমি করব প্রভুর নাম* (৭), যার অর্থ হল, আমি বিশ্বাস করেছি, প্রভু আমার পক্ষে, ও আমার জন্য তিনিই হলেন সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ।

৫। এবং এখানেও একই কথা রয়েছে: তিনি ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বলেন যাতে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছ থেকে এটা শিখে নেন যে, সকল জাতি নিজেদের মঙ্গলদানগুলোর কারণ বলে তাঁরই নামের দিকে চেয়ে দেখছিল, কারণ যে স্বরূপ, ‘পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা’ বলে অভিহিত ও যাতে আমাদের বাপ্তিস্ম হয়, সেই স্বরূপ সত্যিই সেই প্রভু যিনি আমাদের সেই প্রত্যাশিত স্বর্গীয় বিষয়গুলো দিতে পারেন, ও যেগুলো

পাবার প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের দিকে এগিয়ে চলি। এবং ঠিক যেমন তিনি আমাদের কাতেখেসিসে ও বাপ্তিস্মে পিতার নাম উচ্চারণ করতে আদেশ দিলেন কারণ তিনিই সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ যা অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ, ও তিনিই বাপ্তিস্মে প্রতিশ্রুত মঙ্গলদানগুলো আমাদের উপরে মঞ্জুর করতে পারেন; এবং যেহেতু তিনি আমাদের সেই পুত্র-নামটাও উচ্চারণ করতে আদেশ করলেন, কারণ তিনি সমস্বরূপের অধিকারী ও সেই একই মঙ্গলদানগুলো আমাদের উপরে মঞ্জুর করতে পারেন, সেজন্য এটা স্পষ্ট যে, তিনি এই একই কারণে পিতা ও পুত্রের পাশেপাশে পবিত্র আত্মা-নামটাও উচ্চারণ করলেন, তথা, কারণ তিনি সেই একই স্বরূপের অধিকারী সেই যে স্বরূপ অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ, ও 'প্রভু ও ঈশ্বর' নাম যাঁর দেয়।

৬। তিনি যদি এই বিশ্বাস-স্বীকারে সৃষ্ট ও অসৃষ্ট স্বরূপ সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের প্রদান করতে ইচ্ছা করতেন, তবে আমাদের এটা মেনে নিতে হত যে, তিনি সেই অসংখ্য সৃষ্ট স্বরূপের নাম অর্থাৎ সবকিছুরই নাম উল্লেখ করতে অবহেলা করলেন। কিন্তু যে কেউ সুস্থ মনের অধিকারী, সে তেমন কথা কখনও ভাববে না। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের প্রভু আমাদের কাছে ঈশ্বর-জ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা সম্প্রদান করছিলেন ও বিশ্বাস-স্বীকারের সেই নামত্রয় শেখাচ্ছিলেন যা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের বেলায় উপযোগী যার মধ্যে আমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে ও যা আমাদের কাছে ভাবী মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করতে সক্ষম। সেই অনুসারে আমরা আদেশ করেছি যেন ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ হিসাবে ঐশ্বরিক স্বরূপের নাম ছাড়া অন্য নাম না খুঁজে বেড়াই, কেননা সেই নামই অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ। তাই, এটা স্পষ্ট যে, তিনি পিতা ও পুত্রের পাশেপাশে [পবিত্র] আত্মার নাম উল্লেখ করতেন না যদি তাঁরা এমন এক-ঐশ্বরিক-স্বরূপ না হতেন যা অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ ও 'প্রভু ও ঈশ্বর' নাম যার সত্যিকারে দেয়, ও যার অনুগ্রহ দ্বারা আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোরও সহভাগী হব। আমাদের ধন্য পিতৃগণ এসব কিছুই বুঝছিলেন, এজন্য, তাঁরা 'এবং পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]' বললেন যেন একথা জ্ঞাত হয় যে, তাঁরা আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসরণ করছিলেন; এবং আমাদের প্রভু যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও সেইভাবে সবাইকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মারও নাম উচ্চারণ করতে

শেখালেন, কারণ পুত্রের মত তিনিও পিতার একই ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, সেই যে স্বরূপে আমাদের বিশ্বাস করা দরকার ও যাঁকে উপাসনা করা দরকার যেহেতু সেই ঐশ্বরিক স্বরূপই হলেন ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ।

৭। কিন্তু তাঁরা সূত্রটা সহজ ও অবিস্তারিত অবস্থায় রাখলেন, কারণ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা তখনও কোন সমস্যা উত্থাপন করা হয়নি; এবং তাঁরা ভাবলেন, ‘আত্মা’ নামের আগে ‘পবিত্র’ শব্দটাকে স্থান দেওয়া, আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে, তাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে যারা সত্যকে উপাসনা করে। আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে আমাদের ধন্য পিতৃগণের ব্যবহৃত সূত্র সদিচ্ছার মানুষদের কাছে সত্যিই উপযোগী ছিল। কারণ বিশ্বাস-শিক্ষাগুরু বলে যে তাঁরাই শেখাবেন ঐশ্বরিক স্বরূপ বিষয়ে আমাদের কেমন ধারণা পোষণ করা উচিত এমন নয়; যাঁরা ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে শিখিয়েছিলেন যাতে করে আমরা তাঁকে আপন পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী বলে বিশ্বাস করি, তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস-স্বীকারে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে একটা শব্দও যোগ করতেন না যদি না জানতেন যে, তিনিও পিতা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী।

৮। ‘পবিত্র আত্মা’: এই নাম উল্লেখ করাটাই তাঁর স্বরূপকে প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল, সেইভাবে যেভাবে আমাদের শেখায় সেই ঐশশাস্ত্র যা অবশ্যই তাঁকে এই নামে অভিহিত করত না যদি তিনি ঐশ্বরিক স্বরূপে অধিকারী না হতেন। প্রকৃতপক্ষে, বেশ ক’টা জিনিস রয়েছে যা পবিত্র শাস্ত্রে ‘আত্মা’ শব্দ দ্বারা নির্দেশিত: স্বর্গদূতেরা তা-ই অভিহিত, *তিনি আপন দূতগণকে আত্মা করেলন* (৮); আমাদের প্রাণ সম্পর্কেও লেখা আছে, *তার প্রাণবায়ু বের হলেই সে তো ফিরে যায় মাটিগর্ভে* (৯); ও সেইমত বাতাস [তথা আত্মা] সম্পর্কে লেখা রয়েছে, *তিনি আত্মাগুলো বহালে জল প্রবাহিত হয়* (১০)। একইভাবে, দৃশ্য বস্তুগুলোর তুলনায় যা কিছু এমন সূক্ষ্ম প্রকৃতির অধিকারী যা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না ও স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নয়, আমরা সেই সব কিছু ‘আত্মা’ বলি।

‘আত্মা’ শব্দের নানা অর্থ

৯। যা কিছু আমাদের সাধারণ ভাষায় আত্মা বলে অভিহিত, সেই বস্তুগুলো বহুসংখ্যক হলেও, তবু, পবিত্র শাস্ত্র যেভাবে আমাদের শিখিয়ে দেয়, সেই অনুসারে ‘আত্মা’ শব্দটা স্বতন্ত্র ভাবে সেই ঈশ্বরত্বকেই নির্দেশ করে যা অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ হতে পারে না। পবিত্র শাস্ত্র এতে সাক্ষ্য দেয় যে, তা আত্মা বলে অভিহিত ও প্রকৃতপক্ষেই তা। এজন্যই, যে শামারীয় স্ত্রীলোক মনে করছিল, ঈশ্বরকে বিশেষ এক স্থানে উপাসনা করা হত, ইহুদীদের বিরুদ্ধে তর্কাতর্কি করছিল, ও জিজ্ঞাসা করছিল উপাসনার উপযুক্ত স্থান ছিল গারিজিম পর্বত নাকি যেরুশালেম, আমাদের প্রভু তাকে বললেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়* (১১); যার অর্থ এ: ঈশ্বর এস্থানের চেয়ে ওস্থানেই আরও বেশি থাকতে পারেন এটাই বিশ্বাস ক’রে তোমরা মহৎ ভ্রান্তিতে রয়েছ। অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ না হওয়ায় ঈশ্বর একস্থানে সীমাবদ্ধ নন, তিনি বরং সমানভাবে সর্বস্থানে বিদ্যমান। সুযোগ্য ও উপযোগী উপাসনা এ দ্বারাই চিহ্নিত যে, মানুষ উপাসনা করবে এটা বিশ্বাস ক’রে যে, ঈশ্বর অশরীরী ও অসীম; এবং শুচি বিবেকে তাঁকে সম্মান করবে এটা ভেবে যে, তিনি কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন ও গণ্ডিবদ্ধ নন।

১০। যেমন বহু সৃষ্টজীব রয়েছে যেগুলো ‘আছি’ নাম বহন করে, তেমনি, যা কিছু শূন্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তা সেই নাম বহন করে কারণ সেগুলো ‘আছে’, যখন ধন্য মোশি ঈশ্বরকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঈশ্বর উত্তরে বলেছিলেন, *আমি সেই আছি যিনি আছি; এ আমার নাম চিরকালের মত; আর এটিই পুরুষে পুরুষে হবে আমার স্মৃতিচিহ্ন* (১২)। এতে তিনি এমনটা বলতে ইচ্ছা করছিলেন না যে, যা ‘আমি সেই আছি’ সেটা ছাড়া অন্য কিছু নেই, কিন্তু এটাই বলতে চাচ্ছিলেন যে, ‘আমি সেই আছি’ নামটা বিশেষভাবে তাঁরই উপযোগী নাম; তিনি যে একসময় ‘আমি সেই আছি’ ছিলেন ও একসময় ‘আমি সেই আছি’ ছিলেন না, তা নয়, কিন্তু তিনি অনন্তকালীন ভাবে ও সততই ‘আমি সেই আছি’। একইপ্রকারে, বহু জিনিস রয়েছে যা ‘আত্মা’ নাম বহন করে, কিন্তু ’আত্মা’ শব্দটা বিশেষভাবে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপকে নির্দেশ করে ও বিশেষভাবে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপকে দেয় যাঁ সত্যিকারে অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নন।

‘পবিত্র আত্মা’ শব্দের বিশেষ অর্থ

১১। অতএব, যদি এটা ধরে নেওয়া সম্ভব হত যে, যখন শাস্ত্র ‘পবিত্র আত্মা’ বলে, তখন তা সাধারণ অর্থে বলে ও সেই শ্রোতাদের মনে দ্ব্যর্থতা নিক্ষেপ করে যারা ‘পবিত্র আত্মা’ নামটা উচ্চারিত হলে মনে করতে ও বলতে পারে, ‘শাস্ত্রের শেখানো সঠিক অর্থ কি? কেননা নামটা সেই অন্যান্য বস্তুর বেলায়ও আরোপিত যেগুলো আত্মা বলে অভিহিত’; তবে ব্যাপারটা ঠিক সেই ব্যাপারের মত হত যা সেই ‘আমি সেই আছি’ সংক্রান্ত যা পবিত্র শাস্ত্র ঈশ্বরে আরোপিত করে যেহেতু আমরা বুঝতে পারতাম না, নামটা প্রকৃতপক্ষে কাকে আরোপিত, যেহেতু বহু কিছু রয়েছে যা ‘আমি সেই আছি’ শব্দ দ্বারা নির্দেশিত, ও এমনটা জানা যায় না নামটা মানুষকে বা অন্য সৃষ্টবস্তু নির্দেশ করে কিনা; তাই এই সাধারণ নামের পক্ষে এমন সংযোজন প্রয়োজন হত যা দ্বারা যে কেউ সেই নামে অভিহিত তাকে অন্যান্যদের মধ্য থেকে পৃথক করা হয়। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে এই ভাবে ধারণা করি না: যখন তাঁকে ‘আমি সেই আছি’ অভিহিত করি তখনও নয়, ও যখন তাঁকে ‘আত্মা’ বলে অভিহিত করি, তখনও নয়, কারণ যখন আমরা তাঁকে ‘আমি সেই আছি’ বলে অভিহিত করি, তখন আমরা বুঝি, তিনিই সত্যিকারে সেই একমাত্র ‘আছেন’, ও যখন তাঁকে ‘আত্মা’ বলে অভিহিত করি, তখন তিনিই সত্যিকারে একমাত্র ‘আত্মা’।

১২। এখন এটাই একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কেও আলোচনা করব ও দেখব শাস্ত্র তখনই কোন্ ধরনের ‘আত্মা’ নির্দেশ করে যখন বলে, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’। তত উন্মাদ এমন কেউ নেই যে মনে করবে, বচনটা আলোচনা দাবি রাখে, কারণ এটা জানা কথা যে, ঐশশাস্ত্র সাধারণত এ নাম দ্বারা কেবল একজনকে নির্দেশ করে যাঁর নাম সর্বস্থানেই পিতা ও পুত্রের সঙ্গে উল্লেখ করে, সেইভাবে যেভাবে তাঁর নাম তখনই উল্লেখ করল যখন বাপ্তিস্ম পরম্পরা আমাদের কাছে সম্প্রদান করা হল। যদিও সমস্ত আত্মা সাধারণ ব্যবহারে ‘আত্মা’ সাধারণ নাম ধারণ করে কারণ যে দৃশ্যগত বস্তুগুলো আমাদের কোন দৃশ্যগত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত নয়, সেই বস্তুগুলোর তুলনায় সেগুলো স্বরূপে সূক্ষ্ম, তবু ‘আত্মা’ নামটা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রধানত ঐশ্বরিক স্বরূপের বেলায় ব্যবহৃত, কেননা সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সত্যিকারে এমন আত্মা যা

অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নয়। তাই আমরা এইভাবেই সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি, এবং পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্রের পাশেপাশে, কেবল এই নামেই অভিহিত ও আমরা তাঁকে সেইঅনুসারেই স্বীকার করি, কারণ তিনি তাঁদের সঙ্গে একই স্বরূপের অধিকারী। বহু অন্য পিতা থাকলেও তবু যেমন পিতা নামটা শুনে আমরা বুঝি নামটা কেবল তাঁকেই নির্দেশ করে যিনি সেই পরাক্রমী ঈশ্বর যিনি অনন্তকালীন; এবং যেমন বহুজন পুত্র বলে অভিহিত হলেও তবু আমরা এটা ধরে রাখি যে, অনন্যই সেই পুত্র যিনি কোন না কোন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পুত্র হননি, এমন পুত্রও নন সেই পুত্রদের মত যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, মানবীয় জীবের রূপান্তরের ফলে জন্ম নিল ও তারপরেই পুত্র বলে অভিহিত; কিন্তু তিনি সত্যিই এমন পিতার অনন্য পুত্র যিনি অনন্তকালীন, ও তিনি নিজে তাঁর থেকে অনন্তকালীন ভাবে জনিত ও তাঁর সঙ্গে অনন্তকালীন ভাবে বিদ্যমান; তেমনি যখন আমরা পবিত্র আত্মা নামটা শুনি, তখন সেই জীবদের একজনের কথা ভাবি না যেগুলো আত্মা বলে অভিহিত, কিন্তু তাঁরই কথা ভাবি যিনি এই নাম দ্বারা সত্যিকারে অনন্য, অশরীরী, গণ্ডিবদ্ধ নন, ও আমরা তাঁকেই স্বীকার করি যিনি পিতা ও পুত্রের পাশাপাশি একমাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপে বিদ্যমান।

১৩। ‘পবিত্র’ সংযোজনটাও সেই একই অর্থ বহন করে যা ‘আত্মা’ শব্দটা বহন করে। কেননা বহুজন রয়েছে যারা পবিত্র বলে অভিহিত, যেমন, *তিনি যখন পিতার ও পবিত্র দূতবাহিনীর গৌরবে আসবেন* (১৩); এবং যদিও বহু বস্তু রয়েছে যেগুলো এই পবিত্রতা-নির্দেশক নাম বহন করে, যেমন ‘*পরাৎপরের তাঁবু পবিত্র*’ (১৪), তবু এগুলো সাধারণ ব্যবহারেই মাত্র পবিত্র বলে অভিহিত কারণ নিজ নিজ পবিত্রতা ঈশ্বর থেকে আগত। কিন্তু যা সত্যিকারে পবিত্র, তা হল সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ, কেননা সেবিষয়ে বলা আছে, *তুমি পবিত্র ও তোমার নাম সম্মানিত* (১৫); সেই সেরাফগণও এমন গৌরবকীর্তন ক’রে যা এই ঐশ্বরিক স্বরূপেরই উপযোগী বলেন, *পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু। স্বর্গ ও মর্ত তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (১৬)। যিনি সত্যিকারে পবিত্র, তিনিই হলেন যাঁর স্বরূপ অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনশীল ও যিনি অন্যজন থেকে পবিত্রতা পাননি কিন্তু যেইভাবে ইচ্ছেই পবিত্রতা মঞ্জুর করেন। ঐশশাস্ত্র এইভাবেই পবিত্র আত্মা নামে তাঁকেই অভিহিত করে যাঁর নাম বাপ্তিস্মের সময়ে বিশ্বাস-স্বীকারে ও কাতেখেসিসে পিতা ও

পুত্রের সঙ্গে উচ্চারিত, কারণ পবিত্র আত্মা নামটা সত্যিকারে ঐশ্বরিক স্বরূপকেই দেয়। এজন্যই আমরা যখন পবিত্র আত্মা নামটা শুনি তখন এমনটা জিজ্ঞাসা করি না ‘নামটা কাকে দেওয়া হচ্ছে?’, কারণ আমরা জানি, তিনি সে-ই, যিনি স্বরূপে একাই পবিত্র, ও তাঁর স্বরূপের যেমন উপযোগী, সেইভাবে তাঁর নাম পিতা ও পুত্রের সঙ্গে উচ্চারিত।

পবিত্র আত্মা বিষয়ে নানা ভ্রান্তমত ও কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভার শিক্ষা

১৪। কেননা পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মার স্বরূপ এক। যেহেতু সদিচ্ছার মানুষ যারা তারা এসমস্ত কিছু বোঝে, সেজন্য আমাদের ধন্য পিতৃগণ তখনই পবিত্র আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন যখন তাঁকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে উপস্থাপন করলেন, কারণ এতে তাঁরা আমাদের এমন কিছু স্পষ্টভাবে শেখালেন যা সেই পরম্পরার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখে যা আমাদের প্রভু আপন শিষ্যদের কাছে তখনই সম্প্রদান করলেন যখন সেই আত্মাকে এমন নাম আরোপ করলেন যা ঐশ্বরিক স্বরূপের উপযোগী। তাই আমাদের পিতৃগণ যে বিশ্বাস-সূত্র শেখাতেন, তাঁদের পক্ষে তাঁর সেই নাম সেই বিশ্বাস-সূত্রে সন্নিবিষ্ট করা যথেষ্ট হল, কারণ যাঁর বিষয়ে কথা বলা হচ্ছিল, তাঁর স্বরূপ নির্দেশ করার জন্য সেই নাম একাই যথেষ্ট ছিল। ব্যাপারটা তেমনটা হলে, তবে কেবল দুষ্ট লোকেরাই দুঃসাহস দেখাবে ও পবিত্র আত্মাকে দাস ও সৃষ্টবস্তু বলবে, ও তাদের মধ্যে অন্যান্য লোক তেমন কথা না বললেও তবু তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করে। তেমন অবস্থায় মণ্ডলীর যে শিক্ষাগুরুগণ গোটা সৃষ্টি থেকে সমবেত হলেন (১৭) ও সেই প্রথম ধন্য পিতৃগণের উত্তরসূরী ছিলেন (১৮), তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে সকল মানুষের সাক্ষাতে তাঁদের পিতৃগণের মন ঘোষণা করলেন ও সুচিন্তিত অনুসন্ধানের পরে তাঁদের বিশ্বাসের যথার্থতা ব্যক্ত করলেন ও তাঁদের ধারণাও ব্যাখ্যা করলেন। তাঁরা আমাদের এমন কথা শেখালেন যা বিশ্বাসীদের সতর্ক করে ও ভ্রান্তমতপন্থীদের ভ্রান্তি ধ্বংস করে। এবং তাঁদের পিতৃগণ আরিউসের অভক্তিকে সংগ্রামে যেমন পুত্র সম্পর্কে বিশ্বাস-স্বীকার ক্ষেত্রে করেছিলেন, তেমনি যারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা বলে, তাদের যুক্তি খণ্ডন করায় তাঁরা সেই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সেইমত করলেন।

১৫। তাঁরা এমনটা বিবেচনা করলেন যে, বাপ্তিস্মে যাঁর নাম উল্লেখ মাত্রই আমাদের মৃত্যু ও ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত করে, ও আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে আমাদের নবীকৃত করে, তাঁকে সৃষ্টবস্তু ও দাস বলে অভিহিত করা চরম উন্মাদনা স্বরূপ, কারণ একটা সৃষ্টবস্তু আমাদের মুক্ত করতে অক্ষম, একটা দাসও আমাদের নবীকৃত করতে অক্ষম। যিনি সত্যিকারে ঈশ্বর, তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা তাঁদের বিবেচনায় বুদ্ধির অভাব, কেননা এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ সৃষ্টবস্তুও নন দাসও নন তিনি ঈশ্বর। তিনি সৃষ্টবস্তু হলে তবে তিনি দাসও, ও কোন সৃষ্টবস্তু ও কোন দাসও সত্যিকারে ঈশ্বর নয়। যেহেতু পিতা ও পুত্র নামের পাশাপাশি তাঁর নাম দ্বারা তাঁকে ডাকলে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদের নবীকরণ ও মুক্তি মঞ্জুর করবেন, সেজন্য যাঁর নাম দ্বারা আমরা নবীকৃত হব ও বিমুক্ত হব বলে প্রত্যাশা রাখি, তাঁকে সৃষ্টবস্তু বা দাস বলে অভিহিত করা মহৎ ভ্রান্তি ও জঘন্য ঈশ্বরনিন্দা। অতএব, তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা আমাদের পক্ষে ঐকান্তিক কর্তব্য, কারণ অন্য কোন স্বরূপ সৃষ্টি করতে, নবীকৃত করতে ও মুক্ত করতে পারে না, সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ বাদে যাঁ সৃষ্টও নন, নির্মিতও নন কিন্তু সবকিছুর আদিকারণ, নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের সৃষ্টবস্তু নবীকৃত করতে পারেন, ও নিজের ইচ্ছামত আমাদের মুক্তি দান করার অধিকার রাখেন।

১৬। এইজন্য ও এই লক্ষ্যে, আমাদের ধন্য পিতৃগণের পক্ষে তাঁদের বিশ্বাস-সূত্রে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মাকে ঐশ্বরিক স্বরূপ বলে ঘোষণা করা ও সংক্ষিপ্ত শব্দগুলো সংযোজন দ্বারা (১৯) মণ্ডলীর সত্যাশ্রয়ী শিক্ষা দৃঢ়ীকৃত করা ন্যায়সঙ্গত ছিল, এ এমন যা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা উপযোগী যারা পবিত্র বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে যায়; সূত্রটা এ, ‘এবং এক-পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’। [নিকেয়া মহাসভার] আমাদের সেই পিতৃগণ যা লিখলেন, অর্থে তা ‘এক-পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’ থেকে ভিন্ন নয়। কারণ তাঁরা এই শব্দ ব্যবহার করলেন এটা ভালই জেনে যে, যিনি তেমন নাম বহন করেন সেই পবিত্র আত্মা এক, সেইভাবে যেভাবে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের শেখাল, কিন্তু তবুও তাঁরা ‘এবং এক-পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’ বলায় সূত্রের অর্থ স্পষ্ট করলেন, ও সেইভাবে নিজেদের ব্যবহার পবিত্র শাস্ত্রের নিয়মের অনুরূপ করলেন। তাঁরা যেমন এটা শেখালেন যে কেবল এক-পিতা আছেন ও কেবল এক-পুত্র আছেন, তেমনি এ

শিক্ষাও আমাদের সম্প্রদান করলেন যে, কেবল এক-পবিত্র আত্মা আছেন। এজন্য ধন্য পল কোন এক পদে বললেন, *আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য* (২০); এবং অন্য এক পদে, *প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; দেহ এক, এবং আত্মা এক, ও সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা, ও সকলের অন্তরে* (২১); আরও, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক* (২২)। প্রেরিতদূত এখানে স্পষ্টই দেখান, যেমন প্রভু এক, যেহেতু তিনি প্রভু ও তাঁর পাশে অন্য কেউ নেই; ও যেমন ঈশ্বর এক, যেহেতু তিনি একমাত্র ঈশ্বর ও তাঁর পাশে অন্য কোন ঈশ্বর নেই; তেমনি আত্মা এক ও তাঁর পাশে অন্য কোন আত্মা নেই। সৃষ্টবস্তু বহু ও স্বরূপে ভিন্ন, কিন্তু সেই অপরিবর্তনীয় স্বরূপ অনন্য, ও সেটাই সবকিছুর আদিকারণ, ও এই স্বরূপের বাইরে এমন অসৃষ্ট বস্তু নেই যা সৃষ্টবস্তুর আদিকারণ, এবং যিনি সেই স্বরূপের অধিকারী তিনি সত্যিকারে অসৃষ্ট ও সবকিছুর আদিকারণ। এজন্যই কেবল এক-পিতা আছেন যিনি একাই সত্যিকারে পিতা ও নিজেই ঐশ্বরিক স্বরূপ, ও কেবল এক-পুত্র আছেন যিনি একাই ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে উদ্গত, ও কেবল এক-পবিত্র আত্মা আছেন যিনি একাই পবিত্র আত্মা ও যাঁকে আমরা পবিত্র পুস্তকগুলো থেকে এই নাম ধরে অভিহিত করতে শিখেছি, কারণ তিনিও অনন্তকালীন স্বরূপ থেকে উদ্গত ও নিজে ঈশ্বর ও সবকিছুর আদিকারণ। তিনি সত্যিকারে ঈশ্বর ও একমাত্র প্রভু কারণ তিনি সবকিছু সৃষ্টি করলেন ও সবকিছুর উপরে অধিকার রাখেন ও আত্মা বলে অভিহিত ও সত্যিই তাই, কারণ তিনি সত্যিকারে অশরীরী ও গণ্ডিবদ্ধ নন, ও পবিত্রতা-নিদের্শক নাম তাঁরই দেয় যেহেতু কেবল তিনিই স্বরূপে পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় ও তিনিই যাকে ইচ্ছা করেন সেই সবার উপরে পবিত্রতা বর্ষণ করেন ও অনিষ্টের দিকে প্রবণতা থেকে তাদের মুক্ত করেন। সমস্ত সৃষ্টবস্তু স্বরূপে পবিত্র নয়, কিন্তু তাঁরই থেকে পবিত্রতা-গ্রহীতা যিনি সবকিছুর আদিকারণ।

১৭। তাই যখন ধন্য পল এফেসীয়দের ঐক্যে ও একমন হতে আহ্বান করলেন, তিনি তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এই স্বরূপ উল্লেখ করলেন যাঁ [অর্থাৎ পবিত্র আত্মা] তাদের একমন হতে বাধ্য করেন, *শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান*

হও (২৩), এবং যেমন তোমরা তোমাদের মাতৃসুলভ বন্ধনে এক হবার জন্য এক-আত্মায় জনিত হয়েছিলে, তেমনি তোমাদের পক্ষে আবদ্ধ ও একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া উপযোগী। এই বচন বিস্তারিত করতে গিয়ে তিনি বললেন, *দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ* (২৪), কারণ, যেহেতু তোমরা এক-আত্মা থেকে জনিত হয়েছিলেন, সেজন্য সেই খ্রিষ্টে এক-দেহ হয়ে উঠেছ, কারণ মাথাই হলেন সেই ধারণ করা মানুষ যাঁর দ্বারা আমরা ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে আত্মীয়তা অর্জন করি যেহেতু আমরা আসন্ন জগতে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা করব বলে প্রত্যাশা করি, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত হয়ে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ হবে* (২৫)। আমরা এই মঙ্গলদানগুলোতে প্রত্যাশা রাখতে আহূত হয়েছি ও পবিত্র আত্মার পরাক্রম দ্বারা বাপ্তিস্ম থেকে জন্ম নিয়েছি; যার ফলে আমরা, দৃষ্টান্তে ও অগ্রিম হিসাবেই যেন, সেই পবিত্র আত্মার প্রথমফল পেয়েছি, সেই যে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়েছি ও যাঁর দ্বারা খ্রিষ্টের অনন্য দেহ হবার দান অর্জন করেছি।

১৮। ধন্য পল নিজের বচন বিস্তারিত করতে গিয়ে বললেন, *প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; দেহ এক, এবং আত্মা এক, ও সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা, ও সকলের অন্তরে* (২৬)। যাঁর থেকে তোমরা জনিত হয়েছ সেই আত্মা এক, যেইভাবে সেই প্রভু এক ও সেই ঈশ্বর এক যাঁকে আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের প্রভু ও আমাদের নির্মাতা ও বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গুণে যাঁকে আমরা পিতা বলে ডাকবার যোগ্য হয়ে উঠেছি। বিশ্বাস এক ও বাপ্তিস্ম এক: কারণ যদিও আমরা বলি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, তবু আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার এক-স্বরূপ স্বীকার করি, সেই যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করতে আমরা শিক্ষা পেয়েছি ও যাঁদের নাম বাপ্তিস্মে উচ্চারণ করার যোগ্যতা লাভ করেছি। এটা স্পষ্ট যে, তিনি ‘এক-বিশ্বাস’ বলতেন না যদি তিনি এবিষয়ে নিশ্চিত না হতেন যে, যে নামত্রয়ের স্বরূপ আমাদের কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু, পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মার নামত্রয়ের সেই স্বরূপ এক-স্বরূপ না হতেন। তিনি ‘এক-বাপ্তিস্ম’ও বলতেন না, যদি না তিনি এবিষয়ে সচেতন

না হতেন যে, যে নামত্রয় বাপ্তিস্মে উচ্চারিত, সেই নামত্রয় এক-অধিকারের, এক-ইচ্ছার ও এক-কর্মশক্তির অধিকারী যা দ্বারা দ্বিতীয় জন্মের অনুগ্রহ সিদ্ধিলাভ করে।

অতএব, সেই ‘এক’ শব্দ সংযোজন আমাদের যথেষ্ট ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পবিত্র আত্মার ঐশ্বরিক স্বরূপ শিখিয়েছে। তিনি সেইভাবে এক যেইভাবে পিতা এক ও যেইভাবে পুত্র এক, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, এক একজনের স্বরূপ একই, কারণ অসৃষ্ট, অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ এক। এটা জানা কথা যে, সৃষ্টবস্তু বহুসংখ্যক, এবং তাদের নির্মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী নানা ও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী, ও সেই স্বরূপের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য যাঁ অসৃষ্ট ও সবকিছুর আদিকারণ।

যা কিছু বলা হয়েছে তা আজকের দিনের মত যথেষ্ট হোক, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তবে আমরা বাকি সমস্ত কিছু অন্য এক দিনের জন্য রাখব। অতএব এসো, এখানে আমাদের আলোচনা বন্ধ করি ও পিতা ঈশ্বর, সেই একমাত্র জনিত পুত্র, ও পবিত্র আত্মার প্রশংসা করি, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন, আমেন।

৯ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) বিশপ থেওদরস এখানে, হয় মাকিদনীয়দের বিরুদ্ধে লেখা পোপ দামাসুসের সেই পুস্তকের অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন যা আন্তিওখিয়াতে ১৪৬জন বিশপদের সমর্থন গ্রহণ করেছিল, না হয় ৩৮১ সালে অনুষ্ঠিত কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভাকে নির্দেশ করছেন, না হয় বিশপ আলেক্সান্দারের নেতৃত্বে আলেক্সান্দ্রিয়ায় ৩৬৩ সালে অনুষ্ঠিত সেই সিনোদোসকে লক্ষ করছেন যে সিনোদোসে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করা হয়েছিল। এমনকি, তিনি ৩৬২ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ায় একই বিষয়ে অনুষ্ঠিত সিনোদোসের কথা বলছেন]

(২) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৩) প্রেরিত ৩:৬ দ্রঃ।

(৪) ইশা ২৭:১৩ সত্তরী পাঠ্য।

(৫) সাম ৪৪:৬।

(৬) সাম ৪৯:২৫।

(৭) সাম ১১৬:১৭।

(৮) সাম ১০৪:৪ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৯) সাম ১৪৬:৪ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১০) সাম ১৪৭:১৮ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১১) যোহন ৪:২৪।

(১২) যাত্রা ৩:১৪, ১৫।

(১৩) লুক ৯:২৯ দ্রঃ।

(১৪) সাম ৪৬:৫ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৫) সাম ১১১:৯ দ্রঃ।

(১৬) ইশা ৬:৩।

(১৭) ‘শিক্ষাগুরুগণ গোটা সৃষ্টি থেকে সমবেত হলেন’: অর্থাৎ ৩৮১ সালে অনুষ্ঠিত কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভায় সমবেত পিতৃগণ।

(১৮) ‘সেই প্রথম ধন্য পিতৃগণের উত্তরসূরী ছিলেন’: অর্থাৎ ৩১৫ সালে অনুষ্ঠিত নিকেয়া মহাসভার পিতৃগণ।

(১৯) এখানে কনস্তান্তিনপোলিস মহাসভার (৩৮২) কথা স্মরণ করা হচ্ছে।

(২০) ১ করি ১২:১৩।

(২১) এফে ৪:৫, ৪, ৬।

(২২) ১ করি ১২:৪-৬।

(২৩) এফে ৪:৩।

(২৪) এফে ৪:৪।

(২৫) ফিলি ৩:২১।

(২৬) এফে ৪:৫, ৪, ৬।

১০ম কাতেখেসিস

কাতেখেসিস সহায়ক পবিত্র আত্মাকে ‘সত্যের আত্মা’ ও ‘জীবনদাতা’ বলে উপস্থাপন করে। অবশেষে বিশপ থেওদরস বিশ্বাস সূত্রের শেষ সূত্রগুলো তথা ‘কাথলিক মণ্ডলী’, ‘পাপক্ষমা’, ‘মাংসের পুনরুত্থান’ ও ‘অনন্ত জীবন’ সংক্রান্ত সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করেন

১-২: ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি সেই পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত পরম্পরাগত শিক্ষা সংক্ষিপ্ত ভাবে পুনরায় উপস্থাপিত।
৩-৬: উপস্থাপিত শিক্ষা পবিত্র আত্মাকে ‘প্রেরণ’ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে :
• আমাদের প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন যাতে চিরকাল ধরে বিশ্বস্তদের মধ্যে থাকেন ;
• প্রভু তাঁকে ‘সত্যের আত্মা’ বলে অভিহিত করলেন ;
৭: • প্রভু আমাদের এটা প্রকাশ করলেন যে, পবিত্র আত্মা ‘পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’ (যোহন ১৫:২৬) ; এবং মহাসভার পিতৃগণ ঠিক এই শিক্ষাই আমাদের সম্প্রদান করলেন ;
৮: এর অর্থ এটা যে, পবিত্র আত্মা অবিরতই পিতার সঙ্গে আছেন ও পিতা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হন না ;
৯-১০: সেই অনুসারে, পবিত্র আত্মা অফুরন্ত প্রবাহের নদীর মত জীবনময় জলস্রোত প্রবাহিত করেন অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির উপরে নিজের অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।
১১-১২: তিনি ‘জীবনদাতা’ আত্মা বলেও অভিহিত, কারণ, যেভাবে তাঁরই পরাক্রম গুণে আমাদের প্রভুর দেহ ‘অমরতায়’ উপনীত হয়েছিল, সেইভাবে তিনিই ‘অনন্ত’ জীবনের আশীর্বাদ আমাদের মঞ্জুর করবেন।
১৩-১৪: এটাই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ যাঁদের নাম-উদ্দেশে আমরা সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি যা ভাবী সমস্ত আশীর্বাদ প্রাপ্তির অগ্রিম স্বরূপ।
১৫-১৬: বাপ্তিস্মের বিশ্বাস-স্বীকার তিনটা সূত্র দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে :
• ‘আমি এক-কাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি’, অর্থাৎ সেই বিশ্বস্তদের সমাবেশে বিশ্বাস করি যার কাছে খ্রিষ্ট সহায়তা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
১৭: সেই যে মণ্ডলী তাঁর আপন দেহ,

১৮-১৯: সেই যে দেহে আমরা, বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠি ও একদিন তাঁর গৌরবের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হব বলে প্রতীক্ষায় আছি: তখনই
২০: ● যখন ‘পাপক্ষমার’ মধ্য দিয়ে অনিষ্টের কর্তৃত্ব বন্ধ হবে
২১: ● যার ফলে ‘মাংসের পুনরুত্থান’ ও সেই ‘অনন্ত জীবনে’ প্রবেশ ঘটবে
২২-২৩: সেই যে অনন্ত জীবন হল বিশ্বাসের মুকুটস্বরূপ ও আমাদের প্রত্যাশার শেষ লক্ষ্য।

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে

১। আমি এতে নিশ্চিত যে, আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা কিছু তোমাদের ভালবাসার কাছে বলেছি, তা তোমরা স্মরণ কর; সেসময় আমরা তাঁর মর্যাদার মহত্ত্ব এ থেকে দেখিয়েছিলাস যে, আমাদের কাতেখেসিসে তাঁকে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে স্বীকার করা হয়। এই কারণের চেয়ে কম জরুরী নয় আর একটা কারণ আমরা উপস্থাপন করলাম, এ থেকে যে, কেবলমাত্র তিনিই পবিত্র আত্মা বলে অভিহিত, এ নাম এমন যা শাস্ত্রে সাধারণত ঐশ্বরিক স্বরূপে আরোপিত; তাছাড়া, আর একটা কারণ এটা যে, [বিশ্বাস-স্বীকারে] যেমন এক-পুত্র, এক-ঈশ্বর, ও এক-প্রভু বলা হয়, তিনিও এক-আত্মা বলে অভিহিত। ধর্মভক্তিতে সদিচ্ছার মানুষ যারা, পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তা তাদের কাছে যথেষ্ট হত, এবং শাস্ত্রের সেই কথা আমাদের সেই ধন্য পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষায় লিপিবদ্ধ হল, যাঁরা, যেহেতু খারাপ মনা লোকদের মন সহজে জয় করার জন্য উপযোগী শব্দ নেই, সেজন্য তাঁদের শিক্ষায় এমন সূত্র যোগ করতে বাধ্য হলেন যা তাঁরা বিশ্বস্তদের সতর্ক করার জন্য ও ভ্রান্তমতপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য বেছে নিলেন। অতএব, তাঁরা তাঁদের আলোচনায় এমন শব্দ সন্নিবিষ্ট করলেন যা সেই শব্দের সদৃশ যা পুত্র সম্পর্কে ব্যবহৃত। যারা এসমস্ত কিছু মেনে নেয়, তাদের জন্য, পুত্রের কথা বলতে গিয়ে, এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তারা এটা মেনে নেবে যে, যিনি একমাত্র জনিত পুত্র বলে অভিহিত, তিনি সত্যিকারে তাঁর পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, কিন্তু অধর্ম প্রবণ যারা, তাদের কারণে তাঁরা ‘তিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, নির্মিত নন, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর, তাঁর পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী’ সূত্রটা যোগ করলেন, এবং এতে তাঁরা, বিশ্বস্তদের দৃঢ়ীকৃত করার

লক্ষ্যে ও সত্যবিরোধীদের ভর্ৎসনা কারা লক্ষ্যে, ‘একমাত্র জনিত’ নামটার অর্থ সকলের কাছে সুস্পষ্ট করলেন।

২। তাঁরা, একইভাবে, এক্ষেত্রেও এমন শব্দ সন্নিবেশ করলেন যা আমাদের কাছে সেই নামের প্রকৃত অর্থ দান করে যা ঐশশাস্ত্র সেই [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে আমাদের কাছে সম্প্রদান করে এসেছে যাঁকে আমাদের কাতেখেসিসে ও বাপ্তিস্মের সময়ে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে স্বীকার করা হয়। কেননা, যারা ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে সদিচ্ছার মানুষ, পবিত্র আত্মা যে পিতা ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী, তাদের জন্য একটা কথাই যথেষ্ট হত, কিন্তু অভক্তিপ্রবণ ও অভক্তিতে স্থিতমূল, এমনকি ঈশ্বরনিন্দুক মানুষদের কারণে আমাদের ধন্য পিতৃগণ, এসমস্ত বিশ্বাসযোগ্য ধর্মশিক্ষা সত্ত্বেও, এটা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করলেন যে, তাঁরা সংক্ষিপ্ত একটা সংযোজন দ্বারা ধর্মভক্তির শিক্ষা দৃঢ়তর করবেন; তাঁরা এমনটা করলেন যাতে সকলের, কিন্তু বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হয় যারা [পবিত্র] আত্মা-দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। তবে, তাঁরা কি বললেন?

প্রভুর প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা হলেন ‘সত্যের আত্মা’

৩। ‘এবং এক-পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]’: তাঁরাই যে এই সূত্র উদ্ভাবন করলেন এমন নয়, বরং আমাদের সেই প্রভুর শিক্ষা থেকেই তা ধার করে নিলেন; কেননা আপন যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁর সকল শিষ্যদের কাছে বলার সময়ে তিনিই মৃতদের মধ্য থেকে সেই ধরনের পুনরুত্থান ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করলেন যা মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করবেন; সেই উপলক্ষে তিনি এটা বললেন যে, তিনি তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন যা থেকে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ উদ্গত হয়, যে মঙ্গলদানগুলো বিস্ময়কর ও তাদের জন্য স্থায়ী যারা সেগুলো পাবার যোগ্য। তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে নিজের শিক্ষাদানে পবিত্র আত্মার মহত্ত্ব ও গৌরব বিষয়ে আমাদের প্রশিক্ষিত করলেন, এবং এতে তিনি আমাদের দেখালেন সেই অনুগ্রহের মহত্ত্ব যা বিশ্বস্তদের দেওয়া হবে। এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এদ্বারা আমাদের কাছে এমন বিস্ময়কর মঙ্গলদানগুলো দেওয়া হবে যা আমাদের কাছ থেকে কখনও কেড়ে নেওয়া হবে না। তিনি বললেন, *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার*

আজ্ঞাগুলো পালন কর। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন (১)। তাঁর এই কথার অর্থ এ: আমার আজ্ঞাগুলো পালন করা ও সেগুলো থেকে কখনও সরে না যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য; এবং যেহেতু তোমরা সামান্য কিছু গ্রহণ করবে না, সেজন্য তোমাদের মহৎ যত্ন ও তৎপরতা দেখাতে হবে: তোমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করবে যা তোমাদের সঙ্গে সবসময় থাকবে ও তোমাদের জন্য স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো যুগিয়ে দেবে। এবং নিজের কথার সমর্থন স্বরূপ তিনি এমন কিছু যোগ করলেন যা পবিত্র আত্মার মর্যাদা প্রকাশ করে; তিনি বললেন, 'সেই সত্যের আত্মা'; [পবিত্র] আত্মার স্বরূপ এমন যে, অপরিবর্তনীয় হওয়ায় তিনি সবকিছু সত্যেই প্রদান করেন। কেননা অনন্তকাল থেকে অস্তিত্বশীল হওয়ায় ও স্বরূপে অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনশীল হওয়ায় তিনি অন্যদের উপরেও অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনশীল সেই স্বর্গীয় সুখের আনন্দ বর্ষণ করতে পারেন।

৪। শাস্ত্র তাকে 'মিথ্যা' বলে যা উবে যায় ও অস্থায়ী, এবং তাকে 'সত্য' বলে যা উবে যায় না ও স্থায়ী। যেহেতু যা নেই, যে কেউ সেবিষয়ে কথা বলে সে মিথ্যা বলে, এবং যা আছে, যে কেউ সেবিষয়ে কথা বলে সে সত্য বলে, সেজন্য তা-ই মিথ্যা বলে যা অস্থায়ী যেহেতু তা এমন কিছু হয় যা নেই, কিন্তু তা-ই সত্য বলে যা স্থায়ী ও অবিরত অস্তিত্বশীল। এজন্য ধন্য দাউদ বললেন, *বিহ্বল হয়ে আমি বললাম, সকল মানুষ মিথ্যাবাদী* (২), অর্থাৎ আমি গর্বিত ছিলাম ও নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করছিলাম বিধায় হঠাৎ করে এমন ভীষণ অমঙ্গলে পড়লাম যে, আমি আর কিছুই ছিলাম না; হ্যাঁ, আমি মরতাম যদি তোমার বিস্ময়কর সাহায্য আমার সহায়তা না করত; যে অসংখ্য অমঙ্গল আমাকে আক্রান্ত করছিল তাতে আমি বিহ্বল হচ্ছিলাম, ও এটা বুঝলাম যে, আমি মিথ্যায়ই নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলাম; আমি অভিজ্ঞতার জোরেই দেখলাম যে, মানবীয় সব কিছু কিছুই না ও সত্যিকারে মিথ্যা, যেমন ধন, প্রভাব, ক্ষমতা ও সেই সব কিছু যা মানুষ দ্বারা মহৎ ও বিস্ময়কর বলে গণিত। হ্যাঁ, এসমস্ত কিছু, এমনকি আমাদের নিজেদের অস্তিত্বও মিথ্যা, কেননা আমরা আমাদের অস্তিত্ব দ্বারা তাদের প্রতারণা করি যারা আমাদের দেখে, কিন্তু তারপরে মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত করে

যে, আমরা কিছুই না, ও যা আমাদের অধিকৃত মহৎ সম্পদ মনে হচ্ছে, জীবনের শেষে তা আমাদের ছেড়ে চলে যায়।

৫। যেমন তাকেই মিথ্যা বলে যা স্থায়ী নয়, তেমনি তাকেই সত্য বলে যা স্থায়ী ও অবিনশ্বর, যেইভাবে শাস্ত্র বলে, *সত্য ও অনুগ্রহ আদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে* (৩) যাতে আমাদের এটা দেখাতে পারে যে, ঈশ্বর সত্যেই আমাদের অনুগ্রহ মঞ্জুর করেন। এজন্যই তিনি 'সত্যের ঈশ্বর' বলেও অভিহিত, কারণ তিনি সত্যেই আমাদের সবকিছু দিতে পারেন। শাস্ত্র বলে, *হে প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, আমাদের ত্রাণ করেছ* (৪), অর্থাৎ, আমাদের জন্য যা নিশ্চিত অমঙ্গল ছিল, তুমি সেই সমস্ত কিছু থেকে আমাদের ত্রাণ করেছে, কারণ কেবল তুমিই যাকে ইচ্ছা কর তাকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করতে পার। ধন্য দাউদ ঈশ্বর সম্পর্কে এসব কিছু বললেন ও তাঁকে সত্যের ঈশ্বর বলে অভিহিত করলেন যাতে আমাদের দেখাতে পারেন যে, তিনি সত্যিই সবকিছু মঞ্জুর করতে সক্ষম।

৬। সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যে সমস্ত ভাবী মঙ্গলদান আসন্ন জগতে আমাদের মঞ্জুর করা হবে, এ সত্য প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে একই কথা বললেন, 'যাঁর অনুগ্রহের দান তোমরা গ্রহণ করবে, সেই পবিত্র আত্মাই যাকে ইচ্ছে তাকে স্বর্গীয় ও অবিনশ্বর মঙ্গলদান প্রদান করেন, এবং স্বরূপে অনন্তকালীন, অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনশীল হওয়ায় তিনি যা কিছু আমাদের দান করবেন, তাও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর হবে'। এটা সম্ভব নয় যে, যিনি অপরিবর্তনশীল ও অবিনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করেন, তিনি নিজেই অনন্ত ও অপরিবর্তনশীল হবেন না। সৃষ্টবস্তু ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই যা নিজে থেকে স্থায়ী হতে পারে; যেটা সেইভাবে গঠিত হতে পারে, সেটা অন্য একটা দ্বারাই সেইভাবে গঠিত হয়; কেননা, কেমন করে একটা সৃষ্টবস্তু নিজে থেকে স্থায়িত্বের অধিকারী হতে পারে যদি না সেই স্থায়িত্ব তাঁর নির্মাতা দ্বারা দান করা না হয়? কিন্তু, স্বরূপে অপরিবর্তনীয় বলে যিনি অনন্তকালীন, তিনি তাঁর যেভাবে ইচ্ছে সেই অনুসারে অন্যদের অবিনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করতে পারেন।

সংক্ষেপে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট [পবিত্র] আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের মহৎ সাক্ষ্য দান করলেন, তিনি বললেন, 'সেই সত্যের আত্মা'। এই শব্দবিশেষ সৃষ্টবস্তু ক্ষেত্রে আদৌ উপযোগী হতে পারে না, কারণ কোন সৃষ্টবস্তু অন্য সৃষ্টবস্তুকে স্থায়ী কিছুই দিতে

সক্ষম নয় যেহেতু সেগুলো সৃষ্ট হওয়ার সময়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় থাকবার জন্য তাদের নির্মাতারই দরকার আছে। এবং তিনি উপযোগী ভাবে একথা যোগ করলেন, *জগৎ সেই সত্যের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না* (৫)। পবিত্র আত্মা যে স্বরূপে ও প্রভাবে তাই, তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই, যেহেতু তিনি স্বরূপে গোটা সৃষ্টির চেয়ে উচ্চতর, ও এমন কোন সৃষ্টবস্তু নেই যা তাঁকে দেখতে পারে ও তাঁকে তাঁর নিজের স্বরূপে গ্রহণ ও জানতে পারে, যদি না তিনি নিজে নিজের ইচ্ছামত মানবজাতিকে নিজের প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশ করেন। এজন্যই তিনি একথা যোগ করে বললেন, ‘তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকেন’, ও তোমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর প্রকৃত জ্ঞান গ্রহণ কর কারণ তোমরা তাঁর কাছ থেকে তাঁর সেই অনুগ্রহের দান গ্রহণ করেছ যা সবসময়ের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যাতে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর তৃপ্তি দৃঢ়ীকৃত থাকে যেগুলোর মধ্যে তোমরা অমর ও অপরিবর্তনীয় হবে।

পবিত্র আত্মা পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন

৭। আমাদের ধন্য পিতৃগণ পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা যেইভাবে আমাদের প্রভু থেকে পেয়েছিলেন, সেইভাবে সেই কথা সন্নিবিষ্ট করে এটাও যোগ করলেন যে, ‘তিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’। এই কথাও সেই শিক্ষায় রয়েছে যা আমাদের প্রভুর শিষ্যদের কাছে দিয়েছিলেন, *সেই সহায়ক, যাঁকে আমি তোমাদের কাছে পাঠাব, সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন* (৬)। এখানেও তিনি সর্বপ্রথমে সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের দান প্রকাশ করেন, যে আত্মা তাঁর স্বর্গারোহণের পরে সকল শিষ্যের উপরে বর্ষিত হওয়ার কথা। ‘সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পাঠাব, তিনি যখন আসবেন’ বলায় তিনি সেই [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ নির্দেশ করেন যাঁকে তিনি তাঁদের উপর বর্ষণ করতে যাচ্ছিলেন। [পবিত্র] আত্মার যে স্বরূপ সর্বত্রই ছিল, তিনি তাঁদের উপর সেই স্বরূপকে বর্ষণ করতে যাচ্ছিলেন এমন নয়, কিন্তু তিনি কথাটা সেই অনুগ্রহের দান সম্পর্কেই বললেন যা তাঁদের উপরে বর্ষিত হল ও যার মধ্যে তিনি সেই ‘পারাক্লেতোস’

অর্থাৎ সহায়ক [বা ‘সান্ত্বনাদানকারী’] বলেও অভিহিত করলেন কারণ তিনি তাঁদের কাছে সেই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম হবেন যা এজগতের বহুসংখ্যক ক্লেশে তাঁদের প্রাণকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দরকার ছিল।

৮। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের দান সম্পর্কে কথা বলার পর তিনি তাঁর স্বরূপ ও তাঁর দেয় মর্যাদার মহত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন, যাতে, তাঁরা যে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তিনি সেই অনুগ্রহ চিহ্নিত করতে পারেন; তিনি বললেন, ‘সেই সত্যের আত্মা’। এই শব্দবিশেষ তাঁর স্বরূপের মহত্ত্ব ও তাঁর ইচ্ছামত অবিনশ্বর মঙ্গলদান মঞ্জুর করার অধিকার নির্দেশ করে। পরে তিনি ‘তিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’ বাক্যটা যোগ করলেন এটা দেখাবার জন্য যে, তিনি সবসময় পিতার সঙ্গে আছেন ও তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য। একথা ধন্য পল দ্বারাও বলা হয়েছিল, *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বর থেকে [বের হয়ে এগিয়ে চলা] আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (৭)। এতে তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, যেমন মানবাত্মা ততদিন ধরে সেই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না যতদিন সে আছে ও মানুষের মধ্যে থাকে, তেমনি পবিত্র আত্মা পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন যেহেতু যিনি তাঁর থেকে [বর হয়ে এগিয়ে চলেন], সেই পবিত্র আত্মা তাঁর স্বরূপ থেকে উদ্গত ও তাঁর সঙ্গে পাশেপাশেই সবসময় জ্ঞাত ও স্বীকৃত।

৯। আমাদের প্রভু তখনই এবিষয় কেমন যেন ইঙ্গিত দিয়ে নির্দেশ করলেন যখন বললেন, ‘তিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন’, কেননা পবিত্র আত্মা এমন জলের উৎস যা সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন ও তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। তিনি পরবর্তী কোন কালে সৃষ্ট হননি, কিন্তু তিনি অনন্তকালীন ভাবে তাঁর মধ্যে আছেন, ও তিনি পিতা ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে উদ্গত ও নিজে অনন্তকালীন; এবং অফুরন্ত প্রবাহের নদীর মত তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার উপরে নিজের মঙ্গলদানগুলো বর্ষণ করেন। একইপ্রকারে তিনি অন্য পদে এই কথাও বললেন, *যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে* (৮), এবং ধন্য সুসমাচার-রচয়িতা এ বাণীর অর্থ ব্যাখ্যা করে বললেন, *তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা*

তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি (৯)। তিনি নিজেই এখানে এটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি [পবিত্র] আত্মা-দানের কথা বলছিলেন। তিনি পবিত্র আত্মার সেই হিপোস্তাসিস বা স্বরূপের কথা বলছিলেন না যা তখনও ছিল না যখন যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি, কারণ তিনি আসলে গোটা সৃষ্টির পূর্বেও অনন্তকালীন ভাবে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই কথা সেই পবিত্র আত্মা-দান সম্পর্কেই বললেন যা আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে ধন্য প্রেরিতদূতদের উপরে ও তাঁদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের উপরে বর্ষিত ও তাঁদের দ্বারা দৃষ্ট হল। তিনি বললেন, পবিত্র আত্মা-দান অফুরন্ত জলপ্রবাহের মত তাদের উপরে বর্ষিত হবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে, কারণ সেই [পবিত্র] আত্মাকে ঈশ্বর দ্বারা দেওয়া হবে: তিনি অনন্ত জীবন দান সংক্রান্ত নিজের সেই কাজ নির্দেশ করছেন যা অনুসারে তিনি সেই অনন্ত জীবন তাদেরই দান করবেন যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখে।

১০। যিনি বলেন, পবিত্র আত্মা পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তিনি দেখান, সেই পবিত্র আত্মা অনন্তকালীন ভাবে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন ও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নন কারণ তিনি সবসময় ও অনন্তকালীন ভাবে তাঁর সঙ্গে আছেন। কেননা যদি দানটা নদীর মত পবিত্র আত্মা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে, ও যদি এই আত্মা পিতা ঈশ্বর থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তিনি অনন্তকালীন ভাবে তাঁর থেকে উদ্গত ও তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান, এবং তিনি পরবর্তী কোন এক কালে হননি। যেমন যখন শাস্ত্র বলে, *এদেন থেকে এক নদী বের হয়ে প্রবাহিত ছিল যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত, এবং সেখান থেকে আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হত* (১০), তেমনি আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে এটা বুঝি যে, যে জলের উৎস এ নদীগুলো এদেন থেকে প্রবাহমান ছিল, তা যেমন নিজ থেকে বের হত না কেননা সেখান থেকেই তা প্রবাহমান হতে হত, তেমনি যখন আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত এই উপমায় এমনটা বলেন যে, সেই পবিত্র আত্মা পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তখন তিনি আমাদের এটা বোঝান যে, পবিত্র আত্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নন, কিন্তু তিনি অনন্তকালীন ভাবে তাঁর থেকে, তাঁর মধ্যে ও তাঁর সঙ্গে আছেন, ও অফুরন্ত নদীর মত তিনি গ্রহীতাদের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে সকল সৃষ্টজীবদের কাছে মঙ্গলদানগুলো বিতরণ করেন, যেইভাবে ধন্য পল

বললেন, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক,* এবং, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া* (১১)।

আমাদের প্রভুর এই বচন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের ধন্য পিতৃগণ বললেন, তিনি পিতার স্বরূপ থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তিনি অনন্তকালীন ভাবে তাঁর থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, তিনি সবসময় পিতাতে ছিলেন, ও পরবর্তী কোন এক কালে হননি। এটা সুস্পষ্ট যে, যিনি অনন্তকালীন ভাবে পিতা থেকে [বের হয়ে এগিয়ে চলেন] ও তাঁর সঙ্গে [বিদ্যমান], তিনি তাঁর স্বরূপ থেকেও বের হয়ে এগিয়ে চলেন, কেননা যা কিছু স্বরূপে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়, তা যে তাঁর সঙ্গে থাকবে, তা অসম্ভব।

জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মা

১১। এসব কিছুর পরে আমাদের ধন্য পিতৃগণ [পবিত্র] আত্মা সম্পর্কে এটা যোগ করলেন, ‘তিনি জীবনদাতা’; এ এমন শব্দবিশেষ যা উপযোগী ভাবে এটা প্রমাণ করে যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, সেইভাবে যেভাবে উপরে বলা হয়েছে। আমাদের প্রভু বললেন, *আমি যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী* (১২)। তিনি এখানে তাঁর এই কথা দ্বারা সেই পবিত্র আত্মা-দান নির্দেশ করেন যা তাদেরই অনন্ত জীবন দান করে যারা সেটার যোগ্য। আর এক পদে তিনি বললেন, *যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে* (১৩): তিনি পবিত্র আত্মা-দান জীবনময় জল বলেন কারণ তিনি অনন্ত জীবন মঞ্জুর করেন। এবং প্রেরিতদূতও বললেন, *অক্ষর মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন* (১৪), এবং তিনি আমাদের দেখালেন যে, তিনি আমাদের অমর করেন। অন্য একটা পদে, *প্রথম আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন* (১৫), এবং নিজের একথায় তিনি দেখান যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট, মৃতদের মধ্য থেকে আপন পুনরুত্থানে, পবিত্র আত্মার প্রভাবে তাঁর নিজের দেহে অমরতায় রূপান্তরিত হলেন। একই প্রকারে তিনি অন্য পদে বললেন, *তিনি স্বপরাক্রমে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকৃত হলেন, কারণ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন* (১৬); আরও, *আর যিনি*

যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন (১৭)।

১২। নিজের দেহ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের প্রভু এই কথাও বললেন, *আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়* (১৮), যাতে এটা দেখাতে পারেন যে, তিনি পবিত্র আত্মা থেকে অমরতাও পেয়েছিলেন, এবং যাতে তেমন কথা অন্যান্যদের কাছেও প্রমাণ স্বরূপ দিতে পারেন [অর্থাৎ সেই অন্যান্যরাও অমরতা পাবে]। এ কাজ এমন স্বরূপেরই, যা অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ, কেননা যিনি শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি জীবন দান করার, অর্থাৎ আমাদের অমর করার অধিকার রাখেন, যাতে আমরা সবসময় জীবিত থাকি। সৃষ্টজীবদের মধ্যেও অমর স্বরূপের অধিকারী যারা তারা উচ্চতর পর্যায়ের বলে গণ্য; তাই এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ তেমন কাজ সম্পাদন করতে পারে, সে অন্য কাজও সম্পাদন করতে পারে। ঈশ্বর নিজে দেখান যে, তেমন কাজ সম্পাদন করা ঐশ্বরিক স্বরূপের বিশেষ অধিকার; এবিষয়ে তিনি বললেন, *এখন দেখ: আমি, আমিই সে! আমার পাশে আর কোন ঈশ্বর নেই; আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি, আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি* (১৯)। তিনি দেখান, মৃতদের মধ্য থেকে মানুষকে পুনরুত্থিত করা ও যারা বিক্ষত, ব্যথা থেকে তাদের মুক্ত করা তাঁরই বিশেষ অধিকার।

১৩। উপরোল্লিখিত কথা দ্বারাই আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের সতর্ক করলেন যেন আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের অধিকারী। এজন্যই তাঁর নাম বিশ্বাস-স্বীকারে, কাতেখেসিসে ও বাপ্তিস্মে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে উচ্চারিত। আমাদের পিতৃগণের শিক্ষা ও আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে, যাতে সবার কাছে এটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হয় যে, এর ফলস্বরূপ এটাই সেই যথার্থ বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ খ্রিষ্টের আদেশক্রমে আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন। এবং বিশ্বাস-সূত্রের কথাগুলোও আমাদের প্রভুর প্রবর্তিত পরম্পরার

কথাগুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা যিনি বিধর্মী সকলকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দিতে আজ্ঞা করলেন, তিনি আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট দেখালেন যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐশ্বরিক স্বরূপ এক। এমনটা সম্ভব ছিল না যে, যারা পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি থেকে নিজেদের তাড়িয়ে দিয়ে ও মিথ্যায় কথিত সেই দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান ক'রে যথার্থ ধর্মভক্তিতে প্রবেশ করত, তিনি সেই বিধর্মীদের এমন ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করতে প্রেরণা দেবেন যা তাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় প্রবেশ করাবে, যদি তিনি নিজেই তাঁদের সেই ঐশ্বরিক স্বরূপের একত্ব না জানতেন, যে ঐশ্বরিক স্বরূপ অনন্তকালীন ভাবে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ; একই প্রকারে, তিনি আমাদেরও সেই মিথ্যা দেব-দেবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে, ও যে ঐশ্বরিক স্বরূপ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, সেই অনন্য স্বরূপে বিশ্বাস করতে, সৃষ্টবস্তুদের ঈশ্বর বলা থেকে আমাদের নিবৃত্ত করতে ও এটাই বিশ্বাস করতে প্রেরণা দিতেন না যে, যা শূন্য থেকে সবকিছু নির্মাণ করতে পারে যেহেতু সেই স্বরূপ সত্যিকারে প্রভু ও ঈশ্বর যাঁর কাছে এই নাম ও এই মর্যাদা ন্যায়সঙ্গত ভাবে দেয়, সেই অসৃষ্ট স্বরূপ এক।

১৪। উপরন্তু, আমাদের প্রভু বাপ্তিস্মে কাতেখেসিস যোগ করলেন যাতে এই কাতেখেসিসের সমাপ্তি বাপ্তিস্মই হয়। যারা মিথ্যা দেব-দেবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও এটা শিখেছিল যে, ঐশ্বরিক স্বরূপ এক, অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ তথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, তাদের পক্ষে, যা বিস্ময়কর আনন্দের খাতিরে বর্ষিত ও ভাবী ও অনির্বচনীয় অগ্রিম স্বরূপ, এ নামত্রয় দ্বারা সেই বাপ্তিস্ম-দান গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। বাপ্তিস্মে এই নামত্রয় উচ্চারণে বিশ্বাস স্বীকার করা হয়, কারণ যারা সেই নামত্রয় উচ্চারণ করে তারা সেই এক-ঐশ্বরিক স্বরূপ নির্দেশ করে যা অনন্তকালীন সবকিছুর আদিকারণ, ও শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম ও সেইসঙ্গে তাদের যত্ন করে ও লালন-পালন করে। তাছাড়া, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামত্রয় দ্বারা আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রত্যাশা করি, আমরা নবীকৃত হব ও সেই সত্যকার মুক্তি লাভ করব।

‘আমি এক-কাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি’

১৫। এবং বাপ্তিস্ম-স্বীকারোক্তির পর পরে তাঁরা ‘এক-কাথলিক মণ্ডলীতে’ বিশ্বাস-স্বীকারও যোগ করলেন। আমাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে যেন আমি মণ্ডলীর মহৎ দেহের সদস্য হয়ে উঠি, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ* (২০)। তিনি মণ্ডলীকে হাত দিয়ে নির্মিত ভবন অভিহিত করেন এমন নয়, যদিও আমরা এটা ধরে নিই যে, তা বিশ্বস্তদের সমাবেশের কারণেই সেই নাম নিয়েছে; কিন্তু তিনি সেই বিশ্বস্তদের গোটা সমাবেশকে মণ্ডলী বলে অভিহিত করেন যারা যথার্থ ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে ও তাদেরও মণ্ডলী বলে অভিহিত করেন যারা খ্রিষ্টের আগমনের পরে, সমস্ত দেশ থেকে ও পৃথিবীর বিলুপ্তি পর্যন্ত ও, আমরা যে পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছি, স্বর্গ থেকে আমাদের প্রভুর সেই পুনরাগমন পর্যন্ত খ্রিষ্টে বিশ্বাস করেছে, কেননা আমাদের প্রভুও তাঁর ধন্য শিষ্যদের বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (২১)।

১৬। তিনি প্রেরিতদূতের হিপোস্তাসিসেই ‘তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে’ কথাটা সেই সবার কাছেই বললেন যারা প্রতিটি দেশে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হবে ও পৃথিবীর যুগান্ত পর্যন্ত এই পরম্পরা অনুসারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে। বিশ্বস্তদের ও ঈশ্বরভীরুদের এই সমাবেশকেও আমাদের প্রভু তখনই মণ্ডলী বলে অভিহিত করলেন যখন বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (২২)। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি সকল ঈশ্বরভীরু মানুষকে এই বিশ্বাসে ও স্বীকারোক্তিতে সমবেত করবেন, ও তাদের সমবেত হওয়াটা বিনষ্ট হবে না ও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধেও পরাভূত হবে না। এবিষয়ে ধন্য পল বললেন, *যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন স্বর্গীয় স্থানে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে কল্পনা করেছিলেন* (২৩)। তিনি এখানে এটা দেখান যে, ঈশ্বরের এই বহুবিচিত্র প্রজ্ঞায়

সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো এতে বিস্মিত ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য সকল মানুষকে সমবেত করেছিলেন, এদের সকলকে পবিত্র বাপ্তিস্ম জনিত দ্বিতীয় জন্মলাভে খ্রিষ্টে এক-দেহ করে তুলেছিলেন, ও এই প্রত্যাশায় এদের প্রস্তুত করেছিলেন যে, তারা আসন্ন জগতে তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হবে।

১৭। তিনি এই মণ্ডলীকে খ্রিষ্টের দেহ বলেন, কারণ তা বাপ্তিস্মের দ্বিতীয় জন্মের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা গ্রহণ করল, দৃষ্টান্ত হিসাবে এই জগতে, কিন্তু সত্যিকারে ও বাস্তবে সেই আসন্ন জগতে যখন *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত হবে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ হবার জন্য* (২৪)। কেননা, যেমন আমরা এই জগতে আদমের দেহের সাদৃশ্যে রয়েছি ও দেহেও আদমের সদৃশ আছি, তেমনি আমরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহের নামও বহন করব, কারণ যখন আমাদের হীনাবস্থার দেহ রূপান্তরিত হবে, তখন আমরা তাঁর সাদৃশ্যের গৌরব অবশ্যই গ্রহণ করব।

১৮। ধন্য পল এই ধারণা অন্য বচনে ব্যক্ত করেন, *তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী, পল এই আমি যার সেবক* (২৫)। তিনি সেই মণ্ডলীকে সুস্পষ্ট ভাবে খ্রিষ্টের দেহ বলে অভিহিত করেন যার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সেবক হলেন ও যার জন্য তিনি বহু দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করলেন। এবং তিনি এটাও দেখান যে, সকল বিশ্বস্তরা পবিত্র আত্মার এক-প্রতাপ দ্বারা এক-দেহ হয়, কারণ তারা ভাবী এক-প্রত্যাশায় আহূত হয়েছে। এজন্যই তিনি করিন্থীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে বললেন, *তোমরা নিজেরাই আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের দেহ* (২৬)। আরও, আমাদের প্রভু তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর কাতেখেসিসে বললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হয়* (২৭)। তিনি কেমন যেন বলছেন, আমি ইচ্ছা করি, এরা শুধু নয়, কিন্তু এদের দ্বারা যারা আমাতে বিশ্বাসী হবে, তারা সবাই যেন, এই ভাবী মঙ্গলদানগুলো জনিত

রূপান্তরের ফলে এক হতে পারে; যেমন আমি তোমার সঙ্গে সিদ্ধ ও অনির্বচনীয় সংযোজনের অধিকারী, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে বিশ্বাসে এক হয় ও আমার গৌরবের অনুরূপ হয় ও আমার সঙ্গে সেই সংযোজনের অধিকারী হয় যা দ্বারা তারা ক্রমশ ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্মানে উন্নীত হতে পারে।

১৯। তাই, যেহেতু বাপ্তিস্ম দৃষ্টান্তেই আমাদের ঠিক তাই করে তোলে, (কেননা ধন্য পলের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমরা বাপ্তিস্মে খ্রিষ্টের সঙ্গে মরি ও পুনরুত্থান করি), সেজন্যই আমরা প্রত্যেকে স্বীকার করি: 'আমি বিশ্বাস করি, এবং পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে এক ও পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছি।' এই ঘোষণার অর্থ এ, আমি সামান্য বিষয়ের খাতিরে নয়, কিন্তু মহৎ ও বিস্ময়কর বিষয় ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর খাতিরেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি, কেননা আমি প্রত্যাশা করি, বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাকে সেই মণ্ডলীর সন্তানদের একজন করা হবে যা সেই বিশ্বস্তদের সমাবেশ যারা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে 'আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহ' নাম গ্রহণের যোগ্য হয়েছে ও অনির্বচনীয় পবিত্রতা গ্রহণ করেছে ও ভাবী অমরতা ও অপরিবর্তনীয়তার প্রত্যাশাও গ্রহণ করেছে। এবং এক-মণ্ডলী আছে, যা সকাইকে আলিঙ্গন করে, তাদেরই জন্য যারা সর্বত্র বিশ্বাস করে ও স্বর্গীয় জীবন প্রত্যাশা করছে, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *সেই স্বর্গীয় মণ্ডলী যেখানে ঈশ্বরের প্রথমজাতরা নিবন্ধিত* (২৮)। তিনি তাদের 'প্রথমজাত' বললেন, কারণ তারা বিস্ময়কর সেই চূরান্ত দত্তকপুত্রত্ব সর্বোচ্চ মনোনয়ন গুণেই গ্রহণ করবে, ইহুদীদের যেটা পরিবর্তনশীল, সেটার মত নয়, কিন্তু যারা যোগ্য, তাদের কাছে মঙ্গলেই অনির্বচনীয় অমরতা ও পরিবর্তনীয়তা প্রদান করা হবে। তিনি তাদের 'স্বর্গে নিবন্ধিতও' বললেন, কারণ সেইখানে তারা বসবাস করবে। সেই পিতৃগণ মণ্ডলীকে 'পবিত্র' বললেন, সেই পবিত্রতা ও অপরিবর্তনীয়তার কারণে যা তারা পবিত্র আত্মা থেকে গ্রহণ করবে, ও তা 'কাথলিক' বললেন, যাতে সেই সকলকে নির্দেশ করা হয় যারা সর্বত্র ও সর্বকালে বিশ্বাস করল, এবং তা 'এক' বললেন, কারণ যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করবে, কেবল তারাই সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করবে, এবং তারাই সেই অনন্য পবিত্র মণ্ডলী।

পাপক্ষমা ও মাংসের পুনরুত্থান

২০। এই বিশ্বাস-সূত্রের স্বীকারোক্তি জনিত লাভ দেখাবার জন্য সেই ধন্য পিতৃগণ বললেন, ‘পাপক্ষমার উদ্দেশে’। এই কথায় তাঁরা সাধারণ পাপক্ষমা নয়, কিন্তু পাপের সম্পূর্ণ শূন্যকরণই [অর্থাৎ বিনাশ] নির্দেশ করলেন, সেইভাবে যেভাবে আমাদের প্রভু বললেন, *গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য ভগ্ন করা হবে* (২৯), অর্থাৎ, পাপসকল মুছে ফেলা হবে, কারণ সত্যকার ক্ষমা কেবল ক’টা পাপ নয়, কিন্তু সমস্ত পাপ ক্ষমা করে, যেইভাবে ধন্য যোহন বললেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (৩০)। তথাপি এটা এমন কিছু যা সেই আসন্ন জগতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করবে যখন, পুনরুত্থানের পরে আমরা অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব ও পাপের উত্তেজনা বন্ধ হবে। এজন্য ধন্য পলও বললেন, *মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ* (৩১)। এতে তিনি এটা দেখান যে, মৃতদের মধ্য থেকে সেই ভাবী পুনরুত্থানে আমরা পাপের সম্পূর্ণ শূন্যকরণই [অর্থাৎ বিনাশ] প্রত্যাশা করি।

অনন্ত জীবন

২১। এজন্য আমাদের ধন্য পিতৃগণ, ‘পাপক্ষমার উদ্দেশে [মনপরিবর্তনের এক-বাপ্তিস্ম বিশ্বাস করি]’ বলার পর ‘মাংসের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবন’ সূত্রটা যোগ করলেন। এখানে তাঁরা এটা দেখান যে, আমরা এ বিষয় দু’টো তখনই পাব যখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করব ও চিরস্থায়ী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ গ্রহণ করব। সেসময়ই সত্যকার অর্থে, আমরা অপরিবর্তনীয় হওয়ার পরেই, পাপের সেই সম্পূর্ণ শূন্যকরণ [অর্থাৎ বিনাশ] ঘটবে ও আমরা এক, পবিত্র ও কাথলিক মণ্ডলী হয়ে উঠব, কেননা অনির্বচনীয় পবিত্রতা গ্রহণ করব এবং অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব ও খ্রিষ্টের সঙ্গে চিরকাল থাকবার যোগ্য হয়ে উঠব, *এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু,*

তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি (৩২)। সেসময়ই সত্যকার অর্থে এসব কিছু তথা মৃত্যু, পাপ ও ক্ষয়শীলতার শূন্যকরণ [অর্থাৎ বিনাশ] ঘটবে, ও সেটার সঙ্গে বিধানও বাতিল হবে কারণ পবিত্রজন এই আমরা অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠব বিধায় আমাদের পক্ষে বিধানের কোন দরকার হবে না।

২২। অতএব, আমাদের ধন্য পিতৃগণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সর্বপ্রথমে আমাদের সেই বিশ্বাস-স্বীকার সম্প্রদান করলেন যা দ্বারা আমরা আমাদের প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে শিক্ষা লাভ করি, ও তাও বুঝি যা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শিখেছি, তথা, সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন এমন একমাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপ যা অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ, এবং এই স্বরূপ ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও কেবল সেটাই প্রভু ও ঈশ্বর বলে অভিহিত, সেই প্রভু ও ঈশ্বর যাঁকে আমাদের স্বীকার করতে হয়, যাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয় ও সমস্ত সৃষ্টজীব থেকে যাঁর প্রতি উপাসনা দেয়। এবং এটার পরে তাঁরা বাপ্তিস্মের সময়ে সেই বিশ্বাস-স্বীকার শেখালেন যাতে দেখাতে পারেন যে এই সমস্ত কিছু আমাদের সেই প্রভুর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুযায়ী যিনি বললেন, *তোমরা যাও, শেখাও, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (৩৩); এইভাবে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম শেখানো হয় ও সম্প্রদান করা হয়; এবং যারা বিস্ময়কর মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যা থেকে সমস্ত মঙ্গলদান সকল সৃষ্টজীবদের উপরে বর্ষিত হয়, তাদের পক্ষে সেই স্বরূপ ছাড়া অন্য স্বরূপের নাম উচ্চারণ করতে নেই। এজন্যই তাঁরা এতে সেই বিশ্বাস-স্বীকার যোগ করলেন যা ভাবী মঙ্গলদানগুলো সংক্রান্ত যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে চলছি, কেননা আবশ্যকীয় ভাবেই আমাদের জানতে হয় কোন্ ধরনের মঙ্গলদান এই শিষ্যত্বের কাছে মঞ্জুর করা হয়, এবং এটাও জানতে হয় যে, সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন একমাত্র ঐশ্বরিক স্বরূপ, এটাও জানতে হয় যে, পবিত্র বাপ্তিস্ম থেকে সেই দ্বিতীয় একটা জন্মলাভে আমরা সেই স্বর্গীয় ও অবিনশ্বর মঙ্গলদানগুলোতে বিশ্বাস গ্রহণ করি যে মঙ্গলদানগুলোকে অনন্তকালীন ও সবকিছুর আদিকারণ সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আমাদের উপরে বর্ষণ করতে সক্ষম।

২৩। সিদ্ধ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে আমরা এই বিগত অনেক দিনগুলোতে তোমাদের ভালবাসার কাছে বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে এসেছি। এখন, তোমাদেরই উচিত মনোযোগ সহকারে সেই কথা মনে রাখা যা তোমাদের কাছে এই লক্ষ্যে বলা হয়েছে যাতে ধর্মভক্তির বিশ্বাস-স্বীকারে কোন পরিবর্তন না এনে তা রক্ষা করে তোমরা সত্যিকারে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ গ্রহণ করতে পার, যে মঙ্গলদানগুলো ঈশ্বর আমাদেরও মঞ্জুর করুন তাঁর একমাত্র জনিতজন আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গুণে, পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন, আমেন।

এইখানে বিশপ ও ঐশ্বরিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা
ধর্মপ্রাণ ও খ্রিষ্টপ্রেমিক মার্ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-লিখিত
দশ কাতেখেসিস বিশিষ্ট
'বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা' লেখাটার সমাপ্তি।

---

(১) যোহন ১৪:১৪-১৬ দ্রঃ।

(২) সাম ১২৬:১১ দ্রঃ।

(৩) সাম ৮৫:১১ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৪) সাম ৩৫:১১ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৫) যোহন ১৪:১৭।

(৬) যোহন ১৫:২৬।

(৭) ১ করি ২:১১ দ্রঃ।

(৮) যোহন ৭:৩৮।

(৯) যোহন ৭:৩৮-৩৯।

(১০) আদি ২:১০ দ্রঃ।

(১১) ১ করি ১২:৪, ৭।

(১২) যোহন ৪:১৪।

(১৩) যোহন ৭:৩৮।

(১৪) ২ করি ৩:৬।

(১৫) ১ করি ১৫:৪৫ দ্রঃ।

(১৬) রো ১:৪ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৭) রো ৮:১১।

(১৮) যোহন ৬:৬৩।

(১৯) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯।

(২০) এফে ৪:৪।

(২১) মথি ২৮:১৯-২০ পেশিত্তা পাঠ্য।

(২২) মথি ১৬:১৮।

(২৩) এফে ৩:১০-১১।

(২৪) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।

(২৫) কল ১:২৪ দ্রঃ।

(২৬) ১ করি ১২:২৭ দ্রঃ।

(২৭) যোহন ১৭:২০-২১ দ্রঃ।

(২৮) হিব্রু ১২:২৩ দ্রঃ।

(২৯) মথি ২৬:২৬, ২৮।

(৩০) যোহন ১:২৯।

(৩১) ১ করি ১৫:১৬-১৭।

(৩২) ১ করি ১৫:৫৩-৫৬।

(৩৩) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য দ্রঃ।

২য় পর্ব

প্রভুর প্রার্থনা ও রহস্যগুলির ব্যাখ্যা

বিশ্বাস-সূত্র সংক্রান্ত ১০টা কাতেখেসিস প্রদান করার পর বিশপ থেওদরস প্রভুর শেখানো প্রার্থনা (১টা কাতেখেসিস), বাপ্তিস্ম (মোট ৩টা কাতেখেসিস] ও মিসা (মোট ২টো কাতেখেসিস) বিষয়ক ৬টা কাতেখেসিস প্রদান করার মধ্য দিয়ে আপন লেখার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেন।

হে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট,
আমরা তোমার পরাক্রমে
সেই একই ধন্য মার্ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-রচিত
'রহস্যগুলির ব্যাখ্যা' লিখতে শুরু করছি।
হে প্রভু, আমাকে সাহায্য কর
ও একাজের সমাপ্তি পর্যন্ত
আমাকে চালনা কর। আমেন (১)

---

(১) লেখক যিনি, তিনি মার্ তথা প্রভু থেওদরস-লিখিত ব্যাখ্যা লিখতে শুরু করছেন।

১ম কাতেখেসিস

(১১শ কাতেখেসিস)

এই ১ম কাতেখেসিসে, অর্থাৎ ‘প্রভুর প্রার্থনা’ সংক্রান্ত এই কাতেখেসিসে তিনি সর্বপ্রথমে সেই গভীর সম্পর্ক বুঝিয়ে দেন যা নিকেয়া মহাসভায় সম্মিলিত পিতৃগণ বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে দেখতেন; কেননা তাঁদের মতে, যে দীক্ষাপ্রার্থীরা খ্রিষ্টীয় জীবনে পা বাড়াতে উদ্যত, তাদের পক্ষে বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা উভয়ই একান্ত প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরসের শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটা যে, সেই শিক্ষা বিশ্বাস-জীবনের অভ্যন্তরে প্রভুর প্রার্থনার একটা বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করে; কেননা, তাঁর মতে, প্রভুর প্রার্থনা এমন প্রার্থনা শুধু নয় যা বারে বারে নিবেদন করলে নিজের লক্ষ্য পূরণ করে; না, উত্তম প্রার্থনা বরং এমন ভ্রমণপথ যা বেয়ে চলে বিশ্বাসী মানুষ নিজের বিশ্বাস নিজের জীবনে সার্থক করে তুলতে শেখে। এবিষয়ে বিশপ থেওদরস নিজে বলেন, যেমন বিশ্বাস-সূত্র ধর্মভক্তি ও যথার্থ জ্ঞানের জন্য সূচনা অর্পণ করে, তেমনি প্রভুর প্রার্থনা ‘আমাদের জীবনকে ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলোর সঙ্গে মিল রাখতে’ শেখায়; আরও, প্রভুর প্রার্থনায় ‘জীবনাচরণের জন্য উপযোগী যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে’, যার ফলে ‘যে কেউ কর্তব্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, তার জন্য প্রতিটি প্রার্থনা জীবন সম্পর্কে শিক্ষা বহন করে’। তাই বিশপ থেওদরস অনুসারে, প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করার লক্ষ্য হল জীবনযাপন বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে কী যাচনা করা দরকার সেবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা। এইভাবে, প্রভুর শেখানো সংক্ষিপ্ত এই প্রার্থনা এমন উপায় যা দ্বারা মানুষ নিজের জীবনধারণ বিচার করতে, নিজের বাসনা পরীক্ষা করতে, ও নিজের হৃদয় যাচাই করতে পারে; তাই প্রভুর প্রার্থনা উচ্চারণ করার পাশাপাশি তার প্রতিটা যাচনার অর্থ অনুসন্ধান করা একান্ত উপকারী (১ অধ্যায়)।

তবে এটা স্পষ্ট যে, বিশপ থেওদরসের মতে, প্রার্থনা ও জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে মানুষের প্রার্থনা যে কত গভীর, তা তার জীবনাচরণে প্রকাশ পায়, কেননা প্রার্থনা হল জীবনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেহেতু মানুষ নিজের জীবনের জন্য

যা আকাঙ্ক্ষা করে ও মনে মনে যা বাসনা করে, তা তার প্রার্থনায় প্রকাশিত (২ অধ্যায় দ্রঃ)।

প্রভুর উচ্চারিত সমস্ত বাণী এমনকি শাস্ত্রের প্রতিটি বাণীই যে শিক্ষা ও সংশোধন স্বরূপ তা বলা বাহুল্য, কিন্তু তবুও প্রভুর শেখানো প্রার্থনার প্রতিটি সূত্রই আরও বেশি প্রভাবশালী, কেননা ঈশ্বর সেটা দ্বারা চলার পথ দেখানো ছাড়া মানুষের ওষ্ঠে সেই যাচনাও রাখেন যাতে মানুষ সেই পথে চলার সাহায্য পেয়ে মনপরিবর্তন করতে পারে। কেননা প্রার্থনা-কাল ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছা পাল্টাবার সময় নয়, বরং প্রার্থী মানুষের নিজেরই মন ও ইচ্ছা পাল্টাবার সময়।

তবেই প্রার্থনা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে, কেননা প্রভু 'এই সংক্ষিপ্ত বচনগুলো ব্যবহার করলেন, কেমন যেন এটা বলার জন্য যে, প্রার্থনা কথার ব্যাপার তত নয়, কিন্তু জীবনাচরণ, ভালবাসা, ও সমুচিত তৎপরতার ব্যাপার (৩ অধ্যায়)। এর ফলে, 'তোমরা এসমস্ত কিছুতে আগ্রহী হলে তবে তোমরা সারা জীবন ধরে প্রার্থনা করতে থাকবে' ও সেই আগ্রহের ফলে তোমরা সেইসঙ্গে 'প্রার্থনার জন্য মহৎ বাসনাও অর্জন করবে' (৫ অধ্যায়)।

যেহেতু প্রভু ও ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে পিতা, ও আমরা তাঁর সন্তান ও ঘনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী, সেজন্য প্রভুর প্রার্থনার প্রথম যাচনা তথা 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' সূত্রটা মানুষকে আহ্বান করে যাতে সে ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে, কেননা সেই সচেতনতা অর্জন করার ফলেই সে, ঈশ্বর যে সত্যিকারে পিতা তা বুঝে, তাঁর প্রকৃত সন্তান বলে জীবনাচরণ করবে ও তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করবে (৮ অধ্যায়)। এবিষয়ে এটা লক্ষণীয় যে, বিশপ থেওদরস মানব-নীতি শাস্তির হুমকির উপরে বা পুরস্কারের প্রতিজ্ঞার উপরে দাঁড় করান না, কেননা কোনো হুমকি বা প্রতিজ্ঞা খ্রিষ্টীয় জীবন গড়ে তুলতে পারে না, সন্তান-মর্যাদা বিষয়ে সচেতনতাই বরং খ্রিষ্টভক্তের জীবন গড়ে তোলে: যে কেউ উপলব্ধি করে, সে সত্যিকারে সেই পিতার সন্তান, সে-ই সেই অনুসারে জীবনযাপন করবে।

এধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে করতে বিশপ থেওদরস এটা স্পষ্ট করেন যে, প্রভুর প্রার্থনার প্রতিটি সূত্র বাস্তবিকই খ্রিষ্টীয় জীবন সংক্রান্ত এমন শিক্ষা স্বরূপ যা আত্মসংস্কারের জন্য উপযোগী। এজন্য এই কাতেখেসিস শেষে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রভুর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত বচনগুলোর মধ্য দিয়ে যা তোমাদের শিখিয়েছে, তা তোমাদের

মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে স্থিতমূল করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, তৎপর হয়ে সেই কথা ভাব ও তা বাস্তবায়িত করার জন্য দরকারী শ্রম মেনে নাও, যাতে করে, এই ইহলোকে থাকতেও, তোমাদের ক্ষমতামত, আসন্ন জগতের অনুরূপ হতে পার' (১৯ অধ্যায়)।

ঈশ্বর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান-অর্জন যথার্থ জীবনাচরণ দাবি করে: বিশপ থেওদরসের এই মন্ত্র কেবল প্রভুর শেখানো প্রার্থনা সংক্রান্ত নয়, বাকি কাতেখেসিসগুলোও সংক্রান্ত।

সূচী

১: বিশ্বাস-স্বীকারে অর্থাৎ বিশ্বাস-নিয়মাবলিতে আমাদের প্রভুর শেখানো প্রার্থনা অর্থাৎ জীবনাচরণ-নিয়মাবলি যুক্ত রয়েছে।
২: যিশু নিজের আদর্শ দিয়ে শেখালেন কেমন প্রার্থনা করা উচিত, অর্থাৎ কেমন করে ঈশ্বরের জন্য অবিরাম তৎপর হওয়া উচিত।
৩: প্রার্থনার প্রকৃত চিহ্ন হল ভালবাসা, সমুচিত তৎপরতা, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ, জীবনাচরণ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছে অবিরাম সাহায্য-যাচনা।
৪: 'অন্যায় বিচারক' উপমার ব্যাখ্যা।
৫: অবিরত প্রার্থনা সম্পর্কে।
৬: যিশু আপন শিষ্যদের সত্যকার প্রার্থনা শেখান:
৭-৯: 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১০: 'তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১১: 'তোমার রাজ্য আসুক' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১২-১৩: 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১৪: 'আমাদের প্রেয়াজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১৫-১৬: 'এবং আমাদের ঋণ ও আমাদের পাপ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১৭: 'আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না' সূত্রের ব্যাখ্যা;
১৮: 'কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর' সূত্রের ব্যাখ্যা।
১৯: নৈতিক উৎকৃষ্টতার গোটা নিয়মাবলি এই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর শেখানো প্রার্থনার মধ্যকার সম্পর্ক

১। যেহেতু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা গতকাল সেই বিশ্বাস-সূত্র বিষয়ে কথা বলা শেষ করেছি যা সম্পর্কে আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের

বাণী অনুসারে রচনা করলেন যাতে আমরা ‘পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে’ আমাদের প্রভুর এই পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে কাতেখেসিস দিতে পারি, সেজন্য এটা উপযোগী যে, আমরা আজ সেই প্রার্থনা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে কথা বলব যা আমাদের প্রভু আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন। এ কথাগুলো বিশ্বাস-সূত্রের কথাগুলোর পরে যোগ করা হয়েছে যাতে করে, যারা বাপ্তিস্মের বিশ্বাসের কাছে এগিয়ে যায় তারা যেন তা শিখে নেয় ও মুখস্থ করে। আমাদের প্রভু *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর; ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (১) বলার পরে ‘আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও’ বচনটা যোগ করলেন। এতে তিনি এই শিক্ষা দিলেন যে, ধর্মভক্তির তত্ত্ব ও যথার্থ জ্ঞানের পাশেপাশে আমাদের পক্ষে আমাদের জীবনকে ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলোর সঙ্গে মিল রাখা দরকার। এজন্য তাঁরা বিশ্বাস-সূত্রে সেই প্রার্থনা যোগ করলেন যেখানে জীবনাচরণের জন্য উপযোগী যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে যা আমাদের প্রভু সংক্ষিপ্ত বচনগুলোতে ঘিরে রাখলেন ও আপন শিষ্যদের কাছে সম্প্রদান করলেন। তবে, যে কেউ কর্তব্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, তার জন্য প্রতিটি প্রার্থনা জীবন সম্পর্কে শিক্ষা বহন করে। কেননা, আমরা যেমন উচিত জীবনাচরণ বাসনা করি, তেমনি উচিত প্রার্থনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। কেননা, যে কেউ সদ্‌গুণ বিষয়ে আগ্রহী ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় কর্ম করতে তৎপর, সে অন্য কিছুর চেয়ে প্রার্থনা বিষয়েই আরও বেশি যত্নশীল; কিন্তু যে কেউ সদ্‌গুণ বিষয়ে আগ্রহী নয় ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় কর্ম করতে তৎপর নয়, তার ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্ট যে, সে প্রার্থনা বিষয়েও অমনোযোগী হবে।

প্রভুর শেখানো প্রার্থনার উদ্দেশ্য

২। আমরা যেমন সবসময় এমন মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে, জীবনযাপন করতে ও কথাবার্তা বলতে খুশি যাকে আমরা অধিক ভালবাসি, ও যাকে ভালবাসি না তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ও কথা বলতে তৎপর নই, তেমনি মনে যারা ঈশ্বরের অধিকারী ও তাঁর গ্রহণযোগ্য কাজ করতে অধিক তৎপর, তাদের প্রার্থনা সাধারণত যথেষ্ট আন্তরিক, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, প্রার্থনা কালে তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলে

ও জীবনযাপন করে। অতএব, যে কেউ ঐশ্বরিক বিষয় অবজ্ঞা করে ও অন্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত, সে প্রার্থনা বিষয়েও তত তৎপর নয়। এজন্যই ধন্য পলও আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে আদেশ দেন (২), যাতে অবিরাম প্রার্থনা দ্বারা আমরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর গ্রহণীয় বিষয়ের জন্য আগ্রহ রোপণ করতে পরি। এজন্য যিনি দেখতে ও স্বরূপে মানুষ ছিলেন, আমাদের সেই প্রভু এককর্মের দ্বারা এই ধরনের জীবন ও আচরণ উপস্থাপন করার লক্ষ্যে প্রার্থনার প্রতি মহৎ তৎপরতা দেখালেন। বাস্তবিকই তিনি মঙ্গল বিষয়ে উপদেশ দানে দিন কাটিয়ে রাতকে প্রার্থনা-কর্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন। এজন্যই তিনি মরুপ্রান্তরে চলে যেতেন যাতে এটা শিখিয়ে দিতে পারতেন যে, যে প্রার্থনা করে, যাতে নিজের প্রাণের দৃষ্টি ঈশ্বরে নিবদ্ধ থাকে ও তাঁর প্রতি স্থিতমূল থাকে, ও অন্য কিছু দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, তার পক্ষে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। এমনকি তিনি কাল ও স্থানও বেছে নিতেন যেন আমাদের আকর্ষণ করে সেই সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারেন যা দ্বারা আমাদের প্রাণ প্রায়ই বিচলিত ও অস্থির হয়, ও সময় সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবেও সঙ্কল্পিত অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুত হয়।

প্রার্থনার প্রকৃত চিহ্নসমূহ

৩। যেহেতু তিনি এইভাবে ব্যবহার করতেন, সেজন্য, যেভাবে ধন্য লুক বললেন, সেই অনুসারে তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে প্রার্থনা করা উচিত, কেননা *যোহনও নিজের শিষ্যদের [প্রার্থনা করতে] শেখালেন* (৩)। এবং [প্রভুর] প্রার্থনার সেই সংক্ষিপ্ত বচনগুলোতে তিনি সিদ্ধ শিক্ষা তাঁদের কাছে সম্প্রদান করলেন, তিনি বললেন, *তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক। আমাদের প্রেয়াজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও; এবং আমাদের ঋণ ও আমাদের পাপ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি; আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না, কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার*

কর; কারণ পরাক্রম, রাজ্য ও গৌরব তোমারই, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন(৪)।

তিনি এই সংক্ষিপ্ত বচনগুলো ব্যবহার করলেন, কেমন যেন এটা বলার জন্য যে, প্রার্থনা কথার ব্যাপার তত নয়, কিন্তু জীবনাচরণ, ভালবাসা, ও সমুচিত তৎপরতার ব্যাপার। কেননা যে কেউ শুভকর্মের প্রতি প্রবণ, তার গোটা জীবন সেই প্রার্থনায় স্থিতমূল থাকতে হয় যা শুভকর্ম বেছে নেওয়াতেই প্রকাশ পায়। প্রার্থনা সদাচরণের সঙ্গে আবশ্যকীয় ভাবে সংযুক্ত, কারণ যা কিছু করার সমুচিত নয়, তা প্রার্থনার বস্তু হবার যোগ্য নয়, কেননা ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন, তাঁর কাছে সেটার বিপরীত যাচনা করা পাথর ছুড়ে মারা মৃত্যুর চেয়ে খারাপ মৃত্যু[স্বরূপ]। যে কেউ তেমন প্রার্থনা নিবেদন করে, সে ঈশ্বরকে পুনর্মিলন ও দয়ার চেয়ে রোষেরই দিকে উত্তেজিত করে। সত্যকার প্রার্থনা যথার্থ জীবনাচরণে, ঈশ্বরকে ভালবাসায় ও তাঁর গ্রহণীয় বিষয়ে ধর্মাগ্রহে স্থিত। যে কেউ এসমস্ত বিষয়ে নিবিষ্ট ও যার মন এসমস্ত কিছু ভাবে, সে নির্বিঘ্নে প্রার্থনা করে: প্রতিটি ক্ষণে ও অবিরতই সে প্রার্থনা করে, কেননা সে সবসময় তাই করে যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়। তেমন মানুষের কাছে প্রার্থনা-নিবেদন অবিরতই দরকারী, কেননা যে কেউ শুভকর্ম সাধনে সচেষ্ট, তার পক্ষে, সে যাতে সচেষ্ট, সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাচনা করা উপযোগী যাতে তার সমস্ত জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়ী হয়। এবং এটা জানা কথা যে, তেমন মানুষের প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে, কারণ এটা সম্ভব নয় যে, যে কেউ ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলো পালনে তৎপর ও সেই অনুসারে জীবনাচরণ করে ও সেই আজ্ঞাগুলো ভঙ্গ করে না, সে সাহায্য চাইলে কোন না কোন ভাবে তাঁরই সাহায্য পাবে না যিনি সেই আজ্ঞাগুলো জারি করলেন; একইপ্রকারে এটা আগে থেকেই স্পষ্ট যে, যে কেউ সেই আজ্ঞাগুলো অনুযায়ী জীবন পালন করে না, সে প্রার্থনা থেকে কোন সাহায্য পাবে না, যেহেতু যে এমন কিছুতে তৎপর যা ঈশ্বরের গ্রহণীয় নয় ও এমন বিষয় যাচনা করে যা সে নিজে সারা জীবন ধরে করবে বলে বেছে নিয়েছে।

‘অন্যায় বিচারক’ উপমার ব্যাখ্যা

৪। এজন্য, যেইভাবে ধন্য লুক বললেন, আমাদের প্রভু এটাও আমাদের শিখিয়ে দিলেন যেন প্রার্থনা ক্ষেত্রে অবহেলী না হই, এবং একটা উপমার মধ্য দিয়ে আমাদের এবিষয়ে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, *এক শহরে একজন বিচারক ছিল: সে ঈশ্বরকেও ভয় করত না, মানুষকেও মানত না* (৫), এবং একটি বিধবা যে নিজের চেয়ে শক্তিশালী একটা লোক দ্বারা অত্যাচারিত ছিল, তার কাছে অবিরতই যেত ও নিজের প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছিল তার কাছে সেই অন্যায় বন্ধ করতে যাচনা করত। সেই লোক দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপারটা স্থগিত করল, কিন্তু অবশেষে সেই স্ত্রীলোকের পীড়াপীড়ি দ্বারা পরাজিত হল যে তার সেই ব্যাপার দেখবার জন্য, ও সেই অত্যাচারী থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য তাকে তাড়া দিচ্ছিল, সেই যে অত্যাচারী তার প্রতি অন্যায় করছিল ও তার চেয়ে শক্তিশালী ছিল। পরে তিনি বলে চললেন, ‘শোন, সেই অসৎ বিচারক কী বলল’: যেহেতু এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করে, সেজন্য আমি তার সুবিচার করব পাছে সে আমার কাছে অবিরত এসে আমাকে নির্যাতন করে। *তবে ঈশ্বর কি নিজের সেই মনোনীতদের পক্ষে সুবিচার করবেন না? তারা তো দিনরাত তাঁর কাছে চিৎকার করে থাকে, যদিও তিনি তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করান* (৬)। কেননা যারা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে অধ্যবাসায়ী, তারা প্রাকৃতিক উত্তেজনা, অপদূতদের ফন্দি-ফিকির, ও সেই দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে অশেষ ক্লেশের সম্মুখীন যা প্রায়ই বহুবার হোঁচট খাওয়ায় ও মঙ্গল পথ থেকে সরায়: তারা জগতে বিরামহীন সংগ্রামে ব্যস্ত; এবং যেহেতু তারা তেমন দৈনিক সংগ্রাম থেকে এক মুহূর্ত মাত্রও বিরাম পায় না, সেজন্য পাছে তারা মনে করে, ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেছেন, সেজন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সেই অসৎ বিচারকের কথা উত্থাপন করলেন, যাতে তার সঙ্গে তুলনার ফলে তিনি এটা সপ্রমাণিত করতে পারেন যে, যারা মঙ্গল বেছে নিল, ঈশ্বর যে তাদের ত্যাগ করবেন তা সম্ভব নয়। কেননা, সেই যে অত্যাচারী ন্যায়ের কথা একেবারে উপেক্ষা করত ও ঈশ্বরকে ভয় করত না ও কোন মানুষকে মানত না, সে যখন সেই স্ত্রীলোকের পীড়াপীড়ি দ্বারা পরাজিত হল, নিজের কর্তব্য পালন করল, ও কোন মজুরির প্রত্যাশায় তার পক্ষে সেই লোকের বিপক্ষে সুবিচার করল যে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি অন্যায়ভাবে কাজ করত, তখন, যিনি তত

দয়াবান ও করুণাময়, যিনি আমাদের পরিত্রাণ ও মুক্তির জন্য সবকিছুই করলেন, ও যিনি পাপীদেরও ত্যাগ করতে সহ্য করেন না, তোমরা কেমন করে ভাবতে পার যে, সেই ঈশ্বর তাদেরই ত্যাগ করবেন যারা মঙ্গলকর বিষয়ে সচেষ্ট ও তাঁর গ্রহণীয় বিষয়ে তৎপর? কেননা এমনটা নয় যে তিনি তাদের ত্যাগ করেন যারা এমন ক্লেশে ও দৈনিক পরীক্ষায় জর্জরিত হয় যা, হয় প্রাকৃতিক উত্তেজনার কারণে, না হয় তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে, তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহ্য করে, যার কারণে তারা প্রায়ই অনিচ্ছাকৃত ভাবেও অপ্রশংসনীয় কাজের দিকে আকর্ষিত, ও অপদূতদের বিরুদ্ধে তাদের মহৎ সংগ্রাম সহ্য করতে বাধ্য যেহেতু তারা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো থেকে উৎপন্ন সমস্ত ভাবাবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য। এসমস্ত ক্লেশের কারণে যে মঙ্গলদানগুলো তাদের কাছে প্রতিশ্রুত, তা সাধারণ নয়, এবং তিনি তাদের বাসনা পূরণ করেন ও তাদের নিজের মহৎ দূরদৃষ্টির যোগ্য করে তোলেন; তিনি এজগতের ক্লেশ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে দেন যাতে সেই ক্লেশ ও দুঃখকষ্টের কারণে তারা অনন্তকালীন ও অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করতে পারে।

অবিরত প্রার্থনা

৫। এজন্য, কেমন প্রার্থনা করা উচিত, যারা তাঁর কাছে তেমনটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি সেই শিষ্যদের কাছে উপরোল্লিখিত বাণী উচ্চারণ করলেন, কেমন যেন তিনি তাঁদের বলতেন, তোমরা যদি প্রার্থনা বিষয়ে চিন্তিত, তবে এটা জেনে নাও যে, তা কথা দ্বারা নয়, কিন্তু সদ্‌গুণ বিশিষ্ট জীবনকে বেছে নেওয়া, ঈশ্বরকে ভালবাসা ও নিজের কর্তব্য তৎপর পালন দ্বারা সম্পাদিত। তোমরা এসমস্ত কিছুতে আগ্রহী হলে তবে তোমরা সারা জীবন ধরে প্রার্থনা করতে থাকবে, ও সেগুলোর প্রতি তোমাদের সদিচ্ছা ও বেছে নেওয়াটার ফলে তোমরা প্রার্থনার জন্য মহৎ বাসনা অর্জন করবে ও যা যাচনা করা উচিত তাও নিঃসন্দেহে জানতে পারবে। তোমরা এই কর্তব্য-পালনের পথ বেছে নিলে, তবে এটার বাইরের কোন কিছু যাচনা করার জন্য প্রভাবিত হবে না, কেননা, যা কিছুতে তোমাদের কোন আগ্রহ নেই, তেমন কিছু যাচনা করতে ইচ্ছুক হবে না। তোমরা যদি সদ্‌গুণাবলি বাসনা কর ও সেগুলোতে অধ্যবসায়ী থাক, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, তোমরা

ঈশ্বরের কাছে এমন প্রার্থনা নিবেদন করবে যা সেগুলোর অনুরূপ। তোমরা এভাবে জীবন যাপন করলে ও সমস্ত ভক্তি সহকারে এইভাবে যাচনা করলে তবে তোমরা এতেই সুনিশ্চিত হবে যে, তোমরা তা পাবে।

যিশুর শেখানো প্রার্থনা সত্যকার প্রার্থনা

৬। যা বিষয়ে তোমাদের তৎপরতা দেখাতে হয়, তোমাদের কাছে কোন্ কোন্ কর্ম ও জীবনাচরণ দাবীকৃত, যা কিছুতে তোমাদের নিষ্ঠাবান হতে হয়, ও যা কিছুর জন্য তোমাদের প্রার্থনা নিবেদন করতে হয় ও যা কিছুতে তোমাদের যাচনা নিঃসন্দেহে পূরণ করা হবে, তা শোন। এবিষয়ে সুসমাচার রচয়িতা বলেন, ‘একদিন তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন; যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, *প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন। তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল: পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক* (৭)। *তিনি এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন’ বচনটা সুসমাচার-রচয়িতার অন্য পদে ব্যবহৃত বচনের সদৃশ, তথা, ‘তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন* (৮)। সুতরাং, ‘এক জায়গায়’ বলতে এটা বোঝায় যে, তিনি এমন জায়গায় প্রার্থনা নিবেদন করছিলেন যা শান্ত ও মানুষের কোলাহল থেকে মুক্ত। তাই, যখন শিষ্যেরা তাঁকে এত ধর্মাগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করতে দেখলেন, তখন তাঁরা বুঝলেন, এটা সাধারণ জিনিস নয়, কিন্তু এটা এমন ব্যাপার যা অন্য যত ব্যাপারের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁরা যাচনা করলেন যেন তাঁরাও প্রার্থনা করতে শিখতে পারেন যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রার্থনার উপরোল্লিখিত বাণী উচ্চারণ করলেন, কেমন যেন তিনি বলতেন, তোমরা প্রার্থনার জন্য আগ্রহী হলে, তবে তোমাদের তা স্পষ্টই জানা উচিত যা ঈশ্বরকে তোমাদের বলতে হবে, ও যা কিছু তাঁর কাছে যচনা করা উচিত সেবিষয়ে তোমাদের চিন্তাশীল হতে হবে। তবে, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন তোমাদের কি বলতে হবে? ও কোন্ বিষয়ে তোমাদের চিন্তাশীল হতে হবে?

‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’

৭। ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’: সর্বোপরি তোমাদের জানা উচিত, তোমরা কি ছিলে, ও ঈশ্বর থেকে যে দান পেয়েছ, সেটার স্বরূপ ও মাত্রা কি। কেননা, তোমাদের পূর্বসূরীদের যা ঘটেছিল, সেটার চেয়ে তোমাদের যা ঘটেছে, এটাই মহত্তর। এটা আমার দ্বারা তাদেরই ঘটবে, যারা আমাতে বিশ্বাসী ও আমার শিষ্য হতে বেছে নিয়েছে, কেননা যারা মোশির বিধানের অধীনে শ্রম করত, তাদের চেয়ে এরাই আরও বেশি উচ্চতর হবে, কারণ সিনাই পর্বতে দেওয়া সেই প্রথম বিধান দাসত্ব প্রসব করেছিল, ও বিধান নিজে ও তার সন্তানেরা উভয়ই দাসত্বে শ্রম করত। কেননা যে কেউ আজ্ঞাগুলোর বিধানের অধীন ছিল, তারা সবাই দাস ছিল। কেমন আচরণ করতে হয় সেবিষয়ে তারা হুকুম পেত, ও সেই যে মৃত্যুদণ্ড তারা কেউই এড়াতে পারত না, সেই দণ্ড দ্বারা তারা বিধান-লঙ্ঘনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু, আমার দ্বারা তোমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পেয়েছ যা দ্বারা তোমরা দত্তকপুত্রত্ব ও ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার সৎসাহস লাভ করেছ। পুনরায় দাসত্বে ও ভয়েতে থাকবার জন্যই যে তোমরা [পবিত্র] আত্মাকে পেয়েছ এমন নয়, কিন্তু সেই আত্মাকে পেয়েছ যাতে সেই দত্তকপুত্রত্বের আত্মার যোগ্য হয়ে ওঠ, যে দত্তকপুত্রত্ব দ্বারা তোমরা সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাক। এই দত্তকপুত্রত্ব থেকে ঊর্ধ্বস্থিত সেই যেরুশালেমে নাগরিকত্ব লাভ করেছ ও সেই স্বাধীন অবস্থার যোগ্য হয়েছ যা তাদেরই অবস্থা হবে যারা পুনরুত্থানে অমর ও অপরিবর্তনীয় হবে ও তেমন স্বরূপে স্বর্গে জীবনযাপন করবে।

৮। সুতরাং, যেহেতু তোমাদের ও যারা বিধানের অধীন ছিল তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, (এই অর্থে যে, অক্ষর অর্থাৎ বিধান মৃত্যু ঘটায় ও এর ফলে অনিবার্য মৃত্যুদণ্ড লঙ্ঘনকারীদের উপরে এনেছে, ও এই অর্থেও যে, ‘আত্মাই জীবন দান করেন’ ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তোমাদের অমর ও অপরিবর্তনীয় করে তুলবেন), সেজন্য এটা উপযোগী যে, তোমরা এটাই সর্বোপরি জানবে যে, তোমরা যা বিষয়ে অধিকারী, তোমাদের সেই স্বাধীনতার যোগ্য জীবনাচরণে চলতে হবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা অনুসারে জীবনযাপন করে, তারা ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু যারা বিধানের অধীন, তারা এমনি সন্তান-নাম পায়: *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপরের পুত্র;*

অথচ মানুষের মতই মরবে (৯)। যারা সেই পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে যাঁর দ্বারা, এজগতে থাকতেও, তারা অমরতা প্রত্যাশা করে, তাদের পক্ষে এটা উপযোগী যে, তারা এমন মনের অধিকারী হবে যা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত স্বাধীন মানুষেরই যোগ্য মন; এটাও উপযোগী যে, তারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে দূরে পালাবে ও এমন জীবনাচরণ অর্জন করবে যা সেই স্বর্গীয় আবাসের নাগরিকত্বের যোগ্য জীবনাচরণ। এজন্য আমি ‘আমাদের প্রভু’ ও ‘আমাদের ঈশ্বর’ বলতে তোমাদের শেখাই না, যদিও এটা স্পষ্ট যে, তোমাদের জানা উচিত যে তিনি ঈশ্বর, প্রভু, এবং সবকিছু ও তোমাদেরও নির্মাতা; এবং এটাও তোমাদের জানা উচিত যে, তিনিই এসমস্ত মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে তোমাদের স্থানান্তরিত করবেন। আমি তোমাদের তাঁকে ‘আমাদের পিতা’ বলেই ডাকতে আদেশ করছি, যাতে, যখন তোমাদের স্বাধীনতা, ও তোমরা যাতে সহভাগী সেই সম্মান, ও তোমাদের অর্জিত মহত্ত্ব বিষয়ে তোমাদের সচেতন করা হবে (এসমস্ত কিছু এমন যা দ্বারা বিশ্বের ও তোমাদের নিজেদেরও সেই প্রভুরই সন্তান বলে তোমরা অভিহিত), তখন তোমরা যেন শেষ পর্যন্ত সেই অনুসারেই চল।

৯। আমি তো চাই না তোমরা ‘আমার পিতা’ বলবে, তোমরা বরং ‘আমাদের পিতা’ বলবে, কেননা তিনি সেইভাবে সবার সাধারণ পিতা, যেইভাবে, তোমরা যা থেকে দত্তকপুত্রত্ব পেয়েছ, সেই অনুগ্রহও সবার জন্য সাধারণ। একইপ্রকারে তোমরা ঈশ্বরের কাছে কেবল সমুচিত জিনিস অর্পণ করবে এমন নয়, কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হবে ও সেই ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করবে, কারণ তোমরা ভাই ও এক-পিতার হাতের অধীন। আমি ‘স্বর্গস্থ’ শব্দটাও যোগ করলাম, যাতে, যেখানে তোমাদের স্থানান্তরিত হওয়া মঞ্জুর করা হয়েছে, সেই স্বর্গের জীবনাচরণ তোমাদের চোখের সামনে থাকে। যেহেতু তোমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করেছ, সেজন্য তোমরা স্বর্গে বসবাস করবে, কেননা এই আবাস ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য উপযোগী।

‘তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’

১০। যারা তেমন ভাবনা ভাবে, তাদের কী করা উচিত?

‘তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’ : সর্বোপরি, তোমাদের তেমন কাজ কর যা তোমাদের পিতার গৌরবে আসে। যিনি অন্য পদে বললেন, *তোমাদের আলো মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (১০), তিনি [তথা খ্রিষ্ট] এখানে বলেন, ‘তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক’, কেমন যেন তিনি বলতেন, তোমাদের এমন কাজ সম্পাদন করতে সচেষ্ট হতে হবে যাতে ঈশ্বরের নাম সকল মানুষের দ্বারা গৌরবান্বিত হয়; ও একইসঙ্গে তোমরা বিস্মিত চোখে তোমাদের উপরে বর্ষিত তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দেখবে, ও এটা ভাববে যে, তিনি তোমাদের এমনিই নিজের সন্তান করেননি, কিন্তু আপন দয়ায় তিনি তোমাদের কাছে [পবিত্র] আত্মাকে মঞ্জুর করলেন যাতে তোমরা সদ্‌গুণে বৃদ্ধিশীল হতে পার ও তাদেরই মত কাজ সম্পাদন কর যারা ঈশ্বরকে আপন পিতা বলার যোগ্য বলে গণ্য হল। যেমন আমরা যখন সেটার বিপরীত কর্ম করি তখন ঈশ্বরনিন্দার কারণ হই যেহেতু যে বাইরের লোকেরা দেখে আমরা কুকর্ম করি, তারা আমাদের সম্পর্কে বলবে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হবার যোগ্য নই, তেমনিভাবে, আমরা যখন সদাচরণ করি, তখন এটা সপ্রমাণ করি যে, আমরা ঈশ্বরের এমন সন্তান যারা আমাদের পিতার স্বাধীনতার যোগ্য, ও এটা দেখাই যে, আমরা আমাদের পিতার যোগ্য জীবনধারণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সেইমতই জীবন যাপন করি। তেমন ঈশ্বরনিন্দা উচ্চারিত হবে, তা প্রতিরোধ করার জন্য, ও যিনি তেমন মহত্ত্বে তোমাদের উন্নীত করেছেন, যাতে সবার ওষ্ঠে সেই ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনিত হয়, সেজন্য তোমরা এমন কাজ কর যা তেমন ফল উৎপন্ন করে।

‘তোমার রাজ্য আসুক’

১১। ‘তোমার রাজ্য আসুক’ : এটা উত্তম যে, আমাদের প্রভু এই সূত্র এইখানে যোগ করলেন। যারা দত্তকপুত্রত্বের মধ্য দিয়ে স্বর্গরাজ্যে আহূত হয়েছে ও খ্রিষ্টের সঙ্গে স্বর্গে বসবাস করবে বলে প্রত্যাশা রাখে (সেই অনুসারেই যে অনুসারে পল বললেন, *আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে আমরা চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১১)), তাদের উচিত, সেই রাজ্যের যোগ্য ভাবনা করা, সেই স্বর্গীয় নাগরিকত্বের অনুরূপ জীবনাচরণ করা, পার্থিব বিষয় নগণ্য গণ্য করা

ও তেমন বিষয়ে কথা বলা ও ভাবা তাদের অর্জিত মর্যাদার নিচে বলে মনে করা। যে কেউ রাজদরবারে জীবনযাপন করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ও সবসময় তাঁকে দেখবার ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তেমন ব্যক্তি তো বাজারে, সুরাখানায় ও সেইমত নীচ জায়গায় যাবে না, সেখানে ঘুরেও বেড়াবে না, বরং কেবল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে যারা, সে যেখানে আছে, সেই ধরনের জায়গায় স্থান নিতে অভ্যস্ত। একইপ্রকারে, আমরা যারা স্বর্গরাজ্যে আহূত, আমাদের পক্ষে সেই রাজ্যের রীতিনীতি ত্যাগ করার অনুমতি নেই, ও সেখানকার নাগরিকত্ব অনুযায়ী ব্যবহারও ত্যাগ করার অনুমতি নেই, এজগতের কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকারও অনুমতি নেই যেখানে যথেষ্ট অসৎ ব্যবসা ও অপবিত্র কর্ম বিরাজ করে। তবে এসমস্ত কিছু কেমন হবে? এবং কেমন করে আমাদের পিতার স্বাধীনতার অনুরূপ জীবনাচরণ করব?

‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক’

১২। কিন্তু আমরা কেমন করে সেই স্বর্গীয় নাগরিকত্বের অন্বেষণ করব ও কেমন কর্ম সম্পাদন করব যা ঈশ্বরের নামের মহত্তর প্রশংসার কারণ হবে?

‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক’। তেমনটা তবেই হবে যদি আমরা স্বর্গে যেভাবে জীবনাচরণ করব, সেই জীবনাচরণের অনুকরণ করার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকি; কেননা স্বর্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ বলতে কিছুই নেই যেহেতু সেখানে পাপ বাতিল করা হবে ও অপদূতদের অধিকার নিঃশেষ হবে, ও, স্বল্প কথায়, যা কিছু আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তা বিলুপ্ত হবে। কিন্তু যখন পার্থিব সবকিছু বিলুপ্ত হবে, তখন আমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করব, ও অমর ও অপরিবর্তনীয় স্বরূপে স্বর্গে বসবাস করব। সর্বোপরি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আঁকড়ে থাকব, সবাই স্বর্গীয় বিষয় ভাবব, ও আমাদের ইচ্ছা ও আমাদের কাজকর্ম এমন হবে যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়, কেননা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ এমন প্রবণতা ও প্রভাব আর থাকবে না যা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এই জগতে ঈশ্বরের ইচ্ছা রক্ষা করার জন্য ও তাঁর বিরুদ্ধে এমন কিছু না করার জন্য ও ইচ্ছা না করার জন্য আমাদের যথাসাধ্যই নিষ্ঠাবান হতে হবে। আমরা যেমন বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে রাজত্ব করে, তেমনি মর্তেও আমাদের সেই ইচ্ছা

অনুসারে চলা দরকার। তেমনি হোক আমাদের ইচ্ছা ও আমাদের চিন্তার ব্যাপারে, অর্থাৎ, সেই ঊর্ধ্বে যেমন ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কোন প্রভাব থাকবে না, তেমনি এই নিম্নেও যেন কোন কোন প্রভাব আমাদের আঁকড়ে না ধরে। তথাপি, যতদিন আমরা আমাদের এই মরণশীল ও পরিবর্তনশীল স্বরূপে আছি, ততদিন ধরে এসব কিছু সম্ভব নয়; কিন্তু তবু, আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ যত ভাবাবেগ থেকে দূর করে দিতে হবে, তাতে কখনও কান দিতে হবে না, ও তা-ই করতে হবে যা ধন্য পল আজ্ঞা করলেন; তিনি বললেন, *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (১২)। তিনি এমনটা আজ্ঞা করেন না যে, ভাবাবেগ আমাদের উপরে রুখে দাঁড়াবে না, কিন্তু এটা আজ্ঞা করেন, আমরা যেন এমন বিষয়ের অনুরূপ না হই যা এজগতের সঙ্গে অবশ্যই উবে যাবে; আরও, আমাদের প্রাণের ইচ্ছাও যেন এজগতের চলাচলের অনুরূপ না হয়। এসো, কষ্টদায়ক বা আনন্দদায়ক, উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি; এক কথায়, উচ্চ বা নিচু যাই হোক না কেন যেকোন বাস্তবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি যা ক্ষতিকর ভাবনার দিকে আমাদের আকর্ষণ করতে ও সদিচ্ছা থেকে আমাদের মন সরিয়ে দিতে অন্য বাস্তবতার চেয়ে আরও বেশি প্রভাবশালী; এবং এসো, দৈনিক বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের ভাবনা শক্তিশালী করি, এজগতের ভাবাবেগ থেকে আমাদের কাছে আগত অপকারী যত প্রভাব আমাদের থেকে দূর করে দিই, দিনে দিনে আমাদের ইচ্ছা সদ্‌গুণাবলির দিকে নমিত করি—যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়, সেই সমস্ত কিছুর অনুসন্ধানে। যা কিছু ঈশ্বরের গ্রহণীয়, তা-ই আমাদের নিখুঁত বলে গণ্য করা উচিত; এবং সবকিছুতে এজগতের ভোগবিলাসিতা অবজ্ঞা করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আরও, আমাদের উপরে যে ক্লেশ আসে, তা সহ্য করা, সবকিছুর আগে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্থান দেওয়া, যখন আমরা সেইমত জীবনাচরণ করি, তখনই নিজেদের সুখী বলে গণ্য করা, যখন এজগতের সমস্ত ক্লেশ আমাদের ঘিলে রাখে, তখনও। আমরা এভাবে জীবনাচরণ না করলে তবে, পার্থিব সমস্ত বিষয়ে সমৃদ্ধিশীল হলেও আমরা সকল মানুষের চেয়েও দুর্ভাগা হব।

১৩। অতএব, উপরের সেই সংক্ষিপ্ত বচনে আমাদের প্রভু নৈতিক সিদ্ধতা শিখিয়ে দিলেন, ও যারা তাঁর অনুসরণ করে, তাদের শুভকর্মে নিবিষ্ট থাকতে, স্বর্গীয় জীবনের কথা ভাবতে, জগতে যা রয়েছে সেই সব অবজ্ঞা করতে, ও আসন্ন জগতের বিষয় যথাসাধ্য অনুকরণ করতে আমাদের আদেশ করলেন। এবং তিনি ইচ্ছা করলেন, তারা শেষ পর্যন্তই ঈশ্বরের এসমস্ত বিষয় যাচনা করবে। এবং যেহেতু আমাদের সুস্থ মনের জন্য ও এসমস্ত কিছুর জন্য সত্যকার ভালবাসার অধিকারী হতে হবে, ও যেহেতু আমরা জানি যে, ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে সক্ষম নই, সেজন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এসমস্ত শিক্ষা প্রার্থনার আকারে আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন যেন আমরা সিদ্ধ ভালবাসা দিয়ে এসমস্ত কিছু বেছে নিই ও সমস্ত অধ্যবসায়ে ও ধর্মাগ্রহের শ্রমশীলতায় উত্তম ও উপযোগী বিষয় বলে তেমনটা যাচনা করায় নিষ্ঠাবান থাকি। কেননা আমরা হাজার হাজার বার তেমনটা বেছে নিলে ও বাসনা করলেও, ঈশ্বর বাস্তব রূপে আমাদের সাহায্যে না এলে, তবে আমাদের পক্ষে এসমস্ত কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আমরা আগে তা বাসনা করি যাতে পরে তা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচনা করি, তবে নিশ্চয়ই তা অর্জন করব।

‘আমাদের প্রেয়াজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও’

১৪। যারা প্রার্থনা করে, তারা যা যাচনা করে, তা যে অবশ্যই তাদের কাছে মঞ্জুর করা হবে, একথা দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে ধন্য লুক আমাদের প্রভুর উচ্চারিত প্রার্থনায় অনেক বিষয় যোগ করলেন। এবং যেহেতু তিনি আমাদের আহ্বান করতে ইচ্ছা করছিলেন যেন আমরা সেই আসন্ন জগতের অনুরূপ হই, যে-জগতে বসবাস করার সময়ে আমরা সবসময় পার্থিব সমস্ত কিছুর উপরে থাকব ও আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না; এবং তাঁর বিষয়ে যেন এমনটা মনে করা না হয় যে, স্বরূপে মরণশীল ও এজগতে বহু জিনিসের বিষয়ে অভাবী এই আমাদের কাছে অসম্ভব কিছু আজ্ঞা করছিলেন যেহেতু তিনি তেমন মানুষকে অমর জীবনের অনুকরণ করতে আহ্বান করছিলেন, সেজন্য তিনি এই সংক্ষিপ্ত বচন যোগ করলেন: ‘আমাদের প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও’। এ এমন, কেমন যেন তিনি বলতেন, আমি ইচ্ছা করি, তোমরা

আসন্ন জগতের বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখ, ও এই জগতে থাকতেও যেন তোমাদের জীবন যথাসাধ্য ব্যবস্থা কর কেমন যেন সেই আসন্ন জগতে আছ। এ এমনটা নয় যে তোমাদের খেতে বা পান করতে হবে না, বা তোমাদের জীবনের জন্য যা প্রয়োজন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন কিছুই ব্যবহার করবে না। না, আমি যা তোমাদের কাছ থেকে দাবি করি তা এটা: যেহেতু তোমরা মঙ্গল বেছে নিয়েছ, সেজন্য তোমরা যেন সেই মঙ্গল ভালবাস ও সেই মঙ্গলের কথা অবিরতই ভাব। সুতবাং এজগতের যা, সেবিষয়ে আমি অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা তা প্রয়োজনমতই ব্যবহার কর; কিন্তু, যা তোমাদের প্রয়োজন হয় না, তোমরা তা যাচনা করো না, তা পাবার চেষ্টাও করো না। কেননা *অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই* (১৩), ধন্য পল যা 'অন্ন' বললেন, তা আমাদের প্রভু 'রুটি' বলেন, ও সেই শব্দ দ্বারা তিনি যা অপরিহার্য তা-ই ইঙ্গিত করেন; কেননা এই পার্থিব জীবনের রক্ষা ও ভরণপোষণের জন্য অন্য কিছুর চেয়ে রুটিই অনেক বেশি প্রয়োজন। এবং 'আজ' বলতে তিনি 'এখন' বোঝান, কেননা আমরা 'আজই' আছি, আগামী দিনে নই। কেননা যদিও আমরা আগামী দিনের সেই আজ পর্যন্ত পৌঁছতাম, তবু আমরা [সেই আগামী দিনে, প্রকৃতপক্ষে] আজই থাকতাম।

ঐশশাস্ত্র 'আজ' বলতে এমন কিছু বোঝায় যা এখন ও নিকটবর্তী আছে, সেইভাবে যেইভাবে ধন্য পল বলেন, *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে; বরং দিনের পর দিন—সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন—তোমরা একে অন্যকে উদ্দীপিত করে তোল* (১৪)। এ কেমন যেন একজন বলত, যতদিন আমরা এজগতে আছি, ততদিন এসো, সবসময় মনে করি, আমরা এই কথা শুনি যা প্রতিদিন আমাদের মন একই শব্দ দিয়ে আমাদের উদ্দীপিত করে, ও আমাদের প্রাণ জাগিয়ে তুলি ও আমাদের উন্নতির লক্ষ্যে, রিপু প্রত্যাখ্যানের লক্ষ্যে ও সদ্‌গুণাবলি ক্ষেত্রে প্রেরণাদানের লক্ষ্যে তা উত্থাপিত করি; এবং যতদিন এজগতে আছি যেখানে উন্নতি ও মনপরিবর্তনের জন্য সময় আছে, ততদিন ধরে, এসো, দিনে দিনে অগ্রসর হই, কেননা, এজগৎ ত্যাগ করার পর উন্নতি ও মনপরিবর্তনের সময় আমাদের কাছে বিগত হবে, ও বিচারের সময় এসে যাবে। আমাদের প্রভু এখানে বলেন, 'আমাদের প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও', সেই প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্থে যা

যতদিন এজগতে আছি ততদিন ধরে আমাদের দরকার, এবং তিনি দেহের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও পোশাক নিষেধ ও বারণ করেননি। আমাদের যা প্রয়োজন, ও তা পাবার পর যা আমরা ব্যবহার করি, ও অন্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যা নিন্দনীয় বলে গণ্য নয়, তা ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা নিন্দনীয় নয়। কেননা, মানব স্বরূপের রক্ষায় তার ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় বলে যা ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা অনুমোদিত, তা ব্যবহার কেমন করে একজন নিন্দনীয় বলে গণ্য করতে পারে? সুতরাং, তিনি তাই 'রুটি' বলেন যা মানব স্বরূপের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয়। তিনি 'আমাদের প্রয়োজনীয়' শব্দটা 'আমাদের স্বরূপ অনুসারে' অর্থে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ, সেটা বোঝাবার জন্য যার স্বরূপ ও তার ভরণপোষণের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজন, এবং স্রষ্টা দ্বারা খাদ্য হিসাবে আমাদের যা প্রয়োজনীয় বলে নির্ধারণ করা হল। যারা সিদ্ধতার জন্য সচেষ্ট হতে ইচ্ছা করে, যা জীবনের প্রয়োজনের ব্যবহারের বাইরে, তা অধিকার করা ও জড় করে রাখা তাদের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই তিনি প্রার্থনা ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয়' শব্দ দ্বারা জীবনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আভাস দিলেন, অর্থাৎ, সেই সব কিছু যা আমাদের স্বরূপের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু 'আজ' শব্দ ক্ষেত্রে, শব্দটার অর্থ এ: যেহেতু জীবনের সেই প্রয়োজনীয়তা স্বরূপের ভরণপোষণের জন্য স্রষ্টা দ্বারা নির্ধারিত, সেজন্য সেগুলো বিষয়ে যাচনা করা ও সেগুলো ব্যবহার করা বিধেয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ের চেয়ে অতিরিক্ত যাচনা করা বা তা আগ্রহের সঙ্গে সেটার অধিকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচনা করা ও সচেষ্ট থাকা অনুমোদিত নয়। কেননা, এজগতে আমাদের ভরণপোষণের জন্য ও খাদ্যের জন্য যা প্রয়োজন নয়, তা যখন আমাদের দ্বারা জড় করা হয়, তখন অন্যদের কাছে চলে যায়, ও যে তা সংগ্রহ করেছে বা যে তা জড় করতে ও সেটার অধিকারী হতে সচেষ্ট হয়েছে, তা তার জন্য কোন উপকারে আসবে না। এমনকি, তার মৃত্যুর পরে সেই সবকিছু তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যদের কাছে চলে যায়। এবং যেহেতু আমাদের প্রভু অতিরিক্ত বিষয় ক্ষেত্রে চিন্তা একেবারে উপেক্ষা করেন, ও যেহেতু তিনি যা কিছু আমাদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সেটার ব্যবহার নিষেধ করেন না বরং,

এর বিপরীতে, তা ঈশ্বরের কাছে যাচনা করতে আদেশ করেন, সেজন্য তিনি ‘এবং আমাদের ঋণ ক্ষমা কর’ বচনটা যোগ করেন।

‘এবং আমাদের ঋণ ও আমাদের পাপ ক্ষমা কর …’

১৫। প্রথম বচনগুলোতে তিনি সিদ্ধতা ও অনিন্দনীয় জীবনাচরণের নিয়ম উপস্থাপন করলেন, ও ‘আমাদের প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও’ যুক্ত করা বচন দ্বারা তিনি আমাদের চিন্তা সেটাতে সীমাবদ্ধ করলেন যা প্রয়োজনীয়; এবং যেহেতু আমরা সিদ্ধতা ক্ষেত্রে যতই সচেষ্ট থাকি আমাদের পক্ষে পাপছাড়া অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় (কেননা আমাদের স্বরূপের দুর্বলতার কারণে আমরা তো বহু পাপে পতিত হতে অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাধ্য), সেজন্য তিনি এই ক্ষমা-আবেদনে সেই পাপগুলোর জন্য দ্রুত প্রতিকার পেলেন। তা এমন, কেমন যেন তিনি বলতেন, তোমরা যদি মঙ্গল বিষয়ে যত্নশীল, তাতে সচেষ্ট থাক ও অতিরিক্ত কিছু যাচনা করতে ইচ্ছা না কর, বরং জীবনের প্রয়োজনের জন্য যা প্রয়োজনীয় তাই মাত্র ব্যবহার কর, তাহলে ভরসা রাখ: যে যে পাপ তোমরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে করে ফেলেছ, তোমরা সেই পাপের ক্ষমা পাবে, কারণ এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হয়েছে ও যা ঘৃণ্য তা এড়াবার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে, সে শুধু অনিচ্ছাকৃত ভাবেই পতিত হয়। কেননা, যে মানুষ অপকর্ম ঘৃণা করে ও মঙ্গল বাসনা করে, সে কেমন করে ইচ্ছাকৃত ভাবে হোঁচট খাবে? এটা স্পষ্ট যে, তেমন মানুষ যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করেছে, সে নিঃসন্দেহেই সেই পাপের ক্ষমা পাবে। তারপর তিনি এটা যোগ করলেন, তথা:

১৬। ‘যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি’। তিনি এটা দেখান যে, আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পাব বলে তখনই আমাদের ভরসা রাখতে হবে, যখন আমাদের ক্ষমা অনুসারে সেইমত তাদের প্রতি ব্যবহার করি যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করল। যখন আমরা মঙ্গল বেছে নিয়েছি ও তাতে প্রসন্ন আছি, কিন্তু দুর্বলতাবশত ঈশ্বরের ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ করি, তখন তিনি উভয় পাপের জন্য এতেই উপযোগী প্রতিকার পেলেন যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, যদি আমরা তাদের ক্ষমা করি, তাহলে আমাদের এই ভরসা আছে যে, একইপ্রকারে, আমরা

আমাদের পাপ ক্ষেত্রে ঈশ্বর থেকে নিঃসন্দেহেই ক্ষমা পাব। এবং যেমন যখন আমরা অপরাধ করি, তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আমরা প্রণত হই, ঈশ্বরকে অনুনয় করি, ও তাঁর ক্ষমা যাচনা করি, তেমনি, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে ও আমাদের ক্ষমা চায়, আমাদেরও তাদের ক্ষমা করতে হবে; এবং যারা আমাদের বিরুদ্ধ পাপ করেছে বা কোন ভাবে আমাদের ক্ষতি করেছে, তাদেরও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে, যাদের বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে বা যাদের ক্ষতি করা হয়েছে, তাদের বিষয়ে যদি এমনটা আমরা মনে করি না যে, যারা তাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদেরও তাদের ক্ষমা করতে হবে (অবশ্যই তখনই, যখন কৃত অন্যায় ক্ষেত্রে তারা মনপরিবর্তন করে ও তাদের কাছে ক্ষমা যাচনা করে), তাহলে, যখন তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করে, তখন যাদের বিরুদ্ধে পাপ করা হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকেও তাদের বেলায় একই জিনিস ঘটবে। আমাদের প্রভু স্পষ্ট ভাবে আমাদের ক্ষমা যাচনা করতে আদেশ করলেন সেই ক্ষমারই বিনিময়ে যা আমরা তাদের প্রতি দেখিয়েছ যারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল।

‘আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না’

১৭। এবং যেহেতু আমরা এই জগতে দেহের অসুস্থতা, মানুষের অপকর্ম, ও বহু অন্য বিষয় সংক্রান্ত বহু দুঃখকষ্টে আক্রান্ত যা আমাদের এমন ভাবে বিরক্ত করে ও জ্বালাতন করে যে সময় সময় আমাদের প্রাণ এমন চিন্তা দ্বারা অস্থির হয়ে ওঠে যে, সে সদ্‌গুণ অনুশীলন থেকে সরে যেতে প্রভাবিত হয়, সেজন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে ‘আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না’ বচনটা যোগ করলেন যাতে আমরা যতটা সম্ভব সংরক্ষিত থাকি; কিন্তু, এসমস্ত পরীক্ষা যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে এসো, সেই অপ্রত্যাশিত দুঃখকষ্ট যথাসাধ্য দৃঢ়তায় বহন করি। সর্বোপরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাতে কোন পরীক্ষা আমাদের কাছে না আসে, কিন্তু আমরা পরীক্ষায় পড়লে হলে তবে এসো, সাহসের সঙ্গে তা বহন করি ও প্রার্থনা করি যেন তা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এই জগতে বহু ক্লেশ আমাদের মন নানা ভাবে বিরক্ত করে; দৈহিক ধীর্ঘকালীন ও কঠিন অসুস্থতাও আক্রান্তদের মহৎ ভ্রান্তির মধ্যে পতিত

করে। ও দেহের উচ্ছৃঙ্খল প্রভাব আমাদের হোঁচট খাওয়ায় ও কর্তব্য-পথ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়, ও হঠাৎ করে দেখা সুন্দর চেহারা আমাদের স্বভাবের ভাবাবেগে আগুন জ্বালায়। অন্য কিছুও আছে যা অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের আক্রমণ করে ও অনিচ্ছাকৃত ভাবে ও দৃঢ় ভাবে আমাদের বেছে নেওয়াটা ও আমাদের মনকেও মঙ্গল থেকে অমঙ্গলের দিকে বিচ্যুত করে। অনিষ্ট করতে আগ্রহী এমন ভক্তিহীন ও উদ্ধত মানুষদের অভিমতই বিশেষভাবে আমাদের সর্বতভাবে তা থেকেই আমাদের বিচ্যুত করতে পারে যার মধ্যে আমরা তৃপ্তি পাই, এমনকি, তা, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে যে খুবই চিন্তাশীল, তার বেলায়ও ঘটে; কিন্তু তা তখনই আরও বেশি করে ঘটে যখন যারা আমাদের বিরুদ্ধে সেইভাবে ব্যবহার করে, তারা বিশ্বাসে আমাদের ভাই। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রভু বললেন, *এই যে ক্ষুদ্রজনেরা আমাতে বিশ্বাস রাখে, যে কেউ তাদের একজনেরও পতনের কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল* (১৫)। তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত যত জেদী মানুষদের সম্পর্কেই একথা বললেন, এবং তারা যদি তাদের নিন্দাজনক ও অনিষ্ট কথনে বিনম্র ও শুচি মনা মানুষকে কর্তব্য-পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে তিনি কঠোর শাস্তি দানে তাদের হুমকি দিলেন। তিনি ‘পতনের কারণ’ বলে সেই শঠতা ও জিদ দিয়ে সেই ক্ষতি করাটা বলেন যা, যারা সদ্‌গুণের খাতিরে বিনম্র ও শুচি জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে, তাদের নষ্ট করতে ব্যস্ত। এসব কিছুর কারণেই তিনি ‘আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না’ বলার পর ‘কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর’ বচনটা যোগ করলেন।

‘কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর’

১৮। কেননা ধূর্ত শয়তান [অর্থাৎ, যে পতন ঘটায়, সে,] উপরোল্লিখিত বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করে, কেননা সে নানা ভাবে এমন কিছু করতে প্রয়াসী যা দ্বারা সে আশা করে, যা উপযোগী, সে তা নির্ণয় করা থেকে ও বেছে নেওয়া থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে পারবে।

নৈতিকতা ও প্রার্থনার মধ্যকার সম্পর্ক

১৯। সুতরাং, আমাদের প্রভু প্রার্থনা সংক্রান্ত এই কথাগুলোর মধ্যে সিদ্ধ জীবনাচরণ বিষয়টা সন্নিবিষ্ট করলেন, এবং এইভাবে, আমাদের যা হতে হয়, যা বিষয়ে আমাদের তৎপর হতে হয়, যা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হয়, ও ঈশ্বরের কাছে যা যাচনা করতে হয়, এ সমস্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট শিক্ষা দিলেন। কেননা যাঁরা এটা মনে করছিলেন যে, যথার্থ শিক্ষাদান ও যথার্থ বিশ্বাসের পাশাপাশি আমাদের সুন্দর জীবন ও জীবনাচরণের অধিকারী হবার জন্য সচেষ্ট হতে হয়, সেই ধন্য পিতৃগণ, যারা বাপ্তিস্ম-দানের দিকে এগিয়ে চলছে, তাদের কাছে এই প্রার্থনা সম্প্রদান করলেন। এইভাবে, বিশ্বাস সংক্রান্ত সূত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা ধর্মতত্ত্বের যথার্থতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন, ও সেই সঙ্গে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের জীবন সুনির্দিষ্ট করেন যাতে, যারা বাপ্তিস্ম-দান গ্রহণ করে, তারা এমন জীবন যাপন করে যা সদ্‌গুণের যোগ্য জীবন, কেননা তারা ইতিমধ্যেই সেই নগরের নাগরিকদের মধ্যে গণিত যেখানে স্বর্গীয় জীবনাচরণ পালিত। আমাদের প্রভুর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত বচনগুলোর মধ্য দিয়ে যা তোমাদের শিখিয়েছে, তা তোমাদের মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে স্থিতমূল করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, তৎপর হয়ে সেই কথা ভাব ও তা বাস্তবায়িত করার জন্য দরকারী শ্রম মেনে নাও, যাতে করে, এই ইহলোকে থাকতেও, তোমাদের ক্ষমতামত, আসন্ন জগতের অনুরূপ হতে পার। আমাদের প্রভুর শিক্ষা অনুসারে চল, তাহলেই সেই স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো অর্জন করবে যা আমরা সবাই পাবার যোগ্য, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের অনুগ্রহ গুণে, পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও সঙ্গে যাঁর গৌরব হোক এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

১ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(২) ১ থে ৫:১৭ দ্রঃ।

(৩) লুক ১১:১।

(৪) মথি ৬:৯-১৩ পেশিত্তা পাঠ্য দ্রঃ।

(৫) লুক ১৮:২।

(৬) লুক ১৮:৫-৭ দ্রঃ।

(৭) লুক ১১:১-২।

(৮) লুক ৬:১২।

(৯) সাম ৮২:৬-৭ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১০) মথি ৫:১৬।

(১১) ১ থে ৪:১৬-১৭।

(১২) রো ১২:২।

(১৩) ১ তি ৬:৮।

(১৪) হিব্রু ৩:৭-৭৮, ১৩।

(১৫) মথি ১৮:৬।

২য় কাতেখেসিস

(১২শ কাতেখেসিস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম বিষয়ক ১ম কাতেখেসিস)

১২-১৪ কাতেখেসিস কেন্দ্র ক'রে উপাসনা-তত্ত্ব

শব্দার্থের পরে, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা ১২-১৪ (অর্থাৎ ২-৪) কাতেখেসিসে আলোচিত :

রহস্যগুলি তথা সাক্রামেন্তগুলির অর্থ ও গুরুত্ব
মণ্ডলীর সম্পাদিত রহস্যগুলি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক
মানব জীবন ও রহস্যগুলির মধ্যকার সম্পর্ক
স্বর্গীয় উপাসনা

শব্দার্থ

সাধারণ ভূমিকার শেষাংশে যে শব্দার্থ রয়েছে, পাঠকের সুবিধার্থে তা এখানেও, অতিরিক্ত ব্যাখ্যা সহ, পুনরায় উপস্থাপিত :

ܐܪ̈ܙܐ (রজা) সিরীয় শব্দটা হল μυστήριον (মুস্তেরিওন / মিস্তেরিওন) গ্রীক শব্দের সমার্থক শব্দ যার অর্থ, বহুবচনে, মিসা বা নানা সাক্রামেন্ত বা রহস্যময় ব্যাপার বোঝায়, ও একবচনে একটামাত্র সাক্রামেন্ত বা রহস্যময় সত্য নির্দেশ করে। কিন্তু তবুও বিশপ থেওদরস সময় সময় শব্দটা 'প্রতীক' অর্থেও ব্যবহার করেন।

ܐܬܐ (আথা) সিরীয় শব্দটা হল σημεῖον (সেমেইয়ন) গ্রীক শব্দের সমার্থক শব্দ যার অর্থ চিহ্ন বা চিহ্নকর্ম।

τύπος (তুপোস / তিপোস) গ্রীক শব্দটা, সিরীয় ভাষায় অনূদিত না হয়ে সিরীয় বর্ণমালায় বর্ণান্তরিত হয় : ܛܘܦܣܐ, যার উচ্চারণ হল 'তাপ্সা' : বিশপ থেওদরসের লেখায় শব্দটা সাধারণত 'দৃষ্টান্ত' অর্থ বহন করে, যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'প্রতীক' ও 'নমুনা' অর্থও বহন করে।

এ শব্দত্রয় বিশপ থেওদরসের রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) বিষয়ক কাতেখেসিসে মহৎ গুরুত্ব বহন করে ; যেমন,

‘তাই এমন চিহ্নগুলি (ܐܬܐ আথা) ও রহস্যগুলি (ܐܪ̈ܙܐ রজা) রয়েছে যা আমরা জলের মধ্য দিয়ে সম্পাদন করি; এবং জলে সম্পাদিত [পবিত্র] আত্মার কর্মকাণ্ড অনুসারে আমরা পুনরায় নবীকৃত ও পুনর্গঠিত হই। সেই কর্মকাণ্ডের খাতিরেই আমরা রহস্যের (সাক্রামেন্তের) দ্বারা, এক দৃষ্টান্তেই যেন (ܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ আক দ্‌ব্‌তাপ্সা), এই মঙ্গলদানগুলো অর্জন করি: সেই আমরা যারা বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে যাচ্ছি [ক্রিয়া বর্তমানকাল লক্ষণীয়!], ও সেই আমরা সবাই যারা আসন্ন জগতে, পূর্ণ বাস্তবতায়ই, আমাদের স্বরূপের অনির্বচনীয় নবীকরণ গ্রহণ করব [ক্রিয়া ভবিষ্যৎকাল লক্ষণীয়!]’ (কাতেখেসিস ১৪:১২)। যেহেতু এই বাক্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তিনটা (চিহ্নগুলি, রহস্যগুলি, ও দৃষ্টান্ত) উপস্থিত, এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, শব্দ তিনটা একই অর্থ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে শব্দ তিনটাই একই স্বর্গীয় রহস্যগুলি নির্দেশ করে যা দ্বারা আমরা পরিত্রাণদায়ী মঙ্গলদানগুলি তথা অমরতা, অপরিবর্তনীয়তা, অক্ষয়শীলতা, ঐশ দত্তকপুত্রত্ব ইত্যাদি মঙ্গলদান অর্জন করি; কিন্তু তবুও পার্থক্য রয়েছে: একদিকে ‘চিহ্নগুলি’ ও ‘রহস্যগুলি’ শব্দ দু’টো ‘পূর্ণ বাস্তবতায়ই’ সেই স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর চূড়ান্ত আয়ত্ত নির্দেশ করে, অপরদিকে ‘দৃষ্টান্ত’ শব্দটা এজগতে সেই সবকিছুর সাময়িকই আয়ত্ত নির্দেশ করে যা সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণে অগ্রিম হিসাবে উপভোগ করি। নানা কাতেখেসিসে যখন শব্দ তিনটা উল্লিখিত, তখন ঠিক এই ব্যাখ্যা অনুসারে অনুধাবনযোগ্য।

ܩܘܪܒܢ (কোরবান) সিরীয় শব্দটা, δῶρον (দরন) বা θυσία (থুসিয়া) বা προσφορά (প্রস্ফোরা) গ্রীক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ যার অর্থ ‘অর্ঘ্য’, ‘বলি’ বা ‘যজ্ঞ’।

বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ে সবসময় স্মরণীয় কথা

১। বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত দু’টো হল প্রভুর যন্ত্রাণাভোগ ও পুনরুত্থানের স্মারক চিহ্ন: বাপ্তিস্মপ্রার্থী জলে ডুব দিয়ে প্রভুর মৃত্যুর সহভাগী হয়, ও সেই জল থেকে বের হয়ে ওঠার সময়ে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হয়। এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে উপাসক মণ্ডলী ঘোষণা করে, ‘হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা করি, তোমার পুনরুত্থান স্বীকার করি, যতদিন না তুমি আস’ (১ করি ১১:২৬ দ্রঃ)।

২। বাপ্তিস্মপ্রার্থী হোক বা এউখারিস্তিয়া গ্রহণকারী হোক, মণ্ডলীর সাক্রামেন্তে যোগ দেওয়ার সময়ে শাস্ত্রের সেই বাণী স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন যা অনুসারে, স্বর্গীয়

যেরুশালেমে নিবন্ধিত নাগরিক বলে সবাই সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমে উপস্থিত হয় ও সেই স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে যোগ দেয় (হিব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ)।

রহস্যগুলি তথা সাক্রামেন্তগুলির অর্থ ও গুরুত্ব

বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা বিষয়ক কাতেখেসিস দেওয়ার পর বিশপ থেওদরস অবশেষে রহস্যগুলি বিষয়ক তথা বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ক কাতেখেসিস পর্যায়ে আসেন, যাতে দীক্ষাপ্রার্থীরা সেই রহস্য দু'টো বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে ও বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়ার প্রকৃত মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি রহস্য বিষয়ে জ্ঞানের লক্ষ্যই যেন দীক্ষাপ্রার্থী বুঝতে পারে, রহস্যগুলি কেন তত প্রয়োজনীয়তা রাখে। সেই অনুসারে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিসে এক একটা সাক্রামেন্তের নানা অনুষ্ঠানরীতির অর্থ ও মূল্য বোঝাবার জন্য যথেষ্ট সময় দেন, কেননা দীক্ষাপ্রার্থী এক একটা অনুষ্ঠানরীতির কারণ বুঝতে না পারলে রহস্যটাকেই বুঝতে পারবে না ; শুধুমাত্র এক একটা অনুষ্ঠানরীতির অর্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করার পরেই দীক্ষাপ্রার্থী সেই রহস্যের সার্বিক মহত্ত্বও উপলব্ধি করবে, কেননা, খোদ রহস্যটা যেমন, তেমনি সেটার এক একটা অনুষ্ঠানরীতিও নানা চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনির্বচনীয় ও অদৃশ্য বিষয়গুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে এমনকি সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জড়িত। সুতরাং কাতেখেসিসেরই লক্ষ্য সেই বাহ্যিক চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করা যাতে দীক্ষাপ্রার্থী রহস্যের অদৃশ্য বিষয়গুলো বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান শুধু নয় কিন্তু সেটার ভয়ঙ্কর প্রভাব উপলব্ধি করে। কিন্তু তবুও কাতেখেসিসের লক্ষ্য এতে সমাপ্ত নয়, কেননা প্রকৃত কাতেখেসিস তখনই সাফল্য লাভ করে যখন সাক্রামেন্ত সম্পাদনকালে এমনকি নিজের জীবন দ্বারা অনুষ্ঠাতা সেবিষয়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন ও সম্পাদিত সাক্রামেন্তের গুরুত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করেন : সাক্রামেন্তের গুরুত্ব বলতে এটা বোঝায় যে, এক একটা সাক্রামেন্তে পরিত্রাণের যে অভিজ্ঞতা লাভ করি (যেমন পাপ থেকে মুক্তি, বা বাপ্তিস্ম-জনিত দ্বিতীয় জন্ম, বা ঐশ্বরিক দত্তকপুত্রত্ব লাভ, বা খ্রিষ্টকে খাদ্য ও পানীয় রূপে গ্রহণ করা ইত্যাদি সাক্রামেন্তীয় বিষয়), তা যতই বাস্তব তবু তা অগ্রিম মাত্র, কেননা সেসমস্ত কিছু সেই স্বর্গীয় জীবনেই সিদ্ধি লাভ করবে যে জীবনের দিকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ধাবিত হওয়ার কথা। এসমস্ত কিছুই কাতেখেসিসের লক্ষ্য।

মণ্ডলীর সম্পাদিত রহস্যগুলি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক

রহস্যগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে বিশপ থেওদরস যে যে শব্দ ব্যবহার করেন, তথা চিহ্ন, প্রতীক, নমুনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যে শব্দগুলো, সেই শব্দগুলো রহস্যগুলিকে সেগুলোর স্বর্গীয় বাস্তবতার চেয়ে ন্যূনতম বা কম প্রভাবের অধিকারী করে না। উদাহরণ স্বরূপ, যখন তিনি এমনটা বলেন, প্রভু ‘যর্দনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম নিলেন যাতে তিনি আগে থেকে এই বাপ্তিস্মের নমুনা দেখাতে পারেন যে-বাপ্তিস্ম তাঁর অনুগ্রহ গুণে আমাদের একদিন পাবার কথা’ (কাতেখেসিস ১৪:২২ দ্রঃ), তখন ‘নমুনা’ শব্দটা এমনটা নির্দেশ করে না, আমাদের বাপ্তিস্ম প্রভুর বাপ্তিস্মের চেয়ে ন্যূনতম ধরনের বাপ্তিস্ম। না, নমুনা বলতে এটাই বোঝায় যে, প্রভু যে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, সেই বাপ্তিস্ম আমাদের গ্রহণ করা বাপ্তিস্মের একেবারে সমতুল্য, যার ফলে, তিনি যেমন বাপ্তিস্মকালে পিতার প্রিয় পুত্র বলে ঘোষিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও বাপ্তিস্মকালে তাঁর পিতার সন্তান হয়ে উঠি। সেজন্য আমরা যথার্থ ভাবে ধরে রাখতে পারি, আমাদের বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে প্রভুর বাপ্তিস্ম রহস্যময় ভাবে উপস্থিত।

এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু বেশি জটিল বটে। সেবিষয়ে ১৫শ কাতেখেসিস - ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মানব জীবন ও রহস্যগুলির মধ্যকার সম্পর্ক

যেমন নবজাত শিশুকে আগে কাপড়ে জড়ানো হয়, তেমনি বাপ্তিস্ম থেকে নবজাত ব্যক্তিকে কাতেখেসিসে জড়ানো হয়। পরে, যেমন নবজাত শিশুকে, এমনকি মানব শিশুকে শুধু নয় কিন্তু যেকোন প্রাণীর জনিত শিশু প্রাণীকেও প্রাথমিক খাদ্য হিসাবে নিজ নিজ জননী থেকে প্রকৃত খাদ্য তথা দুধ দেওয়া হয়, তেমনি বাপ্তিস্ম থেকে ঐশজীবনে নবজাত ব্যক্তিকে ঐশজীবনলোক থেকেই প্রকৃত খাদ্য ও পানীয় হিসাবে স্বর্গীয় এউখারিস্তীয় রুটি ও আঙুররস দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সাক্রামেন্তীয় নবজন্মের পাশাপাশি সাক্রামেন্তীয় স্বর্গীয় খাদ্য ও পানীয় চাই। আরও, যেমন প্রকৃতিতে যত জন্ম মাতৃ-জলে হয়, তেমনি খ্রিষ্টীয় নবজন্মও বাপ্তিস্মের জলে হয়, এমনকি এউখারিস্তীয় রুটিও জল ছাড়া তৈরি হয় না, ও সেই রুটি গ্রহণ করতে করতে প্রয়োজনীয় পানীয় হিসাবে আঙুররস পান করি। কেননা খাদ্য ও পানীয়, সব প্রাণীর জীবনের জন্য দু’টোই অপরিহার্য উপাদান।

স্বর্গীয় উপাসনা

মণ্ডলীর পিতৃগণের সময়ে মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম স্বর্গীয় উপাসনার অনুকরণ ও সেই উপাসনায় সহভাগিতা বলে পরিগণিত ছিল; এমনকি এধারণা ন্যায়সঙ্গত ভাবে এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীতে সমর্থিত ও প্রচলিত। কিন্তু বিশপ থেওদরস এমন ধারণা অনুসরণ করেন যা তাঁর বিশিষ্ট খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুযায়ী: সেই অনুসারে, খ্রিষ্টের মৃত্যু সেই দিয়াবল দ্বারা ঘটিত হয়েছিল যে-দিয়াবল পার্থিব সমস্ত কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে; কিন্তু মানবজাতি দিয়াবল-ঘটিত খ্রিষ্টের সেই মৃত্যু দ্বারাই দিয়াবলের নিয়ন্ত্রণ থেকে উদ্ধার পায়; কেননা ঈশ্বর দিয়াবলকে খ্রিষ্টের প্রতি ও মানবজাতির প্রতি তার অন্যায় অভিসন্ধির জন্য দণ্ডিত করেন ও খ্রিষ্টকে দিয়াবল-ঘটিত মৃত্যু থেকে জাগিয়ে তোলেন ও মানবজাতির কাছে সেই মৃত্যু থেকে মুক্তি মঞ্জুর করেন, এমন মুক্তি যা বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিসে অমরতার অগ্রিমদান বলে উপস্থাপন করেন, কেননা প্রকৃত অমরতা বর্তমান কালে নয় কিন্তু চরমকালেই স্থিত, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমেই স্থিত যেখানে খ্রিষ্ট স্বর্গারোহণ করে নিজের রাজ্য স্থাপন করলেন যার অন্ত নেই (কাতেখেসিস ১২:১৬ দ্রঃ)। তাতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণে খ্রিষ্ট মুক্তিকর্মকে দু'টো পর্যায়ে তথা পার্থিব ও স্বর্গীয় পর্যায়েই সম্পন্ন করলেন: পার্থিব পর্যায়ে দিয়াবল প্রভুর মৃত্যু ঘটায়, ও দ্বিতীয় পর্যায়ে খ্রিষ্ট, দিয়াবলের যত আপত্তিতে কান না দিয়ে, নিজের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে মানবজাতির কাছে অনন্তকালীন আশীর্বাদসমূহ তথা অমরতা, অপরিবর্তনীয়তা ও অক্ষয়শীলতা, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে জীবনযাপন, স্বর্গে বসবাস ইত্যাদি মঙ্গলদান মঞ্জুর করেন। এসমস্ত কিছু পবিত্র আত্মার কর্মকাণ্ডের ফল। বিশপ থেওদরস এই মুক্তি প্রেক্ষাপটেই রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) ব্যাখ্যা করেন: যেমন, বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে তিনি দেখান, কেমন করে 'অপশক্তি বিতাড়ন' অনুষ্ঠানরীতি হল দিয়াবলের উপরে এমন জয়লাভ যার ফলে দিয়াবল, ঈশ্বর দ্বারা দণ্ডিত হয়ে বিমুক্ত সেই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে আর যেতে পারে না; বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে, দীক্ষাপ্রার্থীর বিশ্বাস-স্বীকারও চরমকালীন দৃষ্টিকোণে উপস্থাপতি, কেননা কেবল অবিরত দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে সেই বাপ্তিস্মের কাছে আনতে পারে যা স্বর্গে নিবন্ধন ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা স্বরূপ। বাপ্তিস্মের অন্যান্য অনুষ্ঠানরীতি (যেমন কপালে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কন ও বাকি যত অনুষ্ঠানরীতি) একই চরমকালীন দৃষ্টিকোণ অনুসারে অনুধাবিত ও কাতেখেসিস-পদ্ধতি অনুসারে বারে বারে একই কথা দ্বারা উপস্থাপতি।

তাতে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণ অনুসারে সাক্রামেন্তীয় উপাসনাকর্ম চরমকালীন প্রেক্ষাপটেই অনুধাবিত, কেননা যিনি প্রথম পুনরুত্থান করলেন ও অমর হলেন, সেই খ্রিষ্ট স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোকে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপরে মঞ্জুর করার অধিকার রাখেন; এজন্য উপরে বলা হয়েছে, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণে, মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম কেবল স্বর্গীয় উপাসনার অনুকরণের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হতে পারে না, যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, মণ্ডলীর উপাসনা স্বর্গীয় উপাসনার সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখে, কারণ মণ্ডলীর উপাসনাকর্মের মধ্য দিয়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ খ্রিষ্ট-সাধিত মুক্তিকর্মের যে ফল অগ্রিমদান হিসাবে উপভোগ করে, সেই ফল তথা অমরতা, অপরিবর্তনীয়তা ও অক্ষয়শীলতা, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে জীবনযাপন, স্বর্গে বসবাস ইত্যাদি মঙ্গলদান স্বর্গেই রয়েছে। এবং তেমন অগ্রিমদান পেতে পেতে মণ্ডলী এই দৃঢ় প্রত্যাশা রাখে যে, তারা একদিন সেইসব কিছু স্বর্গে চিরকালের মত উপভোগ করবে।

সূচী

যে দিয়াবল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, সেই দিয়াবলের ষড়যন্ত্রের কথা প্রার্থীর মনের সামনে উপস্থাপন করে বিশপ থেওদরস রহস্যগুলিকে (অর্থাৎ সাক্রামেন্তগুলিকে) এমন চিহ্ন বলে গণ্য করেন যা পাপ-ঘটিত সমস্ত অনিষ্ট বিলীন করে দেয়। সেই অনুসারে বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্যই যাতে, শয়তানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নাম স্বর্গে নিবন্ধিত হয়।

তারপর, প্রার্থীর নিবন্ধন থেকে বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান পর্যন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ব্যাখ্যা করা হয়।

১: পূর্ববর্তী কাতেখেসিস সংক্রান্ত সারসংক্ষেপ।
২: রহস্য (অর্থাৎ, সাক্রামেন্ত) ও পুরাতন নিয়মের ‘ছায়া’।
৩-৪: সেই দু’টো ‘তাঁবু’ সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
৫-৬: খ্রিষ্টের বিজয় সেই ছায়া-কাল সমাপ্ত করে ও অদৃশ্য বাস্তবতাগুলোতে সহভাগিতা প্রতিষ্ঠা করে।
৭: খ্রিষ্ট-রহস্যগুলির চিহ্ন পূরণ করায় আমরা এই প্রত্যাশা দৃঢ় করে তুলি যে, আমরা চিরকালের মত তাঁর সঙ্গে মিলিত থাকব।
৮: আদমের পাপের সময় থেকে জগতের অবস্থা।
৯: খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের ফলে জগতের নবীন অবস্থা।
১০: আগেকার অবস্থা থেকে নবীন অবস্থায় উত্তরণ রহস্যগুলি দ্বারাই সাধিত।

১১-১৪: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব : প্রার্থীর নিবন্ধন থেকে বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান পর্যন্ত :

- মণ্ডলীতে নিবন্ধন ;

১৫-১৬: • দায়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের (অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতাদের) ভূমিকা ;
১৭-২২: • দিয়াবলকে বিচার ও অপশক্তি বিতাড়কগণ ;
২৩-২৪: • বিচারকর্তার কাছে মামলা পেশ ;
২৫-২৮: • বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান।

এই কাতেখেসিস ও পরবর্তী প্রতিটা কাতেখেসিসের আগে, বাপ্তিস্ম বা এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সিরিয়া মণ্ডলীর অবশ্য পালনীয় সেই নির্দেশাবলি উপস্থাপিত যা এক একটা কাতেখেসিসে ব্যাখ্যা করার কথা। তেমন নির্দেশাবলি মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী সঙ্কলিত বিধায়ই নির্দেশাবলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু) (১) : যে কেউ পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক, সে ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর কাছে আসবে যেখানে সে এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত হবে, কেননা যারা বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে আসে, প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে তাদের নিবন্ধিত করা হয়। সেই ব্যক্তি তার জীবনাচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। এই ভূমিকা বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের জন্য তাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হয় যারা দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতা] বলে অভিহিত। এব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি মণ্ডলীর কাথায় ও তোমার নামে সংযুক্ত কাথায় তারও নাম লিপিবদ্ধ করবে যে তোমার সাক্ষী বা শহরে তোমার পথদিশারী হবে। অপশক্তি বিতাড়ক বলে অভিহিত ব্যক্তিদের সেবাকর্মও আবশ্যকীয়। এটাও প্রয়োজন যে, বিচারকক্ষে মামলার শুনানী চলাকালে মামলাকারী নীরব থাকবে। যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তুমি বাহু দু'টো প্রসারিত করে দাঁড়াবে ও নিচের দিকে দৃষ্টি রাখবে। এজন্যই তুমি তোমার বাইরের কাপড় খুলে ফেলবে ও খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ; তুমি চটের কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমাকে আদেশ করা হবে, তুমি এই দিনগুলোতে বিশ্বাস-সূত্রের কথা নিয়ে তোমার আত্মাকে ব্যস্ত রাখবে।

১। আমি মনে করি, বিগত দিনগুলোতে আমি তোমাদের ভালবাসার কাছে সেই বিশ্বাস-স্বীকার সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলেছি যা আমাদের ধন্য পিতৃগণ আমাদের প্রভুর সেই পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে লিপিবদ্ধ করলেন যা দ্বারা তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, আমরা পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে প্রশিক্ষিত হব ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব। সেই

দিনগুলোতে আমি এই তোমাদেরই উদ্দেশ করে কথা বললাম যারা বাপ্তিস্ম-মহাদানের কাছে এগিয়ে আস, যাতে করে তোমরা শিখতে পার কিসেতে বিশ্বাস করতে হবে ও কার্ নামেতে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে যেন তোমরা এটা দেখতে পার যে, তোমরা আমাদের প্রভুর পরম্পরা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছ ও পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছ। আমি উপরোল্লিখিত সবকিছুতে প্রভুর প্রার্থনা বিষয়ক একটা কাতেখেসিস যোগ করেছি যাতে তোমরা জানতে পার, যারা বাপ্তিস্মের এই মহাদান গ্রহণ করে তাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে কী শেখানো উচিত। তথাপি, যেহেতু রহস্যের সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমরা পবিত্র বাপ্তিস্মে সহভাগিতা করতে উদ্যত হচ্ছ বলে, এটাই ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজন যে, আমরা তোমাদের সাক্ষাতে সেই রহস্যের প্রভাব সম্পর্কে ও সেটায় সম্পাদিত অনুষ্ঠানরীতি সমূহের প্রভার সম্পর্কে, এবং এক একটা অনুষ্ঠানরীতি কোন্ কারণে সম্পাদিত, সেসম্পর্কেও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করব, যাতে, সেগুলোর কারণ শিখে নেওয়ার পর, তোমরা যা ঘটবে তা মহা ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে পার।

রহস্য (অর্থাৎ, সাক্রামেন্ত) সম্পর্কে

২। কেননা প্রতিটি রহস্য [অর্থাৎ, সাক্রামেন্ত] হল, চিহ্নে ও প্রতীকাকারে অদৃশ্য ও অকথনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত স্বরূপ। রহস্যের কাছে আগমনকারী ব্যক্তির খাতিরে এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দাবি করে যাতে সেই ব্যক্তি সেটার প্রভাব জানতে পারে। রহস্যটা যদি সেই দৃশ্যগত বিষয়ই হত, তাহলে কথা নিষ্প্রয়োজন হত যেহেতু খোদ দৃষ্টিই আমাদের সেই এক একটা জিনিস দেখাতে পারত যা ঘটতে যাচ্ছিল; কিন্তু যেহেতু একটা রহস্য সেই চিহ্ন ধারণ করে রাখে যা ঘটছে বা যা ইতিমধ্যে ঘটেছে, সেজন্য, চিহ্নাদি ও রহস্যগুলি বুঝিয়ে দেবার লক্ষ্যে কথা প্রয়োজন। ধন্য পলের কথা অনুসারে, ইহুদীরা এমন উপাসনার কাজ করে থাকে যা স্বর্গীয় বিষয়ের নকশা ও ছায়া মাত্র, কারণ বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত প্রতিমূর্তি তার নেই (২)। ছায়া একটা দেহের নিকটবর্তিতা প্রকাশ করে, যেহেতু একটা দেহ ছাড়া তা হতে পারে না, কিন্তু ছায়া যে দেহের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, তা সেই

দেহকে সেইভাবে প্রকাশ করে না যেভাবে ছবির বেলায় ঘটে। যখন আমরা একটা প্রতিকৃতি লক্ষ করি, তখন তাতে যে ব্যক্তি অঙ্কিত আমরা তাকে চিনতে পারি (অবশ্যই, যদি সেই ব্যক্তিকে আগে থেকে চিনতাম), যেহেতু সেই প্রতিকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অঙ্কিত; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ছায়া দ্বারা উপস্থাপিত, আমরা তাকে চিনতে পারি না, কেননা, দেহ থেকে বহির্গত সেই ছায়া প্রকৃত দেহের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য রাখে না। বিধানের সমস্ত বিষয় ঠিক এরূপ ছিল। সেগুলো 'স্বর্গীয় বিষয়গুলোর ছায়া মাত্রই ছিল', সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূত বললেন। তবে সেই ছায়া কি? এখন তা তোমাদের জানা দরকার।

৩। ঐশদর্শনযোগে ধন্য মোশি যা শিখেছিলেন, সেই অনুসারে তিনি দু'টো তাঁবু নির্মাণ করেছিলেন। প্রথমটা 'পবিত্রস্থান', ও দ্বিতীয়টা 'পরম পবিত্রস্থান' বলে অভিহিত ছিল। প্রথমটা সেই পার্থিব জীবনধারণ ও বাসস্থানের সাদৃশ্য, সেই যে পৃথিবীতে আমরা আপাতত বসবাস করি; এবং যা ইহুদীরা 'পরম পবিত্রস্থান' বলে অভিহিত করত, সেই দ্বিতীয় তাঁবু ছিল দৃশ্য আকাশের সেই ঊর্দ্ধস্থিত অঞ্চলগুলোর সাদৃশ্য যেখানে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট, যখন তাঁকে আমাদের পরিত্রাণার্থে ধারণ করা হয়েছিল, তখন আরোহণ করলেন, যেখানে তিনি এখন আছেন ও যেখানে তিনি আমাদের যেতে মঞ্জুর করলেন যাতে আমরা সেখানে থাকি ও তাঁর সঙ্গে বসবাস করি, সেইভাবে যেভাবে ধন্য পল বললেন, *যেখানে মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক হবার পর খ্রিষ্ট আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন—চিরকালের* মত (৩)। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন 'মহাযাজকের রীতি অনুসারে', কারণ তিনি প্রথম হয়ে প্রবেশ করলেন ও এর ফলে তেমন স্থানে প্রবেশাধিকার তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মঞ্জুর করা হল। কেননা মহাযাজকের কর্তব্য ঠিক এটাই যে, প্রথম হয়ে তিনিই ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাবেন; এবং পরে, তাঁর পরে ও তাঁর দ্বারা অন্যান্যরা এগিয়ে যাবে; কিন্তু যেহেতু এসমস্ত কিছু এখনও ঘটেনি কিন্তু শেষেই ঘটবে, সেজন্য বিধান অনুযায়ী যাজকেরা বিধান অনুযায়ী সেই উপাসনাকর্ম 'পরম পবিত্রস্থান' বলে অভিহিত সেই স্থানে একবার মাত্র সম্পাদন করেনি।

৪। যেহেতু সেই স্থান সবার পক্ষে অগম্য ছিল, সেজন্য মহাযাজক বছরে একবার সেখানে একাই প্রবেশ করত। এবং প্রবেশ করার আগে সে একটা বলি নিবেদন করত, ও সেখানে যেকোন সময় প্রবেশ করার অধিকার তার ছিল না, কিন্তু সে বছরে একবার প্রবেশ করত। তাই, এসব কিছু থেকে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিধানের সেই সমস্ত ধর্মক্রিয়া এই পৃথিবীতে মরণশীল জীবনের সঙ্গেই মাত্র সম্পর্কিত ও স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না; একইপ্রকারে যতদিন আমরা আমাদের স্বরূপে মরণশীল হই, ততদিন ধরে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারি না। মানুষ তখনই মাত্র সেই স্বর্গীয় স্থানগুলোতে প্রবেশ করতে পারবে যখন আমাদের মধ্য থেকে নেওয়া একটা মানুষকে ধারণ করা হবে, তিনি মানুষদের প্রকৃতিগত বিধান অনুসারে মৃত্যু বরণ করবেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন, স্বরূপে অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠবেন, স্বর্গে আরোহণ করবেন, ও মানবজাতির অবশিষ্টাংশের জন্য এমন মহাযাজক হবেন যিনি তাদের জন্য স্বর্গে আরোহণ করার অগ্রিম নিশ্চয়তা স্বরূপ।

৫। এইভাবে বিধান আসন্ন মঙ্গলদানগুলোর ছায়া ধারণ করত, কেননা যারা সেটার অধীনে জীবনযাপন করত, তারা সেই মঙ্গলদানগুলোর একটা ইঙ্গিতেরই মাত্র অধিকারী ছিল। সেই অনুসারে তারা তাদের উপাসনাকর্ম কেবল স্বর্গীয় বিষয়গুলোর চেহারা ও ছায়া হিসাবেই সম্পাদন করত, কারণ, সেই তাঁবু ও যা কিছু সেটার মধ্যে ঘটত, সেই সবকিছুর দ্বারা তাদের সেই উপানসা-কর্ম স্বর্গে যে জীবন হবার কথা, ইঙ্গিতেই মাত্র সেই জীবনের এক প্রকার অভিব্যক্তি দিত; সেই যে জীবন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য স্বর্গে আরোহণ করায় প্রকাশ করলেন ও যে-জীবন দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এতই মহৎ বাস্তবতার সহভাগী হতে মঞ্জুর করলেন যা সেকালের মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়নি; এর ফলে ইহুদীরা, পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায়, সেটার নিছকই ধারণা মাত্র রাখত। আমরা যেমন মনে করি, আমরা অমর জীবনে রূপান্তরিত হব, তারা সেইমত মনে করত না, কিন্তু তারা সেটা এমন স্থান বলে ভাবত যেখানে আমরা খাব, পান করব, ও বিবাহ করে চলব। ব্যাপারটা আমাদের বিবেচনায় লজ্জাকর, কেননা আমাদের পক্ষে আমাদের প্রভুর এই বাণী বিশ্বাস করতে হয়, যা অনুসারে, *তোমরা শাস্ত্রও জান না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছ, কেননা পুনরুত্থানের সময়ে কেউ*

বিবাহও করে না, কারও বিবাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত; আরও, *পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান* (৪)। এতে তিনি পুনরুত্থান বিষয়ে তাদের ভুল ভর্ৎসনা করলেন, ও এটা শিখিয়ে দিলেন যে, আমাদের এমনটা বিশ্বাস করতে হবে যে, যারা পুনরুত্থান করে, তাদের বেলায় ঐশ্বরিক জীবনের মত কিছুটা ঘটবে, কেননা তিনি স্পষ্ট ভাবে বললেন, তারা হবে দূতদের মত।

৬। যা কিছু প্রাচীনেরা ইঙ্গিত ও ছায়াই যেন ধারণ করত, সেই সমস্ত কিছু এখন বাস্তব রূপ লাভ করল যখন, যাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ধারণ করা হয়েছিল, যিনি মানবীয় নিয়ম অনুসারে আমাদের জন্য মরলেন, নিজের পুনরুত্থান দ্বারা অমর, অক্ষয়শীল ও চিরকালের মত অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠলেন, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সেইভাবে স্বর্গে আরোহণ করলেন, কারণ এখন থেকে তিনি আমাদের জন্য কার্যকর একটা সহভাগিতার অগ্রিম নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন। *খ্রিষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই?* (৫), একথা বলে প্রেরিতদূত এটাই স্পষ্টভাবে দেখালেন যে, সকলের পক্ষে এটা আবশ্যকীয় যে, তারা বিশ্বাস করবে পুনরুত্থান আছে, এবং তেমনটা বিশ্বাস করে আমাদের এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা অবশ্যই সেই পুনরুত্থানের সহভাগী হব। যেহেতু আমাদের এতে স্থিতমূল বিশ্বাস আছে যে, যা কিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে, তা আমাদের বেলায়ও ঘটবে, তেমনি [যা কিছু আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানের পরে ঘটেছে], আমরা বিশ্বাস করি তা আমাদের বেলায়ও ঘটবে। অতএব, আমরা এই অনির্বচনীয় ও ভয়ঙ্কর রহস্য সম্পাদান করি যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সংক্রান্ত ঐশববস্থার অবোধ্য চিহ্নগুলো ধারণ করে, যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি, সেই রহস্যে যা নিহিত তা আমাদের বেলায়ও ঘটবে। কেননা, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, যখন আমরা বাপ্তিস্ম বা এউখারিস্তিয়া সম্পাদন করি, তখন খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণার্থেই তা সম্পাদন করি, যাতে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে দৃঢ়ীকৃত হয়।

৭। কেননা, পুনরুত্থান সম্পর্কে তিনি বললেন, *আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি। যাতে মৃতদের*

মধ্য থেকে খ্রিস্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি (৬)। তিনি এখানে স্পষ্টভাবে এ শিক্ষা দিলেন যে, আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি যাতে নিজেদের মধ্যে আমাদের প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান অনুকরণ করতে পারি, ও যা ঘটেছিল, সেই ঘটনাগুলো স্মরণ করা থেকে আমরা যেন ভাবী বিষয়গুলো সংক্রান্ত আমাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয়তা পেতে পারি। এবং পবিত্র রহস্যগুলিতে সহভাগিতা বিষয়ে তিনি বললেন, *যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন* (৭)। আমাদের প্রভুও বললেন, *এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশে অনেকের জন্য পাতিত* (৮)। এসমস্ত কিছু থেকে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, এই উপাসনাকর্মে অংশ নেওয়া বা অর্ঘ্য গ্রহণ করা, উভয়ই খ্রিস্টের সেই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণার্থে সম্পাদিত: সেই পুনরুত্থান থেকেই আমরা প্রত্যাশা করি, তাঁর সহভাগী হব; যার ফলে আমরা এই রহস্যে সেই চিহ্নগুলো পূরণ করি যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিস্ট সম্পর্কে ঘটেছিল, যাতে করে এই চিহ্নগুলোর মধ্য দিয়ে, তাঁর সঙ্গে এই সহভাগিতা আমাদের প্রত্যাশা দৃঢ় করে তোলে। অতএব, এই সমস্ত রহস্য ও চিহ্নের কারণ সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষাতে আলোচনা করা উপকারী হতে পারে।

পাপময় অবস্থা থেকে নবীন অবস্থায় উত্তরণ রহস্যগুলি দ্বারাই সাধিত

৮। আমাদের প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করলেন ও অন্যান্য অনেক কিছু দানে সম্মানিত করলেন। কিন্তু, সর্বোপরি তিনি তাকে তার নিজের প্রতিমূর্তি বলায় সম্মানিত করলেন, যার ফলে মানুষ একাই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হল। এবং যদি মানুষের নির্ণয়-শক্তি থাকত, তাহলে সে তাঁরই সঙ্গে বসবাস করতে পারত যিনি তার পক্ষে ছিলেন সেই সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস যা বিষয়ে সে সত্যিকারে অধিকারী ছিল। কিন্তু মানুষ দিয়াবলের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে নিল ও নিজেকে সেটার অনুরূপ করল, সেই যে দিয়াবল বিদ্রোহীর মত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ও ঈশ্বরকে দেয় গৌরব নিজের জন্য দখল করতে ইচ্ছা করেছিল, নবধরনের

ফন্দি-ফিকির দিয়ে মানুষকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ও ঈশ্বরের সম্মান আপন করে নিতে চেষ্টা করেছিল যাতে করে বিরোধিতা করায় তাঁকে অপমানিত করতে পারে। অতএব, সেই বিদ্রোহী একটা সাহায্যকারীর বৈশিষ্ট্য ও গৌরব ধারণ করল, ও যেহেতু মানুষ তার কথা মেনে নিল ও তার উপরে চাপা ঈশ্বরের আদেশ প্রত্যাখ্যান করল ও তার প্রকৃত সাহায্যকারী বলে সেই বিদ্রোহীকে অনুসরণ করল, সেজন্য ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়ে সেই মাটিতে ফিরিয়ে দিলেন যা থেকে তাকে নেওয়া হয়েছিল। এবং সেই পাপ থেকে মৃত্যু প্রবেশ করল, এবং এই মৃত্যু মানব স্বরূপ দুর্বল করল ও সেটায় পাপ-প্রবণতা আরও বেশি দৃঢ় করল। এবং এই দু'টো তথা পাপ ও মৃত্যু পাশাপাশি হয়ে বৃদ্ধি পেল: মৃত্যু শক্তিশালী হল ও পাপের বহুত্ব গুরুতর করল, ও মানব স্বরূপ আরও বেশি দুর্বল করতে করতে মরণশীলতা পাপের বহুত্ব জন্মাল। সেগুলো দমন করার লক্ষ্যে ঈশ্বর যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছিলেন, সেই আজ্ঞাগুলোও সেগুলোর বহুত্ব বৃদ্ধি করতে থাকল, এবং যারা আজ্ঞাগুলো লঙ্ঘন করত, তারা তাদের পাপের বহুত্বের দ্বারা শাস্তি আরও বেশি দৃঢ় করে তুলল। এসমস্ত কিছু থেকে সেই বিদ্রোহীর তিক্ত ইচ্ছা বেড়ে গেল: সে আমাদের উপরে যে মহৎ ক্ষতি চাপিয়ে দিচ্ছিল, ও আমাদের দশা যে দিনে দিনে আরও বেশি বিকৃত ও অনিষ্টকর হচ্ছিল তাতে সে মেতে উঠল ও আনন্দ করল।

৯। যখন আমাদের দশা দুর্দান্ত হল, তখন আমাদের প্রভু ঈশ্বর নিজের অনুগ্রহ গুণে তা সংস্কার করবেন বলে ইচ্ছা করলেন। এই লক্ষ্যে তিনি আমাদের মধ্য থেকে একটা মানুষ ধারণ করলেন যিনি ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলো বিশ্বস্ত ভাবে পালন করছিলেন ও মৃত্যু-শাস্তি বাদে সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত বলে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দখলকারী যখন অন্য কিছু করতে আর পারল না, তখন তার নিজের দাস সেই ইহুদীদের হাতে তাঁর উপরে অন্যায়-মৃত্যু এনে দিল, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় তা মেনে নিলেন ও ন্যায়বিচারক ঈশ্বরের সাক্ষাতে দখলকারীর বিরুদ্ধে বিচারে বসলেন, এবং যে মৃত্যু-শাস্তি অনিষ্টকর ও অন্যায় ভাবে তাঁর উপরে আনা হয়েছিল, সেবিষয়ে ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, তিনি সেই মৃত্যু-শাস্তির যোগ্য নন। এতে তিনি চিরকাল ধরে মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, ও স্বরূপে অমর ও অক্ষয়শীল হলেন। এবং সেইভাবে তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন ও চিরকাল ধরে শয়তানের সমস্ত অনিষ্ট ও প্রতারণার একেবারে উপরেই উন্নীত হলেন, সেই যে

শয়তান, এর ফলে, সেই মানুষকে কোন ক্ষতি করতে অক্ষম হল যিনি অমর, অক্ষয়শীল ও অপরিবর্তনীয়, স্বর্গে বসবাস করেন, ও ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সিদ্ধ সংযোজনের অধিকারী। আমাদের মধ্য থেকে যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তেমন সৎসাহসের অধিকারী ছিলেন, সেজন্য তিনি মানবজাতির জন্য প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন যেন বাকি মানবজাতি তাঁর সঙ্গে তেমন উৎকৃষ্ট রূপান্তরের সহভাগী হতে পারে, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিষ্ট তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন* (৯)। তিনি এখানে এটা দেখান যে, আমাদের অর্জিত মঙ্গলদানগুলো এখন অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনশীল, কেননা যিনি আমাদের জন্য মরলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, ও ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সিদ্ধ সংযোজন গ্রহণ করলেন, সেই খ্রিষ্ট আমাদের পক্ষে তাঁর অনুরোধের গুণে সেই পুনরুত্থানের ও সেটা থেকে উদ্গত মঙ্গলদানগুলোর সহভাগিতায় আমাদের আকর্ষণ করেন।

১০। আমরা সেই [বাপ্তিস্ম] রহস্যের দিকে এগিয়ে যাই কারণ সেটায় আমরা, যে সমস্ত অমঙ্গল থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে মুক্ত হয়েছিলাম তা থেকে মুক্তির চিহ্নগুলো সম্পাদন করি, ও এই নতুন ও মহৎ মঙ্গলদানগুলোতে আমাদের সহভাগিতার চিহ্নগুলোও সম্পাদন করি যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টে সূচনা অর্জন করেছিল। কেননা আমরা সেই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করতে প্রত্যাশা করি যা আমাদের স্বরূপের চেয়ে উচ্চতর ও যা আমরা সেগুলোর অধিকারী হব বলে কখনও প্রত্যাশাও করিনি। আমরা এইভাবে কথা বললাম যাতে আমাদের একথা আরও উত্তমরূপে বোঝা যেতে পারে; এখন সময় হয়েছে, আমরা তোমাদের কাছে [রহস্যে সম্পাদিত] প্রতিটি অনুষ্ঠানরীতির কারণ ব্যাখ্যা করব।

বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের কাঠামো : মণ্ডলীতে প্রার্থীর নিবন্ধন

১১। ‘যে কেউ পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক, সে ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর কাছে আসবে’ যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বিশ্বস্তদের কাছে স্বর্গীয় বিষয়গুলোর এক প্রকার দৃষ্টান্ত বলে তখনই দেখালেন যখন বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব : পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে* (১০)। এতে তিনি এটা দেখালেন যে, তিনি স্বর্গীয় বিষয়গুলোর প্রতিমূর্তি রূপেই যেন মণ্ডলীকে মঞ্জুর করলেন, এবং সেই মণ্ডলী এমন অধিকার রাখে যে, যে কেউ মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, সে স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং যে কেউ মণ্ডলীর কাছে বিদেশী হয়, সেও যেন স্বর্গীয় বিষয়গুলোর কাছে বিদেশী হয়। যাঁরা মণ্ডলীর মাথায় রয়েছেন, যেহেতু তাঁদের কাছে শাসনের ভার বণ্টন করা হয়, সেজন্য তিনি তাঁদেরই তখন উদ্দেশ করছিলেন যখন ধন্য পিতরকে বললেন, তাঁরা স্বর্গরাজ্যে চাবিকাঠির অধিকারী, এবং তাঁদের দ্বারা যা পৃথিবীতে বেঁধে দেওয়া হয় তা স্বর্গেও বেঁধে দেওয়া হবে, ও যা তাঁদের দ্বারা পৃথিবীতে মুক্ত করা হবে তা স্বর্গেও মুক্ত করা হবে; এই অর্থে নয় যে, মানুষেরা এব্যাপারে প্রভু, কিন্তু এ অর্থে যে, মণ্ডলী ঈশ্বর থেকে এই অধিকার পেয়েছে যে, যারা মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও তাঁদেরই যত্নে ন্যস্ত যাঁরা তাঁর মাথায় রয়েছেন, তারা আবশ্যকীয় ভাবে স্বর্গের সঙ্গে সম্পর্ক অর্জন করে, ও একই প্রকারে, যারা মণ্ডলীর বাইরে, তারা স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে কোনা ধরনের সহভাগিতা রাখে না।

১২। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করলেন, ও তা এমন নগরীর মত যা তিনি সেখানে স্থাপন করলেন যাতে তাতে নিজের রাজ্যের অধিকারী হন, সেই যে রাজ্য ধন্য পল *ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী* (১১) বলে অভিহিত করলেন কারণ সেখানেই আমরা বসবাস করতে ও জীবনযাপন করতে প্রত্যাশা রাখি। সেই নগরী অগণন দূতবাহিনী ও মানুষদের উৎসব-সমাবেশে পরিপূর্ণা যারা সবাই অমর ও অপরিবর্তনীয়, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের*

সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গে নিবন্ধিত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী (১২)। তিনি তাদেরই ‘প্রথমজাত’ বলেন যারা অমর ও অপরিবর্তনীয়, কারণ তারা সেই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণের যোগ্য হল, যেইভাবে আমাদের প্রভু বললেন, *পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান ও তাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (১৩), কারণ তারা সেইখানে বসবাস করে।

১৩। এসমস্ত কিছু এইভাবে বাস্তবে দেখা যাবে সেই আসন্ন জগতে যখন, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে *আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে আমরা চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১৪)। তিনি আমাদের কেড়ে নিয়ে সেই স্বর্গে আরোহণ করবেন যেখানে তাঁর রাজ্য দৃশ্যগত ও যেখানে আমরা সবাই সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত ও বিমুক্ত হয়ে আনন্দে ও সুখে, ও সেই রাজ্যের মঙ্গলদানগুলো পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করে তাঁর সঙ্গে থাকব। কিন্তু যারা এজগতে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, তিনি ইচ্ছা করলেন, তারা ধর্মভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারা সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলো দৃষ্টান্তেই যেন ভোগ করবে, ও সেইমত তিনি মণ্ডলীর জন্য এক প্রকার স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সাদৃশ্যই ব্যবস্থা করলেন, ও তিনি ইচ্ছা করলেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তারা সেখানে জীবনযাপন করবে। এজন্য ধন্য পল এটাও বললেন, *তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি* (১৫)। ‘জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী’ বলতে এটা বোঝায় যে, তাঁর নাম যুগযুগস্থায়ী, ও এতে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসীগণ অনন্তকাল ধরে জীবন উপভোগ করবে; এবং ‘সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি’ বচনটা সেই দৃঢ়, মজবুত, অটল ও অপরিবর্তনীয় জীবনাচরণ নির্দেশ করে যেখানে বিশ্বাসী মানুষ দৃশ্যগত হবে ও যা দ্বারা শক্তি যোগাবে।

১৪। অতএব, ‘যে কেউ বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক, সে ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাছে আসে’ যা দ্বারা সে সেই স্বর্গীয় আবাসের জীবনে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশা করে। তাকে এটা ভাবতে হবে যে, সে নতুন ও মহৎ নগরীর নাগরিক হতে যাচ্ছে, এর ফলে তাকে সেই সবকিছুতে মনোযোগী হতে হবে যা নিবন্ধিত হবার আগে তাঁর কাছে দাবীকৃত। সে ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর কাছে আসবে যেখানে সে এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি

দ্বারা গৃহীত হবে, কেননা যারা বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে আসে, প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে তাদের নিবন্ধিত করা হয়। সেই ব্যক্তি তার জীবনাচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে’ যাতে দেখা যেতে পারে, সেই মহৎ নগরীর বাসিন্দা হবার জন্য যা দাবীকৃত, সে সেটার অধিকারী কিনা। এজগতে থাকা সমস্ত অনিষ্ট প্রত্যাখ্যান করার পর ও তা মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে ঠেলে দেওয়ার পর তাকে দেখাতে হবে, সে নগরীর নাগরিকত্বের যোগ্য ও তাতে নিবন্ধিতও হবার যোগ্য। এজন্য, সে যেন নগরীর কাছে ও নাগরিকত্বের কাছে অপরিচিত ব্যক্তি, যেখানে সে নিবন্ধিত হতে চলেছে, সেই নগরীর জীবনধারণ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ও সেই নগরী থেকে আগত বিশেষভাবে নিযুক্ত এমন ব্যক্তি তাকে নিবন্ধনের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায় ও তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সে নগরীর ও সেটার নাগরিকত্বের যোগ্য ; আরও, সে তার এবিষয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, যেহেতু সে নগরীর জীবনধারণ ক্ষেত্রে ও নগরীতে দাবীকৃত ব্যবহার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ, সেজন্য তিনি নিজে তার অনভিজ্ঞতার পথদিশারী হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হবে।

ধর্মপিতা/ধর্মমাতাদের ভূমিকা

১৫। ‘এই ভূমিকা বাপ্তিস্মপ্রার্থীরে জন্য তাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হয় যারা দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতা] বলে অভিহিত’। এই ব্যক্তি কিন্তু যে তার ভাবী পাপকর্মের ব্যাপারে দায়ী হবে এমন নয়, কেননা এক একজন নিজ নিজ পাপের ব্যাপারে ঈশ্বরের সাক্ষাতে জবাব দেয়। সে শুধু দীক্ষাপ্রার্থীর জীবনাচরণ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ও এবিষয়েও সাক্ষ্য দেয় যে সেই প্রার্থী নিজেকে নগরীর ও সেটার নাগরিকত্বের যোগ্য করার জন্য পূর্ববর্তীকালে প্রস্তুতি নিয়েছে। সে ন্যায়সঙ্গত ভাবে দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত, কারণ তারই কথায় দীক্ষাপ্রার্থী বাপ্তিস্ম গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়। যখন এজগতে দেশ ও দেশবাসীদের লোকগণনার জন্য প্রশাসনের আদেশ হয়, তখন যারা বিশেষ দেশগুলোতে নিবন্ধিত, তাদের পক্ষে এটা আবশ্যকীয় যে, তারা এমন দলিল সংগ্রহ করবে যা তাদের নামে নিবন্ধিত জমিতে চাষাবাদ নিশ্চিত করবে ও রাজাকে জমির কর সহজেই পরিশোধ করবে বলেও নিশ্চিত করবে। একই কথা তারই ক্ষেত্রে দাবীকৃত যে স্বর্গীয় নগরীতে ও সেটার নাগরিকত্বে নিবন্ধিত যেহেতু *আমাদের*

নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে (১৬)। প্রথমত, তাকে জানতে হবে যে, এই নিবন্ধন আর ত্যাগ করার অনুমতি নেই, কিন্তু তাকে স্বর্গে নিবন্ধিত ব্যক্তি হিসাবে সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে, ও স্বর্গের বাসস্থান ও নাগরিকত্বের উপযুক্ত সবকিছুতে ব্যবহার করতে হবে, যাতে চিরস্থায়ী কর হিসাবে সে রাজাকে এটা দেয়: সে বিচক্ষণ হবে ও বাপ্তিস্মের উপযুক্ত জীবনাচরণ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে।

১৬। যখন রোমীয়রা যুদেয়া নিজেদের প্রভুত্বে রাখত, তখন তারা যেমন এই আদেশ জারি করল যা অনুসারে একজন নিজের শহরে নিবন্ধিত হবে, ও সেই অনুসারে যোসেফ ধন্যা মারীয়ার সঙ্গে নিবন্ধিত হবার জন্য বেথলেহেমে গেলেন যেহেতু তিনি দাউদকুলের ও গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন, তেমনি খ্রিষ্টবিশ্বাসী এই আমাদেরও সেইমত করতে হবে। কেননা তিনি যুদ্ধের নিয়মের জোরে সকল শত্রুকে জয় করলেন, অপদূতদের প্রভাব থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করলেন, বন্দিদশা ও দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করলেন ও আমাদের তাঁর নিজের কর্তৃত্বের হাতের অধীনে আনলেন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন ও বন্দিদশা বন্দি করে নিলেন* (১৭), ও [সেখান থেকে] আসন্ন সেই নতুন জগৎ ও সেই বিষয় সংক্রান্ত সেই বিস্ময়কর জীবন দেখালেন যা স্বর্গীয় যেরুশালেম বলে অভিহিত যেখানে খ্রিষ্ট নিজের সেই রাজ্য স্থাপন করলেন যা লোপ পাবার নয়। অতএব, আমরা যারা তাঁর রাজ্যের অধিকারের অধীন, সেই আমাদের সবার দায়িত্বই প্রার্থনা ও বাসনা করা যাতে বিশ্বাস দ্বারা আমরা বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে আসতে ও স্বর্গে নিবন্ধিত হওয়ার যোগ্য হতে পারি। এজন্যই, তোমরা যারা বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে আসছ, সেই তোমাদের সবার ক্ষেত্রে নিয়ম এরূপ: 'এব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তি মণ্ডলীর কাথায় ও তোমার নামে সংযুক্ত কাথায় তারও নাম লিপিবদ্ধ করবে যে তোমার সাক্ষী বা শহরে তোমার পথদিশারী হবে'। এটা এজন্য করা হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, অনেক দিন আগে ও এখনও পৃথিবীতে থাকতেই তোমরা স্বর্গে নিবন্ধিত, যেখানে তোমাদের দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতা], এই নগরীতে বিদেশী ও সদ্য আগত যে তোমরা, যত্ন সহকারে সেই তোমাদের সেই সবকিছু শেখায় যা এই নগরী ও এই স্থানের জীবন সংক্রান্ত, যাতে

তোমরা বিনা কষ্টে ও উদ্বেগ ছাড়া এই মহৎ নগরীর জীবনাচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পার।

দিয়াবলকে বিচার ও অপশক্তি বিতাড়কগণ

১৭। এবার তোমার পক্ষে বাকি অনুষ্ঠানরীতির কারণ শেখা দরকার, কেননা তোমার এই নিবন্ধন এমনি ঘটনাক্রমে হয়নি, কিন্তু তোমার বিষয়ে মহৎ বিচার-বিবেচনার পরেই হয়েছে। তুমি যে ঐশ্বরিক দূরদৃষ্টির কাছে এগিয়ে এসেছ, তোমার পক্ষে এটা প্রয়োজন ছিল যে, যে দখলকারী তোমাকে আক্রমণ করেছিল, তুমি তার হাত থেকে মুক্ত হবে, যাতে করে, শত্রুদের সমস্ত আঘাত থেকে রেহাই পেয়ে অন্য দাসত্ব এড়াবার জন্য সক্ষম হয়ে উঠে তুমি এই নিবন্ধনের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পার। যখন প্রশাসনের আইনিমতে এই জগতে লোকগণনা করা হয় ও একজন ব্যক্তি এমন একটা জমির উপর তার আইনি স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আসে যা শস্যে উর্বর ও উত্তম জিনিসে সমৃদ্ধ, যেখানে নিবন্ধিতদের জন্য অনেক সুখ রয়েছে, তখন, যদি কোন ব্যক্তি যে আগে তার শত্রু ছিল, সে এটা জানতে পারে, এবং যে সুখ সে আগে নিজে উপভোগ করছিল কারণ জমিটা দীর্ঘদিন ধরে তারই ছিল, সেই সুখের জন্য তাকে ঈর্ষা করার ফলে সে যায় ও, যে নিবন্ধিত হতে যাচ্ছে, তাকে এটা বলে যে, জমিটা উত্তরাধিকার সূত্রে তারই, তাকে মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয় ও অন্য কারও মালিকানা দেওয়াও উচিত নয়, তবে এটা প্রয়োজন যে, যে নিবন্ধিত হতে চলেছে, সে অত্যন্ত আগ্রহী হলে তবে বিচারাসনের কাছে যাবে, তার অধিকারী পদবি ব্যবহার করবে, ও যে জমির জন্য সে নিবন্ধিত হতে চায়, তার তথাকথিত মালিককে সে এটা দেখাবে যে, সে ব্যাপারটা বিচারকের সামনে আনতে ইচ্ছুক। একইভাবে, ঈশ্বর স্বর্গরাজ্য মানুষদের সামনে রাখলেন ও ইচ্ছা করলেন, স্বর্গের বাসিন্দাদের পক্ষে যেমন উপযোগী, সেই অনুসারে তারা সবাই অমর ও অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে, এবং তিনি মণ্ডলীকে এজগতে স্বর্গীয় বিষয়গুলোর দৃষ্টান্ত হতে মঞ্জুর করলেন, এবং আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি ও তাঁকে অনুনয় করি তিনি যেন বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই স্বর্গীয় নগরীতে নিয়ে যান ও সেটার জীবনের সহভাগী করে তোলেন।

১৮। কিন্তু এটা দরকার যে, যে দখলকারী আমাদের বিরুদ্ধে মামলা যুদ্ধ করছে, অর্থাৎ সেই শয়তান যে সবসময় আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ বিষয়ে ঈর্ষা পোষণ করে, তার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে একটা রায় দেওয়া হবে। সে এব্যাপারে সেই একই বিদ্বেষ প্রকাশ করে ও বিচারকক্ষে আমাদের টানতে অধিক চেষ্টা করে কেমন যেন আমাদের পক্ষে তার মালিকানার বাইরে থাকার কোন অধিকার না থাকত। সে দাবি করে, প্রাচীনকাল থেকে এমনকি আমাদের মানবজাতির মাথার সৃষ্টিকাল থেকেই আমরা অধিকার সূত্রে তারই; সে আদমের সেই ইতিকথা বর্ণনা করে, অর্থাৎ কেমন করে সেই আদম তার কথা শুনেছিল ও স্বেচ্ছায় নিজের প্রভুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তারই সেবাকর্মে কাজ করতে ইচ্ছা করেছিল, যার ফলে ঈশ্বর রোষে জ্বলে উঠে তাকে পরমদেশ থেকে বের করে দিলেন, তার উপরে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করলেন ও এ বলে তাকে এই জগতে আবদ্ধ করলেন, *তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে'* আরও, *'এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে* (১৮)। এই যে কথা জগতের দাসত্বে আমাদের দণ্ডিত করল, তা থেকে, ও সেই যে ইচ্ছা দ্বারা সে আমারই প্রভুত্ব বেছে নিল, তা থেকেও সে স্পষ্টভাবে আমারই অধিকার, সেইভাবে যেভাবে আমি হলাম *বায়ুলোকের কর্তৃত্ব-রাজ্যের অপরাজ ও বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে এখন সক্রিয়* (১৯)। তবে, এই যে মানুষ আদি থেকে ও তার পূর্বপুরুষদের সময় থেকে আমার অধিকার, কেননা তার বিরুদ্ধে ন্যায্য রায় ঘোষণা করা হয়েছিল ঠিক এই মরণশীল জগতে যেখানে যতদিন সেই মানুষ বসবাস করে ততদিন ধরে আমিই তার উপরে কর্তৃত্ব রাখি, তবে এ কেমন হতে পারে যে, সেই মানুষকে এজগৎ থেকে ও এজগতের জীবন থেকে ও ফলত, যা সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিল, আমার সেই প্রভুত্বও থেকে কেড়ে নেওয়া হবে ও সে অমর হবে (এ এমন কিছু যা তার স্বরূপের অনেক বাইরের ব্যাপার) ও স্বর্গীয় আবাসের জীবনে ও নাগরিকত্বে দৃষ্ট হবে? কেননা স্বর্গে বাস করাও এমন কিছু যা মানুষকে ও মানবস্বরূপ-বিশিষ্ট জীবদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কেননা যারা উচ্চতর স্বরূপের অধিকারী, তারা মানবস্বরূপ থেকে ভিন্ন।

১৯। যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি, সেই শয়তানই এসমস্ত কিছু করে ও বলে যে, দেখা গিয়েছে, একেবারে আদি থেকেই আমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করে ও এখন আরও বেশি ক'রে

আমাদের ঈর্ষা করে যেহেতু আমরা সমস্ত কথা ও সমস্ত মনের ঊর্ধ্বের এই অনির্বচনীয় নিবন্ধন গ্রহণ করতে প্রত্যাশায় রয়েছি *যা কোন চোখ দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (২০), সেজন্য তৎপরতার সঙ্গেই আমাদের বিচারকের কাছে যেতে হয় ও আমাদের অধিকৃত পদবি দেখাতে হয় ও এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হয় যে, আদি থেকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই যে আমরা শয়তানের অধিকার এমন নয়, বরং আমরা সেই ঈশ্বরের অধিকার যিনি, আমরা তখনও না থাকতেই, আমাদের সৃষ্টি করলেন ও নিজের প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করলেন; আরও, সেই দখলকারীর অপকর্ম ও শঠতার মধ্য দিয়ে ও আমাদের দুর্বলতা দিয়েও আমরা সেই অনিষ্টের দিকে চালিত হলাম যার কারণে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদা ও মহত্ত্বও হারালাম, এবং আমাদের পাপময়তার কারণেই আমরা মৃত্যুদণ্ডও পেয়েছি। এবং মধ্যবর্তী দীর্ঘ কালটা আমাদের উপরে শয়তানের দখল শক্তিশালী করল, এবং এদিকে, যেহেতু আমরা এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য দাসত্বে অনেক দিন অতিবাহিত করেছি, সেজন্য পাপের অন্যায় ও ভয়ঙ্কর কর্মসমূহ আমাদের মিষ্টি ও মনোরম লাগল, ও সেগুলো দ্বারা আমরা আমাদের বিরোধী সেই শয়তানের প্রভাব দৃঢ়তর করলাম।

২০। ব্যাপারটা এইভাবে চলতে চলতে, যিনি সত্যিকারে আমাদের নির্মাতা ও প্রভু, আমরা না থাকতেই যিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন ও নিজের হাতে ধুলা থেকে আমাদের গড়লেন ও আমাদের সেই প্রাণে ফুৎকার দিলেন যা আগে ছিল না, তিনি এমন দূরদৃষ্টি প্রকাশ করতে প্রীত হলেন যা সেই সমস্ত কর্মের অনুরূপ যা তিনি নিজে নির্মাণ করেছিলেন ও যা এখন সেই দখলকারীর শঠতার দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছিল, যাতে করে তিনি সেই দখলকারীকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি করতে না দেন। তিনি আমাদের পাপ ও তাঁর বিরুদ্ধ আমাদের যত অপরাধও মুছে দিলেন ও নিজের অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের অবস্থা দৃঢ়তর করতে ইচ্ছা করলেন। এই লক্ষ্যে তিনি আমাদের একজনকে নিলেন, তাঁর মধ্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গলবিষয়গুলোর সূচনা করলেন, ও এমনটা হতে দিলেন সেই মানুষ [তথা খ্রিষ্ট] শয়তানের শঠতার সমস্ত পরীক্ষার আঘাত গ্রহণ করবেন, কিন্তু তাঁকে সেই শয়তানের শঠতা ও ফন্দি-ফিকিরের চেয়ে উচ্চতর বলে দেখালেন, এবং যদিও

তিনি এমনটা দিয়েছিলেন, শয়তানের যে ফন্দি-ফিকির দ্বারা তাঁকে সংগ্রামে আনা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুতেও শয়তানের সেই ফন্দি-ফিকিরের শিকার হবেন, তবু এখন আমাদের খাতিরে ও শয়তানের বিরুদ্ধে তিনি [ঈশ্বর] তাঁরই আবেদন গ্রহণ করেন যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল। শয়তান তাঁর বিরুদ্ধ নিজের সমস্ত সূক্ষ্ম যুক্তি উপস্থাপন করল ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঘাত দেওয়ায় ক্ষান্ত হল না, এবং অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে একটামাত্র ন্যায্য কারণও না পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপরে অন্যায়-মৃত্যু আনল। সে নিজের অভিযোগে এটাও যোগ করল যে, সে কেমন করে আদি থেকে আমাদের মানবজাতিকে নিষ্ঠুরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তথাপি, যিনি তার এ সমস্ত ইতিকথা শুনছিলেন, সেই ঈশ্বর, দুই পক্ষের সমস্ত কথার যুক্তি শুনে সেই দখলকারীকে খ্রিষ্টের ও মানবজাতির বিরুদ্ধে তার ব্যবহার করা তিক্ত ইচ্ছার জন্য দণ্ডিত করলেন ও এই দিকে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, তাঁকে অমর ও অপরিবর্তনীয় করে তুললেন ও স্বর্গে আরোহণ করালেন। তারপর তিনি মঙ্গলদানগুলো-উপভোগ সমগ্র মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করলেন যার ফলে অপদূতটা আমাদের ক্ষতি করার সামান্যতম সুযোগও আর পায়নি। তাই আমরা শ্রেষ্ঠতম একটা স্বরূপ ও উৎকৃষ্টতম একটা আবাসে রয়েছি যা শয়তানের শঠতা থেকে উৎপন্ন সমস্ত পরীক্ষার চেয়েও উচ্চতর ও সমস্ত পাপ থেকেও বহু দূরবর্তী। আমরা কি, এসমস্ত কিছু আমাদের প্রভুর বাণী থেকেও শিখিনি? তিনি বললেন, *এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (২১)।

২১। এখন আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হয় যে, এসমস্ত কিছু ঘটেছে ও প্রকাশ্য হয়েছে, এবং এখন থেকে আমরা কোন কিছুতেই দিয়াবলের অধিকার বলে প্রতীয়মান হব না। আমরা শয়তানের শঠতার আগে যাঁর অধিকার ছিলাম, আমাদের সেই প্রভুর কাছে সঠিকভাবেই ফিরে গেলাম, ও আদিতে যেমন ছিলাম সেইভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রয়েছি। আমরা আমাদের অসতর্কতার কারণে এই প্রতিমূর্তির মর্যাদা হারিয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই মর্যাদা পুনরায় অর্জন করেছি, এবং এর ফলে আমরা অমর হয়ে উঠেছি ও স্বর্গে বসবাস করব। কেননা এইভাবেই সেই ঐশ্বরিক

প্রতিমূর্তিকে আনন্দ করতে হবে, কেননা সেই প্রতিমূর্তিই তাঁরই মর্যাদার অধিকারী যিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে হব ও সেই অনুসারে অভিহিত হব। তাঁর অনুগ্রহে আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে মরণশীল জগৎকে চিরকালের মত ত্যাগ করলাম, স্বর্গীয় অবাসে ও নাগরিকত্বে স্থানান্তর করলাম, আমাদের প্রভুকে জানতে পারলাম, ও এখন দ্রুত পদে সেই প্রথমফলগুলোর দিকে চলছি যা আমাদের খাতিরে সংগ্রহ করা হয়েছিল ও যা দ্বারা বিশ্বের নির্মাতা ও প্রভু আমাদের অমর জীবন ও স্বর্গীয় আবাস ও নাগরিকত্ব প্রদান করলেন। আমাদের এখন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাছে হাজির হতে হয়, যাতে ক্লেশ থেকে মুক্তি পেতে পারি ও মঙ্গলবিষয়গুলোতে আনন্দ করতে পারি, কারণ পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গে নিবন্ধিত হবার প্রতীক্ষায় আছি।

২২। তোমরাই সেই জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষার কারণ, কেননা তোমরাই স্পষ্ট ভাবে দেখাচ্ছ যে, আদমের সময় থেকে আজকাল পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে দাসত্ব গ্রহণ করে নিয়েছিল ও যার মধ্যে জীবনযাপন করেছিল, পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের মধ্য দিয়ে তোমরা সেই দখলকারীর দাসত্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করছ। এটাই সেই শয়তানকে উত্তেজিত করে: সেই যে শয়তান আমাদের এত বিরোধী যে, যাঁকে সে চেহারার কারণে সাধারণ মানুষ বলে মনে করছিল, সে আমাদের সেই প্রভুর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হয়নি ও নিজের ফন্দি-ফিকির ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে তাঁকে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে সরিয়ে দেবে বলে পরিকল্পনা করেছিল। যেহেতু আমরা নিজেদের দ্বারা শয়তানের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে ও যুদ্ধ করতে অক্ষম, সেজন্য আমাদের জন্য ‘অপশক্তি বিতাড়ক বলে অভিহিত ব্যক্তিদের সেবাকর্মও আবশ্যকীয়’, কেননা তিনি ঐশ্বরিক সাহায্যের নিশ্চয়তা স্বরূপ দাঁড়ান। তাঁরা জোর গলায় ও যথেষ্ট সময় ধরে এমনটা দাবি রাখেন যেন আমাদের শত্রু দণ্ডিত হয় ও বিচারকের বিচারাজ্ঞা দ্বারা তাকে পিছটান দিতে ও দূরে থাকতে আজ্ঞা করা হয় যাতে আমাদের উপরে ক্ষতি চাপাবার মত জায়গা বা কোন ধরনের প্রবেশের সুযোগ তাকে না দেওয়া হয়, এর ফলে আমরা যেন চিরকাল ধরে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি, সত্যকার স্বাধীনতায় জীবনাচরণ করতে পারি, ও আমাদের বর্তমান নিবন্ধনের আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

বিচারকর্তার কাছে মামলা পেশ

২৩। তোমরা অবশ্যই এবিষয়ে সচেতন যে, যখন একটা মামলা বিচারকের সামনে পেশ করা হয়, ও যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি চিৎকার করে বলে সে নিরপরাধী, ও যে অসহ্য ও নিষ্ঠুর দাসত্বে জীবনযাপন করে এসেছে সেবিষয়ে অভিযোগ তোলে, ও এমনটাও সমর্থন করে যে, প্রভাবশালী একটা লোক তাকে জোর করে ও অন্যায় ভাবে তার নিজের অধীনে এনেছে, তখন ‘এটাও প্রয়োজন যে, বিচারকক্ষে মামলার শুনানী চলাকালে মামলাকারী নীরব থাকবে’ যাতে তার জীবনাচরণ ও ব্যবহার বিচারককে তার প্রতি দয়া দেখাতে প্রভাবিত করে। আর একজন ব্যক্তি উকিল ভূমিকা পালন ক’রে, যারা দাবি করে যে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের অভিযোগের সত্যতা বিচারকের কাছে প্রদর্শন করবেন ও রাজ্যের আইনও আহ্বান করবেন যাতে তা দ্বারা তিনি কৃত অন্যায় সঠিক করেন। ঠিক এই ভাবে, ‘অপশক্তি বিতাড়ন সূত্র’ বলে অভিহিত সূত্রগুলো উচ্চারিত হতে হতে তুমি একেবারে স্থির থাকবে কেমন যেন তোমার কণ্ঠ নেই ও তুমি তখনও সেই দখলকারীর ভয়ে ও আতঙ্কে আছ, এমনকি, তার দিকেও তাকাবার সাহস কর না সেই মহৎ অন্যায়ের কারণে যা সে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের প্রতি করল যেহেতু, সে-ই, তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুদণ্ড বসিয়েছিল, তা দ্বারা তোমাদের বন্দিদশায় চালিত করেছিল, অসহ্য ও নিষ্ঠুর দাসত্বে এনেছিল, ও তোমাদের উপরে অমোচনীয় দাগ রাখে এমন ক্ষত চাপিয়েছিল; এই কারণেও যে, সে বহু দিন ধরে সেই দাসত্বের প্রভু হল যে-দাসত্ব তোমরা তোমাদের নিজেদেরই হাতে নিজেদের উপরে আকর্ষণ করলে।

২৪। ‘যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তুমি এখন বাহু দু’টো প্রসারিত করে দাঁড়াবে ও নিচের দিকে দৃষ্টি রাখবে’, ও এমন অবস্থায় থাক যাতে বিচারক দয়ার সঙ্গে বিচার করতে প্রভাবিত হন; ‘এজন্যই তুমি তোমার বাইরের কাপড় খুলে ফেলবে ও খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে’ যাতে নিজেতেই সেই নিষ্ঠুর দাসত্বের অবস্থা দেখাতে পর যে অবস্থায় তুমি, বন্দিদশার নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে দিয়াবলের সেবাকর্ম করে এসেছিলে ও যে অবস্থায় তুমি বন্দি ও সহকর্মী হিসাবে তার দাবিমত তার পক্ষে তার সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে এসেছিলে। তেমন অবস্থায় তোমার লক্ষ্য এটাও যে, তুমি যেন বিচারককে দয়া

দেখাতে আকৃষ্ট কর; কেননা বন্দির এই দশাই ঈশ্বরের সেই বাণীতে রয়েছে যা তিনি নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, *আমার দাস ইশাইয়া যেমন মিশর ও কুশের জন্য চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ রূপে তিন বছর বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, তেমনি আশুর-রাজ মিশর ও কুশের বন্দিদের—যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে চালাবে* (২২)।

বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান

২৫। ‘তুমি চটের কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে’, যাতে তোমার পা সেই কাপড়ের রুক্ষতায় কাঁটা কাঁটাকাটি ও দংশিত হওয়ায় তুমি তোমার প্রাচীন পাপকর্ম মনে রাখ, অবসন্নতা দেখাও, ও তোমার পূর্বপুরুষদের পাপের জন্য অনুশোচনা দেখাও, কারণ সেগুলোর কারণেই আমরা অমঙ্গলকর এই সমস্ত দুরবস্থায় চালিত হলাম; এবং যেন তুমি বিচারকের কাছে দয়া প্রার্থনা করে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলতে পার, *আমার চটের কাপড় খুলে দিয়ে তুমি আমায় পরিয়েছ আনন্দ-বসন* (২৩)। তবে এটাই সেই সমস্ত অপশক্তি বিতাড়নের অর্থ। কিন্তু, যখন এত বড় একটা ব্যাপার তোমার সামনে স্থাপিত হয়, তখন পাছে তুমি অলস ও নিষ্কর্মা থাক, সেজন্য ‘তোমাকে আদেশ করা হবে, তুমি এই দিনগুলোতে বিশ্বাস-সূত্রের কথা নিয়ে তোমার আত্মাকে ব্যস্ত রাখবে’ যাতে তুমি তা শিখতে পার; সেই কথাগুলো তোমার ওষ্ঠে দেওয়া হল যেন আত্মার অবিরত চর্চার মধ্য দিয়ে তুমি তা মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে পার। কেননা এটা সত্যিই অদ্ভুত হত যে, ইহুদীরা, সবসময় আজ্ঞাগুলো স্মরণ করার লক্ষ্যে, পুস্তকে লেখা বিধান তাদের হাত থেকে ঝুলানো অবস্থায় রাখে, অথচ আমরা আমাদের স্মৃতিতে অমোচনীয় ভাবে সেই স্বীকারোক্তির কথা খোদাই করে রাখি না যা ইহুদীদের কথাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর। যেহেতু ঐশ্বরিক আদেশ পাওয়ার পরে আদম সাথে সাথেই দিয়াবলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল ও নিজের আত্মা ব্যস্ত না রেখে ও চর্চা না করার ফলে তার দ্বারা সহজে পরাজিত হয়েছিল, সেজন্য এটা আবশ্যকীয় যে, এসমস্ত কাল ধরে তুমি তোমার আত্মাকে বিশ্বাস-সূত্রের কথাগুলো দিয়ে অবিরতই ব্যস্ত রাখবে, যাতে সেই বিশ্বাস-সূত্র তোমার অন্তরে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে ও তোমার উপলব্ধি-শক্তিতে স্থিতমূল থাকে, এবং এর

ফলে তুমি যেন তোমার সেই বিশ্বাস-স্বীকার ভালবাস যা ছাড়া তুমি সেই ঐশ্বরিক দান গ্রহণ করতে পার না, অথবা, তা গ্রহণ করলেও তা রাখতে পার না, তা আঁকড়ে ধরতেও পার না।

২৬। যখন রহস্য গ্রহণ করার সময় এসে থাকে, ও দিয়াবলের সঙ্গে সেই মামলা ও লড়াই শেষ হয় যার কারণে অপশক্তি-বিতাড়ন বাণীগুলো ব্যবহৃত হল; এবং যখন ঈশ্বরিক বিচারদণ্ড উকিলের উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত কথায় সম্মতি দিয়ে সমাপ্ত করল; যখন সেই দখলকারী পরাজিত হয়ে থাকে, অপশক্তি বিতাড়কের দ্বারা তাকে দূরে রাখা হয়ে থাকে, ও সে দণ্ডিত হয়ে থাকে যাতে সে কোন কিছুতেই তোমার কাছে আসতে না পারে ও তুমি তার ঘটিত ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হতে পার; এবং যখন তুমি কোন বাধা না পেয়ে এই নিবন্ধন জনিত আনন্দের অধিকারী হয়ে থাক, তখনই এব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাকে বিশপের কাছে আনা হয়, কেননা তাঁর সাক্ষাতে তোমাকে ঈশ্বরের কাছে তোমার স্বীকারোক্তি ও চুক্তি স্থির করতে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে এমন বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা যা অনুসারে তুমি সেই বিশ্বাস-স্বীকার ও নিয়মপত্র রক্ষা করবে ও আমাদের মানবজাতির মাথা সেই আদমের মত নয় বরং সমস্ত মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ সেই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করবে না, কিন্তু তুমি শেষ পর্যন্ত পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে স্বীকারে নিষ্ঠাবান থাকবে, ও সেইসঙ্গে সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে এমন একমাত্র সত্তা বলে গণ্য করবে যা অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান ও সবকিছুর আদিকারণ, ও যা বিষয়ে তুমি বিশ্বাস-সূত্রের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছ সেই আহ্বান-বাণী দ্বারা যা থেকে তুমি এই নিবন্ধনের আনন্দ গ্রহণ কর, সেই যে নিবন্ধন হল স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা স্বরূপ।

২৭। যখন একজন ব্যক্তি এই জগতের কোন প্রভাবশালী মানুষের গৃহে কোন কাজ করার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তখন সে সরাসরি গৃহের কর্তার কাছে যায় না, তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও নিয়মপত্রও স্থির করে না, কেননা তেমন কথাবার্তায় সায় দেওয়া গৃহের কর্তাকে মানায় না, বরং সে তত্ত্বাবধায়কের কাছেই যায় ও তার সঙ্গে কাজের ব্যাপার মিটিয়ে দেয়, ও তার মধ্য দিয়ে সেই গৃহের কর্তার সঙ্গেও ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয় যিনি গৃহের ও সেটার সমস্ত কিছুর অধিকারী। তুমি তো একই ভাবেই ব্যবহার কর, সেই

তুমি যে ‘ঈশ্বরের সেই গৃহের কাছে’ এগিয়ে যাচ্ছ যা হল ‘জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী’, যেইভাবে ধন্য পল কথা বলেন, কেননা ঈশ্বর আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মহান যেভাবে তাঁর নিজের স্বরূপেও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতম, এবং ধন্য পলের বাণী অনুসারে তিনি চিরকাল ধরে অদৃশ্য ও *অনির্বচনীয় আলো-নিবাসী* (২৪)। তাই আমরা এই মহৎ গৃহের তথা মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়কের কাছে এগিয়ে যাই, কারণ সেই তত্ত্বাবধায়ক হলেন স্বয়ং বিশপ, যিনি মণ্ডলীর মাথায় থাকবার অনুগ্রহ পেয়েছেন; ও তাঁর সাক্ষাতে বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করার পর, তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি ও নিয়মপত্র স্থির করি; তবে [উচ্চারিত বিশ্বাস-সূত্রের] সেই বিশ্বাস-স্বীকারে ঈশ্বরেরই কাছে প্রতিজ্ঞা করি, আমরা তাঁর বশীভূত থাকব, তাঁর সেবাকর্ম পালন করব, চিরকাল ধরে নিষ্ঠাবান থাকব, ও অবিরত, কোন পরিবর্তন না করে, তাঁর ভালবাসা রক্ষা করে চলব। এবং এইভাবে বিশপের মধ্যস্থতায়, বিশ্বাস-সুত্র আবৃত্তিতে, আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়মপত্র ও চুক্তি স্থির ক’রে আমরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে, সেই গৃহকে দেখতে, জানতে ও বসবাস করতে যোগ্য হয়ে উঠি; ও সেইসঙ্গে, যে নগরীতে ও সেটার যে নাগরিকত্বে আমরা নিবন্ধিত হয়েছি, তাতে আমরা মহৎ সৎসাহসের অধিকারী হই।

২৮। যেহেতু এসমস্ত কিছু সেই রহস্যেরই মধ্য দিয়ে ঘটে যে রহস্যের দিকে আমরা বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তির করে এগিয়ে যাই, সেজন্য সেটা যে কি ও কিভাবে তা হয়, তা বলা দরকার। কেননা রহস্যটির অগ্রবর্তী নানা অনুষ্ঠানরীতির কারণ ব্যাখ্যা করা ও খোদ রহস্যটির ধর্মতত্ত্ব অবহেলা করা তা তো লজ্জাকর ব্যাপার। তথাপি, যেহেতু আমরা আমাদের নিয়মিত সময়সীমা অতিক্রম করেছি, ও যেহেতু যা কিছু বলা হয়েছে তা মনে রাখা কঠিন, সেজন্য যা বলার বাকি রয়েছে তা অন্য দিনের জন্য স্থগিত করব। এসো, আমরা এইখানে আমাদের কাতেখেসিস শেষ করি, ও পিতা, ও তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরবকীর্তন করি এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২য় কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ‘নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু)’: এ নির্দেশনাবলি বিশপ থেওদরসের লেখা নয়, তা বরং হল সেকালের প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশালেম, আলেক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওখিয়া, কনস্তান্তিনোপলিস ইত্যাদি প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই নির্দেশাবলি যা ভিত্তি ক’রে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিস প্রদান করেন। অন্য দিকে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন নিজ নিজ কাতেখেসিসে সেই নির্দেশনাবলি কখনও উল্লেখ করেন না। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, ‘নির্দেশাবলিটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন বেশি প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করছিল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, রক্ষণশীল নয় এমন বিশপগণের মতে কালোপযোগী ছিল না। কিন্তু বিশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই তা পালন করতেন; এজন্য আমরা আজ, নির্দেশনাবলির ও বিশপ থেওদরসের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা পড়ে সময় সময় কেমন যেন বিস্মিত বোধ করি।
যেখানে বিশপ থেওদরস নির্দেশনাবলির কোন অংশ উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও নির্দেশনাবলিটা লাল রংগে চিহ্নিত।

(২) হিব্রু ৮:৫, ১০:১ দ্রঃ।

(৩) হিব্রু ৬:২০ দ্রঃ।

(৪) মথি ২২:৩০; লুক ২০:৩৬।

(৫) ১ করি ১৫:১২।

(৬) রো ৬:৩-৪ দ্রঃ।

(৭) ১ করি ১১:২৬।

(৮) মথি ২৬:২৬, ২৮।

(৯) রো ৮:৩৩-৩৪।

(১০) মথি ১৬:১৮-১৯।

(১১) গা ৪:২৬।

(১২) হিব্রু ১২:২২-২৩।

(১৩) লুক ২০:৩৬; ১০:২০।

(১৪) ১ থে ৪:১৭।

(১৫) ১ তি ৩:১৫।

(১৬) ফিলি ৩:১০।

(১৭) সাম ৬৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৮) আদি ৩:১৯, ১৮।

(১৯) এফে ২:২।

(২০) ১ করি ২:৯।

(২১) যোহন ১২:৩১-৩২।

(২২) ইশা ২০:৩-৪।

(২৩) সাম ৩৩:১২।

(২৪) ১ তি ৩:১৫; ৬:১৬ দ্রঃ।

৩য় কাতেখেসিস

(১৩শ কাতেখেসিস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম বিষয়ক ২য় কাতেখেসিস)

এই কাতেখেসিস শয়তানকে প্রত্যাখ্যান থেকে প্রার্থীর মাথায় ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় বিছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব ব্যাখ্যা করে।

১-৭: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব : শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ;
৮-৯: শয়তানের দূতদের প্রত্যাখ্যান ;
১০: শয়তানের সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান ;
১১: শয়তানের অসারতা প্রত্যাখ্যান ;
১২: শয়তানের পার্থিব আকর্ষণ ও ভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান।
১৩-১৬: ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ও বিশ্বাস-স্বীকার ;
১৭-১৮: খ্রিস্মা-মলম দিয়ে কপালে ত্রিত্ব-নামত্রয় ক'রে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিতকরণ : এ এমন চিহ্ন যা মানুষকে ঈশ্বরের অধিকার বলে চিহ্নিত করে।
১৯-২০: ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় মাথায় বিছিয়ে দেওয়া।

নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু) (১) : তোমরা পুনরায় চটের কাপড়ে, বাইরের কাপড় খুলে ফেলে, খালি পায়ে, যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তোমাদের বাহু দু'টো ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমরা সবকিছুর আগে জানুপাত করবে, কিন্তু দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা থাকবে। এই অবস্থায় তুমি বলবে, 'আমি শয়তানকে ও তার সকল দূতকে ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও তার সমস্ত সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করি; এবং আমি শপথ করে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি ও বিশ্বাস করি, ও পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি'। তুমি নতজানু অবস্থায় থাকতে ও তোমার দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা অবস্থায় থাকতে তোমার দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ রাখবে, এবং, যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তোমার বাহু দু'টো প্রসারিত থাকবে। বিশপ ক্ষোমসুতোর হালকা ও চকচকে কাপড় পরে পবিত্র খ্রিস্মা-মলম দিয়ে তোমাকে কপালে চিহ্নিত করবেন ও বলবেন, '[নাম]…-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে'। এবং তোমার পিছনে দাঁড়ানো তোমার দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতা] ক্ষোমসুতোর একটা উত্তরীয় তোমার মাথায় বিছিয়ে দেবে, ও তোমাকে উচ্চ করে তুলে সোজা করে দাঁড় করাবে।

শয়তানকে প্রত্যাখ্যান

১। আমরা আগে যা বলে এসেছি, তা থেকে তোমরা সেই অনুষ্ঠানরীতিগুলো যথেষ্ট বুঝতে পেরেছ যা বাপ্তিস্ম-রহস্যের আগে যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা হয় ও যা প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে তাদের উপরে সম্পাদিত যাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। যখন স্বর্গের আবাস ও নাগরিকত্ব অর্জনের আশায় তোমরা নিবন্ধিত হবার জন্য এগিয়ে যাও, তখন অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতিতে দিয়াবলের সঙ্গে তোমাদের এক প্রকার মামলা হয়, ও ঐশ্বরিক রায় দ্বারা তোমরা তার দাসত্ব থেকে মুক্তি গ্রহণ কর। তাই তোমরা বিশ্বাস-সূত্রের ও [প্রভুর] প্রার্থনার কথা আবৃত্তি কর, ও সেই কথা দ্বারা বিশপের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সঙ্গে এমন চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা কর যা অনুসারে তোমরা ঐশ্বরিক স্বরূপের অর্থাৎ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ভালবাসায় নিষ্ঠাবান থাকবে যা, সেবিষয়ে তোমাদের উপযোগী ভাবনা থাকলে, তোমাদের পক্ষে হবে মহৎ মঙ্গলদানগুলোর উৎস; ও যা অনুসারে তোমরা এই জগতে তোমাদের সাধ্যমত এমনভাবে আচরণ করবে যা স্বর্গের জীবনাচরণ ও নাগরিকত্বের অনুরূপ। এখনই তোমরা অনুষ্ঠানরীতিগুলো সংক্রান্ত সেই শিক্ষা পাবে যা খোদ রহস্যে রয়েছে, কারণ তোমরা যদি সেগুলোর এক একটার কারণ

শেখ, তাহলে তোমরা এমন জ্ঞান লাভ করবে যা কোন মতে নগণ্য নয়। যখন অপশক্তি বিতাড়নের কথাগুলো দ্বারা সেই দখলকারীর দাসত্ব থেকে তোমাদের কেড়ে নেওয়া হবে ও তোমরা বিশ্বাস-সূত্র আবৃত্তি করার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ভয়ঙ্কর নিয়মপত্র স্থির করবে, তখন তোমরা খোদ রহস্যের কাছে এগিয়ে যাবে; কিন্তু এটা কেমন হয়? তোমাদের যা শিখতে হয়, তা এ।

২। ‘তোমরা পুনরায় চটের কাপড়ে, বাইরের কাপড় খুলে ফেলে, খালি পায়ে, যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তোমাদের বাহু দু’টো ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত ক’রে দাঁড়িয়ে থাকবে’। এসব কিছুতে তোমরা অপশক্তি বিতাড়নের সেই ভঙ্গির অনুরূপে আছ, কেননা তাতে তোমরা তোমাদের সেই প্রাচীন বন্দিদশা ও সেই দাসত্ব দেখিয়েছ যা নিষ্ঠুর শাস্তির মধ্য দিয়ে তোমরা সেই দখলকারীর কাছে অর্পণ করেছিলে; কিন্তু সেই ভঙ্গি ও সেই স্মৃতি সকল দূরে ফেলে দেওয়ার পর এটাই সঠিক যে, তোমরা সেই রহস্যের কাছে এগিয়ে যাবে যা ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। তোমরা সেই প্রাচীন ক্লেশ স্মরণ করবে যাতে তোমরা আরও বেশি উত্তমরূপে সেই সবকিছুর প্রকৃতি জানতে পার যা দূরে ফেলে দিয়েছ ও যেন সেই সবকিছুরও প্রকৃতি জানতে পার যার কাছে তোমরা স্থানান্তরিত হবে।

৩। ‘তোমরা সবকিছুর আগে জানুপাত করবে, কিন্তু দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা থাকবে’। এবং যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তোমরা তোমাদের বাহু দু’টো ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত করবে। যেহেতু আমরা সবাই পাপে পতিত হয়েছি ও সেই মৃত্যুদণ্ড আমাদের ধুলায় ঠেলে দিয়েছে, সেজন্য এটা উচিত যে, ধন্য পলের কথা মত আমরা *যিশু খ্রিষ্ট-নামে আমাদের জানু আনত করব ও তাঁর পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে স্বীকার করব, যিশু খ্রিষ্টই প্রভু* (২)। এই স্বীকারোক্তিতে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখাই যা আমরা ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে অর্জন করেছি আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থা দ্বারা যাঁকে ঈশ্বর স্বর্গে উত্থিত করলেন ও বিশ্বপ্রভু বলে ও আমাদের পরিত্রাণের মাথা বলে দেখালেন। যেহেতু এসমস্ত কিছু আমাদের সবার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে যারা ধন্য পলের কথা অনুযায়ী *মাটিতে পতিত* (৩), সেজন্য, তোমরা যারা রহস্যের মধ্য দিয়ে সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হয়ে উঠেছ যেগুলোর কাছে খ্রিষ্টে তোমাদের

বিশ্বাস দ্বারা আহূত হয়েছ, সেই তোমাদের পক্ষে এটা ন্যায়সঙ্গত যে, তোমরা তোমাদের জানু পাত করবে, তোমাদের প্রাচীন পতন প্রকাশ্য করবে, ও সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করবে যিনি সেই সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ।

৪। ‘কিন্তু দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা থাকবে’ ও স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রাখবে। তেমন ভঙ্গিতে তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন কর, ও তাঁকে অনুনয় কর যেন তিনি সেই প্রাচীন পতন থেকে মুক্তি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা তোমাদের মঞ্জুর করেন। তোমরা এই ভঙ্গিতে থাকতে, সেই নিযুক্ত সেবাকর্মীরা তোমাদের কাছে এগিয়ে আসেন ও তোমাদের এমন কিছু বলেন যা সেই বাণীর চেয়েও মহত্তর যা কর্নেলিউসের কাছে আবির্ভূত সেই দূত তাঁকে বলেছিলেন (৪): তোমার প্রার্থনা শোনা হয়েছে ও তোমার মিনতি সাড়া পেয়েছে। তোমরা আগে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছিলে, ঈশ্বর তোমাদের সেই দুঃখকষ্টের উপরে দৃষ্টিপাত করলেন, ও তোমাদের দয়া করলেন, কারণ তোমরা বহুদিন ধরে সেই দখলকারীর বন্দি ছিলে ও নিষ্ঠুর দাসত্বে তার সেবাকর্ম পালন করেছ। তার অধীনে তোমরা কেমন ও কতগুলো ক্লেশ সহ্য করেছ, তা তিনি দেখেছেন, ও তেমন দৃশ্য তাঁকে সেই দাসত্ব ও সেই অসঙ্খ্য প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেকে তোমাদের মুক্ত করতে, তোমাদের স্বাধীনতায় আনতে, ও সেই অনির্বচনীয় স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোতে তোমাদের সহভাগী করতে প্রভাবিত করল যা গ্রহণ করা মাত্রই তোমরা সমস্ত অমঙ্গল থেকে নিঃসন্দেহেই মুক্ত হবে। এখন সময় হয়েছে, তোমরা সেই বিষয় শিখবে যা দ্বারা তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবে ও সেই মঙ্গলবিষয়গুলো উপভোগ করবে যা তোমাদের দেখানো হল। অতএব, তোমরা সেই সময় যে চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা করবে ও যা দ্বারা সেই প্রাচীন দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি ও ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা গ্রহণ করবে, সেই চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা কী?

৫। ‘আমি শয়তানকে ও তার সকল দূতকে ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ও তার সমস্ত সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করি; এবং আমি শপথ করে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি ও বিশ্বাস করি, ও পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি’। যে পরিসেবকেরা সেই সময় তোমাদের কাছে আসেন, তাঁরা এই কথাগুলো আবৃত্তি করার জন্য তোমাদের প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই কথাগুলোর

প্রভাব কি? এখনই তোমাদের সামনে তা বলার সময়, যাতে তোমরা সেই চুক্তি, সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই নিয়মপত্রের শক্তি জানতে পার যা দ্বারা তোমরা তেমন মহৎ দানের আনন্দে প্রবেশ কর।

যেহেতু যার কথা তোমরা শুনেছিলে, সেই দিয়াবল, যে তোমাদের মানবজাতির পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই [নিজের কর্ম] শুরু করেছিল, তোমাদের জন্য অগণন ও মহৎ অমঙ্গলের কারণ ছিল, সেজন্য তোমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে বলে প্রতিজ্ঞা কর, কেননা ইতিহাস নিজেই ও তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই তার অপকর্মের বিষয়ে তোমাদের জ্ঞাত করেছে। এজন্যই তোমরা বল 'আমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করি'। আগে, তোমরা ইচ্ছা করলেও এই ধরনের কথা ব্যবহার করতে সাহস করতে না, কারণ তোমরা তার দাসত্ব ভয় পেতে, কিন্তু যেহেতু সেই অপশক্তি বিতাড়ন গুণে তোমরা তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছ, সেজন্য তোমরা সৎসাহসের সঙ্গে ও নিজেদের কথায়ই তাকে মুক্তকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান কর, ও এটাই সেই কারণ যার জন্য তোমরা বল, 'আমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করি'। এতে তোমরা তার কাছ থেকে তোমাদের বর্তমান বিচ্ছিন্নতা ও সেইসঙ্গে তার সঙ্গে তোমাদের আগেকার সম্পর্ক নির্দেশ কর। কেননা কেউই এমনটা বলে না, সে একটা জিনিস প্রত্যাখ্যান করছে যার সঙ্গে আগে কোন সম্পর্ক রাখত না। এই কথা বলা তোমাদের কাছে বিশেষভাবে দাবীকৃত, কেননা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে; তোমরা একসময় তার সঙ্গে একটা জঘন্য চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলে এবং তেমন নিষ্ঠুর দাসত্বের ফলে তোমরা তার অধীন হয়ে জীবনযাপন করতে।

৬। তোমরা তো সঠিক ভাবেই বল 'আমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করি'; কিন্তু তোমরা এটা প্রায়ই উপলব্ধি করতে পার না যে, তোমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের দরুন সে যে আঘাত তোমাদের উপরে হেনেছিল তোমরা তা আগে অনুভব করার পরে এমন অবস্থায় থাকবে যার ফলে তার কাছ থেকে মুক্ত হতে পারবে। একথা উচ্চারণ করে তোমরা প্রকৃতপক্ষে বল, আমরা তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কে আবদ্ধ নই। সে দিনে দিনে যে অমঙ্গলের মধ্যে আমাদের নিক্ষেপ করবে বলে ষড়যন্ত্র করত, সেই অমঙ্গল যে কেমন বিস্তারিত তা বোঝা তোমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন। যে তার কথা শুনেছিল ও

তার দ্বারা আঘাতগ্রস্ত হয়েছিল, আমাদের সাধারণ পিতা সেই আদম যে কতগুলো অমঙ্গলে পতিত হয়েছিল, তোমরা কি তা কখনও ভেবেছ? অথবা, আদমের বংশধরেরা শয়তানের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে যে কেমন শোচনীয় অবস্থায় ছিল, তোমরা কি তা কখনও ভেবেছ? অথবা, যারা পরে তার দাস হবে বলে বেছে নিয়েছিল, সেই মানুষদের বহন করা অমঙ্গলের কথা তোমরা কি কখনও ভেবেছ? তথাপি, এখন, যখন খ্রিষ্টের দ্বারা প্রকাশিত সেই মহৎ ও বিস্ময়কর অনুগ্রহ সেই দখলকারীর জোয়াল থেকে আমাদের মুক্ত করেছে, তার দাসত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করেছে, ও মঙ্গলদানগুলোতে বিস্ময়কর সহভাগিতা আমাদের মঞ্জুর করেছে, তখন আমি আমার উপকর্তাকে জানতে পেরেছি। আমি এখন আমার প্রভুকে জানি, ও তিনি সত্যিই আমার সেই প্রভু যিনি, আমি না থাকতেই, আমাকে সৃষ্টি করলেন, যিনি আমার প্রতি তাঁর দৈনন্দিন মঙ্গলময়তা দানে কখনও ক্ষান্ত হন না, যিনি, আমি তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করলেও তখনও আমাকে ত্যাগ করেননি বরং আমার উপরে প্রসাদ বর্ষণ করলেন, যিনি আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর দান প্রকাশ করলেন, যিনি দুঃখকষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার মঞ্জুর করলেন শুধু নয়, কিন্তু আমাদের সামনে অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশাও রাখলেন। অতএব, আমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করি, আমি তার সঙ্গে সহভাগিতা থেকে দূরে পালাই ও এতে নিজেকে চুক্তিযুক্ত করি যে, এখন থেকে তার কাছে ছুটে যাব না, তার সঙ্গে যোগাযোগও করব না, কিন্তু আমি তার কাছ থেকে এমন শত্রু ও এমন অপকর্মা থেকেই যেন সম্পূর্ণ রূপেই পালিয়ে যাব যে আমাদের জন্য অগণন অমঙ্গলের কারণ হল, কেমন করে মঙ্গল করতে হয় তা জানে না, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও আমাদের পরাজিত করতে সদা সচেষ্ট। ‘আমি প্রত্যাখ্যান করি’ বলতে এটাই বোঝায় যে, আমি তার সঙ্গে কোন সহভাগিতা বেছে নেব না, মেনে নেবও না।

৭। যদি শয়তান আমাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য ও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কারও সাহায্য ছাড়া একাই সচেষ্ট হত, তাহলে, এই যে বাক্যে ‘তাকে প্রত্যাখ্যান’ স্বীকারোক্তির একটা নমুনা সম্বলিত (৫) রয়েছে, যদি এই বাক্য-উচ্চারণই যথেষ্ট হত, তাহলে তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর কখনই গ্রহণ করতে না। কিন্তু, যেহেতু সে অদৃশ্য হওয়ায় তবু দৃশ্য বিষয়গুলো দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জানে ও সেই লক্ষ্যে সে

যাদের নিজের অধীন করল, তাদের নিজের শঠতার অস্ত্র করে ও অন্যদের পতন ঘটাবার জন্য তাদের ব্যবহার করে, সেজন্যই তুমি তো ‘ও তার সকল দূতদের [প্রত্যাখ্যান করি]’ সূত্রটা যোগ কর।

শয়তানের দূতদের প্রত্যাখ্যান

৮। ‘তার দূতদের’ শব্দটা সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা তার কাছ থেকে কোন ধরনের অনিষ্ট গ্রহণ করল ও যা তারা অন্যান্য মানুষদের ক্ষতি ঘটাবার জন্য ব্যবহার করে। আদিতে, যখন পতন ঘটাবার জন্য তার এমন কেউই ছিল না যাকে সে নিজের সেবাকর্মে নিযুক্ত ক’রে অন্যান্যদেরও ক্ষতি ঘটাতে পারে, তখন সাপই তার হাতে একটা অস্ত্র হল যা ব্যবহার ক’রে সে মানুষকে প্রবঞ্চিত করল ও তার পতন ঘটাল। তথাপি, যেদিন থেকে সে নিজের জালে মানুষদের ধরল ও বহু দিন আগ থেকে তাদের নিজের অধীন করল, সেদিন থেকে তাদের মধ্য থেকে তাদেরই ব্যবহার করে যারা পরের ক্ষতি ঘটাবার জন্য উপযোগী। এজন্যই ধন্য পল বললেন, ভয় হচ্ছে, *পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রিষ্টের প্রতি একাগ্রতা থেকে ভ্রষ্ট হয়* (৬)। এই বচনে তিনি এটা দেখান যে, যারা এখন মঙ্গল থেকে তাদের প্রবঞ্চিত করতে সচেষ্ট, তারা দিয়াবলের জন্য সেই একই ভূমিকা পূরণ করে যা মানুষদের পথভ্রষ্ট করার জন্য সেই সাপ পূরণ করেছিল। এজন্য ‘আমি শয়তানকে [প্রত্যাখ্যান করি]’ সূত্রটা বলার পর তুমি ‘ও তার দূতদের [প্রত্যাখ্যান করি]’ সূত্রটা যোগ কর। তুমি শয়তানের দূত তাদেরই বল যারা মানুষকে প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যে ও তাদের পতন ঘটাবার লক্ষ্যে শয়তানের ইচ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের সেই সকলকেই শয়তানের দূত বলে মনে করতে হবে যারা বাহ্যিক প্রজ্ঞায় নিজেদের ব্যস্ত করে ও পৌত্তলিকতা জনিত ভ্রান্তি জগতে আনে। যে কবীরা নিজেদের অসার লেখায় পৌত্তলিকতা স্থান দেয় ও নিজেদের প্রজ্ঞা দ্বারা নাস্তিকতা জনিত ভ্রান্তি দৃঢ়তর করে তোলে, তারা যে শয়তানের দূত তা একেবারে স্পষ্ট। তারাই শয়তানের দূত, যারা দর্শনবিদ্যার নামে পৌত্তলিকদের মধ্যে ধ্বংসনকারী তত্ত্ব স্থাপন করল ও তাদের এমন ভাবেই বিকৃত করল যার ফলে তারা যথার্থ ধর্মভক্তির কথা মানে না। ভ্রান্তমতের সেই

প্রবর্তকেরাও শয়তানের দূত, কারণ তারা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের আগমনের পরে ভক্তিহীন ভাবে যথার্থ বিশ্বাসের বিরোধী মতবাদ উদ্ভাবন করল ও তা জগতে অনুপ্রবিষ্ট করাল। সেই মানি, মার্কিওন ও বালেন্তিনুসই শয়তানের দূত, কারণ তারা দৃশ্য বিষয়গুলো ঈশ্বরের সৃজনশীল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করল ও এমনটা সমর্থন করল যে, এই দৃশ্য বিষয়গুলো ঈশ্বরের বাইরের অন্য একটা কারণ দ্বারা সৃষ্ট হল। সামসাতার সেই পলও শয়তানের দূত, কারণ সে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বিষয়ে ঘোষণা করল, তিনি সাধারণ মানুষ, ও সেই একমাত্র জনিতজনের ঈশ্বরত্বের সর্বযুগের পূর্বকালীন হিপোস্তাসিস অস্বীকার করল। সেই আরিউস ও এউনোমিউসও শয়তানের দূত, কারণ তারা দুঃসাহসের সঙ্গে এটা ঘোষণা করে যে, সেই একমাত্র জনিতজনের স্বরূপের ঈশ্বরত্ব সৃষ্ট হয়েছিল ও আদি থেকে অস্তিত্বশীল ছিল না, কিন্তু সৃষ্টজীবদের নিয়ম অনুসারে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এল। এতে এরা পৌত্তলিকদের অনুকরণ করে যেহেতু এটা সমর্থন করে যে, পুত্রের সত্তা সৃষ্ট, ও তাদের মত এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি স্বরূপে ঈশ্বর। তারা সেই ইহুদীদের অজ্ঞতাও অনুকরণ করে যারা অস্বীকার করে, তিনি পিতার উদ্গত পুত্র ও অনন্তকালীন ভাবে তাঁর সত্তা থেকে বিদ্যমান, (অথচ তিনি সত্যিকারে সত্যকার পুত্র), এবং তারা এটা সমর্থন করে যে, ইহুদীদের মধ্যে যারা সত্তা গুণে নয় কিন্তু অনুগ্রহেই পুত্রত্ব অর্জন করার ফলে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত, তিনি তাদেরই সাদৃশ্যে পুত্র।

৯। সেই আপল্লিনারিউসও শয়তানের দূত, কেননা সে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত তত্ত্বকে মিথ্যা বর্ণনা করল, ও আমাদের পরিত্রাণ অপূর্ণাঙ্গ রাখবে এমন যথার্থ শিক্ষার চেহারায় তীব্রভাবে এটা সমর্থন করল যে, আমাদের মন ধারণ করা হয়নি ও দেহের বেলায় যেমন হয়েছিল, সেইমত অনুগ্রহ-ধারণের সহভাগী হয়নি। যারা সমস্ত ভ্রান্তমতে সেগুলোর মাথা ও ভ্রান্তির শিক্ষাগুরু, তারা বিশপত্ব বা প্রবীণত্ব নাম দিয়ে সম্মানিত হোক না কেন, তারা শয়তানের দূত, কেননা ভ্রান্তিজনক কথার সমর্থক ও রক্ষাকর্তা, ও সেই হিসাবে তারা সবাই শয়তানের ইচ্ছার সেবা করে, ও মণ্ডলীগত সেবাকর্মের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ভ্রান্তির দিকে ঝুলতে সচেষ্ট। বিধান বাতিলের পরে, যারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী-সকলকে ইহুদীদের প্রথা পালনে আকর্ষণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত,

তারাও শয়তানের দূত। যারা মানবজাতিকে ঐশ্বরিক আজ্ঞাগুলোর বিপরীত, অন্যায় ও দুষ্ট কাতেখেসিস দান করে, ও সেই মানবজাতিকে অনিষ্টের সেবায় চালিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, তারাও শয়তানের দূত। তুমি উপরোল্লিখিত সমস্ত লোকদের এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে যাতে তাদের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক না থাকে, কারণ তুমি খ্রিষ্টের কাছে এগিয়ে এসেছ, ঈশ্বরের মণ্ডলীতে নিবন্ধিত হয়েছ, ও পবিত্র বাপ্তিস্মের জন্ম দ্বারা খ্রিষ্টের দেহ ও অঙ্গ হবে বলে প্রত্যাশা রাখ। তোমার সম্পর্ক আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গেই হতে হবে, আপন মাথার সঙ্গে যুক্ত এমন একটা অঙ্গের মত যা তাদেরই থেকে দূরে রয়েছে যারা মণ্ডলীর বিশ্বাস-স্বীকার থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

শয়তানের সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান

১০। এবং 'আমি শয়তানকে ও তার সকল দূতকে [প্রত্যাখ্যান করি]' বলার পর তুমি তো 'ও তার সমস্ত সেবাকর্ম [প্রত্যাখ্যান করি]' যোগ কর। তার অর্থ এই যে, যারা সেই ধূর্তজনের সেবাকর্ম পালন করে তাদের কাছ থেকে, ও শিক্ষার নামে তারা যা করে সেটাও থেকে তুমি দূরে চলে যেতে সচেষ্ট থাকবে, কারণ সেই সমস্ত প্রকাশ্য শঠতা। যা কিছু পৌত্তলিকতার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু প্রতিমার প্রতি নিবেদিত যজ্ঞ ও উপাসনা শুধু নয়, ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সেগুলোর সেবাকর্মে সম্পর্কিত যত অনুষ্ঠানও শুধু নয়, কিন্তু সেগুলো থেকে যা কিছু উৎসারিত হয়, সেই সবকিছুও হল শয়তানের সেবাকর্ম। এক ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা পালন করবে ও যাত্রা ক্ষেত্রে, ঘর থেকে বের হওয়া বা কোন একটা কাজে হাত দেওয়া ক্ষেত্রে সূর্য, চাঁদ ও তারার অবস্থান ও আবর্তন লক্ষ করে ও তেমনটা ক'রে সে এটা মনে করে যে, সে সেগুলোর আবর্তন ও কক্ষপথ দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; এক কথায়: তারকারাজিকে কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করা, ও সেগুলোকে লক্ষ করা যেগুলো কী ঘটবে তা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়, এই সমস্ত কিছুও শয়তানের সেবাকর্ম। এসমস্ত কিছু স্পষ্টভাবেই শয়তানের সেবাকর্ম, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরে ভরসা রাখে ও তাঁর দূরদৃষ্টিতে আস্থাবান, সে এধরনের ও এধরনের মত জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখে ও সবকিছু তাঁর থেকে প্রত্যাশা করে, তথা: মঙ্গলদান-বর্ষণ ও

অমঙ্গল-বাতিল; এবং সেই ব্যক্তি এমনটা ভাবে না যে, সেইমত জিনিস অন্য পক্ষ থেকে আগত, কিন্তু সে এটা জানে যে, যা কিছু ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর উপরে আস্থার বাইরে রয়েছে, তা সবই সেই ধূর্তজনের স্বৈরশাসন ও প্রতাপের প্রভাবে হয়। এগুলোও শয়তানের সেবাকর্ম: শুদ্ধিকরণ, পুণ্যস্নান, জাদু গিঁট, গাঁজনকৃত পণ্যের ঝোলানো, দেহ পর্যবেক্ষণ, পাখিদের ওড়া বা কণ্ঠ ও এধরনের সবকিছুই শয়তানের সেবাকর্ম। ইহুদীদের প্রথা পর্যবেক্ষণে প্রবণ হওয়াও শয়তানের সেবাকর্ম। যে সেবাকর্ম ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে ধর্মভক্তির নামে দেখা যায়, তাও শয়তানের সেবাকর্ম, কারণ যদিও তা দেখতে মণ্ডলীর সেবাকর্মের মত, তবু তা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান বিহীন ও অভক্তিতে সম্পাদিত। এটা স্পষ্টভাবেই ততখানি শয়তানের সেবাকর্ম, যতখানি সত্যাশ্রয়ী হল আমাদের প্রভুর কথা, তিনি বললেন, *যারা আমাকে “প্রভু, প্রভু” বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে* (৭)। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের প্রভুর নাম করাটা কারও উপকারে আসে না যদি সেই ব্যক্তির মন ঈশ্বর-ভীতির বাইরে, অভক্তির সঙ্গে, থাকে। মণ্ডলীর শিক্ষার অনুকরণে যা কিছু এদের দ্বারা সম্পাদিত, তা তাদের কাছে কোন উপকার আনে না, কারণ তাদের সম্পাদিত কর্ম ঈশ্বর দ্বারা নিষিদ্ধ, ফলত সেই সবকিছুই পবিত্র আত্মার দান বিহীন। যেমন তুমি নাট্যশালায় ও নাটকে যারা রাজার পাঠ করে তাদের দে'খে তুমি পোশাকের অনুকরণের ভিত্তিতে তাদের রাজা বলে গণ্য কর না, কিন্তু তারা সবাই হাস্যকর প্রদর্শনী ও ব্যঙ্গাত্মক কিছুই মনে কর যা হাসির যোগ্য যেহেতু সেই সবকিছু চোখের সামনে কেবল এমন জিনিস দেখায় যা জগতের সাধারণ জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে, তেমনি, ধর্মতত্ত্বের নামে ভ্রান্তমতপন্থীদের দ্বারা যা কিছু সম্পাদিত, তা তাদের বাপ্তিস্ম বা এউখারিস্তীয় অর্ঘ্য হোক না কেন, তা সবই হাসির যোগ্য; ও আমরা যেমন শয়তানের সেবাকর্ম থেকে দূরে সরে যাই, তেমনি সেই সমস্ত কিছু থেকেও দূরে সরে যাই, কেননা সেই সমস্ত কিছু, সবই, অভক্তির লক্ষ্যেই সম্পাদিত।

শয়তানের অসারতা প্রত্যাখ্যান

১১। তুমি তো এটাও বল, ‘ও তার সমস্ত অসারতা [প্রত্যাখ্যান করি’]। আমাদের ধন্য পিতৃগণ স্পষ্ট কথায় শয়তানের অসারতা ব’লে সেই সমস্ত কিছু চিহ্নিত করলেন যা পৌত্তলিকদের দ্বারা ধর্মতত্ত্ব-নামে সম্পাদিত ছিল, কারণ সেই পৌত্তলিকেরা দর্শকদের ভোলাবার লক্ষ্যে ও অন্যান্যদের প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যেই সেই সবকিছু সম্পাদন করত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই সবকিছু আজ বাতিল হয়েছে; কিন্তু তবুও এমনটা না হোক যে আমরা ভ্রান্তমতপন্থীদের সম্পাদিত সেবাকর্মকে কম ক্ষতিকর বলে গণ্য করব, কারণ, এটা লক্ষ ক’রে যে, পৌত্তলিকতা জনিত ভ্রান্তি খ্রিষ্টনামের গুণে বাতিল হয়েছে, শয়তান অন্য উপায় দ্বারাই মানুষকে প্রবঞ্চিত করতে চেষ্টা করল, ও নানা ভ্রান্তমত ও সেগুলোর মাথাও উদ্ভাবন করল, যাতে করে নামে ও সাধারণ সাদৃশ্যে মণ্ডলীর প্রথা অনুকরণ করার মধ্য দিয়ে তারা সরল মানুষদের পথভ্রষ্ট করতে ও এর ফলে অনিষ্টজনিত ধ্বংসনে চলিত করতে পারে।

শয়তানের পার্থিব আকর্ষণ ও ভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান

১২। এটার পরে তুমি তো বল, ‘ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ [প্রত্যাখ্যান করি]’। আমরা এখানে যা ’আকর্ষণ’ বলি, তা হল নাট্যশালা, ক্রীড়াঙ্গন, রঙ্গভূমি, ঘোড়দৌড়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, গান, জল-চালিত অর্গান, নৃত্য: এসবকিছু দিয়াবলই বিনোদনের আড়ালে এই জগতে বপন করে, ও এগুলোর মধ্য দিয়ে সে মানুষদের প্রাণ তাদের পতনের লক্ষ্যে উত্তেজিত করে। এসমস্ত কিছু মানুষের প্রাণে যে কেমন ক্ষতি ঘটায়, তা ভাবা কঠিন নয়, ও যে কেউ নূতন নিয়মের রহস্যে [অর্থাৎ বাপ্তিস্মে] অংশ নেয়, এসমস্ত কিছু থেকে তাকে দূর করে দেওয়া উচিত, কারণ সে স্বর্গের নাগরিকত্বে নিবন্ধিত হয়েছে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলোর উত্তরাধিকারী, ও এখন থেকে বাপ্তিস্মের নবজন্ম দ্বারা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা করছে যিনি আমাদের সবার স্বর্গস্থ মাথা। আমরা যারা তাঁর অঙ্গ বলে কাজ করি, সেই আমাদের পক্ষে তাঁর অনুরূপ জীবনাচরণ মেনে চলা উচিত। এজন্যই এই ক্ষণে ও উপরোল্লিখিত সজ্জা অনুসারে আমরা এই প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি উচ্চারণ করি, ‘আমি শয়তানকে ও তার সকল দূতকে ও তার সমস্ত

সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করি; এবং আমি শপথ করে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐশ্বরিক, ধন্য ও অনন্তকালীন স্বরূপের সামনে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি'।

ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ও বিশ্বাস-স্বীকার

১৩। 'আমি শয়তানকে ও তার সকল দূতকে ও তার সমস্ত সেবাকর্ম ও তার সমস্ত অসারতা ও তার সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করি' বলার পর তুমি বল 'এবং আমি শপথ করে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি, বিশ্বাস করি, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি'। যেমন যখন তুমি বল 'আমি প্রত্যাখ্যান করি', তখন তুমি এটা বোঝাও যে, তুমি তাকে সবসময়ের জন্য প্রত্যাখ্যান করবে, তার কাছে ফিরবে না, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেও আর খুশি হবে না, তেমনি যখন তুমি বল 'আমি শপথ করে ঈশ্বরের সামনে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি', তখন তুমি এমনটা দেখাও যে, তুমি তাঁর সঙ্গে স্থিতমূল ভাবে থাকবে, এখন থেকে তাঁর সঙ্গে অটলভাবে থাকবে, তাঁর কাছ থেকে কখনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে না, তাঁর সঙ্গে থাকা ও জীবনাচরণ করাটা তুমি সবকিছুর চেয়ে উচ্চতম বিষয় গণ্য করবে, ও এমনভাবে জীবনাচরণ করবে যা তাঁর নিয়মগুলোর অনুরূপ।

১৪। 'এবং আমি বিশ্বাস করি' সূত্রটাও আবশ্যক, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা দরকার যে, তিনি আছেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন (৮)। যেহেতু ঐশ্বরিক স্বরূপ অদৃশ্য, সেজন্য, তাঁর কাছে যে ব্যক্তি এগিয়ে যায় ও প্রতিনিয়ত তাঁর পরিবারভুক্ত হবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই বিশ্বাস দাবীকৃত। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে মঙ্গলদানগুলো আমাদের জন্য প্রস্তুত করলেন, সেগুলোও অদৃশ্য ও অকথনীয়, এবং যেহেতু সেগুলোর প্রত্যাশায়ই আমরা তাঁর কাছে এগিয়ে যাই ও বাপ্তিস্ম রহস্য গ্রহণ করি, সেজন্য বিশ্বাস দাবীকৃত, যাতে করে, যা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা রয়েছে ও এখন অদৃশ্য, সেই মঙ্গলবিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা সন্দেহহীন দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারি।

এজন্য ‘আমি বিশ্বাস করি’ সূত্রের পরে ‘বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি’ সূত্রটা যুক্ত রয়েছে, যাতে তুমি ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে যেতে পার ও এর ফলে নবজন্ম লাভ করতে ও খ্রিষ্টের সঙ্গে মরতে ও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করতে পার, যাতে করে তোমার প্রথম জন্মের স্থানে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করার পরে তুমি স্বর্গের অংশী হতে পার। যতদিন তুমি স্বরূপে মরণশীল, ততদিন ধরে তুমি স্বর্গের আবাসে প্রবেশ করতে অক্ষম, কিন্তু বাপ্তিস্মে তেমন স্বরূপ খুলে ফেলার পর ও বাপ্তিস্ম দ্বারা খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থানও করার পর, ও আমাদের প্রত্যাশিত নবজন্মের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করার পর, তুমি স্বর্গের নাগরিক ও স্বর্গরাজ্যের সহউত্তরাধিকারী বলে নিজেকে দেখাবে।

১৫। সেই সমস্ত বচনে তুমি তো ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বচনটা যোগ কর। কারণ এটিই ঐশ্বরিক স্বরূপ, এটিই অনন্তকালীন সত্তা, এটিই সবকিছুর আদিকারণ, ও এটিই প্রথমে আমাদের সৃষ্টি করলেন ও এখন আমাদের নবীকৃত করছেন; এমনকি এটিই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এটির দিকেই আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি ও এটির কাছেই আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করছি, কারণ এটিই আমাদের জন্য হল তত অসংখ্য ও মহৎ মঙ্গলদানের কারণ: আদিতে যেমন ছিল, তেমনি এখন। এটির কাছেই আমরা আমাদের অনির্বচনীয় শপথ উচ্চারণ করছি, ও এটির প্রতিই আমরা এখন থেকে বিশ্বাস করব বলে প্রতিজ্ঞা করি। এটিকে আহ্বান করেই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, ও এটির দ্বারাই সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো পাব বলে প্রত্যাশা করি যা এখন দৃষ্টান্তেই যেন আমাদের মঞ্জুর করা হচ্ছে, ও এটির দ্বারাই আমরা আসন্ন আনন্দ উপভোগে বসবাস করব যখন আমরা মৃতদের মধ্য থেকে বাস্তবেই পুনরুত্থান করব, স্বরূপে অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব, স্বর্গের আবাস ও নাগরিকত্বের উত্তরাধিকারী ও অংশীদার হয়ে উঠব।

তোমার দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা অবস্থায়

১৬। এই নিয়মপত্র ও এই চুক্তি তুমি উপরোল্লিখিত ভঙ্গিতে স্থির করবে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাছে দেয় আরাধনার চিহ্ন হিসাবে ও মাটিতে তোমার সেই প্রাচীন পতনের অভিব্যক্তি হিসাবে ‘তুমি নতজানু অবস্থায় থাকবে’। ‘তোমার দেহের বাকি অঙ্গগুলো সোজা অবস্থায় থাকবে’ ও ঊর্ধ্বে, তোমার দৃষ্টিরই ঊর্ধ্বে, স্বর্গের দিকে, নিবদ্ধ রাখবে,

এবং, যে প্রার্থনা করে, সেই ভঙ্গিতে তোমার বাহু দু'টো প্রসারিত থাকবে', যাতে দেখা যেতে পারে যে, তুমি স্বর্গস্থ সেই ঈশ্বরকে উপাসনা কর, ও সেখান [সেই স্বর্গ] থেকেই তুমি সেই প্রাচীন পতন থেকে পুনরায় উত্থিত হবে বলে প্রতীক্ষায় আছ। এজন্যই, যে চুক্তি ও নিয়মপত্রের কথা আমরা ব্যাখ্যা করেছি, তুমি সেই চুক্তি ও নিয়মপত্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করেছ, ও তাঁকে এ প্রতিজ্ঞা করেছ যে, তুমি নিজেকে সেই প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলোর যোগ্য করবে। প্রসারিত বাহুতে তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখার পর, তাঁর কাছে অনুগ্রহ যাচনা করার পর, তোমার পতন থেকে উত্থিত হওয়ার পর, ও সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে আনন্দ করার পর তুমি অবশ্যই সেই রহস্যের প্রথমফল পাবে, যে রহস্য আমরা বিশ্বাস করি হল স্বর্গ থেকে প্রত্যাশিত মঙ্গল ও অনির্বচনীয় বিষয়গুলোর অগ্রিমস্বরূপ।

খ্রিষ্মা-মলম দিয়ে কপালে চিহ্নিতকরণ

১৭। তাই, তুমি তোমার নিয়মপত্র ও চুক্তি স্থির করার পর বিশপ, তাঁর নিয়মিত ভূষণ শুধু নয় ও যে পোশাক সাধারণত পরে থাকেন তাও শধু নয়, কিন্তু, সেটার উপরে তিনি যে পোশাক নিয়মিত ভাবে পরে থাকেন, সেই পোশাকের সৌন্দর্যে 'তিনি ক্ষোমসুতোর সূক্ষ্ম ও চকচকে ভূষণে ভূষিত হয়ে' তোমার কাছে এগিয়ে আসবেন; তাঁর এ নবীন চেহারা সেই জগতের নবীনতা নির্দেশ করে যে নবীনতায় তুমি স্থানান্তরিত হবে; ও ভূষণের সেই উজ্জ্বলতা আসন্ন জীবনে তোমার দীপ্তি নির্দেশ করে, ও সেটার লঘুতা আসন্ন জগতের সূক্ষ্মতা ও অনুগ্রহ নির্দেশ করে। তিনি যে সজ্জায় সজ্জিত তা দ্বারা তোমার কাছে এসবকিছু চিত্রিত করেন, তথা, তাঁর পোশাকের রহস্য দ্বারা তিনি তোমার অন্তরে ভয়ও জাগান ও ভয়ের সঙ্গে ভালবাসাও তোমার অন্তরে সঞ্চার করেন যাতে তাঁর পোশাকের নবীনতা দ্বারা তুমি অনুষ্ঠানরীতির উৎকৃষ্টতার প্রতি মনোযোগী হতে পার। তিনি খ্রিষ্মা-মলম দিয়ে তোমার কপালে তোমাকে চিহ্নিত করেন, ও বলেন, '[নাম] ···-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে'। তিনি রহস্যের এই প্রথমফল তোমাকে প্রদান করেন, ও তেমনটা পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে ছাড়া অন্য ভাবে করেন না, কারণ সেইখানে তুমি সকল মঙ্গলদানগুলোর কারণ প্রত্যাশা কর,

ও সেইখানেও বিশপ আবশ্যকীয় ভাবে রহস্যটা শুরু করে দেন। ফলত তিনি তোমাকে কার্যতরভাবে এটিকে [তথা ত্রিত্বকে] আহ্বান করার জন্য চালনা করেন, যাঁর দিকে তোমাকে দৃষ্টি রাখতে হবে ও যাঁর ইচ্ছা অনুসারে, সর্বোপরি, তোমাকে জীবনযাপন করতে হবে। যে চিহ্নে তোমাকে চিহ্নিত করা হয়, সেটার অর্থ এটা যে, তোমাকে খ্রিষ্টের মেষশিশু ও স্বর্গীয় রাজার সৈন্য হিসাবে মুদ্রাঙ্কিত করা হল। কেননা একটা মেষশিশুর অধিকারী হওয়া মাত্র আমরা এমন মুদ্রাঙ্কনে তা মুদ্রাঙ্কিত করি যা দেখায় মেষশিশুটা কার্ অধিকার, যাতে করে সেটা সেই ঘাস চারণ করতে পারে যা একই মালিকের বাকি মেষশিশু চারণ করে, ও সেই একই পালে থাকতে পারে যেখানে অন্যগুলো রয়েছে। যে সামরিক সেবাকর্মে নিবন্ধিত একজন সৈন্য তার দেহের উচ্চতা ও কাঠামোর জন্য রাষ্ট্রের এই সেবাকর্মেরর যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তাকে প্রথমে বাহুতে এমন মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যা দেখায় সে কোন্ রাজার কাছে নিজের সেবাকর্ম অর্পণ করবে; তাই, তোমাকে যে স্বর্গরাজ্যের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, পরীক্ষার পরে সেই তোমাকেই স্বর্গীয় রাজার সৈন্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় মাথায় বিছিয়ে দেওয়া

১৮। প্রথমে তোমাকে কপালে মুদ্রাঙ্কিত করা হবে, কেননা কপাল হল দেহের বাকি অঙ্গগুলোর চেয়ে সেই উৎকৃষ্টতম অঙ্গ যা সমস্ত দেহের উপরে ও মুখমন্ডলের উপরে স্থিত ও যা দিয়ে আমরা সাধারণত নিজেদের পরিচিত হতে দিই ও কথা বলার সময়ে অন্যজনদের দিকে তাকাই। তোমাকে সেই স্থানে মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যাতে এটা দেখা যেতে পারে যে, তুমি সৎসাহসের অধিকারী। *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব দেখেত পাব ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হব* (৯), ধন্য পলের একথা অনুসারে আমাদের এমন স্থানে মুদ্রাঙ্কিত করা হয় যা আমাদের মুখমন্ডলের সর্বোচ্চ স্থান, যাতে দূর থেকে আমরা সেই অপদূতদের আতঙ্কিত করতে পারি যারা আমাদের ধারে আসতে ও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না, এবং যাতে আমাদের বিষয়ে এটা জানা যেতে পারে যে, আমরা

ঈশ্বরের সঙ্গে এমন সৎসাহসের অধিকারী যে, আমরা অনাবৃত মুখেই তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখি ও তাঁর সামনে সেই মুদ্রাঙ্কন দেখাই যা দ্বারা আমরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের পরিবারভুক্ত ও সৈন্য বলে পরিচিত।

১৯। এবং যখন বিশপ তোমার জন্য এসমস্ত অনুষ্ঠনরীতি সম্পন্ন করে থাকেন ও তোমাকে কপালে মুদ্রাঙ্কিত করে থাকেন, তখন উপরোল্লিখিত কথার ফলস্বরূপ তিনি তোমাকে সকলের মধ্য থেকে আলাদা রেখে এটা স্থির করলেন যে, তুমি সত্যকার রাজার সৈন্য ও স্বর্গের নাগরিক। মুদ্রাঙ্কনটা এসমস্ত কিছুর সঙ্গে তোমার সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ প্রমাণিত করে। তখনই ‘তোমার পিছনে দাঁড়ানো তোমার দায়প্রাপ্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ, ধর্মপিতা/ধর্মমাতা] ক্ষোমসুতোর একটা উত্তরীয় তোমার মাথায় বিছিয়ে দেবে, ও তোমাকে উচ্চ করে তুলে সোজা করে দাঁড় করাবে’। তোমার নতজানু অবস্থা থেকে অব্যহতি দ্বারা তুমি এটা দেখাও যে, তুমি তোমার সেই প্রাচীন পতন দূর করে দিয়েছ, মাটি ও পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে তুমি আর কোন সহভাগিতা রাখ না, তোমার আরাধনা ও ঈশ্বরের কাছে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, তুমি সেই মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করেছ যা এমন চিহ্ন যে, তোমাকে অনির্বচনীয় সামরিক সেবাকর্মে উন্নীত করা হয়েছ, তুমি স্বর্গে আহূত হয়েছ, ও এখন থেকে পার্থিব যত কিছু অবজ্ঞা ক’রে তোমাকে তোমার জীবনাচরণ সেই জীবনের ও নাগরিকত্বের দিকে ধাতিত করতে হবে। কারণ, যে ক্ষোমবস্ত্র তোমার মাথায় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সেই স্বাধীন মানুষের অবস্থা নির্দেশ করে যার কাছে তুমি এখন আহূত হয়েছ। তুমি আগে বিবস্ত্র অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে ছিলে, কেননা তেমনটাই হল বন্দিদের ও দাসদের অবস্থা; কিন্তু মুদ্রাঙ্কিত হবার পর তুমি মাথায় ক্ষোমসুতোর সেই উত্তরীয় বিছিয়ে দাও যা সেই স্বাধীন মানুষের অবস্থার চিহ্ন যার কাছে তুমি আহূত হয়েছ। বাস্তবিকই তেমন অবস্থার মানুষেরা প্রথামত মাথায় ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় বিছিয়ে দেয়, ও তাদের জন্য তা ঘরে ও বাজারেও হয়ে ওঠে ভূষণ স্বরূপ।

২০। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সৈন্য হিসাবে স্বীকৃত ও মুদ্রাঙ্কিত হওয়ার পর তুমি রহস্যের বাকি অংশ গ্রহণ করবে ও [পবিত্র] আত্মার পূর্ণ বর্মে পরিবৃত হবে, ও সেই রহস্যগুলির মধ্য দিয়ে তুমি স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর সহভাগিতা গ্রহণ করবে। এসমস্ত কিছু কেমন সম্পাদিত হয়, তা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করা উচিত, কিন্তু যা বলা হয়েছে

আজকের দিনের জন্য যথেষ্ট হোক, এবং প্রথামত, আমাদের কাতেখেসিস শেষ করে, এসো, পিতা ঈশ্বর, ও তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, ও পবিত্র আত্মার কাছে প্রশংসা নিবেদন করি এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৩য় কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ‘নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু)’: এ নির্দেশনাবলি বিশপ থেওদরসের লেখা নয়, তা বরং হল সেকালের প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশালেম, আলেক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওখিয়া, কনস্তান্তিনোপলিস ইত্যাদি প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই নির্দেশাবলি যা ভিত্তি ক’রে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিস প্রদান করেন। অন্য দিকে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন নিজ নিজ কাতেখেসিসে সেই নির্দেশনাবলি কখনও উল্লেখ করেন না। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, ‘নির্দেশাবলিটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন বেশি প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করছিল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, রক্ষণশীল নয় এমন বিশপগণের মতে কালোপযোগী ছিল না। কিন্তু বিশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই তা পালন করতেন; এজন্য আমরা আজ, নির্দেশনাবলির ও বিশপ থেওদরসের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা পড়ে সময় সময় কেমন যেন বিস্মিত বোধ করি।
যেখানে বিশপ থেওদরস নির্দেশনাবলির কোন অংশ উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও নির্দেশনাবলিটা লাল রংগে চিহ্নিত।

(২) ফিলি ২:১০-১১ দ্রঃ।

(৩) প্রেরিত ২৬:১৪ দ্রঃ।

(৪) প্রেরিত ১০:৪।

(৫) ‘একটা নমুনা সম্বলিত’: সেই নমুনা যে কী, তা স্পষ্ট নয়।

(৬) ২ করি ১১:৩।

(৭) মথি ৭:২১।

(৮) হিব্রু ১১:৬।

(৯) ১ করি ১৩:১২; ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।

৪র্থ কাতেখেসিস

(১৪শ কাতেখেসিস, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম বিষয়ক ৩য় কাতেখেসিস)

এই কাতেখেসিস জলে নিমজ্জন থেকে প্রার্থীর কপাল-মুদ্রাঙ্কন পর্যন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব ব্যাখ্যা করে।

১: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব : জলে নিমজ্জন ও নবজন্ম।
সেই উত্তরীয় সম্প্রদান ও পরিধানে স্বর্গীয় সামরিক সেবাকর্মের জন্য মনোনয়ন ও পার্থিব বিষয়ের উপরে স্বাধীনতা অর্জন নির্দেশিত হয়।
২: বাপ্তিস্ম সেই নবজন্মের দৃষ্টান্ত যা কেবল পুনরুত্থানের দিনেই পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করবে।
৩-৪: এক্ষেত্রে নিকোদেমের সঙ্গে যিশুর সংলাপের ক'টা বাক্য ব্যাখ্যা করা হয় (যোহন ৩:৩ ইত্যাদি পদ)।
৫-৭: এক্ষেত্রে সাধু পলের ক'টা বাক্যও ব্যাখ্যা করা হয়।
৮: বাপ্তিস্মপ্রার্থী পোশাক খুলে দিলে পর তাকে পবিত্র খ্রিস্মা-মলম দিয়ে সর্বাঙ্গে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হয়;
৯-১০: সে বিশপ দ্বারা আশীর্বাদিত সেই জলে নামে যা পবিত্র আত্মার নেমে আসার মধ্য দিয়ে সাক্রামেন্তীয় জন্মের গর্ভস্বরূপ।
১১-১৩: বাপ্তিস্মপ্রার্থীকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা হয়।
১৪-২১: বাপ্তিস্মপ্রার্থী পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তিনবার ডুব দেয়।
২২-২৫: আমাদের বাপ্তিস্ম ও খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম।
২৬: সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজন শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়,
২৭: ও ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির নামত্রয়-উদ্দেশে কপালে মুদ্রাঙ্কিত হয়।
২৮-২৯: বাপ্তিস্ম জনিত জন্ম আমাদের পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন নবীকরণের দৃষ্টান্ত।

নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু) (১): তুমি পবিত্র বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে চলবে, ও প্রথমে তোমার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলবে; তারপর তোমাকে পবিত্র খ্রিস্মা-মলম দিয়ে যথাযথ ভাবে ও সর্বাঙ্গে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হবে। বিশপ এ বলে শুরু করবেন, '[নাম] …-কে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হচ্ছে'; পরে তুমি বিশপের আশীর্বাদে পবিত্রিত জলে নামবে; বিশপ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাড়িয়ে তা তোমার মাথায় রাখবেন ও বলবেন, '[নাম] …-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'। তিনি আগেকার একই ভূষণে ভুষিত হবেন। তিনি তোমার মাথায় হাত রাখবেন ও বলবেন, '[নাম] …-কে পিতা-নামে', ও একথা বলতে বলতে তিনি তোমাকে জলে ডুবিয়ে দেবেন। যদি তোমাকে কথা বলতে দেওয়া হত, তাহলে তুমি বলতে 'আমেন'; তাই তুমি ডুব দেবে ও মাথা উচু করবে; বিশপ বলবেন 'এবং পুত্র-নামে', ও একইভাবে হাত দিয়ে ডুব দেবার জন্য তোমাকে ইঙ্গিত দেবেন; ও তুমি [ডুব দেবার পর] মাথা উঁচু করবে; কিন্তু বিশপ আবার বলবেন 'এবং পবিত্র আত্মা-নামে', ও একইভাবে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে তোমাকে ডুবিয়ে দেবেন। এবং সেখান থেকে বের হবার পর তুমি খুবই চকচকে পোশাক পরিধান করবে, এবং বিশপ কাছে এসে তোমাকে কপালে চিহ্নিত করবেন ও বলবেন, '[নাম] …-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে'।

বাপ্তিস্ম, অর্থাৎ জলে নিমজ্জন ও নবজন্ম

১। আমরা গতকাল আমাদের কাতেখেসিস সেই কথায় বন্ধ করেছিলাম যা অনুসারে তোমরা বাপ্তিস্ম-মলমে [ক্রুশের চিহ্নে] চিহ্নিত হয়েছ, স্বর্গীয় সামরিক সেবাকর্মে নিবন্ধিত হয়েছ, ও স্বীকৃত ও মনোনীত বলে গণ্য হয়েছ। স্বর্গরাজ্য আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, যিনি আপন যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থানের পরে সেই স্বর্গে আরোহণ করেছেন যেখানে নিজের রাজ্য স্থাপন করেছেন। আমরা যারা স্বর্গের সামরিক সেবাকর্মে আহূত হয়েছি, সেই আমাদের সবার পক্ষে এটা উচিত যে, আমরা সেই স্বর্গের সঙ্গে সহভাগিতা করব, কেননা, যেখানে আমাদের রাজা রয়েছেন, সেখানে গিয়ে পৌঁছনো আমাদের সবার পক্ষে উপযোগী, যেইভাবে তিনি নিজে বললেন, *আমি ইচ্ছা করি, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে* (২)। আমরা তবেই তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করব বলে প্রত্যাশা করি, যদি ধন্য পলের কথা মত (৩) আমরা কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাই; তবেই আমরা স্বর্গে তাঁর

সঙ্গে থাকব ও সেই মহৎ গৌরবের সহভাগী হব। এই লক্ষ্যেই তোমরা চিহ্নিত হয়েছ, ও তেমন চিহ্নিতকরণ দ্বারাই তোমরা স্বর্গীয় সামরিক সেবাকর্মের জন্য মনোনীত বলে স্বীকৃত হয়েছ। এজন্যই যেইমাত্র [জল থেকে] উত্থিত হয়েছ তোমরা মাথায় ক্ষোমসুতোর উত্তরীয় বিছিয়ে দিয়েছ যা মানুষের স্বাধীন অবস্থার চিহ্ন, ও এটা বোঝায় যে, তোমরা স্বর্গীয় সামরিক সেবাকর্মের জন্য মনোনীত হয়েছ ও পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে সহভাগিতা থেকে তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে ও সেইসঙ্গে সেই স্বাধীন অবস্থা অর্জন করেছ যা স্বর্গে স্থিত। যখন কোন দাসের পক্ষে জগতে একটা রাজার জন্য সামরিক সেবাকর্মে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়, তখন, যে ব্যক্তি স্বর্গের সামরিক সেবাকর্মে নিযুক্ত হয়েছে, মহত্তর কারণেই সে কি দাসত্ব থেকে দূরে থাকবে না? অতএব, আমরা যারা স্বর্গীয় বিষয়ের সঙ্গে সহভাগিতা গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই স্বাধীন, ধন্য পলের এই বাণী অনুসারে, *ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী* (৪)।

২। গতকাল আমরা চিহ্নিতকরণ ও সেই অনুষ্ঠানে যত অনুষ্ঠানরীতি সম্পাদিত হয়, সেই সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলেছি, এবং আজ, সেই সমস্ত বিছু যা সেটার পরে হয়, সেসম্পর্কে কথা বলা উপযোগী। তোমাদের এখন সেই বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত যেখানে এই দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সম্পাদিত, কারণ তোমরা সেই দ্বিতীয় জন্ম তখনই মাত্র সত্যিকারে গ্রহণ করবে যখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবে ও তোমাদের পুনরায় তাই হতে দেওয়া হবে যা থেকে মৃত্যু তোমাদের বঞ্চিত করেছিল। কেননা এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ জন্ম নেয় সে অস্তিত্বশীল হয়, ও এটাও সুস্পষ্ট যে, যে কেউ মরে সে নিজের অস্তিত্বশীলতা ছাড়ে। তাই তোমরা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই সেই দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী হবে, ও সেটার গুণে তোমাদের এমনটা দেওয়া হবে যাতে তোমরা অস্তিত্বশীল হয়ে থাক, ঠিক সেইভাবে যেভাবে যখন তোমরা নারী থেকে জন্ম নিয়েছিলে তখন অস্তিত্বশীল হয়েছিলে: সেই যে অস্তিত্ব থেকে মৃত্যুকালে তোমাদের বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু তোমাদের পুনরুত্থানের জন্য নির্দিষ্ট সময়েই তোমরা এসবকিছু বাস্তবে পাবে, কিন্তু আপাতত তোমাদের জন্য আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেওয়া কথা আছে, ও সেই সবকিছু ঘটবার প্রতীক্ষায় তোমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে এই ভয়ঙ্কর রহস্যের

দ্বারা সেগুলোর দৃষ্টান্ত ও চিহ্নগুলো গ্রহণ কর, যার ফলে এখন থেকে তোমরা অবশ্যই এই ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতার অধিকারী।

৩। তাই তুমি সেই বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে যাবে যা প্রত্যাশিত জন্মের দৃষ্টান্ত। এজন্যই আমাদের প্রভু তখনই এটাকে দ্বিতীয় জন্ম বললেন যখন নিকোদেমকে বললেন, *পুনরায় জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না* (৫)। এতে তিনি এটা দেখালেন যে, যে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে দ্বিতীয় জন্ম দরকার। কিন্তু নিকোদেম ভাবছিলেন, তারা নারী থেকে আগত জন্ম অনুসারেই জন্ম নেবে, ও সেজন্য বললেন, *মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে জন্ম নিতে পারে? দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব?* (৬)। কিন্তু, যেহেতু তিনি একথা বললেন কারণ মনে করছিলেন, আমরা আমাদের প্রথম জন্মের মতই জন্মগ্রহণ করব, সেজন্য আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সেসময় দ্বিতীয়বার তাঁকে এমনটা দেখাননি যে, পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই এই দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করব; না, তিনি তা বলেননি, কেননা তিনি জানতেন, নিকোদেমের পক্ষে বিষয়টা বোঝা অতিরিক্ত কঠিন ব্যাপার ছিল; এবার তিনি তাঁর কাছে দৃষ্টান্তমূলক জন্মই প্রকাশ করেন, সেই যে জন্ম বাপ্তিস্মের দ্বারা সম্পন্ন হয়, ও যেটার কাছে বিশ্বাসী সবাইকেই এগিয়ে যেতে হয় যাতে করে সেটার চিহ্নগুলো দ্বারা তারা খোদ বাস্তবতার আনন্দের কাছে এগিয়ে যেতে পারে; তাই তিনি বললেন, *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (৭)। তিনি ‘জল’ বলায় পদ্ধতি দেখালেন, ও ‘আত্মা’ বলায় কারণটা প্রকাশ করলেন। সেজন্য তিনি বলে চললেন, *মাংস থেকে যা জন্মায় তা মাংসই, আর আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই* (৮)। তিনি এখানে জলের কথা উল্লেখ করলেন না। কেননা তা চিহ্নের ও রহস্যের ভূমিকাই বহন করে, কিন্তু তিনি আত্মারই কথা উল্লেখ করলেন, কেননা এই জন্ম আত্মার কর্মকাণ্ড দ্বারাই সাধিত। তিনি এর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, যে কেউ মাংস থেকে মাংসের কাছে জন্ম নেয়, সে মরণশীল, যন্ত্রণাসাপেক্ষ, ক্ষয়শীল, ও সবকিছুতে পরিবর্তনশীল। তাই, রহস্যময় ভাবে আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছি বিধায় আমাদের প্রত্যাশা করতে হবে যে, যখন আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছি

তখন এটা উপযোগী যে, আমরা আমাদের জন্মের মত হয়ে উঠব, তথা স্বরূপে অমর, যন্ত্রণা-অনাক্রম, ও সবকিছুতে অপরিবর্তনীয়।

৪। কিন্তু নিকোদেম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা কেমন হতে পারে?’ যিশু উত্তরে তাঁকে বললেন, *আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যান; আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসছেন আর কোথায়ই বা যান, তা আপনি জানেন না। তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে জনিত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই* (৯)। তিনি তো জলের কথা আদৌ উল্লেখ করলেন না, কিন্তু সেই আত্মার অধিকার দ্বারা ও তিনি নিজে বিশ্বাসযোগ্য বিধায়ই তিনি এব্যাপারে যা কিছু দ্বিধার বিষয়, তা মুছিয়ে দেন। ‘আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যান’ বচনটা তাঁর সেই অধিকার প্রমাণ করে যা দ্বারা তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন, যার অর্থ এটা যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন। কেননা যে কেউ যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার রাখে, সে অবশ্যই যা ইচ্ছে তা সহজে সম্পাদন করার অধিকারও রাখে। তাই তিনি ‘তেমনি প্রত্যেকে যে আত্মা থেকে জনিত, তার ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই’ বচনটাও ইচ্ছাকৃত লক্ষ্য অনুসারে ব্যবহার করলেন; তা দ্বারা তিনি বলতে চাইলেন যে, আমাদের এটা ভাবা উচিত, আত্মা এমন মহৎ অধিকারের ও মহৎ ক্ষমতার অধিকারী যে, যা কিছ তাঁর থেকে আগত, তা আমাদের ধীশক্তির বাইরে ও উর্ধ্বে যেখানেই হোক না কেন, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহও করতে নেই, দাবিও রাখতে নেই। তিনি বাপ্তিস্মকে ‘নবজন্ম’ নাম রাখলেন, কারণ বাপ্তিস্ম সেই নবজন্মের দৃষ্টান্ত ধারণ করে, এবং তা এমন এক চিহ্নের মত যে, আমরা বাপ্তিস্মের দ্বারা এই নবজন্মের অংশভাগী হই। কেননা আমরা বাপ্তিস্ম থেকে এই নবজন্মে অংশভাগিতা দাবি ছাড়া ও সন্দেহ ছাড়াই গ্রহণ করি।

৫। এজন্যই ধন্য পল বললেন, *আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি ও সেই মৃত্যুতে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (১০)। পূর্বকালে ও খ্রিষ্টের আগমনের আগে মৃত্যু ঐশ্বরিক বিধির জোরে আমাদের উপরে সর্বত ভাবে কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল ও আমরা সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন করতে অক্ষম ছিলাম; কিন্তু, যেহেতু আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, সেজন্য

তিনি সেই বিধি বদলি করলেন ও মৃত্যুর কর্তৃত্ব বাতিল করলেন; এর ফলে, যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তাদের জন্য এখন থেকে মৃত্যু দীর্ঘ নিদ্রার মত হয়, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে* (১১)। তিনি তাদেরই 'নিদ্রাগত' বললেন যারা খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পরে মরল, কারণ পুনরুত্থান দ্বারা তারা পুনরুত্থান করবে ও মৃত্যুকে পোশাকের মত ত্যাগ করবে। তাই, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আপন পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুর শক্তি বাতিল করলেন বিধায়ই প্রেরিতদূত বললেন, 'আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি'। অর্থাৎ, আমরা জানি, মৃত্যু বহুদিন আগে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট দ্বারা বাতিল করা হয়েছে, আমরা তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, ও সেই বিশ্বাসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, কারণ আমরা তাঁর মৃত্যুতে সহভাগী হতে বাসনা করি এই প্রত্যাশায় যে, আমরা মঙ্গলদানগুলোরও সহভাগী হব, অর্থাৎ আমরা মৃতদের মধ্য থেকে সেইভাবে পুনরুত্থান করব যেভাবে তিনি নিজে পুনরুত্থান করলেন। এজন্যই, যখন আমি বাপ্তিস্মে আমার মাথা ডুবিয়ে দিই, তখন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু গ্রহণ করি ও তাঁর সমাধির অধিকারী হতে ইচ্ছা করি, এবং এর ফলে আমি আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি; এবং যখন আমি জল থেকে বের হয়ে উঠি তখন আমি মনে করি, আমি, এক প্রকার দৃষ্টান্তেই যেন, দীর্ঘ দিন আগেই পুনরুত্থিত হয়ে গেছি

৬। এর ফলে, যেহেতু এসমস্ত কিছু দৃষ্টান্তে ও চিহ্নে সম্পাদিত হয়, সেজন্য, এটা দেখাবার লক্ষ্যে যে, আমরা অসার চিহ্ন মাত্র নয় কিন্তু এমন বাস্তবতা ব্যবহার করি যেগুলো আমরা স্বীকার করি ও যা নির্দ্বিধায় বাসনা করি, তিনি [ধন্য পল] বললেন, *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে* (১২)। ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করায় তিনি বর্তমান ঘটনা ভাবী বাস্তবতা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করেন, ও আসন্ন বাস্তবতার উৎকৃষ্টতা দ্বারা সেটার দৃষ্টান্তগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার মহত্ত্ব দেখান। তবে, আসন্ন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত হল বাপ্তিস্ম: এটাই পবিত্র আত্মার সাধিত কর্ম, এবং সেই ভাবী বিষয়গুলোরই প্রত্যাশায়ই তুমি বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ কর ও সেই বিষয়গুলোর কারণেই তুমি বাপ্তিস্ম-

দানের কাছে এগিয়ে আসছ যাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে মরতে ও পুনরুত্থান করতে পার যাতে করে নতুন জীবনে পুনরায় জন্ম নিতে পার ও এর ফলে, এই চিহ্নগুলো দ্বারা সেগুলোর বাস্তবতার কাছে চালিত হওয়ার পর তুমি সত্যকার দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সার্থক করবে। তুমি যদি বলতে, চিহ্নগুলি ও রহস্যগুলির মহত্ত্ব দৃশ্য জলে রয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা সামান্যই হত, কেননা তা আগেও ঘটেছে; কিন্তু এই যে দ্বিতীয় জন্ম তুমি এখন দৃষ্টান্তমূলক ভাবে অগ্রিমের আকারেই যেন গ্রহণ কর, যেহেতু সেই দ্বিতীয় জন্ম পবিত্র আত্মার কর্ম দ্বারাই সম্পাদিত, সেজন্য সত্যিই মহৎ সেই রহস্য যা সম্পাদিত হচ্ছে, সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই চিহ্নগুলোর উৎকৃষ্টতা; তা বিশ্বাসের যোগ্য, ও নিঃসন্দেহে আমাদের সেই আসন্ন বিষয়গুলোতে সহভাগিতা প্রদান করবে। কেননা আমরা যখন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহকে সেই আসন্ন বিষয়গুলোর অগ্রিম হিসাবে পেয়েছি যেগুলো দ্বারা আমরা এখন এই রহস্যগুলির ব্যবহার পেয়ে আছি, তখন এটাও প্রত্যাশা করব, সেই আসন্ন মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করব। এজন্য ধন্য পল অন্য একটা পদে বললেন, তাঁর *উপর বিশ্বাস রেখে প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ, তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন, নিজের গৌরবের প্রশংসায়* (১৩)। তিনি এখানে প্রতিশ্রুতির পবিত্র আত্মাকে অনুগ্রহ বলেন, সেই যে অনুগ্রহ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের মঞ্জুর করা হয় যেহেতু আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রতিশ্রুতির জোরেই তা পাই, এবং তিনি সেটাকে আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম বলেন কেননা সেটার মধ্য দিয়েই আমরা ইতিমধ্যেই সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর সহভাগী হই।

৭। তিনি অন্য এক পদে বললেন, *স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; খ্রিস্মাভিষেকে আমাদের খ্রিস্মাভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন* (১৪); এবং অন্য এক পদে বললেন, শুধু *বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি* (১৫)। তিনি ‘আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি’ কথাটা ব্যবহার করেন এটা বোঝাবার জন্য যে, আমরা

বাস্তবতাগুলোর আনন্দে বসবাস করব, আমরা সমস্ত অনুগ্রহের অধিকারী হব, ও ‘আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষা করছি’ বলায় তিনি এটা দেখান যে, আমরা এখানে দত্তকপুত্রত্বের দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করি, কিন্তু পরে, অর্থাৎ নবজন্ম লাভ করার পর, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর, অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে ওঠার পর, ও আমাদের দেহ থেকে ব্যথার পূর্ণ অব্যহতি পাবার পর আমরা প্রকৃত দত্তকপুত্রত্ব পাব। তিনি ‘আমাদের দেহের মুক্তিকে’ স্পষ্টভাবেই অক্ষয়শীলতা ও অমরতা-ধারণ বলেন, কেননা এই অক্ষয়শীলতা ও অমরতা দ্বারাই আমাদের দেহ থেকে দুঃখকষ্টের পূর্ণ বাতিল সম্পন্ন হয়। পবিত্র বাপ্তিস্মের পরাক্রম এটাই যে, তা তোমাকে এই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশা দান করে, প্রত্যাশিত বিষয়গুলোতে সহভাগিতা অর্পণ করে, ও যখন তোমার বাপ্তিস্ম হয়, তখন এই ভাবী বিষয়গুলোর দৃষ্টান্ত ও রহস্যগুলির মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মা-দানের দ্বারা, তোমাকে প্রথমফল গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে।

খ্রিস্মাভিষেক ও জলে নামা

৮। তাই ‘তুমি পবিত্র বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে চলবে, ও প্রথমে তোমার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলবে’। যখন, সেই আদিতে, আদম উলঙ্গ ছিলেন ও তাতে আদৌ লজ্জা বোধ করতেন না, কিন্তু আজ্ঞাটা ভঙ্গ করার ফলে মরণশীল হলেন, তখন যেমন তাঁর অন্য জাতের পোশাক দরকার হল, তেমনি সেই যে তুমি পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত, যাতে তা দ্বারা পুনরায় জন্ম নিতে পার ও দৃষ্টান্তেই যেন অমর হতে পার, সেই তুমিও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমার সেই পোশাক ত্যাগ করবে যা মরণশীলতার চিহ্ন ও সেই ঐশবিধির প্রমাণ যা দ্বারা তোমাকে নিজেকে ঢাকার প্রয়োজনীয়তায় নামানো হয়েছিল। তুমি তোমার পোশাক খুলে দেওয়ার পর, ‘তোমাকে পবিত্র খ্রিস্মা-মলম দিয়ে যথাযথ ভাবে ও সর্বাঙ্গে খ্রিস্মাভিষিক্ত (১৬) করা হবে’: সেই খ্রিস্মা-মলমে এমন প্রমাণ ও চিহ্ন যে তুমি সেই অমরতা-পোশাক গ্রহণ করবে, সেই যে-অমরতা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তুমি পরিধান করতে যাচ্ছ। মরণশীলতার চিহ্ন সেই পোশাক খুলে দেওয়ার পর তুমি সেই খ্রিস্মাভিষেক দ্বারা অক্ষণয়শীলতা-পোশাকের চিহ্ন

গ্রহণ কর, যে অক্ষয়শীলতা তুমি বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা কর। ‘তোমাকে সর্বাঙ্গে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হবে’: যেহেতু পোশাকটা ঘটনাক্রমেরই একটা পোশাক, সেজন্য তা দেহের সমস্ত অংশে পৌঁছয় না, এমনকি যদিও বাইরের সমস্ত অঙ্গের সংস্পর্শে আসে তবু ভিতরের অঙ্গগুলো আদৌ পৌঁছতে পারে না; কিন্তু পুনরুত্থানের সময়ে আমাদের সমস্ত স্বরূপ অক্ষয়শীলতায় পরিবৃত হবে, ও যা কিছু আমাদের মধ্যে দেখা যেতে পারে, ভিতরের বা বাইরের যাই হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই তা অক্ষয়শীলতায় চলে যাবে, সেই পবিত্র আত্মার কর্মফলে যিনি সেসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তুমি এই খ্রিস্মাভিষেক গ্রহণ করতে করতে, যাঁর উপরে বিশপ-মর্যাদা আরোপিত, ‘তিনি এ বলে শুরু করবেন, ‘[নাম] …-কে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হচ্ছে’; তাতে এ সেবাকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তোমার সমস্ত দেহ খ্রিস্মাভিষিক্ত করবেন।

৯। এসমস্ত কিছু তোমার উপর সম্পাদিত হওয়ার পর, যে ক্ষণ আমরা নির্দেশ করেছিলাম, সেই ক্ষণে ‘তুমি বিশপের আশীর্বাদে পবিত্রিত জলে নামবে’, কেননা সাধারণ জলে নয়, কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের সেই জলেই তোমাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় যা তার উপরে কেবল পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দানকারী জল] হয়ে উঠতে পারে, অন্য ভাবে নয়। এটার জন্য এটা দরকার আছে যে, বিশপ, আগে, বিশপ-সেবাকর্মের অনুষ্ঠানরীতি অনুযায়ী সুস্পষ্ট কথাই ব্যবহার করবেন ও ঈশ্বরের কাছে যাচনা রাখবেন যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ জলের উপরে আসে ও জলকে এই ভয়ঙ্কর জন্মকে জনিত করতে ও সাক্রামেন্তীয় জন্মের গর্ভ হয়ে উঠতে সক্ষম করে তোলে। যখন নিকোদেম আমাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেওয়া মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? তখন তিনি উত্তরে বললেন, *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (১৭)। এতে তিনি দেখান, যেমন মাংসময় জন্মে মায়ের গর্ভ মানবীয় বীজ গ্রহণ করে, ও ঐশ্বরিক হাত আদিকালীন বিধি অনুসারে তা গড়ে তোলে, তেমনি বাপ্তিস্মেও, যে জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছে জল তার জন্য গর্ভ হয়, কিন্তু, যে দ্বিতীয় জন্মের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহই তাকেই গড়ে তোলে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন করে তোলে। ঠিক

যেমন মায়ের গর্ভে নামা বীজ জীবনবিহীন, প্রাণবিহীন ও অনুভূতি বিহীন, কিন্তু ঐশ্বরিক হাত দ্বারা গড়া হলে পর প্রাণ ও অনুভূতি বিশিষ্ট একটি জীবনময় মানুষ হয়ে ওঠে ও সমস্ত মানবীয় কর্মসাধনের উপযোগী একটা মানব-স্বরূপ হয়, তেমনি এখানেও ঘটে: যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সে, এমন বীজের মত যা অমর স্বরূপের কোন চিহ্নের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য বহন করে না, জলে এক প্রকার গর্ভেই যেন পড়ে, কিন্তু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ও ঐশ্বরিক ও আত্মিক অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর সে নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ রূপান্তরের পাত্র হবে: তাকে মরণশীল থেকে অমর, ক্ষয়শীল থেকে অক্ষয়শীল, পরিবর্তনশীল থেকে অপরিবর্তনীয় স্বরূপে গড়া হবে; সে সম্পূর্ণ রূপে একটি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হবে, তাঁরই প্রভাব অনুসারে যিনি তাকে গড়েন।

১০। এবং, যে নারী জাত, সে যেমন কথা বলার, শুনবার, হাঁটবার ও নিজের হাতে কাজ করার প্রভাবের অধিকারী, কিন্তু ততদিন ধরে সেই সমস্ত কিছু বাস্তব সম্পাদনে অনেক দুর্বল যতদিন না ঐশবিধি অনুসারে সে সেই সমস্ত কিছু গ্রহণ করে, তেমনি এখানেও তারই সম্পর্কে ঘটে যে বাপ্তিস্ম থেকে জনিত। এই ব্যক্তিও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপের প্রভাবের অধিকারী, কিন্তু আপাতত তা কাজে লাগাতে ও তা অক্ষয়শীলতা, অমরতা, যন্ত্রণা-অনাক্রম্যতা ও অপরিবর্তনীয়তার সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ কিছুতে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। যে কেউ বাপ্তিস্মের দ্বারা এসমস্ত কিছু সম্পাদন করার প্রভাব গ্রহণ করে, সে তা বাস্তবে সম্পাদন করার প্রভাব তখনই পাবে যখন সে আর মানবীয় নয় কিন্তু আত্মিক মানুষ হবে ও যখন পবিত্র আত্মার প্রেরণা তার দেহ অক্ষয়শীল ও তার প্রাণ অপরিবর্তনীয় করে তোলে ও সেইসঙ্গে সেই দেহ ও প্রাণ সুস্থির করে ও রক্ষা করে, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে* (১৮)। এতে তিনি দেখান যে, অক্ষয়শীলতা, গৌরব ও পরাক্রম পবিত্র আত্মার কর্মের দ্বারা মানুষের কাছে আসে, এবং পবিত্র আত্মার এই কর্ম সেই মানুষের প্রাণ ও দেহ ধরে নিয়ে একটা অমরতায় ও অন্যটা অপরিবর্তনীয়তায় স্থির করে; তিনি এটা দেখান যে, যে দেহ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবে ও যা মানুষ

পরিধান করবে, তা আত্মিক, প্রাকৃতিক নয়। যেহেতু জলের স্বরূপ এসমস্ত গুণাবলির অধিকারী নয় (কেননা সেই গুণাবলি আমাদের নিমজ্জনের সময়েই পবিত্র আত্মার কর্মের দ্বারা জলের স্বরূপে রোপিত হয়), সেজন্যই বিশপ, নিজের বিশপীয় নিয়ম অনুসারে, শুরুতে প্রতিষ্ঠিত কথা ও আশীর্বাণী ব্যবহার করেন: তিনি প্রার্থনা করেন যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ জলের উপরে আসে ও তাঁর পবিত্র ও ভয়ঙ্কর উপস্থিতিতে জলকে এসমস্ত কিছুর সিদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তুত করে। এইভাবে সেই জল দ্বিতীয় জন্মের উদ্দেশে একটা ভয়ঙ্কর গর্ভ হয়ে ওঠে, ও যে তার মধ্যে নেমে যায়, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা তাকে ‘পুনরায়’ গড়া হয় ও সে ‘পুনরায়’ ও উন্নত মানব স্বরূপে জন্ম নেয়। জল এসব কিছুর জন্য প্রস্তুত করা হলে ও পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা তেমন প্রতাপ প্রাপ্ত হলেই তুমি জলে নামবে এই প্রত্যাশা রেখে যে, যথার্থ জীবনাচরণের মাধ্যমে তুমি একটা ভয়ঙ্কর জীবন পাবে।

১১। তাই তোমার এটা ভাবা উচিত যে, তুমি জলে একটা চুল্লিতেই যেন নামতে যাচ্ছ যেখানে তোমাকে নবীকৃত করা হবে ও পুনরায় গড়ে তোলা হবে যাতে তুমি, তোমার প্রাচীন মরণশীলতা দূর করে দেওয়ার পর ও সম্পূর্ণ রূপে অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার পর উচ্চতর স্বরূপে স্থানান্তর করতে পার। জন্ম সংক্রান্ত এসমস্ত কিছু তোমার জন্য জলেই ঘটে, কারণ আদিতে তোমাকে মাটি ও জল দিয়ে গড়া হয়েছিলে, ও পরবর্তীকালে পাপে পতিত হওয়ার কারণে তুমি মৃত্যুদণ্ড দ্বারা ক্ষয়শীলতা প্রাপ্ত হয়েছিলে। কুমোরেরাও, যখন তাদের গড়া পাত্রগুলো নষ্ট হয়, তখন তাদের অভ্যাস মত সেগুলো জল দিয়ে পুনরায় গড়ে তোলে যাতে পুনর্নির্মিত ও পুনর্গঠিত হয় ও সেগুলোতে ইচ্ছাকৃত রূপ দেওয়া হয়। এজন্যই ঈশ্বর এটাও আজ্ঞা করলেন যেন নবী যেরেমিয়া একটা কুমোরের কাছে যান; ও তিনি গেলেন ও তাকে এমন একটা পাত্রে কর্মরত অবস্থায় দেখলেন যা নষ্ট ছিল বিধায় কুমোর জলে ফেলে দিল, ও পুনরায় গড়ে তার আগেকার অবস্থায় আনল। তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সঙ্গে আমি কি এই কুমোরের মত ব্যবহার করতে পারি না?* (১৯)। কেননা আমরাও মাটি ও জল দিয়ে গড়া, যেইভাবে লেখা আছে, *আমিও তোমার* মত, *আমাকেও মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে*, এবং, *যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে, তাদের ক্ষমা কর কারণ আমরাও*

একই মাটি দিয়ে গড়া (২০): এবং যেহেতু আমরা পতিত হলাম ও পাপ আমাদের বিকৃত করল, সেজন্য মৃত্যুদণ্ড আমাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটাল, কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের নির্মাতা ও আমাদের প্রভু আমাদের পুনরায় গড়লেন ও তাঁর অনির্বচনীয় পরাক্রম দ্বারা আমাদের পুনর্নির্মাণ করলেন, কারণ তিনি পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুকে বাতিল করলেন ও আমাদের সবাইকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা, ও বর্তমান জগতের চেয়ে মহৎ জগৎ মঞ্জুর করলেন যেখানে আমরা বসবাস করব শুধু নয়, কিন্তু অমর ও অক্ষয়শীলও হয়ে উঠব।

১২। এই সবকিছু এমন যে, আমরা মনে করি তা কেউই উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু আমরা সেই সব কিছুর দৃষ্টান্ত ও চিহ্ন বাপ্তিস্মে ও জলে সম্পাদন করি। পরম্পরগত শিক্ষা যা আবশ্যকীয় ভাবে আমাদের সম্পাদন করতে বলে, তা হল পুনরুত্থানেরই একটা চিহ্ন, যাতে এটা ভাবতে পারি যে, স্বরূপে আমাদের মাটি দিয়ে গড়া হয়েছিল, পরে আমরা পতিত হলাম ও পাপ আমাদের বিকৃত করল, এই কারণে আমরা মৃত্যুদণ্ড পেলাম, কিন্তু সেই ঐশ্বরিক অনুগ্রহ আমাদের কাছে অমর স্বরূপ মঞ্জুর করার ফলে আমাদের জন্য নবীকরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা উত্থিত হল; এ এমন কিছু যা কেউ কখনও প্রত্যাশাও করেনি, কল্পনাও করেনি। তাই এমন চিহ্নগুলি ও রহস্যগুলি রয়েছে যা আমরা জলের মধ্য দিয়ে সম্পাদন করি; এবং জলে সম্পাদিত [পবিত্র] আত্মার কর্মকাণ্ড অনুসারে আমরা পুনরায় নবীকৃত ও পুনর্গঠিত হই। সেই কর্মকাণ্ডের খাতিরেই আমরা রহস্যের (সাক্রামেন্তের) দ্বারা, এক দৃষ্টান্তেই যেন, এই মঙ্গলদানগুলো অর্জন করি: সেই আমরা যারা বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, ও সেই আমরা সবাই যারা আসন্ন জগতে, পূর্ণ বাস্তবতায়ই, আমাদের স্বরূপের অনির্বচনীয় নবীকরণ গ্রহণ করব।

১৩। মাটির এমন পাত্রের মত যা জলে পুনর্নির্মিত হয় ও নতুন করে গড়া হয়, তা যেমন নরম স্বরূপে থাকবে ও ততদিন কাদামাটি হয়ে থাকবে যতদিন আগুনের সংস্পর্শে না আসে, কিন্তু যখন আগুনে ফেলে দেওয়া হয় ও তাতে সেঁকা হয় তখন তা অবশ্যই পুনর্নির্মিত হবে ও পুনরায় গড়া হবে, তেমনি আমরা যারা মরণশীল স্বরূপে রয়েছি, সেই আমরাও ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাপ্তিস্ম দ্বারা আমাদের নবীকরণ গ্রহণ করি ও সেই একই বাপ্তিস্ম দ্বারা আমাদের পুনরায় গড়া হয়, এবং পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করি যা

আগুন যতখানি পারে তার চেয়েও আরও বেশি করে আমাদের শক্ত করে। আমরা যেমন দ্বিতীয় নবীকরণ প্রত্যাশা করি না, তেমনি দ্বিতীয় বাপ্তিস্মও প্রত্যাশা করি না। যেহেতু আমরা কেবল একটা পুনরুত্থান প্রত্যাশা করি যা থেকে আমরা অমর হয়ে উঠব ও আর কখনও মৃত্যুতে পতিত হব না, সেজন্য আমাদের পক্ষে কোন দ্বিতীয় নবীকরণেরও দরকার হবে না, কেননা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেরও তেমনি হল, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই* (২১)।

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তিনবার ডুবন

১৪। তেমনটাই তোমার বেলায় পবিত্র বাপ্তিস্ম-দান দ্বারা হবে। কিন্তু, এখন সেই সময় এসেছে যাতে তুমি জানতে পার, সেই তিনি কে, যিনি তোমার এসমস্ত মঙ্গলদানের কারণ, যিনি তোমাকে আগুনে ফেলে দিয়ে তোমাকে নবীকৃত করেন, যিনি তোমাকে উচ্চতর স্বরূপে স্থানান্তর করেন, যিনি মরণশীল অবস্থা থেকে তোমাকে অমর করে তোলেন, ও ক্ষয়শীলতা থেকে তোমাকে অক্ষয়শীলতায় আনেন। ‘বিশপ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বাড়িয়ে তা তোমার মাথায় রাখবেন ও বলবেন, [নাম] ⋯ -কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে। তিনি আগেকার একই ভূষণে ভূষিত হবেন’ যা তখনই পরিধান করছিলেন যখন তুমি নতজানু ছিলে ও তিনি কপালে তোমাকে চিহ্নিত করেছিলেন ও জলকে পবিত্রিত করেছিলেন, যা পরিধান করেই বাপ্তিস্ম-দান সম্পাদন করেছিলেন, কারণ তাঁর পক্ষে সেই ভূষণ প’রে সমস্ত রহস্য সম্পাদন করা মানায়, কেননা সেই ভূষণ সেই নবীকৃত জগতের নিদর্শন যে জগতে তুমি এই একই রহস্য দ্বারা স্থানান্তরিত হবে। ‘তিনি বলবেন, [নাম] ⋯ -কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’, যাতে একথা দ্বারা দেখাতে পারেন, যিনি এই অনুগ্রহের আদিকারণ তিনি কে। যেমন তিনি বলেন, ‘[নাম] ⋯ -কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে’, তেমনি এখন তিনি বলেন ‘[নাম] ⋯ -কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’। এসমস্ত কিছু আমাদের প্রভুর সেই শিক্ষা অনুযায়ী যিনি বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে শুভসংবাদ প্রচার কর;* ও

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও (২২)। এবাণী দ্বারা তিনি দেখান যে, মঙ্গলবিষয়গুলোর আদিকারণ সেই পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় স্থিত: তা অনন্তকালীন স্বরূপ ও সবকিছুর আদিকারণ, যা দ্বারা আমরা আদি থেকে হলাম ও নবীকৃত হব বলে প্রত্যাশা রাখি। এমনটা হতে পারে না যে, প্রথম নির্মাণের আদিকারণ এক ও এই দ্বিতীয়টার আদিকারণ অন্য যা প্রথমটার চেয়ে উচ্চতর। কেননা এটা জানা কথা যে, যিনি আদিতে আমাদের মরণশীল করতে চাইলেন, তিনি নিজেই এখন আমাদের অমর করতে ইচ্ছা করেন; এবং যিনি আদিতে আমাদের ক্ষয়শীল করলেন, তিনি নিজেই এখন আমাদের অক্ষয়শীল করেন। কারণ তিনি আদিতে আমাদের যন্ত্রণাসাপেক্ষ ও পরিবর্তনশীল করতে চাইলেন, কিন্তু অবশেষে আমাদের যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয় করে তোলেন, কারণ তিনি সেই প্রভু যিনি দু'টোই সম্পন্ন করার অধিকার রাখেন। তিনি ন্যায়সঙ্গত ও উপযোগী ভাবে নিম্ন বিষয় থেকে উৎকৃষ্ট বিষয়ে আমাদের চালনা করেন, যাতে ছোট থেকে মহত্তম বিষয়ে তেমন স্থানান্তর দ্বারা আমরা আমাদের সেই স্রষ্টার বিষয়ে মহত্তম ধারণা অর্জন করতে পারি যিনি আমাদের সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ। তিনিই প্রথম আমাদের সেইভাবে নির্মাণ করলেন যেভাবে চাইলেন ও যেভাবে ইচ্ছা করলেন, ও অবশেষে আমাদের উৎকৃষ্টতায় আনবেন, যাতে আমাদের তেমন স্থানান্তর দ্বারা আমরা তাঁকেই আমাদের প্রথম অবস্থার কারণ বলে গণ্য করতে শিখি, এবং যেহেতু উৎকৃষ্টতায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য আমাদের পক্ষে তাঁরই দরকার ছিল, সেজন্য আমাদের এটাও ভাবতে হবে যে, আমরা আদিতে অস্তিত্বশীল হতে পারতাম না যদি না তিনি আমাদের অস্তিত্বশীলতায় চালনা করতেন।

১৫। এজন্য বিশপ আমাদের মাথায় হাত রেখে বলেন, '[নাম]…-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'; তিনি তো বলেন না, 'আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি', কিন্তু বলেন, '[নাম]…-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'; সেইভাবে যেভাবে তিনি আগে 'আমি চিহ্নিত করছি' বলেননি কিন্তু বলেছিলেন, '[নাম]…-কে চিহ্নিত করা হচ্ছে'; যাতে এটা দেখাতে পারেন যে, বাকি মানুষদের মত মানুষ হিসাবে তিনি এমন মঙ্গলদানগুলো বর্ষণ করতে অক্ষম যা কেবল ঐশ্বরিক অনুগ্রহ বর্ষণ করতে সক্ষম। এজন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি' ও 'আমি চিহ্নিত করছি' না বলে

বরং বলেন ‘[নাম] ···-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’ ও ‘[নাম] ···-কে চিহ্নিত করা হচ্ছে’। এতে তিনি সাথে সাথেই তাঁকেই নির্দেশ করেন যাঁর দ্বারা একজন ব্যক্তি চিহ্নিত হয় ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তথা, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’; এবং এটা দেখান যে, যা করা হচ্ছে কে সেই কর্মের কারণ। তাই বিশপও, যা ঘটছে, তার প্রতি বাধ্য ও সেটার সেবাকর্মে নিবেদিত বলে নিজেকে দেখান। এবং যিনি এসবকিছু সম্পন্ন করেন, তিনি সেই [ঐশ্বরিক] কারণ তখনই প্রকাশ করেন যখন প্রকৃতপক্ষে বলেন, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’, ও তেমনটা বলে তিনি এই সূত্রে তোমার কাছে প্রকাশ করেন, যা ঘটছে তার আদিকারণ কে। যেমন, যখন পিতর বললেন, *নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, ওঠ ও হেঁটে বেড়াও* (২৩), তখন তিনি, যা ঘটতে উদ্যত ছিল তার আদিকারণ হিসাবে খ্রিষ্টকে নির্দেশ করলেন, ও এটাও নির্দেশ করলেন যে, তিনিই খোঁড়া মানুষকে উঠবার ও হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতা দিচ্ছিলেন, তেমনি যখন বিশপ ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বলেন, তখন বাপ্তিস্মে আমাদের উপরে প্রদান করা মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ হিসাবে সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করেন ও এটা দেখান যে, তাঁদেরই দ্বারা আমাদের নবীকরণ সম্পন্ন, তাঁদেরই কাছ থেকে পুনরায় জন্ম নেবার কৃপা আমাদের কাছে আগত, তাঁদেরই দ্বারা আমাদের অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয় মানুষে গড়া হয়, ও তাঁদেরই দ্বারা আমরা প্রাচীন দাসত্ব দূরে ফেলে দিলাম ও এমন স্বাধীন অবস্থা গ্রহণ করি যা দুঃখকষ্ট থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি, ও অনন্তকালীন ও অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোতে আনন্দ।

১৬। তবে বিশপ বলেন, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’, কেমন যেন বলতেন, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান ক’রে। নবী ইশাইয়া বললেন, *তোমাকে ছাড়া আমরা কোন প্রভুকে জানি না। আমরা তোমার নামে আহূত* (২৪); এটা কেমন যেন বলতেন, ‘হে সবকিছুর আদিকারণ, প্রভু বলে আমরা তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানি না, কারণ তোমারই দ্বারা সমস্ত অনিষ্ট বাতিল হয়, তোমা থেকেই আমরা সমস্ত মঙ্গল বিষয়ে আনন্দ পাব বলে প্রত্যাশা রাখি, ও তোমাকেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য ডাকতে আজ্ঞা পেয়েছি। তুমি সবকিছুর আদিকারণ, কেবল তুমিই সবকিছু মঞ্জুর করতে, ও যা ইচ্ছা কর সেই সবকিছু করতে সক্ষম’।

তাই এখানে বিশপ পুনরায় বলেন, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’, কেমন যেন বলতেন, আমরা পিতা ও পত্র ও পবিত্র আত্মার নামত্রয় করায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছি। আমরা আমাদের যে প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলো পাবার জন্য এই স্বরূপকেই আহ্বান করি, কেননা এই স্বরূপই হলেন সবকিছুর আদিকারণ ও সেটাই মাত্র যা ইচ্ছে তাই করতে সক্ষম। বিশপ ‘পিতা-নামে, ও পুত্র-নামে, ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বলেন এমন নয়, কারণ তাঁরা এক একজন এমন নামের অধিকারী অন্যজনের নামের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, পিতা-নাম একটা জিনিস (যদি আমি এইভাবে নিজেকে বোঝাতে পারি!), ও পুত্র-নাম অন্য জিনিস, ও পবিত্র আত্মা-নাম আরও অন্য একটা জিনিস। এটা কেমন ব্যাপার? হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব। যেহেতু বিশপ, তাঁরা যে নামে আহূত অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, সেই নাম উচ্চারণ করেন না, কিন্তু ‘নাম’ শব্দ দ্বারা সেই আহ্বান নির্দেশ করেন যা আমাদের মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ তথা পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মার অনন্তকালীন অস্তিত্বশীল স্বরূপ; এবং যেহেতু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে এই আহ্বান এক, সেজন্য তিনি বলেন ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’। আমরা পিতাকে একটা কারণ ব’লে, পুত্রকেও অন্য একটা কারণ ব’লে ও পবিত্র আত্মাকেও আরও অন্য একটা কারণ ব’লে আহ্বান করি না; কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্য এই আহ্বানের বস্তু অনন্য যার প্রতি বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা এই মঙ্গলদানগুলো উপভোগ করব বলে চেয়ে আছি, সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা ঘোষণা করব, যে নাম দ্বারা আমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করি, সেই নাম অনন্য।

১৭। তাই তুমি এই নামত্রয় সম্পর্কে এমনটা ভাব কেমন যেন তুমি সেই নাম দিয়ে একটা প্রার্থনা নিবেদন করছ, ও যখন বিশপ বলেন, ‘পিতা-নামে’ তখন তুমি ধরে নাও তিনি বলছেন, হে পিতা, মঞ্জুর কর এই অনন্তকালীন ও অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো যার জন্য এই ব্যক্তিকে এখন বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে; এবং একইভাবে যখন তিনি বলেন, ‘পুত্র’ তখন তুমি ধরে নাও তিনি বলছেন, হে পুত্র, মঞ্জুর কর বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো; এবং একইভাবে যখন তিনি বলেন, ‘পবিত্র আত্মা’, তখন তুমি ধরে নাও তিনি বলছেন, হে পবিত্র আত্মা, বাপ্তিস্মে মঞ্জুর কর সেই মঙ্গলদানগুলো যার জন্য এই ব্যক্তি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। একই প্রকারে, যখন পিতর বললেন, ‘নাজারেথীয় সেই

যিশু খ্রিষ্টের নামে, ওঠ ও হেঁটে বেড়াও’, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বলতে চাচ্ছিলেন, হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, এমনটা মঞ্জুর কর যেন এই ব্যক্তি উঠতে ও হেঁটে বেড়াতে পারে। তেমনি যখন বিশপ বলেন, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’, তখন অন্য কিছুই বোঝান না, কেবল এটাই বোঝান, ‘হে পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা, যে ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে, তাকে দ্বিতীয় জন্মের অনুগ্রহ মঞ্জুর কর’। *নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, ওঠ ও হেঁটে বেড়াও* বচনটা সেটারই সমরূপ যথা, *এনেয়াস, যিশু খ্রিষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন* (২৫)। যেমন তিনি এখানে সুস্থ করা এনেয়াসকে ও উপস্থিত সবাইকে তাঁকেই প্রকাশ করলেন যিনি সুস্থতালাভের সত্যকার কারণ, তেমনি ‘নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে’ বচনেও তিনি সুস্থতালাভের কারণ দেখালেন। একইভাবে, ‘পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বচনটা বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলোর দাতাকে প্রকাশ করেন; মঙ্গলদানগুলো এ, দ্বিতীয় জন্ম, নবীকরণ, অমরতা, অক্ষয়শীলতা, যন্ত্রণা-অনাক্রম্যতা, অপরিবর্তনীয়তা, মৃত্যু ও দাসত্ব ও সমস্ত অনিষ্ট থেকে মুক্তি, স্বাধীনতার আনন্দ, ও প্রত্যাশিত সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা। যে ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, তাকে এসব কিছুর জন্যই বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। সুতরাং, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান এই লক্ষ্যে উচ্চারিত যাতে তুমি জানতে পার, বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো কার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা দরকার।

১৮। তখন ‘বিশপ তোমার মাথায় হাত রাখবেন ও বলবেন, ‘পিতা’, ও একথা বলতে বলতে তিনি তোমাকে জলে ডুবিয়ে দেবেন’ ও তুমি বাধ্য হয়ে বিশপের হাতের ইশারা পালন করবে ও সাথে সাথে জলে ডুব দেবে। মাথা নিচের দিকে নত করায় তুমি ইঙ্গিত করেই যেন তোমার সম্মতি ও তোমার বিশ্বাস দেখাবে যে, বিশপের উচ্চারিত কথা অনুসারে তুমি পিতা থেকেই বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করবে। ‘তোমাকে যদি কথা বলতে দেওয়া হত, তাহলে তুমি বলতে আমেন’, এ এমন কথা যার অর্থ আমরা মনে করি হল, আমরা বিশপের উচ্চারিত কথার প্রতি সম্মতি জানাই, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে ‘আমেন’ বলবে?* (২৬)। তিনি এখানে দেখান যে, এই কথা জনসমাবেশ দ্বারা বিশপের ধন্যবাদ-স্তুতিতে উচ্চারিত, এটা বোঝাবার জন্য যে, যা বলা হল তারা তাতে নিজেদের সম্মতি

জানায়। কিন্তু বাপ্তিস্মের সময়ে তোমাকে কথা বলতে দেওয়া হয় না, যেহেতু তোমার বাপ্তিস্মের সময়ে তোমার পক্ষে নীরবতা ও আতঙ্কের মধ্যেই রহস্যগুলি দ্বারা নবীকরণ গ্রহণ করা উচিত ও সেইসঙ্গে মাথা নত করায় তুমি এটা বোঝাও যে, বিশপ যে কথা উচ্চারণ করলেন তাতে তুমি সম্মতি জানাও।

১৯। 'তুমি ডুব দেবে ও মাথা উচু করবে ও সেইসঙ্গে বিশপ বলবেন 'এবং পুত্র' ও একইভাবে হাত দিয়ে ডুব দেবার জন্য তোমাকে ইঙ্গিত দেবেন'। এবং পুনরায় একইভাবে ডুব দিয়ে তুমি দেখাবে যে, বিশপের কথার সঙ্গে তুমি সম্মত, এবং এমন চিহ্নও দেখাবে যে, তুমি পুত্র থেকে বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা কর। পরে 'তুমি মাথা উঁচু করবে; কিন্তু বিশপ আবার বলবেন 'এবং পবিত্র আত্মা-নামে', ও একইভাবে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে তোমাকে ডুবিয়ে দেবেন'। এবং তুমি আবার ডুব দেওয়ায় বিনম্রভাবে এমন চিহ্ন দিচ্ছ যে, এখানেও একইভাবে স্বীকার করছ, তুমি পবিত্র আত্মা থেকে বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো প্রত্যাশা কর। তখন তুমি জল থেকে বের হবে। যখন বিশপ 'পিতা' বলবেন, তখন তুমি ডুব দেবে ও শুধু মাথা উঁচু করবে, কিন্তু জল থেকে বের হবে না; ও যখন তিনি 'পুত্র' বলবেন, তখন তুমি একইভাবে ডুব দেবে ও শুধু মাথা উঁচু করবে, কিন্তু জল থেকে বের হবে না; কিন্তু যখন তিনি 'পবিত্র আত্মা' বলবেন ও তেমনটা করে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান সম্পন্ন করে তিনি এমনটা বোঝান যে, প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলোর আদিকারণ হিসাবে যাঁকে [অর্থাৎ ত্রিত্বকে] আমরা আহ্বান করতে আদিষ্ট, সেবিষয়ে তোমার আর বাকি কিছুই নেই, তখন, সেই একই সময়ে, তুমি ডুব দেবে ও মাথা উঁচু করবে, ও সেসময় থেকে তুমি বাপ্তিস্মের জল থেকে সর্বাঙ্গে বের হবে যাতে যা বাকি রয়েছে তা গ্রহণ করতে পার।

২০। তুমি তিনবার ডুব দেবে, ও এক একটা ডুবন অন্যটার সদৃশ: একবার পিতা-নামে, একটা পুত্র-নামে, একটা পবিত্র আত্মা-নামে; তোমার এই তিন ডুবন একই ভাবে সম্পাদিত যাতে তুমি জানতে পার যে, সেই নামত্রয়ের এক একটা নাম বাপ্তিস্মের মঙ্গলদানগুলো আরোপ করার জন্য সমান সিদ্ধতার অধিকারী ও সক্ষম। তুমি একবার মাত্র জলে নামবে, কিন্তু বিশপের কথা অনুসারে তিনবার ডুব দেবে; এবং তারপরে একবার মাত্র জল থেকে বের হবে, যাতে জানতে পার, বাপ্তিস্ম এক, ও সেই অনুগ্রহও

এক যা বাপ্তিস্মে সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারা সম্পন্ন যাঁরা একজন অন্যজন থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নন যেহেতু তাঁরা অনন্য স্বরূপ। এজন্য, যদিও এক একজন দানটা আরোপ করতে সক্ষম, যেইভাবে সেই বাপ্তিস্ম দেখায় যা দ্বারা তোমাকে তাঁদের এক একজনের নাম উচ্চারণে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, তবু আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, আমরা তখনই মাত্র সিদ্ধ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি যখন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান সমাপ্ত হয়। যেহেতু সেই সত্তা এক ও সেই ঈশ্বরত্ব এক, সেজন্য এটা ধরে রাখতে হবে যে, সেই ইচ্ছাও এক ও সেই কর্মও এক, যা দ্বারা সবকিছু পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা দ্বারাই সৃষ্টজীবদের প্রতি সাধারণত সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, অন্যভাবে নয় কিন্তু কেবল পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বানের দ্বারাই আমরা দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় সৃষ্টি, ও, সংক্ষেপে, বাপ্তিস্মের সমস্ত মঙ্গলদানও প্রত্যাশা করি; এবং আমরা ধরে রাখি, এই আহ্বানই আমাদের জন্য হল সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ।

২১। এজন্য ধন্য পল বললেন, *দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা, ও সকলের অন্তরে* (২৭)। তিনি যা বলেন, তা এ নয় যে, তিনি প্রভু, কিন্তু ঈশ্বরও নন, আত্মাও নন; অথবা তিনি ঈশ্বর, কিন্তু প্রভুও নন, আত্মাও নন; অথবা তিনি পবিত্র আত্মা, কিন্তু প্রভুও নন, ঈশ্বরও নন; কেননা এটা অপরিহার্যই যে যিনি প্রভু তিনি ঈশ্বরও ও আত্মাও; ও যিনি ঈশ্বর তিনি প্রভুও ও আত্মাও; ও যিনি সত্যিকারে আত্মা, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, তিনি ঈশ্বরও ও প্রভুও; কিন্তু তিনি [অর্থাৎ প্রেরিতদূত] আমাদের এটাই শেখান যে, অনন্য প্রভুত্ব হল অনন্য ঈশ্বরত্ব। পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সত্তা অনন্য, অশরীরী ও অসীম, এই সত্তাই বাপ্তিস্মে আমাদের দত্তকপুত্রত্ব প্রদান করেন। আমরা এই সত্তায়ই বিশ্বাস করি ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, ও এই সত্তা দ্বারাই আমরা এক দেহ হয়ে উঠি আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কর্ম অনুসরে, সেই বাপ্তিস্মেই, যা আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলে ও আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহ যাঁকে আমরা আমাদের মাথা বলে গণ্য করি যেহেতু তিনি আমাদের স্বরূপ থেকে উদ্গত ও তিনিই মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম পুনরুত্থান করলেন, ও তাঁর দ্বারা আমরা মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা গ্রহণ করেছি।

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম করায় আমরা সমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণের নাম করি। তিনি এমনটা বলতেন না, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সেই বিশ্বাস এক, যদি জানতেন তাঁরা ভিন্ন স্বরূপের অধিকারী; তিনি এমনটাও বলতেন না, পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে সেই বাপ্তিস্ম এক, যদি তিনি জানতেন তাঁরা ভিন্ন ইচ্ছা, পরাক্রম ও কর্মের অধিকারী। কেননা এটাই স্পষ্ট যে, বিশ্বাস এক, কারণ যে সত্তায় আমরা বিশ্বাস করি সেই সত্তা এক, এবং বাপ্তিস্ম এক, কারণ যাঁদের নাম করা হয়, তাঁরা এক-ইচ্ছা, এক-পরাক্রম, ও এক-কর্মের অধিকারী যা দ্বারা আমরা দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করি। এবং আমরা খ্রিষ্টের এক-দেহ হয়ে উঠি, কারণ মাংসে আগত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টকে আমরা আমাদের মাথা বলে গণ্য করি যেহেতু তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ধারণ করা হয়েছিল ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম পুনরুত্থান করলেন, এবং এইভাবে আমাদের জন্য তিনি পুনরুত্থানে আমাদের সহভাগিতা দৃঢ়ীকৃত করলেন, সেই যে পুনরুত্থান থেকে আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের দেহ তাঁর দেহের সদৃশ হবে। কেননা *আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি যিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক’রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (২৮)।

আমাদের বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম

২২। এটা প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানেই ঘটবে, কিন্তু আমরা বাপ্তিস্মে সেটার দৃষ্টান্ত ও চিহ্নগুলো সম্পন্ন করি। এটার ফলে, আমরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দেহও বলে অভিহিত, কেননা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট হলেন আমাদের মাথা, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, খ্রিষ্ট হলেন সেই মাথা *যা থেকে গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে* (২৯)। অবশ্যই, দেখা গেছিল, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের আগে যর্দনে বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম নিলেন যাতে তিনি আগে থেকে এই বাপ্তিস্মের নমুনা দেখাতে পারেন যে-বাপ্তিস্ম তাঁর অনুগ্রহ গুণে আমাদের একদিন পাবার কথা। ধন্য পলের কথা অনুসারে, *তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন*

শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন (৩০)। তাই তিনি কেবল পুনরুত্থানের বাস্তবতায়ই তোমার উপরে নয়, কিন্তু সেই পুনরুত্থানের নমুনায়ও সেই প্রাধান্যের অধিকারী হতে ইচ্ছা করেন; এজন্যই তিনি যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতেও সম্মত হয়েছিলেন, ও সেই বাপ্তিস্মে আগে থেকে এই বাপ্তিস্মেরই অনুগ্রহের নমুনা আঁকলেন, সেই যে বাপ্তিস্ম তুমি গ্রহণ করতে চলেছ, যাতে তিনি তোমার উপরেও প্রাধান্যের অধিকারী হতে পারেন। ধন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁকে বলেছিলেন, *আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!* যাতে তিনি দেখাতে পারতেন যে, নিজের ও তাঁর মধ্যে যে পার্থক্য তা খুব বড়; কিন্তু তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা সমস্ত ধর্মময়তা এভাবেই সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন* (৩১)। এতে তিনি বোঝাতে চান, ধর্মময়তা বাপ্তিস্মে অনুগ্রহ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে; আরও, তোমার মধ্য দিয়েই তা বিধানপন্থীদের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া দরকার যাতে ঠিক এই বিধান এতেই প্রশংসনীয় বলে গণ্য হতে পারে যে, তারই মধ্য দিয়ে ধর্মময়তা প্রবেশের সুযোগ পেল।

২৩। তাই আমাদের প্রভু নিজেই যোহন দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু যোহনের সেই বাপ্তিস্মে নয় যা পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম ছিল। যিনি সম্পূর্ণরূপে পাপহীন ছিলেন, আমাদের সেই প্রভুর পক্ষে সেটার দরকার ছিল না, কিন্তু তিনি আমাদের নিজেদের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন যার নমুনা তিনি এইভাবে আঁকলেন। সেজন্যই তিনি সেই পবিত্র আত্মাকেও পেয়েছিলেন যিনি, সুসমাচার-রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে, *কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়লেন* (৩২)। কেননা পবিত্র আত্মাকে প্রদান করার অধিকার যোহনের ছিল না; তিনি নিজেই তো বলেছিলেন, *আমি জলে বাপ্তিস্ম দিই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে তোমরা জান না; তিনিই পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* (৩৩)। এতে যোহন স্পষ্টই দেখালেন যে, [পবিত্র] আত্মাকে প্রদান করার অধিকার তাঁর ছিল না। তাঁর ভূমিকা ছিল কেবল পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্মেই জলে বাপ্তিস্ম দেওয়া, কিন্তু [পবিত্র] আত্মাকে প্রদান করার অধিকার কেবল আমাদের প্রভুরই ছিল, এবং তিনি তাঁকে [তথা পবিত্র আত্মাকে] সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রথমফল হিসাবেই আমাদের উপর

আপাতত বাপ্তিস্মেই বর্ষণ করলেন, সেই যে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর পূর্ণতা তিনি পুনরুত্থানের সময়ে প্রদান করবেন যখন আমাদের স্বরূপ নিখুঁত ভাবে উৎকৃষ্টতম সেই অবস্থায় উন্নীত হবার অনুগ্রহ গ্রহণ করবে।

২৪। তাই তোমার এটা জানা উচিত যে, তোমাকে সেই একই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় যে বাপ্তিস্মে মাংসে আগত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং এইজন্য তোমাকে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়। কেননা এই বাপ্তিস্মও খোদ ঘটনায়ই এইভাবে তথা নকশা হিসাবেই আঁকা হয়ে গেছিল। কেননা পিতা দূর থেকে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (৩৪)। এতে তিনি সত্যিকারে সেই দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেখালেন, যে-দত্তকপুত্রত্বের লক্ষ্যে বাপ্তিস্ম সম্পাদিত। কেননা, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন’ বাক্যটার অর্থ কেমন যেন একজন বলত, এটা সত্যিই দত্তকপুত্রত্ব, এই বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনই সেই প্রিয়জন যে আমাকে প্রসন্ন করে; এইজন এই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করেছে, কেননা এই দত্তক ইহুদীদেরটার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর, কেননা সেটা পরিবর্তনের অধীন হল, যেভাবে এবচনে প্রমাণিত, তথা, *আমি বলেছি, “তোমরা ঈশ্বর! তোমরা সবাই পরাৎপরের পুত্র।” অথচ মানুষের মতই মরবে* (৩৫), কিন্তু এটা অপরিবর্তনশীল হয়ে থেকে যায়। কেননা যে কেউ এই দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করে, সে অমর হয়ে থাকবে কারণ সে বাপ্তিস্মের এই সমস্ত নমুনার মধ্য দিয়েই সেই দত্তকপুত্রত্বে স্থানান্তর করে যা সেই পুনরুত্থানের সময়ে ঘটবে, যা থেকে সে অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপে রূপান্তরিত হবে।

যিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে পুত্রও ছিলেন, ও তাঁর সঙ্গে নিকটবর্তীতা দ্বারা, ও যাঁকে ধারণ করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে তাঁর সেই সংযোজন দ্বারা সেই পুত্র সেই দত্তকপুত্রত্বের সত্যতা দৃঢ় করছিলেন। যিনি কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপর পড়েছিলেন, সেই পবিত্র আত্মাও ছিলেন; তাই তিনি [তথা মানব খ্রিষ্ট] পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম নিলেন।

২৫। তাই, যখন বিশপ ‘পিতা’ বলেন, তখন তুমি ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন’ বচনটা স্মরণ কর ও সেই দত্তকপুত্রত্বের কথা ভাব যা পিতা দ্বারা তোমার

উপরে আরোপিত; এবং যখন তিনি ‘ও পুত্র’ বলেন, তখন তুমি তাঁরই কথা ভাব যিনি, যাঁকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছিল তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন, ও এটা বোঝ যে, তিনি তোমার জন্য তোমার দত্তকপুত্রত্বের কারণ হলেন; এবং যখন তিনি ‘ও পবিত্র আত্মা-নামে’ বলেন, তখন তুমি তাঁরই কথা ভাব যিনি কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপর পড়লেন, ও তাঁর কাছ থেকে দত্তকপুত্রত্ব বিষয়ে দৃঢ়ীকরণ প্রত্যাশা কর। ধন্য পল বললেন, *যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র* (৩৬)। অতএব, সেটাই সত্যকার দত্তকপুত্রত্ব যেটা পবিত্র আত্মা দ্বারা আরোপিত; কিন্তু পবিত্র আত্মা উপস্থিত না হলে, প্রার্থী যা বিশ্বাস করে, পবিত্র আত্মা সেই দান ক্ষেত্রে কার্যকর না হলে ও প্রেরণা না দিলে তবে সেই দত্তকপুত্রত্ব সত্যকার নয়। তাই তুমি পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মাকে আহ্বান দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ গ্রহণ কর ও সেসময় জল থেকে বের হও।

তুমি এখন এমন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ যা হল দ্বিতীয় জন্ম; জলে তোমার ডুবনে তুমি সমাধির বিধি পূরণ করেছে, ও জল থেকে বের হওয়ায় তুমি পুনরুত্থানের চিহ্ন গ্রহণ করেছ; তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি নতুন মানুষ হয়ে উঠেছ; তুমি পরিবর্তনশীল, পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত ও দুর্ভাগা সেই আদমের অংশ আর নও, কিন্তু সেই খ্রিষ্টেরই অংশ যাঁকে পুনরুত্থান দ্বারা পাপ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করা হয়েছে, যদিও পুনরুত্থানের আগেও তিনি কখনও পাপের কাছে যাননি যেহেতু আদি থেকেও কোন পাপ করেননি যেহেতু এটা উপযোগী ছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ রূপে অপরিবর্তনীয় স্বরূপ গ্রহণ করবেন। এইভাবে তিনি আমাদের জন্যও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে ও অক্ষয়শীলতায় আমাদের সহভাগিতা দৃঢ়ীকৃত করলেন।

শুভ্র পোশাক পরিধান ও কপালে মুদ্রাঙ্কন

২৬। ‘সেখান থেকে বের হবার পর তুমি খুবই চকচকে পোশাক পরিধান করবে’: এটা দীপ্তিময় ও চকচকে সেই আসন্ন জগৎ নির্দেশ করে, ও সেই জীবনাচরণ ও ব্যবহার নির্দেশ করে যার মধ্যে তুমি সেই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছ। যখন তুমি বাস্তবেই পুনরুত্থান গ্রহণ করে থাকবে এবং অমরতা ও অক্ষয়শীলতা পরিধান করে থাকবে, তখন এই পোশাক একেবারে নিষ্প্রয়োজন হবে; কিন্তু, যেহেতু তুমি এখন

এসবকিছুর অধিকারী নও ও তা কেবল রহস্যময় ভাবে ও দৃষ্টান্তেই গ্রহণ করে থাক, সেজন্য ইতিমধ্যে পোশাকগুলো তোমার দরকার আছে। এ পোশাকগুলোর বদলে তুমি সেগুলোই পরিধান করবে যেগুলো সেই আনন্দ নির্দেশ করে যা তুমি দৃষ্টান্তে গ্রহণ করেছ কিন্তু একদিন বাস্তবেই যেটার অধিকারী হবে।

২৭। তুমি বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর ও চকচকে কাপড় পরিধান করার পর 'বিশপ কাছে এসে তোমাকে কপালে চিহ্নিত করবেন ও বলবেন, '[নাম]…-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে'। কেননা যখন যিশু জল থেকে বের হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করেছিলেন যিনি কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়েছিলেন, এবং এজন্যই তিনি বলেছিলেন, তিনি খ্রিস্মাভিষিক্ত হয়েছিলেন: *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে খ্রিস্মাভিষিক্ত করেছেন*, ও *ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে খ্রিস্মাভিষিক্ত করেছেন* (৩৭); এ বাণী এমন যা এটা দেখায় যে, পবিত্র আত্মা তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নন, সেইভাবে যেভাবে সেই খ্রিস্মাভিষেক যা খ্রিস্মাভিষিক্তজনদের উপরে স্থায়ী প্রভাব রাখে ও তাদের কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, তুমিও কপালে সেই চিহ্নিতকরণ গ্রহণ করবে। যখন 'বিশপ তোমাকে চিহ্নিত করবেন, তখন তিনি বলবেন, [নাম]…-কে পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে'; যাতে এটা এমন চিহ্ন ও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামেই পবিত্র আত্মা তোমার উপরেও নেমে এসেছেন, ও তুমি খ্রিস্মাষিক্ত হয়েছ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছ; এবং তিনি তোমার সঙ্গে থাকবেন ও থেকে যাবেন, কেননা তাঁরই দ্বারা তুমি এখন প্রথমফলের অধিকারী। কেননা আপাতত তুমি ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দ কেবল দৃষ্টান্তেই যেন গ্রহণ কর, কিন্তু পুনরুত্থানের সময়ে তুমি সেই আনন্দ পুরোটাই পাবে, যা দ্বারা তুমি অমর, অক্ষয়শীল, যন্ত্রাণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠবে; সেসময় তোমার দেহও যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে ও বিনষ্ট হবে না, ও সেইসঙ্গে তোমার প্রাণও কোন খারাপ প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

বাপ্তিস্ম জনিত জন্ম আমাদের পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন নবীকরণের দৃষ্টান্ত

২৮। এটাই সেই দ্বিতীয় জন্ম যা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে, যার কাছে তুমি এগিয়ে যেতে উদ্যত, ও যা থেকে আমরা পুনরুত্থান জনিত সেই প্রকৃত ও ভয়ঙ্কর দ্বিতীয় জন্মে পেরিয়ে যাব। কারণ এই দ্বিতীয় জন্ম আমাদের মধ্যে সেই প্রথমটাকে নিশ্চিত করে যা বিশ্বাস দ্বারা দৃষ্টান্তগুলো ও চিহ্নগুলোর মধ্য দিয়ে সাক্রামেন্তীয় ভাবে আমাদের কাছে আসে, ও এবিষয়েও আমাদের নিশ্চিত করে যে, আমরা প্রথম জন্ম থেকে দ্বিতীয় জন্মে পেরিয়ে যাব। এতে আমাদের বিস্মিত হতে নেই যে, আমরা দু'টো জন্ম গ্রহণ করব ও বর্তমান জন্ম থেকে ভাবী জন্মে পেরিয়ে যাব, কেননা মাংস অনুসারে আমাদের জন্মেও আমরা দ্বিবিধ জন্ম গ্রহণ করি তথা, একটা পুরুষ থেকে, ও এটার পরে, নারী থেকে। আমরা প্রথমে মানবীয় সেই বীজের আকারে পুরুষ থেকে জনিত যা মানব আকারের সদৃশ কোন চিহ্নও রাখে না; কেননা একথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, মানবীয় বীজ কোন প্রকার মানবীয় রূপের অধিকারী নয়, ও আমাদের প্রকৃতির জন্য ঈশ্বরের জারীকৃত নিয়মবিধি অনুসারে মানবীয় প্রকৃতির রূপ তখনই গ্রহণ করে যখন তা গর্ভধারণ হয়, গড়া হয়, গঠিত হয় ও নারী থেকে সঞ্জাত হয়। আমাদের ঠিক এইভাবে জন্ম হল: আগে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে বীজের আকারে, অর্থাৎ পুনরুত্থান দ্বারা জন্ম নেবার আগে ও যে স্বরূপে রূপান্তরিত হব বলে প্রত্যাশা রাখি আমরা সেই অমর স্বরূপে গঠিত হওয়ার আগে; কিন্তু যখন বিশ্বাস দ্বারা ও ভাবী বিষয়গুলোর প্রত্যাশা দ্বারা আমরা খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণ অনুসারে গঠিত ও রূপিত হয়ে থাকি ও সেখানে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত থেকে গিয়ে থাকি, তখন ঐশ্বরিক বিধি অনুসারে আমরা ধুলা থেকে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করব ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপ ধারণ করব, ও ধন্য পলের বাণীমত *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা রূপান্তরিত হবে যাতে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ হয়ে ওঠে* (৩৮)।

২৯। বাপ্তিস্মের দ্বারা এইভাবে সাক্রামেন্ত-জনিত জন্ম গ্রহণ করার পর তোমরা তোমাদের জন্মের অনুরূপ এমন অমর খাদ্যের দিকে অগ্রসর হবে যা দ্বারা পুষ্ট হবে। কিন্তু এই খাদ্যের প্রকৃতি কি ও সেই খাদ্য কিভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা

হবে, এবিষয়ে উপযুক্ত সময়েই তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হবে। আপাতত, যেহেতু তোমরা আমাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্ম জনিত জন্ম সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছ ও এই দ্বিতীয় জন্মের মধ্য দিয়ে সেই অনির্বচনীয় আলোর কাছে অগ্রসর হয়েছ, এবং যেহেতু আমরা, যা বলে এসেছি তা দ্বারা তোমাদের কেমন যেন শক্ত করে জড়িয়ে রাখা কাপড়ের মত জড়িয়েছি যাতে তোমরা, যে জন্ম ঘটবার কথা তা দৃঢ়ভাবে ও অটলভাবে ধরে রাখতে ও স্মরণ করতে পার, সেজন্য আমরা তোমাদের নীরবতায় বিশ্রাম করতে দেব ও ঈশ্বরের অনুমতি ক্রমে উপযোগী সময় তোমাদের সেই ঐশ্বরিক খাদ্যের কাছে ও সেবিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যার কাছে চালনা করব। আপাতত, নিয়মিত উপসংহার স্বরূপ, এসো, আমাদের কাতেখেসিস শেষ করতে করতে পিতা ঈশ্বর, ও তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, ও পবিত্র আত্মার গৌরবকীর্তন করি, এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ‘নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু)’: এ নির্দেশনাবলি বিশপ থেওদরসের লেখা নয়, তা বরং হল সেকালের প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশালেম, আলেক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওখিয়া, কনস্তান্তিনোপলিস ইত্যাদি প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই নির্দেশাবলি যা ভিত্তি ক’রে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিস প্রদান করেন। অন্য দিকে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন নিজ নিজ কাতেখেসিসে সেই নির্দেশনাবলি কখনও উল্লেখ করেন না। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, ‘নির্দেশাবলিটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন বেশি প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করছিল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, রক্ষণশীল নয় এমন বিশপগণের মতে কালোপযোগী ছিল না। কিন্তু বিশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই তা পালন করতেন; এজন্য আমরা আজ, নির্দেশনাবলির ও বিশপ থেওদরসের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা পড়ে সময় সময় কেমন যেন বিস্মিত বোধ করি।

যেখানে বিশপ থেওদরস নির্দেশনাবলির কোন অংশ উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও নির্দেশনাবলিটা লাল রংগে চিহ্নিত।

(২) যোহন ১৭:২৪ দ্রঃ।

(৩) ১ তি ২:১২ দ্রঃ।

(৪) গা ৪:২৬।

(৫) যোহন ৩:২ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৬) যোহন ৩:৩।

(৭) যোহন ৩:৫।

(৮) যোহন ৩:৬।

(৯) যোহন ৩:৮।

(১০) রো ৬:৩-৪।

(১১) ১ করি ১৫:২০।

(১২) রো ৬:৫ দ্রঃ।

(১৩) এফে ১:১৩-১৪।

(১৪) ২ করি ১:২১-২২।

(১৫) রো ৮:২৩।

(১৬) এই কাতেখেসিসে কয়েকটা শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয় তথা: মলম, খ্রিষ্মা ও খ্রিষ্মাভিষেক, যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। “খ্রিষ্মা” গ্রীক শব্দটা এমন মলম বোঝায় যা জলপাই তেল ও সুরভী দ্রব্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত করা। সেই অনুসারে, যেমন “তেল” শব্দ থেকে “তৈলাভিষেক” ও “তৈলাভিষিক্ত” শব্দ দু’টো ব্যবহৃত, তেমনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতত্ত্বে ও উপাসনা সংক্রান্ত পরিভাষায় আজও “খ্রিষ্মা” শব্দ থেকে “খ্রিষ্মাভিষেক” ও “খ্রিষ্মাভিষিক্ত” শব্দ দু’টো ব্যবহৃত।
তবে “খ্রিষ্মাভিষেক” ও “খ্রিষ্মাভিষিক্ত” শব্দ দু’টো কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ “খ্রিষ্মা” ও “খ্রিষ্ট” শব্দদ্বয় একান্ত সম্পর্কযুক্ত যেহেতু উভয় শব্দের ধাতু এক, তথা “খ্রিষ”। ফলে, খ্রিষ্মা-মলমে অভিষিক্ত হওয়ায় “খ্রিষ্ট” বলতে প্রকৃতপক্ষে “তৈলাভিষিক্ত” নয় বরং খ্রিষ্মাভিষিক্তই বোঝায়। ঠিক এই ভিত্তিতেই বিশপ সিরিল বলেন, “তেমন পবিত্র খ্রিষ্মা গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে তোমরা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হয়েছ”; অর্থাৎ খ্রিষ্মাভিষিক্ত হওয়ায় মানুষ সেই “খ্রিষ্ট” নামের যোগ্য হয়ে ওঠে যার অর্থ “খ্রিষ্মাভিষিক্ত”।

(১৭) যোহন ৩:৫।

(১৮) ১ করি ১৫:৪২-৪৪।

(১৯) যেরে ১৮:১-৬ দ্রঃ।

(২০) যোব ৩৩:৬; ৪:১৯।

(২১) রো ৬:৯।

(২২) মথি ২৮:১৯ পেশিত্তা পাঠ্য।

(২৩) প্রেরিত ৩:৬।

(২৪) ইশা ২৭:৩ সপ্তরী পাঠ্য।

(২৫) প্রেরিত ৯:৩৪।

(২৬) ১ করি ১৪:১৬।

(২৭) এফে ৪:৪-৬।

(২৮) ফিলি ৩:২০-২১।

(২৯) কল ২:১৯।

(৩০) কল ১:১৮।

(৩১) মথি ৩:১৪-১৫।

(৩২) মথি ৩:১৬।

(৩৩) যোহন ১:২৬; মথি ৩:১১।

(৩৪) মথি ৩:১৭।

(৩৫) সাম ৮২:৬-৭ সপ্তরী পাঠ্য।

(৩৬) রো ৮:১৪।

(৩৭) লুক ৪:১৮ দ্রঃ; প্রেরিত ১০:৩৮ দ্রঃ।

(৩৮) ফিলি ৩:১১ দ্রঃ।

৫ম কাতেখেসিস

১ম মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস

(১৫শ কাতেখেসিস, অর্থাৎ মিসা বিষয়ক ১ম মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস)

(সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণের পরে সেবিষয় সংক্রান্ত যে যে কাতেখেসিস পাস্কা-অষ্টাহ ধরে দেওয়া হত, সেগুলো মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস বলা হত)।

এই কাতেখেসিস কেন্দ্র ক'রে উপাসনা-তত্ত্ব

বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ে সবসময় স্মরণীয় কথা

যেমন বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত বিষয়ক ১২-১৪শ কাতেখেসিসের ভূমিকার প্রারম্ভে বলা হয়েছে, তেমনি এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত বিষয়ক এ কাতেখেসিসের ভূমিকায়ও পুনরায় সেই গুরুত্বপূর্ণ কথার উপর জোর দেওয়া দরকার, যা অনুসারে,

১। বাস্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত দু'টো হল প্রভুর যন্ত্রাণাভোগ ও পুনরুত্থানের স্মারক চিহ্ন : বাপ্তিস্মপ্রার্থী জলে ডুব দিয়ে প্রভুর মৃত্যুর সহভাগী হয়, ও সেই জল থেকে বের হয়ে ওঠার সময়ে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হয়। এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে উপাসক মণ্ডলী ঘোষণা করে, 'হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা করি, তোমার পুনরুত্থান স্বীকার করি, যতদিন না তুমি আস' (১ করি ১১:২৬ দ্রঃ)।

২। বাপ্তিস্মপ্রার্থী হোক বা এউখারিস্তিয়া গ্রহণকারী হোক, মণ্ডলীর সাক্রামেন্তে যোগ দেওয়ার সময়ে শাস্ত্রের সেই বাণী স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন যা অনুসারে, স্বর্গীয় যেরুশালেমে নিবন্ধিত নাগরিক বলে সবাই সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমে উপস্থিত হয় ও সেই স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে যোগ দেয় (হিব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ)।

প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে এউখারিস্তিয়ার সম্পর্ক

১) স্বর্গদূতদের উপাসনাকর্মের সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সম্পর্ক

মিসা বিষয়ক এই শেষ দু'টো কাতেখেসিসে এউখারিস্তিয়া স্পষ্টভাবেই তিন ভাগে বিভক্ত : ১) প্রথেসিস (অর্থাৎ মিসার প্রস্তুতি-অনুষ্ঠানরীতি, যা লাতিন মণ্ডলীর মিসার অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীতির সমতুল্য), ২) আনাফোরা (উৎসর্গ), ৩) কমুনিয়ন-অনুষ্ঠানরীতি।

এক একটা ভাগের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত, তাই, ১) প্রথেসিসে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ পরিলক্ষিত; ২) আনাফোরায় অর্ঘ্যটা উৎসর্গ করা হয়, তাতে স্বর্গীয় উপাসনার দৃশ্য ভেসে ওঠে, ও এপিক্লেসিসে প্রভুর পুনরুত্থান পরিলক্ষিত; ৩) কমুনিয়ন-অনুষ্ঠানরীতিতে প্রভুর পুনরুত্থান পরিলক্ষিত।

বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা পদ্ধতি বর্ণনামূলক: তিনি মিসান উপাসকমণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন যেন, বেদিতে যা যা ঘটে, তা দেখতে দেখতে তারা মনে মনে তাই চিত্রিত করে যা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে ঘটেছিল। সেই অনুসারে, প্রথেসিসের প্রধান চরিত্র হলেন সেই পরিসেবকগণ যাঁরা নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে গাম্ভীর্যের সঙ্গে রুটি ও আঙুররস এনে বেদির উপরে সাজান ও সেটার পাশে দাঁড়ান। এক্ষেত্রে ১৫:২৬ দ্রষ্টব্য: অর্ঘ্যটা স্বয়ং খ্রিষ্ট, পরিসেবকগণ হলেন স্বর্গদূতগণ; বেদি হল খ্রিষ্টের কবর; বেদির উপরে রুটি সাজানোটা হল খ্রিষ্টকে সমাধিদান; বেদির কাপড় হল সেই ফালিগুলো যেখানে খ্রিষ্টের মৃতদেহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, পরিসেবকগণ খ্রিষ্ট-মহাব্যক্তিত্বের সমাধিদানের সম্মানার্থে মহামূল্যবান পোশাক পরিধান করেন, ও যখন সেই পরিসেবকগণ খ্রিষ্টের মৃতদেহের উপরে পাখা দিয়ে বাতাস নাড়া দেন, তখন এমনটা করেন যা কোন মহাব্যক্তিত্বের সমাধিদান উপলক্ষে করা হয়; উদ্দেশ্যটা হল যেন সেই পবিত্র দেহের উপরে কোন কিছুই না পড়ে; তাই পরিসেবকগণের এই সেবাকর্ম প্রভুর মৃতদেহের মহত্ত্ব প্রকাশ করে। সুতরাং, সুসমাচারের বর্ণনা অনুযায়ী স্বর্গদূতদের উপস্থিতি সেই পরিসেবকগণের উপস্থিতিকে সাক্রামেন্তীয় গুরুত্ব আরোপ করে যাঁরা বেদির উপরে রুটি সেইভাবে সমর্পণ করেন যেভাবে প্রভুর দেহকে কবরে সমর্পণ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন দাঁড়ায়: বিশপ থেওদরসের এই ব্যাখ্যা কি অতিরিক্ত নাটকীয় নয়? না, তিনি নিজে এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, ‘যখন তাঁরা (অর্থাৎ পরিসেবকগণ) সেই এউখারিস্তীয় রুটি আনেন, তখন যন্ত্রণাভোগের নিখুঁত পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে তা পবিত্র বেদিতেই রাখেন। তাতে আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনিই বেদিতে উপস্থিত, কেমন যেন, যন্ত্রণাভোগ করার পর তাঁকে সমাধিতে দেওয়া হয়’ (কাতেখেসিস ১৫: ২৬)। এবিষয়ে বিশপ থেওদরস আরও বলেন, আমরা ‘যখন বেদির উপরে সেই অর্ঘ্য দেখি (এ এমন, যা এটা দেখায় যে, তার মৃত্যুর পরে তা একপ্রকার কবরে রাখা হল), তখন উপস্থিত সকলের উপরে মহা নিস্তব্ধতা পড়ে। যা ঘটছে, যেহেতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্য তাদের উচিত সেটার দিকে শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে লক্ষ রাখা’ (কাতেখেসিস ১৫:২৯)।

তাতে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের দু'টো ক্ষণ পরিলক্ষিত: 'আমাদের সেই খ্রিষ্টকে দেখতে হবে যিনি ইতিমধ্যে চালিত হয়ে যন্ত্রণাভোগের দিকে যান, অন্য সময় আমাদের জন্য বলীকৃত হবার জন্য তাঁকে বেদির উপরে প্রসারিত করা হয়' (কাতেখেসিস ১৫, নির্দেশাবলির পাঠ্য দ্রঃ)। এই ক্ষণ দু'টো (তিনি চালিত ও তিনি প্রসারিত) পরিসেবকদের সম্পাদিত অনুষ্ঠানরীতির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়, কেননা পরিসেবকেরাই অর্ঘ্য বেদির উপরে আনেন ও সেটার পাশে দাঁড়ান, অর্থাৎ তাঁরা খ্রিষ্টের দেহ কবরে নিয়ে যান ও সেখানে থেকে লক্ষ রাখেন। এধরনের ব্যাখ্যা এ সত্যের উপরে নির্ভর করে যে, সাক্রামেন্তে সম্পাদিত উপাসনাকর্ম হল স্বর্গদূতদের উপাসনাকর্মের প্রতিমূর্তি: যখন স্বর্গীয় উপাসনায় তা ঘটে, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, তা সাক্রামেন্ত সম্প্রদানেও ঘটে। কেননা বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা তাঁর কল্পনার ফল নয়, যেহেতু এই ব্যাখ্যা দানকালে তিনি মিসাগ্রন্থের নির্দেশাবলির পাঠ্যই উল্লেখ করেন যে নির্দেশাবলির পাঠ্য বিশ্বাসের বিষয়। তাই যখন মণ্ডলীর মিসাগ্রন্থের নির্দেশাবলির পাঠ্য ঠিক তাই বলে, তখন বিশপ থেওদরস সেই নির্দেশাবলির পাঠ্য অনুসরণ করে সাক্রামেন্ত সম্পাদনে স্বর্গীয় উপাসনাকর্ম প্রতিবিম্বিত বলে দেখেন: স্বর্গীয় উপাসনায় স্বর্গদূতগণ যেভাবে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করেন, মর্ত মণ্ডলীর উপাসনাকর্মও সেইমত ব্যবহার করবে।

কিন্তু, ১৫:২৭ অনুসারে, যে 'দূতেরা সমাধিগুহার কাছের সেই পাথরের উপরে বসলেন', তাঁদের ভূমিকা যে প্রভুর সম্মানার্থে সেখানে থেকে যাবেন তা শুধু নয়, বরং তাঁরা স্ত্রীলোকদের কাছে প্রভুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষী হবেন, এবং এই সাক্ষ্যদানই সুস্পষ্ট ভাবে 'দূতদের উপাসনাকর্মের সাদৃশ্যের প্রতিমূর্তি' বলে উপস্থাপিত, কেননা প্রভুর পুনরুত্থানই হল 'গোটা সৃষ্টির নবীকরণের' সূত্রপাত। এজন্যই, বিশপ থেওদরস অনুসারে, খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি-ব্যবস্থার মধ্যে দূতদের এই সাক্ষ্য-ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উপযোগী ছিল।

তাই, মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম দূতদের স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের সঙ্গে জড়িত করায় বিশপ থেওদরস মণ্ডলীর উপাসনাকর্মের বাস্তবতা দৃঢ় করে তোলেন, কেননা বিশ্বাসী মণ্ডলীর কাছে তা-ই বাস্তব যা স্বর্গীয়, এবং যা স্বর্গীয় তা অবশ্যই খ্রিষ্টীয় উপাসকদের কল্যাণ সাধন করবেই, কেননা উপাসক মণ্ডলী খ্রিষ্ট সংক্রান্ত নানা স্বর্গীয় বিষয় ভাবতে অনুপ্রাণিত।

এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, এই ভূমিকা বিশপ থেওদরসের ধারণা স্পষ্ট করতে অভিপ্রেত। অর্থাৎ, বিশপ থেওদরসের ধারণা যে আজকালে সময় সময় উপযোগী নয়, তা আলাদা কথা। বিশেষভাবে তাঁর সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতাই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত বলে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু এই ভিত্তিতে পুরা কাতেখেসিস অনুপযোগী গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ধীরে ধীরেই অগ্রসর হয়েছে।

২) রুটি ও আঙুররসের সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সম্পর্ক

যদিও প্রথেসিস (তথা অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীতি) প্রভুর যন্ত্রণাভোগের একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাঁড়ায় এই কারণে যে, তা স্বর্গদূতদের উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তবু আমাদের একথা ভুলতে নেই যে, এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান মূলত রুটি ও আঙুররস দ্বারাই গঠিত। এজন্য প্রশ্ন দাঁড়ায়, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ এবং রুটি ও আঙুররসের মধ্যকার সম্পর্ক কি? নিজের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিশপ থেওদরসের উত্তর এ: প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে রুটি ও আঙুররস জীবনদানের জন্য সহায়তা দান করে; কিন্তু প্রভুর যন্ত্রণাভোগও জীবনদানের জন্য উপযোগী; অতএব, সাক্রামেন্তের রুটি ও আঙুররস, ও স্বর্গীয় উপাসনায় প্রভুর যন্ত্রণাভোগের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এইভাবে বিশপ থেওদরস সেই রুটি ও আঙুররস এবং প্রভুর যন্ত্রণাভোগের মধ্যে 'সাদৃশ্য' অনুযায়ী এমন বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন যা তাঁর ঐশতত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ।

কিন্তু তিনি 'সাদৃশ্য' অনুযায়ী এই বন্ধনে না থেমে তা অতিক্রম করেন, কেননা তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি স্বয়ং যিশুর বাণীই বন্ধন বলে উপস্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি এ: যিশু বলেন, রুটি হল তাঁর নিজের দেহ, ও সেই পানপাত্র তাঁর নিজের রক্ত ধারণ করে; তাতে রুটি ও আঙুররসের অর্থ খাদ্য-পানীয়ের সম্পর্কের দ্বারা স্থির করা হয় না, বরং প্রভুর যন্ত্রণাভোগই হল সেই বন্ধনের ভিত্তি: 'তবে এজন্যই প্রভু সেই রুটি ও সেই পানপাত্রও আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন, কারণ খাদ্য ও পানীয় দ্বারাই আমরা এখানে, এই ইহলোকে, আমাদের জীবনে এগিয়ে চলি; কিন্তু তিনি সেই রুটি 'দেহ' ও সেই পানপাত্র 'রক্ত' বললেন, কারণ যন্ত্রণা দেহকে প্রভাবিত করে, পীড়ন করে ও তা থেকে রক্ত ঝরায়। এই যে দু'টো বিষয় (তথা রুটি ও আঙুররস) দ্বারা তাঁর যন্ত্রণাভোগ সম্পন্ন হয়, তিনি সেই বিষয় দু'টোকে খাদ্য ও পানীয়ের নমুনা করে তোলেন' (কাতেখেসিস ১৫:৯)।

এই ভিত্তিতে, রুটি ও আঙুররস যা লক্ষ করে, তা হল প্রভুর সেই দেহ ও রক্ত যা যন্ত্রণাভোগ করল; এবং যেহেতু প্রভুর দেহ ও রক্ত রুটি ও আঙুররসের সঙ্গে একেবারে জড়িত, সেজন্য সেই দেহ ও সেই রক্ত এমন খাদ্য ও পানীয় যা 'সেই জীবন প্রকাশ করে যা অমরতা পর্যন্ত স্থায়ী' (কাতেখেসিস ১৫:৯)। আরও, যেহেতু প্রভুর যন্ত্রণাভোগের ভূমিকা হল জীবনদান করা, সেজন্য তা একক বিষয় নয়, বরং সেই যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে পুনরুত্থান সবসময়ই জড়িত থাকা চাই, সেই যে পুনরুত্থান, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণ অনুসারে, হল সেই একমাত্র উপায় যা দ্বারা আসন্ন জগতের মঙ্গলদানগুলো পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু আমরা এখনও মানবেতিহাসে রয়েছি ও চরমকালীন বিষয়গুলো এখনও পাইনি, সেজন্য এউখারিস্তিয়া আমাদের কাছে জীবনকে এমন ভাবী বিষয় বলে প্রদান করে যা আমরা একদিন পূর্ণতায়ই পাব বলে প্রত্যাশা করতে পারি: 'তেমন অমর জীবন পাবার প্রতীক্ষায়ই আমরা এই রহস্যে যোগ দিই, কেননা এই রহস্য দ্বারাই আমরা বিশ্বাস করি সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর দৃঢ় প্রত্যাশার অধিকারী হব' (কাতেখেসিস ১৫:৯)।

ভাবী মঙ্গলদানগুলো পাবার লক্ষ্যে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ যে পুনরুত্থান থেকে অবিচ্ছেদ্য তা সত্য বটে, কিন্তু এটাও সত্য যে, প্রেরিতদূত পলের দৃষ্টিকোণ অনুসারে বিশপ থেওদরস এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানটাকে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে এতই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে, এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে প্রভুর মৃত্যু ঘোষিত: 'তাই, আমরা যেমন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা বাপ্তিস্মের জন্ম গ্রহণ করি, তেমনি দৃষ্টান্তে একটা খাদ্যও রয়েছে যা আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করি। ধন্য পল এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন যখন বলেন, 'যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন' (১ করি ১১:২৬)। তিনি এটা দেখান যে, অর্ঘ্যটা গ্রহণ করা ও রহস্যগুলিতে সহভাগিতা করাটা হল আমাদের সেই প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করা যা আমাদের জন্য পুনরুত্থান ও অমরতার আনন্দ অর্জন করে। কেননা আমরা যারা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সাক্রামেন্তীয় জন্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে এই একই মৃত্যু দ্বারা অমরতার সাক্রামেন্তের খাদ্যও গ্রহণ করা সমীচীন। আমরা যা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি, তা থেকেই আমাদের পুষ্টি গ্রহণ করতে হবে, কেননা প্রসবপ্রাপ্ত সকল প্রাণীর রীতিই যে, তারা তাদেরই থেকে পুষ্টি গ্রহণ করবে যারা তাদের প্রসব করেছে (কাতেখেসিস ১৫:৬)। একথা তখনই প্রমাণিত যখন বিশপ থেওদরস এউখারিস্তিয়াকে যজ্ঞ বলে উপস্থাপন করেন। তিনি

ইতিমধ্যে যজ্ঞটা সেই দানের মহত্ত্ব বলে উপস্থাপন করেছিলেন যা ‘বহুদিন আগে নবীকে দেখানো হয়েছিল ও আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে’, অর্থাৎ তা হল সেই যজ্ঞ যা খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগের সময়ে সম্পন্ন করলেন ও আমরা ‘স্মারক অনুষ্ঠান হিসাবে এই উপাসনাকর্মে সম্পাদন করতে আদিষ্ট হয়েছি’: যজ্ঞটা উপাসনাকর্মে প্রতিবিম্বিত, এমন গৌরবময় উপাসনাকর্ম যা ‘দৃষ্টি নিচের দিকে নত করতে করতে আমরা এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি যে, এই উপাসনাকর্মের মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করতেও পারি না’ (কাতেখেসিস ১৬:৯)।

সুতরাং, রুটি ও আঙুররসের সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বিশপ থেওদরস প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে দু’টো বিষয় তুলে ধরেন, বিষয় দু’টো এমন যা পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক রাখে না, সুতরাং স্বতন্ত্রই বিষয়: ১) ভাবী মঙ্গলদানগুলো পাবার জন্য প্রভুর যন্ত্রণাভোগ তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গে একান্তই জড়িত, কেননা পুনরুত্থান ছাড়া সেই মঙ্গলদানগুলো পেতে পারি না; ২) প্রভুর যন্ত্রণাভোগ পুনরুত্থান ছাড়া এমন একক বিষয় যা যজ্ঞ বলে উপস্থাপিত ও যা আমরা প্রভুর স্মারক অনুষ্ঠান বলে উদ্‌যাপন করতে আদিষ্ট।

অবশেষে, এই কাতেখেসিসের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটা মেনে নিতে হবে যে, বিশপ থেওদরসের তুলনামূলক পদ্ধতি আজকালের পাঠকের কাছে সন্তোষজনক নাও মনে হতে পারে। এবিষয়ে ১৬শ কাতেখেসিসের ভূমিকায় বিশপ থেওদরসের সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা সম্পর্কে মূল্যায়ন সূচক কিছু বলা হবে।

শব্দার্থ

‘প্রথেসিস’ শব্দের দু’টো অর্থ: ১) মিসার প্রস্তুতি-অনুষ্ঠানরীতি, যা লাতিন মণ্ডলীর মিসার অর্ঘ্য অনুষ্ঠানরীতির সমতুল্য; ২) সেই প্রস্তুতি-স্থান (৪৫ অধ্যায় দ্রঃ) যা লাতিন মণ্ডলীতে গির্জার বেদির সমতুল্য।

সূচী

বাপ্তিস্ম-জনিত দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করার পর স্বর্গে নিবন্ধিত বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গীয় ও অনন্তকালীন খাদ্য তথা এউখারিস্তিয়া প্রয়োজন। সেই অনুসারে, এউখারিস্তিয়া

বিষয়ক এই প্রথম কাতেখেসিস এউখারিস্তিয়া রহস্যের অর্থ, অর্থাৎ আঙুররস, যজ্ঞ, ও মহাযাজক খ্রিষ্টের অর্থ উপস্থাপন করে।

১: বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের উপযোগী খাদ্য সম্পর্কে।
২: প্রকৃতপক্ষে, পুনরুত্থানের পরে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহই হবে মনোনীতদের একমাত্র খাদ্য,
৩: কিন্তু যেহেতু এই নিম্নলোকে আমরা কেবল সেই অনুগ্রহের প্রথমফলই মাত্র উপভোগ করি, সেজন্য আমাদের পক্ষে আমাদের পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য এমন উপযোগী খাদ্য দরকার আছে
৪-৫: যা বাপ্তিস্ম গ্রহণেই প্রতিষ্ঠিত হয়: খাদ্যটা হল এউখারিস্তিয়া।
৬-৭: তাতে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া রহস্য-দুটো (অর্থাৎ সাক্রামেন্ত-দু'টো) আমাদের প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে জড়িত।
৮: এউখারিস্তিয়ার চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত হল সেই রুটি ও জল মেশানো আঙুররস যা আমাদের পার্থিব পুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান:
৯-১০: খ্রিষ্ট নিজেই এই রুটি ও আঙুররস নিজের দেহ ও রক্ত বলে নির্দিষ্ট করলেন যেহেতু যন্ত্রণাভোগে তাঁর দেহ ভগ্ন করা হল ও তাঁর রক্ত পাতিত হল: সেই রুটি ও সেই আঙুররস পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই খ্রিষ্টের দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত হয়;
১১-১৪: সুতরাং খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হল অনন্তকালীন খাদ্য।
১৫-১৭: এউখারিস্তীয় উপাসনাকর্ম হল খ্রিষ্টের জীবনকালীন যজ্ঞের (অর্থাৎ আত্মবলিদানের) স্মারক অনুষ্ঠান, ও তাঁর স্বর্গীয় যাজকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ।
১৮: এউখারিস্তীয় খাদ্য অমরতার খাদ্যের দৃষ্টান্ত।
১৯: একটামাত্র যজ্ঞ রয়েছে, সেটা হল খ্রিষ্টের সেই যজ্ঞ
২০: যা নতুন সন্ধির সেই সেবাকর্মীদের দ্বারা উদ্‌যাপিত
২১-২৪: যাঁরা বেদিতে অদৃশ্য প্রতাপগুলো দ্বারা বেষ্টিত আমাদের স্বর্গীয় মহাযাজকের নমুনা পূরণ করেন।
২৫: মিসার নানা অনুষ্ঠানরীতি: পরিসেবকেরা সেই রুটি ও সেই পানপাত্র বহন ক'রে তা কাপড়ে ঢাকা বেদির উপরে রাখেন
২৬-২৭: ও বেদির উপরে পাখা নাড়ান।
২৮-২৯: গির্জায় নীরবতা বিরাজ করবে।
৩০: মণ্ডলীর ঘোষক উপস্থিত সকলকে প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করেন।
৩১: বিশপ প্রস্তুতি-অনুষ্ঠানরীতি শুরু করেন: তিনি আমাদের প্রভুকে ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ করেন,

৩২: ও নিজের জন্য ধন্যবাদ জানান ;
৩৩: তাতে জনসমাবেশ বলে ‘আমেন’।
৩৪: বিশপ উপস্থিত সবার প্রতি শান্তি-সম্ভাষণ ঘোষণা করেন,
৩৫-৩৮: ও উপস্থিত সবাই উত্তরে বলে, ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’।
৩৯-৪১: শান্তি-চুম্বন ;
৪২-৪৩: হাত ধোয়া ;
৪৩: মণ্ডলীর ফলকে লিখিত জীবিত ও মৃতদের নাম পাঠ।
৪৪-৪৫: মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ‘অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ’।

নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু) (১) : আমাদের সর্বোপরি এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, যা আমরা খাদ্যরূপে খাই, তা আমাদের সম্পাদিত একপ্রকার যজ্ঞ। কেননা এটাই নূতন নিয়মের যাজকের কাজ: তিনি এই যজ্ঞ অর্পণ করবেন, যা দ্বারা নূতন নিয়ম প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ভাবতে হবে যে, যিনি এখন বেদির কাছে এগিয়ে চলছেন, তিনি সেই যাজকের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান, এবং এটাও ভাবতে হবে যে, পরিসেবকেরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। তাঁরা এমন ভূষণেও ভূষিত যা এই বাস্তবতার উপযোগী, কেননা তাঁদের বাইরের পোশাক তাঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাঁরা বাঁ কাঁধে এমন একটা উত্তরীয় রাখেন যা দু' দিকে ঝোলে। আমাদের সেই খ্রিষ্টকে দেখতে হবে যিনি ইতিমধ্যে চালিত হয়ে যন্ত্রণাভোগের দিকে যান, অন্য সময় আমাদের জন্য বলীকৃত হবার জন্য তাঁকে বেদির উপরে প্রসারিত করা হয়। এজন্যই, যে পরিসেবকেরা বেদির উপরে কাপড় বিছিয়ে দেন, তাঁরা [আমাদের প্রভুর] সমাধির ক্ষোম-কাপড়ের সাদৃশ্য উপস্থাপন করেন; এবং যাঁরা বেদির দুই পাশে থাকেন, তাঁরা পবিত্র দেহের উপরে সমস্ত বাতাস নাড়া দেন। এ সমস্ত কিছু হতে হতে নীরবতা সবার উপরে বিরাজ করবে। প্রথমে প্রার্থনাই আসে, নীরবে আর নয়, কিন্তু পরিসেবকের কণ্ঠেই তা ঘোষিত হয়। এবং সবাই নীরব থাকতেই বিশপ 'প্রথেসিস' অনুষ্ঠানরীতি শুরু করবেন। বিশপ প্রার্থনাটা শেষ করবেন; তারপরে তিনি নিজের জন্য ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করবেন, ও উপস্থিত সবাই বলবে, আমেন। এবং বিশপ এইভাবে প্রার্থনা করবেন, তোমাদের শান্তি হোক; তাতে উপস্থিত সবাই উত্তরে বলবে, তোমার আত্মারও শান্তি হোক। এবং বিশপ শান্তি দান করতে শুরু করেন; এবং মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে আদেশ করেন যেন সবাই একে অন্যকে শান্তি দান করে। বিশপ প্রথমে নিজের হাত ধুইয়ে নেবেন, পরে, যাজকীয় শ্রেণির যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, তাঁরা সবাই সেইমত করবেন। মণ্ডলীর ফলকে জীবিত ও মৃতদের নাম পাঠ করা হবে। এখন বিশপ উপাসনাকর্মের জন্য এগিয়ে আসবেন, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠবেন, 'অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ'।

বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের উপযোগী খাদ্য সম্পর্কে

১। এটা মানবীয় নিয়ম যে, নবজাত শিশুদের কাপড়ে জড়ানো হয় যাতে সদ্য গঠিত ও তখনও নরম দেহ কোন আঘাতে আঘাতগ্রস্ত না হয় বরং তা যেন নিজের গঠনে স্থির থাকে। তাদের শুইয়ে দেওয়া হয় ও প্রথমে কাপড়ে বিশ্রাম দেওয়া হয়, তারপর তাদের এমন প্রাকৃতিক খাদ্য দেওয়া হয় যা তাদের জন্য উপযুক্ত ও উপযোগী।

একইপ্রকারে আমরাও আমাদের শিক্ষায় কাপড়েই যেন তাদের শক্ত করে জড়িয়ে দিয়েছি যারা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নবজন্মে আসে, যাতে তাদের কাছে মঞ্জুর করা অনুগ্রহের স্মৃতি তাদের মধ্যে শক্ত করে স্থাপিত হয়; এবং আমাদের কাতেখেসিসগুলো বন্ধ করায় তাদের বিশ্রাম করতে দিয়েছি, কেননা যা বলা হয়েছিল সেটার মাত্রা যথেষ্ট ছিল। তথাপি, আজ আমি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, তোমাদের পক্ষে উপযোগী সেই খাদ্য উপস্থাপন করতে চেষ্টা করব, যার প্রকৃতি বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান লাভ করা দরকার ও যার মহত্ত্ব তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শেখা দরকার।

২। কেননা, যখন পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সত্যকার জন্ম গ্রহণ করার পর তোমরা অন্য একটা খাদ্য খাবে যা এত উৎকৃষ্ট যে, কথা দিয়ে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তখন তোমাদের [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা এমন ভাবে পুষ্ট করা হবে যার ফলে তোমরা দেহে অমর ও প্রাণে অপরিবর্তনীয় থাকবে। তেমন খাদ্যই তোমাদের জন্মের জন্য উপযোগী; এবং যারা পুনরুত্থান দ্বারা জন্ম নিয়েছে, [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ তাদের এমনটা মঞ্জুর করবে যেন তারা স্থিতমূল সত্যকার জন্ম গ্রহণ করার পর বিলুপ্তি ভোগ না করে ও তাদের প্রাণ এমন পরিবর্তন দ্বারা আক্রান্ত না হয় যা তাদের অনিষ্ট-প্রবণ করতে পারে।

৩। কিন্তু, যেহেতু আমরা এখন বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে এক প্রকার দৃষ্টান্তেই যেন জন্ম নিয়েছি সেই অন্য জন্মের প্রতীক্ষায় যা আমরা প্রত্যাশা করছি, সেজন্য আমরা আপাতত, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রথমফল অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করি, সেই যে প্রথমফল সেই দিন আমাদের দেওয়া হবে, যেহেতু আমরা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা আসন্ন জগতে গ্রহণ করব বলে প্রত্যাশা রাখি। তেমনটা গ্রহণের পরেই তো আমরা অমর ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব বলে প্রত্যাশা রাখি, এবং এখন, দৃষ্টান্তেই যেন, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা, আমাদের এমন খাদ্য নেওয়া উচিত যা আমাদের বর্তমান জীবনের উপযোগী। এজন্য ধন্য পল বললেন, *কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন* (২)। এতে তিনি দেখান যে, যখন আমাদের প্রভু স্বর্গ থেকে আসবেন, ভাবী জীবন প্রকাশ করবেন, ও আমাদের সবার সেই পুনরুত্থান ঘটাবেন যা থেকে আমরা

দেহে অমর ও প্রাণে অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব, তখন রহস্যগুলি ও দৃষ্টান্তগুলো ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী রূপে বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা খোদ বাস্তবতায় থাকব, সেজন্য যা ঘটবে, সেসম্পর্কে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমাদের আর কোন চিহ্ন দরকার হবে না।

এউখারিস্তিয়াই বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের প্রকৃত খাদ্য

৪। একইপ্রকারে যেমন এই জগতে দু’টো জিনিস আমাদের অস্তিত্ব দেয় তথা জন্ম ও খাদ্য, এবং জন্মগ্রহণে আমরা অস্তিত্ব পাই ও খাদ্য গ্রহণে আমাদের সেই অস্তিত্ব রক্ষা করি, কেননা যাদের জন্ম হয় তারা খাদ্যের অভাবে অবশ্যই মরবে, পুনরুত্থান থেকে যে আসন্ন জগতে আমরা জন্মলাভ করব সেই জগতেও তেমনি আমরা অস্তিত্ব পাব, ও অরম হয়ে উঠব বিধায় সেই অবস্থায় থেকে যাব। এজন্য ধন্য পল বললেন, *আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন বিলুপ্ত হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত* (৩)। এই জগতে আমরা আমাদের হাতের শ্রমের ফলেই খাদ্য যোগাই ও সেইভাবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করি, কিন্তু যখন সেই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা অমর হয়ে উঠব ও সেই স্বর্গীয় আবাস পাব, তখন আমাদের হাতের শ্রম জনিত খাদ্যের আর প্রয়োজন হবে না, কারণ সেসময় আমরা যে অমরতা প্রাপ্ত হব, সেই অমরতাই খাদ্য হিসাবে অনুগ্রহের গুণেই আমাদের অস্তিত্বশীল অবস্থায় রক্ষা করবে। এজন্য ধন্য পল আমাদের সেকালের আবাসকে ‘হাতে তৈরী-নয় আবাস ও স্বর্গে ঈশ্বরের আবাস’ বলেন।

৫। আমি যেমনটা বলেছি, সেই অনুসারে, এসমস্ত কিছু ভাবীকালে, সেই পুনরুত্থানে, আমাদের ঘটবে; এবং যেহেতু আমরা এখন দৃষ্টান্ত ও চিহ্নগুলোর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মে জন্ম পেয়ে আছি, সেজন্য আমাদের সেই একই দৃষ্টান্তগুলো অনুসারেই খাদ্যও পাওয়া উচিত যাতে, বাপ্তিস্ম থেকে যে অস্তিত্ব পাই তা রক্ষা করতে পারি। কেননা, যেমন প্রতিটি প্রাণী অন্য প্রাণী থেকে জন্ম নেয় ও সেই প্রাণীর দেহ থেকেই পুষ্টি যোগায় যে প্রাণী তাকে প্রসব করেছে, এবং ঈশ্বর আদিতে সৃষ্টজীবদের ক্ষেত্রে এমনটা

ব্যবস্থা করলেন যাতে, যত প্রাণী প্রসব করে, সেই প্রাণী যেন এমন খাদ্যের অধিকারী হয় যা সেগুলোর জন্য উপযোগী যেগুলো তা থেকে জন্মাল, তেমনি, একই প্রকারে, আমরা যারা দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি, সেই আমাদের পক্ষে এটা প্রয়োজন যে, আমরা তা থেকে খাদ্য যোগাব যা থেকে জন্ম নিয়েছি, এবং আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু, যখন পুনরুত্থান দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, তখন আমাদের কাছে সেই জন্ম দেখাল যা আসন্ন জগতে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসবে। এবং বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা যে জন্ম প্রাপ্ত হই (কেননা এই ইহলোকে দৃষ্টান্তেই আমাদের জন্ম হয়), সেই জন্মের পুষ্টি সম্পর্কে ধন্য পল এই কথাও বললেন, *আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি। কেননা মৃত্যুতে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে* (৪)।

৬। তিনি এটা দেখান যে, পুনরুত্থান আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যুতে প্রকাশিত হয়েছিল; এটাও তিনি দেখান যে, আমরা বাপ্তিস্ম দ্বারা দৃষ্টান্তে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হই যেন বিশ্বাস দ্বারা তাঁর মৃত্যুর ও তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। তাই, আমরা যেমন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা বাপ্তিস্মের জন্ম গ্রহণ করি, তেমনি দৃষ্টান্তে একটা খাদ্যও রয়েছে যা আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করি। ধন্য পল এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন যখন বলেন, *যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন* (৫)। তিনি এটা দেখান যে, অর্ঘ্যটা গ্রহণ করা ও রহস্যগুলিতে সহভাগিতা করাটা হল আমাদের সেই প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করা যা আমাদের জন্য পুনরুত্থান ও অমরতার আনন্দ অর্জন করে। কেননা আমরা যারা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা সাক্রামেন্তীয় জন্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে এই একই মৃত্যু দ্বারা অমরতার সাক্রামেন্তের খাদ্যও গ্রহণ করা সমীচীন। আমরা যা থেকে জন্ম গ্রহণ করেছি, তা থেকেই আমাদের পুষ্টি গ্রহণ

করতে হবে, কেননা প্রসবপ্রাপ্ত সকল প্রাণীর রীতিই যে, তারা তাদেরই থেকে পুষ্টি গ্রহণ করবে যারা তাদের প্রসব করেছে।

৭। এবিষয়ে আমাদের প্রভুও সাক্ষ্য দেন, কারণ রহস্যগুলি [অর্থাৎ এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত] সম্প্রদান বিষয়ে তিনি বললেন, *যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন* (৬)। আমাদের প্রভুও বললেন, *এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশে অনেকের জন্য পাতিত* (৭)। তিনি এটা বললেন, কারণ নিজের মৃত্যুতে তিনি সেই আসন্ন জগৎ আমাদের দান করলেন যেখানে সমস্ত পাপের ক্ষমা ঘটবে। আমাদের পক্ষে, রহস্যে অংশগ্রহণ কালে দৃষ্টান্তে তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগ স্মরণ করা উচিত যা থেকে আমরা ভাবী মঙ্গলদানগুলোর অধিকার ও পাপক্ষমা গ্রহণ করি। তাই, পবিত্র রহস্যগুলির খাদ্য তেমন পরাক্রমের অধিকারী ও তাদেরই জন্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যারা তা খায়, কেননা এজগতে আমরা এখন চিহ্নগুলো ও দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়েই আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করি।

৮। কিন্তু, যেমন আমরা এই জগতে চিহ্নগুলো ও দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়েই আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করি, তেমনি এটা দরকার যে, এসমস্ত চিহ্ন ও দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমাদের বর্তমান এই অবস্থার উপযোগী হয় যা থেকে আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করি। আমরা যেমন এমন জলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেছি যা এজগতে এতই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় যে আমরা জল ছাড়া রুটিও তৈরি করতে পারি না, তেমনি আমরা আমাদের খাদ্য জলের সঙ্গে মেশানো রুটি ও আঙুররসেও গ্রহণ করি যেহেতু এগুলো এই জীবনের জন্য উত্তমরূপে উপযোগী ও এই জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সুস্থির করে রাখে। যেহেতু আমরা এই জীবনে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ও তাতে আবশ্যকীয় ভাবে থাকবার জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা পাই সেই আত্মিক খাদ্যের উপযোগী দৃষ্টান্তগুলো দ্বারা যে-খাদ্য একদিন আমাদের অধিকার হবে, সেজন্য এসো, মনে মনে এটা ভাবি যে, তেমন খাদ্য থেকেই আমরা অমর হয়ে উঠব ও অমর হয়ে থাকব বলে প্রত্যাশা করি। এটাই সেই বিষয়গুলো যেগুলোর প্রত্যাশায় আমরা রহস্যগুলির এই পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করি।

সেই রুটি ও আঙুররস, যা প্রভুর দেহ ও রক্ত

৯। তবে এজন্যই প্রভু সেই রুটি ও সেই পানপাত্রও আমাদের কাছে সম্প্রদান করলেন, কারণ খাদ্য ও পানীয় দ্বারাই আমরা এখানে, এই ইহলোকে, আমাদের জীবনে এগিয়ে চলি; কিন্তু তিনি সেই রুটি 'দেহ' ও সেই পানপাত্র 'রক্ত' বললেন, কারণ যন্ত্রণা দেহকে প্রভাবিত করে, পীড়ন করে ও তা থেকে রক্ত ঝরায়। এই যে দু'টো বিষয় [তথা রুটি ও আঙুররস] দ্বারা তাঁর যন্ত্রণাভোগ সম্পন্ন হয়, তিনি সেই বিষয় দু'টোকে খাদ্য ও পানীয়ের নমুনা করে তোলেন যাতে অমরতা পর্যন্ত স্থায়ী সেই জীবনকে প্রকাশ করতে পারেন; তেমন অমর জীবন পাবার প্রতীক্ষায়ই আমরা এই রহস্যে যোগ দিই, কেননা এই রহস্য দ্বারাই আমরা বিশ্বাস করি সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর দৃঢ় প্রত্যাশার অধিকারী হব।

পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই সেই রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত হয়

১০। অতএব এটা ন্যায়সঙ্গত যে, যখন তিনি সেই রুটি সম্প্রদান করলেন তখন এমনটা বলেননি 'এ আমাদের দেহের দৃষ্টান্ত', কিন্তু বললেন, 'এ আমার দেহ', তেমনি ভাবে যখন তিনি পানপাত্র সম্প্রদান করলেন তখন এমনটা বলেননি, 'এ আমার রক্তের দৃষ্টান্ত', কিন্তু বললেন, 'এ আমার রক্ত'; কারণ তিনি ইচ্ছা করতেন, অনুগ্রহ গ্রহণ করার ফলে ও [পবিত্র] আত্মার আগমনের ফলে সেই উপাদান দু'টোকে আমরা সেগুলোর স্বরূপ অনুসারে গণ্য করব না, বরং সেগুলোকে আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত বলেই গ্রহণ করব। কেননা, আমাদের প্রভুর দেহও নিজের স্বরূপে অমরতার অধিকারী নয় ও অমরতা মঞ্জুর করার ক্ষমতার অধিকারীও নয়, কেননা পবিত্র আত্মাই সেই দেহকে তেমন ক্ষমতা দিলেন, ও মৃতদের মধ্য থেকে সেই দেহের পুনরুত্থান দ্বারাই সেই দেহ ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সংযোজন অর্জন করল, অমর হয়ে উঠল ও অন্যদের কাছে অমরতা মঞ্জুর করার কারণ হয়ে উঠল।

খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হল অনন্তকালীন খাদ্য

১১। এর ফলেই আমাদের প্রভু যখন বললেন, *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে* (৮), ও এমনটা দেখলেন যে, তিনি যা বলেছিলেন, ইহুদীরা সেবিষয়ে গজগজ করছিল ও সন্দেহ পোষণ করছিল ও এমনটা ভাবছিল যে, মরণশীল মাংস থেকে অমরতা গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন, তাদের সন্দেহ সরিয়ে দেবার লক্ষ্যে তিনি সাথে সাথে বললেন, *মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে* [ইত্যাদি] (৯), কেমন যেন তিনি বলতেন, আমার দেহ সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে, তা আপাততঃ তোমাদের কাছে সত্য মনে হয় না, কিন্তু, যখন তোমরা আমাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে ও স্বর্গে আরোহণ করতে দেখবে, তখন তোমাদের কাছে এটা নিশ্চিত হবে যে, এই কথা কঠিন ও মর্মান্তিক বলে বিবেচনা করতে হবে না, কেননা খোদ ঘটনাই তোমাদের নিশ্চিত করবে যে, আমি অমর স্বরূপে পেরিয়ে গেছি, কারণ আমি যদি তেমন স্বরূপে না থাকতাম, তাহলে স্বর্গেও আরোহণ করতাম না। এবং এসমস্ত কিছু কোথা থেকে আসবে তা বোঝাবার জন্য তিনি সাথে সাথে বলে চললেন, *আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়* (১০), তিনি কেমন যেন বলতেন, এসমস্ত কিছু জীবনদায়ী [পবিত্র] আত্মার স্বরূপ থেকেই তার কাছে [অর্থাৎ মাংসের কাছে] আসবে, এবং তাঁর দ্বারাই সেই মাংসকে নিজে অমর হতে ও অন্যদের অমরতা প্রদান করতে দেওয়া হবে। মাংস এসমস্ত কিছুর অধিকারী ছিল না, ফলত, অন্যদের কাছে নিজের স্বরূপ থেকেই তা দেবার অধিকারও রাখত না, কারণ মাংসের স্বরূপ কোন দান বা এধরনের কোন সাহায্য মঞ্জুর করতে নিজে থেকে সক্ষম নয়। সুতরাং, যখন জীবনদায়ী [পবিত্র] আত্মার স্বরূপ আমাদের প্রভুর দেহকে এমন বিষয় করে তুলল, সেই দেহের স্বরূপ আগে যার অধিকারী ছিল না, তখন, আমরা যারা সাক্রামেন্তীয় দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই আমাদের পক্ষেও সেই উপাদানগুলো এমনি রুটি ও পানপাত্র বলে নয় বরং খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত বলেই গণ্য করা উচিত, যার মধ্যে [তথা দেহ ও রক্তের মধ্যে] সেগুলো সেই পবিত্র আত্মার নেমে আসার দ্বারা রূপান্তরিত হল যাঁর দ্বারা সেগুলো তাদের গ্রহীতাদের জন্য তা-ই হয়ে উঠল যা, আমরা মনে করি, বিশ্বস্তদের জন্য আমাদের প্রভুর দেহ ও

রক্তের মধ্য দিয়ে ঘটে। এজন্য তিনি বললেন, *আমিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, ও আমিই সেই জীবন-রুটি* (১১); এবং তিনি যা রুটি বলতেন তা যে কি, তা দেখাবার জন্য তিনি বললেন, *আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস, জগতের জীবনের জন্য!* (১২)। যেহেতু আমরা এজীবনে রুটি ও খাদ্য দ্বারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখি, সেজন্য তিনি নিজেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবন-রুটি বললেন, কেমন যেন তিনি বলতেন, 'আমি সত্যিই জীবন-রুটি, ও তাদেরই কাছে অমরতা প্রদান করি যারা এই দৃশ্যগত দেহের মধ্য দিয়ে আমাতে বিশ্বাস রাখে, সেই যে দেহের খাতিরে আমি নেমে এসেছি ও যার কাছে সেই অমরতা মঞ্জুর করেছি যা এই দেহ দ্বারা তাদেরও কাছে প্রসারিত হবে যারা আমাতে বিশ্বাস রাখে'। যদিও তিনি বলতে পারতেন, 'আমিই জীবন দান করি', তবু তিনি তা বলেননি, কিন্তু বললেন, 'আমিই জীবন-রুটি', কারণ, যেহেতু যে অমরতার প্রতিশ্রুতি আমরা এখানে পাচ্ছি সেই প্রত্যাশিত অমরতা রুটি ও পানপাত্রের মধ্য দিয়েই সাক্রামেন্তীয় দৃষ্টান্তগুলোতে উপস্থিত, সেজন্য আমাদের সেই দৃষ্টান্তকেও শ্রদ্ধা করতে হবে যা তেমন নামকরণের যোগ্য হল। এই দানগুলো জ্ঞাত করার লক্ষ্যে তিনি নিজেকে রুটি বললেন, কিন্তু তিনি এটাও চাইলেন যে, এখানে, নিম্নলোকের এসমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা নির্দ্বিধায়ই সেই মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করব যা বর্ণনার অনেক বেশি ঊর্ধ্বে।

১২। কেননা, যেহেতু আমরা খাদ্য হিসাবে সেই রুটি গ্রহণ করি যা নিজের স্বরূপে সেই ধরনের [অর্থাৎ জীবনের] কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার সামর্থ্য পেয়েছে যেহেতু ঈশ্বর নিজের আজ্ঞাগুলোতে রুটিকে তেমন গুণ প্রদান করলেন, সেজন্য এসবকিছু ভেবে আমাদের অবশ্যই এতে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত হওয়া উচিত যে, আমরা সাক্রামেন্তীয় রুটি খাওয়ার মধ্য দিয়ে অমরতা লাভ করব। কেননা রুটি তেমন স্বরূপের অধিকারী না হলেও তবু তা যখন পবিত্র আত্মাকে ও তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করে তখন, যারা তা খায়, তাদের কাছে অমরতার আনন্দ দেবার সামর্থ্য লাভ করে। নিজের স্বরূপে তেমন প্রভাবের অধিকারী না হয়েও যখন রুটি ঈশ্বরের বিধি অনুসারে আমাদের এই জীবনে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ, তখন পবিত্র আত্মার নেমে আসাকে গ্রহণ করার পর অমরতা ধারণ করার লক্ষ্যে আমাদের সাহায্য করার জন্য

আরও কত না বেশি সমর্থ না হবে। রুটি নিজের স্বরূপের জোরে নয়, কিন্তু তার মধ্যে বিদ্যমান [পবিত্র] আত্মার প্রভাবেই তেমন কাজ করে, কেননা, রুটি যার দৃষ্টান্ত, আমাদের প্রভুর সেই দেহ হিসাবে [পবিত্র] আত্মার পরাক্রম দ্বারা অমরতা গ্রহণ করেছে ও অন্যকে এই অমরতা প্রদান করেছে, যদিও স্বরূপগত ভাবে রুটি অমরতার অধিকারী নয়।

১৩। সুতরাং, আমাদের প্রভু খুবই উপযোগী ভাবেই খাদ্য হিসাবে রুটি ও পানীয় হিসাবে সেই পানপাত্র বেছে নিলেন যা [জলের সঙ্গে] মেশানো আঙুররস ধারণ করে। পুরাতন নিয়ম আগে থেকেই রক্ত বলতে আঙুররস বোঝাত, যেমন, *পান করার মত তিনি তাকে দিলেন আঙুররসের রক্ত* (১৩); এবং অন্যত্র, *সে আঙুররসে ধুয়ে নেয় নিজের পোশাক, আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়* (১৪)। কিন্তু তিনি যে ঠিক আঙুররসই দান করলেন, তা তিনি নিজেই তখনই একেবারে সুস্পষ্ট করলেন যখন বললেন, *যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না* (১৫)। ঈশ্বরের রাজ্য বলতে তিনি পুনরুত্থান বোঝান, কেননা যারা আসন্ন জগতে মৃতদের মধ্য থিকে পুনরুত্থান করবে, তাদেরই মধ্যে তিনি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছেন। এবং যেহেতু ধন্য লুকের বাণীমত তিনি পুনরুত্থানের পরে তাদের সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়তে সহভাগিতা করতে যাচ্ছিলেন, সেজন্য উপরের কথা দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ সন্নিকট, ও সেই যন্ত্রণাভোগের আগে তিনি তাঁদের সঙ্গে কোন খাদ্য গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পরে, নিজের পুনরুত্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে খাবেন ও পান করবেন। এজন্য তিনি বললেন, ‘যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না’, তিনি কেমন যেন বলতেন, ‘আমার যন্ত্রণাভোগের আগে আমি তোমাদের সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় আর গ্রহণ করব না, কারণ সেই যন্ত্রণাভোগ সন্নিকট, কিন্তু যখন আমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করব, তখন খাব ও পান করব, এবং এতে আমি নতুন কিছুই করব। এবং যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করল ও খাবার ও পান করার জন্য নিজের স্বরূপে অমর হল, তার পক্ষে এ

প্রকৃতপক্ষে ‘নতুন কিছু’, কিন্তু আমি প্রকৃতির নিয়মের উপর চাপ দেব যাতে করে তোমরা আমার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী হও যে, আমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছি, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত এই আমিই, যাঁকে তোমরা আগে জানতে, সেই আমিই তোমাদের সঙ্গে খেয়েছি ও পান করেছি। যেহেতু তোমরা আমার পুনরুত্থান বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহে আক্রান্ত হবে, সেজন্য এটা দরকার যে, তোমাদের কাছে আমার পুনরুত্থান নিশ্চিত করার জন্য আমি প্রকৃতির নিয়মের উপর চাপ দেব ও এমন নতুন কিছু সাধন করব যা আগে কখনও হয়নি, অর্থাৎ অমর স্বরূপ ধারণ করার পর আমি খাব ও পান করব। আমার পুনরুত্থান সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান তোমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ তোমরা এই পুনরুত্থানের কথা অন্যদেরও কাছে শেখাবে’।

১৪। নিজের রক্তের দৃষ্টান্ত হিসাবে যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা তোমাদের কাছে পানপাত্রে দেওয়া হয়, তা যে আঙুররস, তা একজন এ থেকেও দেখতে পায় যে, তা জলের সঙ্গে মেশানো। এর কারণ এটা যে, তা সাধারণত এইভাবে পান করা হয়, অথবা একারণে যে, পানপাত্র [অর্থাৎ আঙুররস] জল দিয়ে ভেজানো উপযোগী ছিল যেহেতু রুটিও ইতিমধ্যে জলে ভেজানো হয়েছিল কারণ তা জলের সঙ্গে না মেশালে রুটি তৈরি করা সম্ভব নয়। আমরা যেমন বাপ্তিস্ম-জনিত জন্মের জন্য এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করলাম, তেমনি আমাদের খাদ্যের রহস্যের [অর্থাৎ রুটি ও আঙুররসের সাক্রামেন্তের] জন্য সেই একই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করি, কেননা, ধন্য পলের কথামত, যারা বাপ্তিস্মে আমাদের প্রভুর মৃত্যুর স্মৃতি পালন করে ও পবিত্র রহস্যগুলিতে অংশগ্রহণে তা স্মরণ করে, তাদের এই সাক্রামেন্তীয় দৃষ্টান্ত দু’টোর সঙ্গে তা-ই মেশানো দরকার ছিল যা আমাদের জন্য পবিত্র বাপ্তিস্ম-দানের সঙ্গে মেশানোর কথা, যা দ্বারা আমরা বিশ্বাস করি আমরা দৃষ্টান্তে নতুন জন্ম গ্রহণ করি। এটাই সেই রহস্যের পরাক্রম, এবং খাদ্য বা পানীয় হোক, এগুলোই সেই রহস্যের নমুনা ও চিহ্ন। এখন, তোমাদের সূক্ষ্ম শিক্ষালাভের লক্ষ্যে, তা কিভাবে হয়, তোমাদের সামনে এমনটা বলা উপযোগী।

১৫। ‘আমাদের সর্বোপরি এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, যা আমরা খাদ্যরূপে খাই, তা আমাদের সম্পাদিত একপ্রকার যজ্ঞ’। কেননা যদিও সেই খাদ্য ও পানীয়তে আমরা প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করি, ও যদিও আমরা ভাবি, এসবকিছু হল তাঁর যন্ত্রণাভোগের

স্মৃতিচিহ্ন যেহেতু তিনি বললেন *এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত* (১৬), তাসত্ত্বেও আমরা এই উপাসনাকর্মে কেমন যেন একটা যজ্ঞ সম্পাদন করি। ‘কেননা এটাই নূতন নিয়মের যাজকের ভূমিকা: তিনি এই যজ্ঞ অর্পণ করবেন, যা দ্বারা নূতন নিয়ম প্রকাশিত হয়েছিল’। তাই এটা স্পষ্টই একটা যজ্ঞ, যদিও তা নতুন কিছু নয়, অথবা কোনও বিশপের নিজেরই যজ্ঞও নয়, বরং [তা হল খ্রিষ্টের] সেই সত্যকার আত্মোৎসর্গের স্মৃতিচিহ্ন। যেহেতু বিশপ যা দৃষ্টান্তে সম্পাদন করেন, তা হল নানা স্বর্গেরই বিষয়গুলোর চিহ্ন, সেজন্য এটা দরকার যে, তাঁর সম্পাদিত এই যজ্ঞও সেই বিষয়গুলোর অভিব্যক্তি হবে, এবং তিনি স্বর্গে সম্পাদিত উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রতিমূর্তি সম্পাদন করবেন। কেননা আমাদের পক্ষে পুরাতন বিধানের বাইরে যাজক হওয়া ও যজনকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হত না যদি আমরা সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলোর প্রতিমূর্তির অধিকারী না হতাম। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সম্পর্কে ধন্য পল বললেন, *ইনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে যাজক হতেনই না, কারণ বিধান অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার মত লোক আছে। এরা কিন্তু এমন উপাসনা সংক্রান্ত কাজ করতে থাকে যা স্বর্গীয় বিষয়ের নকশা ও ছায়া মাত্র* (১৭)। একথা দিয়ে তিনি বলতে চান, বিধান অনুযায়ী সকল যাজক নিজেদের যজনকর্ম এই পৃথিবীতেই সম্পাদন করল যেখানে সমস্ত বিধান মরণশীল মানুষদের উপযোগী হওয়ার জন্য স্থাপিত হয়েছিল ও যজ্ঞগুলো যুক্তিক্ষমতা বিহীন এমন পশুগুলো সংক্রান্ত ছিল যেগুলো গলা কাটা-মৃত্যুতে চালনা করা হত: তাতে এটা দাঁড়ায় যে, সেগুলো পৃথিবীতে এই মরণশীল বসবাসের জন্যই উপযোগী ছিল। কেননা এটা স্পষ্ট যে, বিধানের সমস্ত নিয়ম ও অনুষ্ঠানরীতি কেবল আংশীকভাবেই উপযোগী ছিল। পরিচ্ছেদন, সাব্বাৎ, পর্বদিন, দিবসপালন ও খাদ্য-বাছাই: এসব কিছু মরণশীল স্বরূপের উপযোগী, ও এগুলোর একটাও অমর কোনও স্বরূপে স্থান রাখে না, ও যারা তেমন কিছু সম্পাদন করত, তাদের পক্ষে যুক্তিক্ষমতা বিহীন পশুদের যজ্ঞও উপযোগী নয়, কেননা এগুলো জবাই করা হয় ও যজ্ঞকর্মের সময়েই মারা যায়। কিন্তু [ধন্য পলের উপরের কথা অনুসারে,] আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে: তিনি যদি ‘পৃথিবীতে’ নিজে থেকেই ‘উপাসনা সংক্রান্ত এই কাজ’ সম্পাদন করতেন, তবে এটা দরকার হত যে,

তিনি সেই ঐশ্বরিক বিধান অনুসারেই যাজকত্ব সম্পাদন করবেন ও সেই উপাসনা সংক্রান্ত সেই কাজ এমন ভাবে সম্পাদন করবেন যা [মোশির] বিধানের অনুরূপ। নথুবা, তিনি যদি বিধান অনুযায়ী যাজকত্ব সম্পাদন না করতেন, তবে তিনি মহাযাজক হতে পারতেন না, কারণ তিনি ঈশ্বরের বিধান অনুসারে যাজকত্ব অনুশীলন করেননি। তথাপি, তিনি এখন নিজের যাজকত্ব পৃথিবীতে নয় স্বর্গেই সম্পাদন করেন, কেননা তিনি মরলেন, পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তিনি তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করলেন যা অনুসারে তিনি তাদের কাছে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে ও স্বর্গে আরোহণে অংশভাগিতা মঞ্জুর করবেন।

১৬। তিনি সত্যকার যাজকত্ব সম্পাদন করেন ও ঈশ্বরের কাছে নিজের যজ্ঞ ছাড়া অন্য যজ্ঞ অর্পণ করেন না, কেননা তিনি সকলের জন্য নিজেকে মৃত্যুতেও বিসর্জন দিলেন। তিনিই প্রথম হয়ে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন যাতে আমাদের বিরোধীদের ধ্বংস করতে পারেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক’রে ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন; আর সেখানে অপেক্ষা করছেন যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়। কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র অর্ঘ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন* (১৮)। তিনি ‘তাঁর শত্রু’ তাদেরই বলেন যারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ও তাদের বিনাশ আমাদের সিদ্ধতাপ্রাপ্তিতেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, কেননা মহাযাজকের ভূমিকা হল, প্রথমে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাওয়া, ও পরে, নিজের মধ্য দিয়ে বাকি সকলকে তাঁর কাছে আনা। ধন্য পল ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁকে মহাযাজক বলে অভিহিত করেন, কারণ তিনি বাস্তবেই তা ছিলেন যেহেতু তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনিই প্রথম স্বর্গে আরোহণ করলেন; এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন, ও নিজের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের কাছে থাকতে ও মঙ্গলদানগুলোর অংশীদার হতে মঞ্জুর করলেন। ধন্য পল বললেন, *আমাদের সকলের মহাযাজক হলেন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিনি বিধানের মহাযাজকেরা যেমন করত তিনি সেই অনুসারে স্বর্গীয় বিষয়ের নকশা ও ছায়ায় কেবাকর্ম সম্পাদন করেননি; তিনি বরং হলেন পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু*

স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয় (১৯), যাতে করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি স্বর্গীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করতে পারেন। তিনি 'পবিত্রধাম' শব্দ দিয়ে সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলো নির্দেশ করেন যেগুলোর মধ্যে বিপরীত ও নিন্দনীয় বলতে কিছুই নেই, এবং 'যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়' বাক্য দিয়ে তিনি স্বর্গীয় আবাস নির্দেশ করেন, কারণ বিধানের তাঁবু মানুষই স্থাপন করেছিল, কিন্তু স্বর্গ মানুষ নয়, ঈশ্বরই নির্মাণ করলেন, এবং সেবিষয়েই প্রেরিতদূত বললেন, খ্রিষ্টই সেটার সেবাকর্মী, যেহেতু তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন ও সেখানে আমাদের সকলের জন্য উপাসনাকর্ম সম্পাদন করেন, যেন নিজের প্রতিশ্রুতি মত, যেইভাবে হোক না কেন নিজের কাছে আমাদের আকর্ষণ করতে পারেন।

এজন্য তিনি অন্য পদে বললেন, *তিনিই ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন* (২০)। আমাদের পক্ষে 'কথায় করা' মিনতি যে তিনি 'অনুরোধ' বলেন, তা নয়, কারণ এই অনুরোধ 'কর্মেই করা', কেননা স্বর্গে তাঁর আরোহণ দ্বারা তিনি আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ রাখেন ও এতে ব্যস্ত আছেন, যাতে আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করি।

১৭। ধন্য পলের বাণী অনুসারে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যদি পৃথিবীতে নিজের যাজকত্ব অনুশীলন করে থাকেন তাহলে তিনি যাজক নন, যদি না তিনি বিধানের অনুষ্ঠানরীতি অনুসারেই নিজের উপাসনাকর্ম সম্পাদন না করে থাকতেন, কিন্তু, যেহেতু যাজকত্ব ও বিধানের সেবাকর্ম ঈশ্বর দ্বারা পৃথিবীতে ব্যক্ত করা হয়েছিল, সেজন্য এমনটা দরকার ছিল না যে, তা ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যাগ করা হবে ও বিকল্প অন্য একটা একই পৃথিবীতে স্থাপন করা হবে। তাই তিনি সত্যিকারে যাজক কারণ সেই স্বর্গে যাজকত্বের ভূমিকা পূরণ করেন যেখানে পার্থিব বিষয়গুলোর সঙ্গে কোন যোগাযোগ সম্পর্ক নেই, এবং এইভাবে কোন কলঙ্ক বিধানের যাজকদের কলঙ্কিত করে না। যেহেতু অন্য পদে এদের বিষয়ে বলা হয়, তারা মরণশীল ও পার্থিব মানুষদের মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু তিনি নিজের যাজকত্ব অমর ও স্বর্গীয় এমন বিষয়েই সম্পাদন করেন যা অনেক বেশি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট, সেজন্য এটা কি স্পষ্ট নয় যে, আমরাও পার্থিব কিছুর উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলনের জন্য নিযুক্ত যাজক হতে পারি না? কেননা এটা জানা কথা

যে, বিধানের যাজকত্ব পার্থিব ও মরণশীল মানুষদের উপযোগী, কিন্তু খ্রিষ্ট হলেন স্বর্গীয় বিষয়গুলোর মহাযাজক, ও তিনি এমনটা করবেন যাতে সময়মত আমরা সবাই স্বর্গে আরোহণ করি।

এউখারিস্তীয় খাদ্য অমরতার খাদ্যের দৃষ্টান্ত

১৮। এবং এই আমরা যারা, ধন্য পলের কথা অনুসারে (২১), তাঁর দ্বারা নতুন সন্ধিতে আহূত, সেই আমরা প্রত্যাশায়ই পরিত্রাণ ও মুক্তি গ্রহণ করেছি, ও যদিও সেই সবকিছু না দেখে থাকি, তবু সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে *আমরা দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করব বলে প্রত্যাশা করি। আমরা বিশ্বাসে চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়* (২২), কারণ আমরা এখনও বাস্তবতায় নই; এবং যেহেতু এখনও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যে নই, সেজন্য আমরা এখানে বিশ্বাসের দ্বারাই সহ্য করি, যতদিন না স্বর্গে আরোহণ করি ও আমাদের প্রভুর দিকে যাত্রায় পা না বাড়াই যেখানে আয়নায় ও ঝাপসা ঝাপসা নয় কিন্তু মুখোমুখিই দেখতে পাব। তথাপি, আমরা এই বিষয়গুলো পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে বাস্তবেই, ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে, গ্রহণ করব বলে প্রত্যাশা রাখি, এবং এখন কেবল বিশ্বাস দ্বারাই আমরা এই মঙ্গলবিষয়গুলোর প্রথমফলের কাছে এগিয়ে চলছি, তাঁরই কাছে যিনি আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট ও সেই সবকিছুর মহাযাজক যা আমাদেরই। আমাদের আজ্ঞা করা হয়, যেন ভাবী বিষয়গুলোর দৃষ্টান্ত ও রহস্যগুলি এই জগতে সম্পাদন করি, যাতে করে রহস্যগুলি-উপাসনাকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা এমন মানুষদের মত হয়ে উঠি যারা স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে, দৃষ্টান্তেই, প্রবেশ করি ও এইভাবে প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলোর নিশ্চিত অধিকার ও প্রত্যাশা অর্জন করি। যেমন সেটাই সত্যকার নতুন জন্ম যেটা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করব বলে প্রত্যাশা করি, এবং তাসত্ত্বেও আমরা এই নতুন জন্ম বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে চিহ্নে ও রহস্যে সম্পাদন করি; তেমনি সেটাই অমরতার সত্যকার খাদ্য যেটা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা স্বর্গে পাব বলে প্রত্যাশা করি, কিন্তু এখন আমরা সেই অমর খাদ্য খাই যা দৃষ্টান্তে হোক বা দৃষ্টান্তগুলোর খাতিরেই হোক পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা দৃষ্টান্তেই যেন আমাদের দেওয়া হয়।

১৯। এর ফলে এটাও প্রয়োজন ছিল যে, সেই মহাযাজকের একপ্রকার প্রতিমূর্তি পূরণ করা হবে, কেননা এই কারণেই এমন কেউ রয়েছে যাঁরা এই দৃষ্টান্তগুলোর উপাসনাকর্মে নিযুক্ত। নূতন নিয়মের যাজক হিসাবে যাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরা পবিত্র আত্মার নেমে আসার দ্বারা ও রহস্যের ‘সন্তানদের’ দৃঢ়ীকরণ ও শাসনের লক্ষ্যে রহস্যগুলির মধ্য দিয়ে এই সমস্ত কিছু সম্পাদন করেন যা, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বাস্তবে সম্পাদন করলেন ও বাস্তবে সম্পাদন করবেন। আরও, এজন্যই বিধানের যাজকেরা যেমন করত, সেই অনুসারে তাঁরা [তথা নূতন নিয়মের যাজকেরা] সবসময় নতুন নতুন যজ্ঞ উৎসর্গ করেন না। তাদের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তারা ঈশ্বরের কাছে বৃশ, ছাগ ও মেষের অসংখ্য ও ভিন্ন ভিন্ন বলিদান করবে, ও সেই অনুসারে তারা সবসময় নতুন নতুন বলি নিবেদন করত। প্রথম বলিগুলো জবাই হলে, মরলে ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে পর অন্যগুলো সবসময় সেগুলোর স্থানে বলি দেওয়া হত যেগুলো বহুদিন আগে জবাই করা হয়েছিল। কিন্তু নূতন নিয়মের যাজকেরা সর্বকালে ও সর্বস্থানে অবিরতই একই যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, কারণ সেই অনন্য বলি যা আমাদের জন্য উৎসর্গ করা হল, সেটা হল আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই যজ্ঞ যিনি আমাদের জন্য মৃত্যু মেনে নিলেন ও এই যজ্ঞের অর্ঘ্য দ্বারা আমাদের জন্য সিদ্ধতা অর্জন করলেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র অর্ঘ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন* (২৩)।

২০। তাই আমরা সর্বস্থানে, সর্বকালে ও সবসময় সেই যজ্ঞের স্মৃতি পালন করি, কারণ যতবার আমরা এই রুটি খাই ও এই পানপাত্র থেকে পান করি, ততবার আমরা প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করি যতদিন না তিনি আসেন (২৪)। তাই যতবার এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ-উপাসনাকর্ম সম্পাদন করা হয়, (এই উপাসনাকর্ম এমন যা সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট সাদৃশ্য ও যার সিদ্ধতা পূর্ণ হওয়ার পর খাদ্য ও পানীয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যার সহভাগিতার যোগ্য হয়ে উঠি), ততবার আমাদের মনে এই চিত্র চিত্রিত করতে হয় যে, আমরা ক্ষীণ ভাবে স্বর্গে আছি, ও বিশ্বাস দ্বারা আমাদের উপলব্ধি-শক্তিতে স্বর্গীয় বিষয়গুলো চিত্রিত করতে হয়, ও একইসময়ে ভাবতে হয় যে, যিনি স্বর্গে আছেন ও আমাদের জন্য মরলেন, সেই খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন ও

দৃষ্টান্তে এখন বলীকৃত হচ্ছেন। যা এখন পুনর্ঘটিত হচ্ছে, তথা, তিনি যে পুনরায় মরছেন, পুনরুত্থান করছেন ও স্বর্গে আরোহণ করছেন, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে সেই ঘটনাগুলো দর্শন করতে করতে আমরা সেই বিষয় দর্শনে চালিত হব যা আমাদের খাতিরে একসময় ঘটেছিল।

২১। যেহেতু আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন ও তাতে বাস্তবে আমাদের মহাযাজক হলেন, সেজন্য 'আমাদের ভাবতে হবে যে, যিনি এখন বেদির কাছে এগিয়ে চলছেন, তিনি সেই যাজকের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান'; তিনি যে নিজেকেই বলিদানে উৎসর্গ করছেন এমন নয়, এমনকি তিনি যে সত্যিকারে সেই মহাযাজক এমনটাও নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি [খ্রিষ্টের] সেই অনির্বচনীয় উপাসনাকর্মের প্রতিমূর্তি অনুশীলন করেন, এবং এই প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষীণ ভাবে সেই অনির্বচনীয় স্বর্গীয় বিষয়গুলোর, ও সেই চেতনাসম্পন্ন ও অশরীরী প্রতাপগুলোর নমুনা হয়ে দাঁড়ান। কেননা, সেই সকল অদৃশ্য প্রতাপ সেই ব্যবস্থার সেবা করলেন যা আমাদের কথা অতিক্রম করে ও যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট সম্পন্ন করলেন। ধন্য পল যেইভাবে বললেন, *তাঁরা সবাই সেবাকর্মে নিযুক্ত আত্মা, জীবনের উত্তরাধিকারী যাদের হওয়ার কথা, তাদের খাতিরে সেবা করতে প্রেরিত* (২৫)। সুসমাচার-রচয়িতা মথিও তখনই একই বিষয় দেখালেন যখন বললেন, *দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন* (২৬)। আমাদের প্রভু নিজেও একই বিষয় দেখালেন, তিনি বললেন, *তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন* (২৭)। এটাও একটা প্রমাণ যা সুসমাচার তাঁদেরই বিষয়ে লেখে যাঁরা আমাদের প্রভুর জন্মে গান করলেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (২৮), বা যাঁরা, যা ঘটেছিল, তা, তাঁর পুনরুত্থানে, নারীদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, বা যাঁরা, তাঁর স্বর্গারোহণে, প্রেরিতদূতদের কাছে তাই বুঝিয়ে দিলেন যা বিষয়ে সেই প্রেরিতদূতেরা অজ্ঞ ছিলেন। তাই এটা আবশ্যক যে, এখানেও, যখন এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম সম্পাদিত হয়, তখন 'এটাও ভাবতে হবে যে, পরিসেবকেরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর

উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান’: তাঁরা এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মের সেবাকর্মে নিযুক্ত হলেন পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহ দ্বারা যা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল।

২২। এজন্য আমরা সবাই খ্রিষ্টের সেবাকর্মী বলে অভিহিত, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাকর্মের গৌরব প্রকাশ করি* (২৯)। কিন্তু এই নাম তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত যাঁরা এই সেবাকর্ম সম্পাদন করেন, ও আমাদের মধ্যে ‘পরিসেবক’ বলে অভিহিত যেহেতু কেবল এই সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্যই তাঁরা নিযুক্ত, ও *সেই দূত ও আত্মাদের সেবাকর্মের* (৩০) সাদৃশ্য উপস্থাপন করেন।

২৩। ‘তাঁরা এমন ভূষণেও ভূষিত যা এই বাস্তবতার উপযোগী, কেননা তাঁদের বাইরের পোশাক তাঁদের চেয়ে উৎকৃষ্ট’, কেননা তেমন ভূষণ তাঁদের সেবাকর্মের বিষয়বস্তুর উপযোগী। ‘তাঁরা বাঁ কাঁধে এমন একটা উত্তরীয় রাখেন যা দু’ দিকে ঝোলে’, অর্থাৎ সামনে পিছনে সমানভাবে ঝোলে; এটা একটা লক্ষণ যে তাঁরা দাসত্বের নয় বরং স্বাধীনতার পরিচর্যা করছেন, কেননা তাঁরা এমন বিষয়ের পরিচর্যা করছেন যা তাদের সবাইকে স্বাধীনতায় চালনা করে যারা ঈশ্বরের মহৎ গৃহের তথা মন্ডলীর যোগ্য। তাঁরা সেই উত্তরীয় এমনভাবে ঘাড়ে লাগান না যার জন্য তা উভয় দিকে কেবল সামনেই ঝোলে, কারণ গৃহে সেবাপ্রদানকারী এমন কেউ নেই যে তেমন ভূষণ পরিধান করে; বরং, যারা নিজেদের প্রভু ও যেকোন প্রকার দাসত্ব থেকে বহু দূরবর্তী, তারাই মাত্র সেই ভূষণ সেইভাবে পরিধান করে; কিন্তু পরিসেবকেরা তা কাঁধে রাখেন কারণ তাঁরা সেবাকর্মের জন্য নিযুক্ত। সেই উত্তরীয় হল সেই স্বাধীনতার একমাত্র চিহ্ন, যে স্বাধীনতায় খ্রিষ্টে বিশ্বাসী এই আমরা সবাই আহূত হয়েছি; এবং আমরা ‘ঈশ্বরের সেই গৃহে’ যাবার জন্য ও তাতে থাকতে আগ্রহী, *যে গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি* (৩১), যেইভাবে ধন্য পল বলেন। এবং যা কিছু সেই গৃহে সম্পাদিত, তাঁরা স্পষ্টভাবে সেটার সেবার জন্য নিযুক্ত।

২৪। যেহেতু আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা সম্পাদিত সবকিছুই ভয়ঙ্কর, এবং যেহেতু আমরা আসন্ন জগতেই সেইসব কিছুর পূর্ণ সিদ্ধি প্রত্যাশা করি, সেজন্য আমরা এখন তা কেবল বিশ্বাসেই গ্রহণ করি, ও এজগতে ক্রমশ এমনভাবে অগ্রসর হই যে,

সেইগুলোর কোন কিছুতেই বিশ্বাস থেকে পথভ্রষ্ট হই না। ব্যাপারটা এমনটা হলে, তবে, রহস্য সংক্রান্ত এই যে উপাসনাকর্ম আমাদের ভাবী বিষয়গুলোর দিকে চালনা করতে করতে, সেই উপাসনাকর্ম যা কিছু আমাদের কাছে ব্যক্ত করে, আমরা সেই সবকিছুতে বিশ্বাসে আবশ্যকীয় ভাবে দৃঢ়ীকৃত হই, কারণ সেটায় রয়েছে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের অনির্বচনীয় ব্যবস্থার প্রতিমূর্তি যেখানে আমরা সেই সমস্ত ঘটনার দর্শন ও ছায়া গ্রহণ করি যা একদিন ঘটেছিল। এজন্যই যাজকের মধ্য দিয়ে আমরা মনে মনে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টকে চিত্রিত করি কেমন যেন তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে দেখি যিনি নিজের আত্মবলিদান দ্বারা আমাদের ত্রাণ করলেন ও জীবন দান করলেন; এবং যা যা পরিবেশন করা হচ্ছে, যারা সেই বিষয়গুলোর পরিচর্যা করেন, সেই পরিসেবকদের মধ্য দিয়ে আমরা মনে *সেবাকর্মে নিযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো* (৩২) চিত্রিত করি যাঁরা সেই অনির্বচনীয় উপাসনাকর্মে পরিচর্যা করলেন। তেমন পরিসেবকেরাই এই যজ্ঞ বা এই যজ্ঞের দৃষ্টান্তগুলো বের করে আনেন ও সেই ভয়ঙ্কর বেদির উপরে তা সাজিয়ে রাখেন; যজ্ঞটা এমন যা, মনে যেভাবে চিত্রিত, সেইভাবে দেখতে দর্শকদের কাছে ভয়ঙ্কর বাস্তবতা স্বরূপ।

২৫। সেই দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে ‘আমাদের সেই খ্রিষ্টকে দেখতে হবে যিনি ইতিমধ্যে চালিত হয়ে যন্ত্রণাভোগের দিকে যান, অন্য সময় আমাদের জন্য বলীকৃত হবার জন্য তাঁকে বেদির উপরে প্রসারিত করা হয়’। এবং, যে অর্ঘ্য বেদির উপরে উপস্থাপন করা হবে, তা যখন পবিত্র পাত্রগুলোতে, সেই থালায় ও সেই পানপাত্রেই আনা হয়, তখন আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগের দিকে চালিত হচ্ছেন, কিন্তু ইহুদীদের দ্বারা নয় (কেননা আমাদের জীবন ও আমাদের পরিত্রাণের দৃষ্টান্তগুলোতে যে জঘন্য নমুনা স্থান পাবে তা অযৌক্তিক ও অনুচিত ব্যাপার), কিন্তু সেবাকর্মে নিযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর কাছে যা আমাদের চালিত করে, তা তো দৃষ্টান্ত। যখন পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগ সিদ্ধিলাভ করতে যাচ্ছিল, তখন সেই প্রতাপগুলোও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও নিজেদের সেবাকর্ম অনুশীলন করছিলেন। কেননা তাঁরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের গোটা ব্যবস্থার উদ্দেশে নিজেদের সেবাকর্ম ব্যতিক্রম ছাড়া সম্পাদন করলেন ও যন্ত্রণাভোগের সময়ে নিজেদের সেবাকর্ম

দ্বারা উপস্থিত ছিলেন যেহেতু তেমনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সম্পাদন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। ধন্য লুক এটা বলেন যে, যন্ত্রণাভোগ এগিয়ে আসছে এমন সময় আমাদের প্রভু গভীর চিন্তা ও ভয়ে আচ্ছন্ন হতে হতে *এক দূত তাঁকে শক্তি যোগাবার জন্য ও উৎসাহিত করার জন্য তাঁকে দেখা দিলেন* (৩৩); এবং যারা নিজেদের কণ্ঠ দিয়ে কুস্তিযোদ্ধাদের সাহস উত্তেজিত করতে অভ্যস্ত, তাদের মত সেই দূত তেমন খ্রিষ্মাভিষেকেই তাঁকে খ্রিষ্মাভিষিক্ত করলেন যাতে তিনি সহিষ্ণুতা সহকারে ব্যথা সহ্য করতে পারেন; এবং সেই দূত তাঁকে এটাও দেখালেন যে, যন্ত্রণাভোগ থেকে যে মঙ্গলদানগুলো নির্গত হবে, সেটার তুলনায় তাঁর যন্ত্রণাভোগ নগণ্য, কেননা তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর পরে তাঁর উপরে মহৎ গৌরব আরোপিত হবে, কেননা সেই মৃত্যু থেকে তিনি অগণন মঙ্গলদানের কারণ হয়ে উঠবেন যা মানুষ শুধু নয়, কিন্তু গোটা সৃষ্টিও উপভোগ করার কথা। তাই আমাদের এটা ভাবতে হবে যে, যাঁরা এখন এউখারিস্তীয় রুটি বহন করছেন ও অর্ঘ্যের জন্য তা উপস্থাপন করছেন, সেই পরিসেবকেরা *সেবাকর্মে নিযুক্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর* (৩৪) নমুনা হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু এই পার্থক্য রেখে যে, তাঁদের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে ও আমাদের এই স্মৃতিচিহ্নে তাঁরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টকে পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের দিকে চালনা করছেন না।

২৬। তাই, যখন তাঁরা সেই এউখারিস্তীয় রুটি আনেন, তখন যন্ত্রণাভোগের নিখুঁত পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে তা পবিত্র বেদিতেই রাখেন। তাতে আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনিই বেদিতে উপস্থিত, কেমন যেন, যন্ত্রণাভোগ করার পর তাঁকে সমাধিতে দেওয়া হয়। এজন্য ‘যে পরিসেবকেরা বেদির উপরে কাপড় বিছিয়ে দেন, তাঁরা [আমাদের প্রভুর] সমাধির ক্ষোম-কাপড়ের সাদৃশ্য উপস্থাপন করেন’, এবং এই কাপড়গুলো বিছিয়ে দেবার পর ‘যাঁরা বেদির দুই পাশে থাকেন ও পবিত্র দেহের উপরে সমস্ত বাতাস নাড়া দেন’ ও তা থেকে সমস্ত দূষিত বস্তু দূরে রাখেন, তাঁরাও এই জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে সেখানে শায়িত দেহের মহত্ত্ব প্রকাশ করেন: এ এমন অভ্যাস যা তখনও দেখা যায় যখন এজগতের উচ্চ ব্যক্তিত্বদের লাশ খাঁটিয়া করে বহন করা হলে ক’টা লোক সেই লাশের উপরে পাখা নাড়ায়। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, বেদিতে শায়িত দেহ সম্পর্কেও এটা এখানেও করা হয়, কেননা সেই দেহ পবিত্র, ভয়ঙ্কর, ও একেবারে

ক্ষয়শীলতা মুক্ত; এমন দেহ যা অল্পক্ষণের মধ্যে অমর স্বরূপে পুনরুত্থিত হবে। এজন্য এটা প্রয়োজন যে, যাঁরা এই সেবাকর্মে বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাঁরা এই দেহের চারপাশেই দাঁড়িয়ে পাখা নাড়াবেন, সেই দেহকে উপযোগী সম্মান দেখাবেন, ও তেমন জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে উপস্থিতজনদের কাছে সেখানে শায়িত পবিত্র দেহের মহত্ত্ব প্রকাশ্য করবেন।

২৭। কেননা পবিত্র শাস্ত্র থেকে একথা স্পষ্ট যে, দূতেরা সমাধিগুহার কাছের সেই পাথরের উপরে বসলেন, সেই স্ত্রীলোকদের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের সংবাদ জানালেন, ও তাঁর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থেকে গেছিলেন তাঁরই সম্মানার্থে যিনি সেখানে শায়িত ছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা সেই পুনরুত্থানের সাক্ষী হলেন যা তাঁদের দ্বারা সমস্ত মানবজাতির পক্ষে মঙ্গল বলে ঘোষণা করলেন, ও গোটা সৃষ্টির নবীকরণ বলেও প্রচার করলেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে*(৩৫)। তবে এটা কি সঠিক ছিল না যে, এক্ষেত্রেও পরিসেবকেরা দূতদের উপাসনাকর্মের সাদৃশ্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াবেন? যাঁরা আমাদের প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সময়ে অবিরাম এলেন, তাঁদেরই স্মরণার্থে তাঁরাও চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন ও পাখা দিয়ে বাতাস নাড়ান, ও সেখানে শায়িত সেই পবিত্র ও ভয়ঙ্কর দেহকে সম্মান ও আরাধনা নিবেদন করেন। এতে তাঁরা উপস্থিত সকলের কাছে সেখানে শায়িত বস্তুর মহত্ত্ব প্রকাশ্য করেন, ও দর্শক সকলকে এটাকে ভয়ঙ্কর ও সত্যিকারে পবিত্র বলে ভাবতে প্রেরণা দেন ও এটাও বুঝতে প্রেরণা দেন যে, এই কারণেই তাঁরা তা থেকে দূষিত বস্তু দূরে রাখে, ও পাখিদের জঘন্য আবর্জনাও সেটার উপরে পড়তে বা সেটার কাছে আসতে দেন না। তাঁরা এখন তাঁদের প্রথাগত নিয়ম অনুসারেই তা করেন এটা দেখাবার জন্য যে, যেহেতু সেখানে শায়িত দেহ উচ্চ, ভয়ঙ্কর, পবিত্র, ও ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে আপন সিদ্ধ সংযোজন গুণে সত্যিকারে প্রভু, সেজন্য তা মহাভয়েই স্পর্শ করা, দর্শন করা ও রক্ষা করা উচিত।

২৮। ‘এ সমস্ত কিছু হতে হতে নীরবতা সবার উপরে বিরাজ করে’, কারণ যখন উপাসনাকর্ম তখনও শুরু হয়নি, সেসময় থেকেই প্রত্যেকে তেমন মহৎ ও বিস্ময়কর বস্তুকে বের করে আনা ও বিছিয়ে দেওয়াটা শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ের সঙ্গে ও নীরব ও নিস্তব্ধ প্রার্থনার সঙ্গে সংদর্শন করবে। আমাদের প্রভু মৃত্যু গ্রহণ করার পর

প্রেরিতদূতেরাও চলে গেছিলেন ও মহৎ নীরবতা ও সীমাহীন ভয়ে একটা ঘরে থেকেছিলেন। সেই অবস্থা-পরিস্থিতিতে এমন অনির্বচনীয় নীরবতা বিরাজ করছিল যে, সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোও প্রতীক্ষিত পুনরুত্থানের প্রতি মনোযোগী হয়ে রইলেন যতক্ষণ না সেই ক্ষণ ঘনিয়ে এল যখন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করলেন: সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর জন্য সেই ক্ষণ হল অনির্বচনীয় ফুর্তি মাধুর্যের ক্ষণ। এবং যে স্ত্রীলোকেরা দেহটিকে সম্মান করতে এলেন, তাঁরা দূতদের মধ্য দিয়ে সেই পুনরুত্থানের নতুন সংবাদ পেলেন যা সবেমাত্র ঘটেছিল, এর ফলে যে শিষ্যেরা তাঁদের কাছ থেকে ঘটনাটা জানতে পেরেছিলেন, তাঁরা সবাই মিলে মহৎ আগ্রহের সঙ্গে সমাধিস্থানে ছুটে গেলেন।

২৯। এখন আমরা সদৃশ ঘটনাগুলো দ্বারা আমাদের প্রভুর স্মৃতির কাছে আকর্ষিত, ও যখন বেদির উপরে সেই অর্ঘ্য দেখি (এ এমন যা এটা দেখায় যে, তার মৃত্যুর পরে তা একপ্রকার কবরে রাখা হল), তখন উপস্থিত সকলের উপরে মহা নিস্তব্ধতা পড়ে। যা ঘটছে, যেহেতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্যও তাদের উচিত সেটার দিকে শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে লক্ষ রাখা, কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যাজকত্বের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত সেই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মে পুনরুত্থান করবেন ও সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতার সংবাদ প্রত্যেকের কাছে ঘোষণা করবেন। সেজন্যই আমরা অর্ঘ্যে আমাদের প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করি, কারণ তা সেই পুনরুত্থান ও সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো প্রকাশ্য করে।

৩০। ‘প্রথমে প্রার্থনাই আসে, নীরবে আর নয়, কিন্তু পরিসেবকের কণ্ঠেই তা ঘোষিত হয়’: তিনি এমন যিনি অবশ্যই জানবেন কীভাবে সঙ্কেত ও গির্জায় যা যা ঘটে সেই সব নির্দেশ করতে হয়। বাস্তবিকই, যা কিছু উপস্থিত সকলের উপযোগী, তা সেই পরিসেবকের ঘোষণা দ্বারাই জানানো হয় যিনি প্রত্যেককে সেই সমস্ত বিষয় আজ্ঞা করেন ও তা স্মরণ করিয়ে দেন যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমবেত জনদের করণীয় ও উপযোগী।

বিশপ প্রস্তুতি-অনুষ্ঠানরীতি শুরু করেন

৩১। তিনি নিজের এই উপযোগী সেবাকর্ম পূরণ করার পর, নিজের কণ্ঠে সবাইকে উদ্দীপিত করার পর, মণ্ডলীর সমাবেশের উপযোগী প্রার্থনা আবৃত্তি করার জন্য সবাইকে

প্রেরণা দেওয়ার পর, ও 'সবাই নীরব থাকতেই বিশপ প্রস্তুতি-অনুষ্ঠানরীতি শুরু করবেন', ও সবকিছুর আগে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন, কেননা ধর্মভক্তির পক্ষে যা কিছু সর্বোপরি অপরিহার্য, সেটার আগে তিনি অবশ্যই প্রার্থনা দ্বারা শুরু করবেন। কিন্তু এটা এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কেননা এই উপাসনাকর্মে আমাদের ঈশ্বরের সাহায্য দরকার, কারণ কেবল তিনিই তেমন কিছু সম্পন্ন করতে সক্ষম। ঈশ্বর মানুষের পরিত্রাণ ও মুক্তির জন্য যে সমস্ত মহৎ জিনিস যুগিয়ে দিলেন, সেই সমস্ত কিছুর জন্য আমাদের প্রভুর কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করার পর, এবং ঈশ্বর যে এই বিস্ময়কর রহস্যগুলি বিষয়ক জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন যা সেই অনির্বচনীয় দানের স্মৃতিচিহ্ন যা তিনি তাঁর যন্ত্রণাভোগ দ্বারা আমাদের উপর বর্ষণ করেছেন যেহেতু তিনি আমাদের সকলকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন বলে ও স্বর্গে আনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এসব কিছুরও জন্য আমাদের প্রভুর কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করার পর, বিশপ প্রার্থনাটা শেষ করেন।

৩২। তারপর, তাঁকে যে তেমন ভয়ঙ্কর রহস্যের সেবাকর্মী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে, এজন্য 'তিনি নিজের জন্য ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করবেন'; এটার সঙ্গে তিনি পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের জন্যও প্রার্থনা করবেন যাতে তাঁর দ্বারা তাঁকে এখন এই সেবাকর্মের মহত্ত্বের যোগ্য করা হয়, সেইভাবে যেভাবে তাঁকে তাঁর দ্বারা যাজকত্বের যোগ্য করে তোলা হল; এই উদ্দেশ্যেও তিনি প্রার্থনা করবেন, যেন তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে মন্দ বিবেক থেকে মুক্ত হয়ে ও কোন শাস্তি ভয় না করে এই সেবাকর্ম সম্পাদন করতে পারেন কেননা তিনি তেমন সেবাকর্মের মহত্ত্ব থেকে অসীমভাবেই দূরে থাকায় এমন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন যা তাঁর নিজের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ।

৩৩। এবং তিনি এই কথা বা সদৃশ কথা দিয়ে প্রার্থনা শেষ করার পর 'উপস্থিত সবাই বলবে, আমেন': এ শব্দ এমন যা সম্মতি বোঝায় ও যাজকীয় প্রার্থনাকে দৃঢ় করে তোলে; কেননা লেখা আছে, *তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে 'আমেন' বলবে?* (৩৬)। জনসমাবেশ এই শব্দ ব্যবহার করবে যাতে বিশপের প্রার্থনা ও ধন্যবাদ-স্তুতির সঙ্গে নিজেদের সম্মতি জানায়।

৩৪। জনসমাবেশ এই ‘আমেন’ কথাটা বলার পর ‘বিশপ এইভাবে প্রার্থনা করবেন, তোমাদের শান্তি হোক’ : যেকোন অনুষ্ঠান মণ্ডলীগত সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষভাবে এই যে ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তা এই সূত্র দিয়ে শুরু করা উপযোগী। ধন্য পলও তাঁর সমস্ত পত্রের শুরুতে ‘অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক’ সূত্রটা স্থান দিলেন। বিশপ আমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেন সেই সমস্ত মঙ্গলদানগুলো বিষয়ে যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের আনন্দের জন্য মঞ্জুর করা হল, যিনি আপন আগমনে সমস্ত যুদ্ধ বাতিল করে দিলেন, আমাদের বিরুদ্ধ যত ক্রোধ ও সংগ্রাম একেবারে ধ্বংস করলেন, ও আপন পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যু, ক্ষয়শীলতা, পাপ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ, অপদূতদের পীড়ন ও হয়রান থেকে আমাদের মুক্ত করলেন ও আমাদের সম্পূর্ণ রূপে অমর ও অপরিবর্তনীয় করে তুললেন, ও সেই স্বর্গে আমাদের তুলে নেবেন যেখানে তিনি আমাদের পূর্ণ সৎসাহস প্রদান করবেন ও ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে মহৎ বন্ধুত্ব ও সহভাগিতা আমাদের জন্য প্রস্তুত করবেন। ধন্য পল যে তাঁর সমস্ত পত্রের শুরুতে ‘অনুগ্রহ’ শব্দটা ‘শান্তি’ শব্দটার আগে লেখেন, তার কারণ এতেই রয়েছে যে, আমরা নিজেরা যে তেমন দান পাবার জন্য কিছুই করতে শুরু করেছি বা করেছি এমন নয়, বরং ঈশ্বরই নিজের অনুগ্রহেই সেই দান আমাদের প্রদান করেছেন।

৩৫। মণ্ডলীর আদি থেকে এমন বিধি রয়েছে যা অনুসারে, যাঁরা যাজকত্বের ভূমিকা পালন করার যোগ্য বলে গণ্য হলেন, তাঁরা মণ্ডলীগত অনুষ্ঠানে সম্পাদিত সমস্ত অনুষ্ঠানরীতিতে উপরোল্লিখিত বাক্য দিয়ে শুরু করেন, কেননা রহস্যের এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মের জন্য তেমন বাক্যের চেয়ে উপযোগী বাক্য নেই। বিশপ সকলের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন কারণ তিনিই এই সমস্ত মঙ্গলদান প্রকাশ্য করেন যার মধ্যে আমাদের প্রভুর মৃত্যুর স্মৃতি এই ঐশ্বরিক উপাসনাকর্ম হল সেগুলোর চিহ্ন ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এবং তিনি এজন্যও সবার শান্তি প্রার্থনা করেন, কারণ তাঁরই মধ্য দিয়ে সেই মঙ্গলদানগুলো ও সদৃশ মঙ্গলদানের মহত্ত্ব আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ‘তাতে উপস্থিত সবাই উত্তরে বলবে, তোমার আত্মারও শান্তি হোক’।

৩৬। তারা একই প্রার্থনা দিয়ে তাঁকে উত্তর দেন, যাতে বিশপের কাছে ও তাদের সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয় যে, কেবল তাদের পক্ষেই যে বিশপের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা দরকার আছে এমন নয়, কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষেও তাদের সকলের প্রার্থনা দরকার আছে। এজন্যই মণ্ডলীর আদি থেকে এমন বিধি রয়েছে যা অনুসারে মণ্ডলীর সমস্ত প্রার্থনায় বিশপগণের নাম জনসমাবেশের বাকি সকলের সঙ্গে পাশে পাশে উল্লিখিত। কেননা আমরা সবাই হলাম আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ ও আমরা সবাই হলাম একে অন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (৩৭), এবং বিশপ কেবল সেই অঙ্গের ভূমিকা পূরণ করেন যা দেহের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে উচ্চতর: যেমন চোখ (৩৮) বা জিহ্বা। বস্তুতপক্ষে, চোখ যেমন দেখে, তেমনি তিনি প্রত্যেকের কাজ দেখেন ও যাজকত্বের উপযোগী যত্ন সহকারে যাজকত্বের বিধি অনুসারে প্রয়োজনমত প্রত্যেককে চালনা ও শাসনও করেন; এবং জিহ্বা যেমন শব্দ উচ্চারণ করে, তেমনি তিনি প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেন; ও যেমন একটি অঙ্গ দাবি করে, নিজের দেহের যুক্ত অন্যান্য অঙ্গ নিজ নিজ ভূমিকা পালন করবে, ও এটার জন্য এটাই দরকার যে, অঙ্গগুলো সবই গঠনে সুস্থ ও নিখুঁত হবে যাতে সবগুলো প্রয়োজন মত নিজ নিজ ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে, তেমনি মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত বিশপের পক্ষেও আপন সেবাকর্মে সুস্থ হওয়া দাবীকৃত, যাতে করে তাঁর কাছে দাবীকৃত সেই শুভকর্ম ও যাজকত্বের সুস্থতা দেখাবার পর তিনি যার অধিকার রাখেন নিজেকে সেই সম্মানের যোগ্য দেখাতে পারেন ও সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্যের প্রয়োজন উপযোগী ভাবে ও সমীচীন ভাবে পূরণ করতে পারেন। এজন্যই তিনি উপস্থিত সবাইকে ‘শান্তি’ সম্ভাষণে আশীর্বাদ করেন ও প্রতিদানে তারা ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’ বলায় তিনি তাদের শান্তি-আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

৩৭। ‘তোমার আত্মারও শান্তি হোক’ বলায় তারা তাঁর প্রাণকে নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহকে নির্দেশ করে যা দ্বারা যারা তাঁর অধীন তারা এটা বিশ্বাস করে যে, পবিত্র আত্মাই তাঁকে যাজকত্বে আকর্ষণ করলেন, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, *তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচারে আমি [পবিত্র] আত্মায় যাঁর সেবা করি, [সেই ঈশ্বর] …* (৩৯); কেমন যেন তিনি বলতেন, যাতে করে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের যে দান আমাকে মঞ্জুর করা হয়েছে, তার দ্বারা আমি যেন সুসমাচার-সেবাকর্ম পূরণ করতে পারি, ও তোমরা

সবাই যেন আমার আত্মার সঙ্গে যোগ দিতে পার: অর্থাৎ কিনা, আমি ঈশ্বর থেকে এমনটা পেয়েছি যেন এই কাজ ও সেটার সদৃশ কাজগুলো সম্পাদন করতে পারি, ও আমার আত্মার জন্য শান্তি পাইনি; অর্থাৎ কিনা, যারা পরের মঙ্গলের জন্য পবিত্র আত্মায় সেবা করে, তাদের পক্ষে যা দাবীকৃত, আমি তা পূরণ করতে পারিনি, কারণ যার আমার সহকর্মী হওয়ার কথা, সে অনুপস্থিত ছিল।

৩৮। 'তোমার আত্মারও শান্তি হোক' বাক্যটা ঠিক এই অর্থেই জনসমাবেশ দ্বারা বিশপকে সম্বোধন করা হয়, সেই বিধি অনুসারে যা মণ্ডলীর আদি থেকে রয়েছে, যার কারণটা এটা হল যে, যখন বিশপের জীবনাচরণ যথার্থ, তখন তা মণ্ডলীর দেহের জন্য লাভ, ও যখন বিশপের জীবনাচরণ পীড়িত, তখন তা সবার জন্য লোকসান। তারা সবাই প্রার্থনা করে যেন শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ তাঁকে মঞ্জুর করা হয় যাতে করে তিনি জনগণের প্রতি নিজের সেবাকর্ম পূরণের প্রচেষ্টা উপযোগী ভাবে ও সমীচীন ভাবে চালাতে পারেন। এইভাবে বিশপ পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের বাহুল্য থেকে আরও বেশি শান্তি অর্জন করেন, ও তা থেকে তাঁর দাবীকৃত কাজকর্মের জন্য সাহায্য গ্রহণ করেন, কারণ, অন্যান্য বিষয়ে যেমন, তেমনি উপাসনাকর্মেও তিনি দেখান, তিনি উপযোগী বিবেকের অধিকারী।

শান্তি-চুম্বন ও সেটার পরবর্তী অনুষ্ঠানরীতি

৩৯। তবে, যখন আশীর্বাদ তাঁর থেকে জনসমাবেশের কাছে যায় ও তা থেকে তাঁর কাছে ফিরে আসে, তখন 'বিশপ শান্তি দান করতে শুরু করেন; এবং মণ্ডলীর ঘোষক', তথা পরিসেবক, 'উদাত্ত কণ্ঠে আদেশ করেন যেন সবাই একে অন্যকে শান্তি দান করে', যাতে, বিশপ যা করছেন তারাও তা করতে পারেন, এবং এর ফলে, একে অন্যকে শান্তি দান করায় ও একে অন্যকে আলিঙ্গন করায় তারা যেন পারস্পরিক মনের মিল বিষয়ে ও পারস্পরিক ভালবাসা বিষয়ে একপ্রকার স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে পারে। আমরা প্রত্যেকে তাকে শান্তি দান করি যে আমাদের কাছাকাছি আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেকে একে অন্যকে শান্তি দান করি, কারণ যা ঘটছে তাতে এমন স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আমরা সবাই যারা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ হয়ে উঠেছি, সেই আমাদের

পক্ষে এক-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে মিল রয়েছে সেই মিলের অধিকারী হওয়া, পরস্পরকে ভালবাসা, পরস্পরকে সাহায্য ও সহায়তা করা, আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সবার সমস্যা বলে গণ্য করা, পরস্পরের দুঃখের সঙ্গে দুঃখ ভোগ করা, ও পরস্পরের আনন্দের সঙ্গে আনন্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪০। অবশ্যই, যেহেতু বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা এমন নতুন জন্ম গ্রহণ করেছি যা অনন্য, কেননা তা দ্বারা আমরা প্রাকৃতিক এমন অনন্য সংযোজনে পুনর্মিলিত হয়েছি, এবং যেহেতু আমরা সবাই সেই একই খাদ্য গ্রহণ করি যার মধ্যে একই মাংস ও রক্ত গ্রহণ করি, ও বাপ্তিস্ম-জনিত সেই সংযোজনে আরও বেশি দৃঢ়ভাবে মিলিত হই, সেই ভাবে যেভাবে ধন্য পল বললেন, *যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী* (৪০), সেজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, উপাসনাকর্মের রহস্যের দিকে এগোবার আগে শান্তিদানের নিয়ম পালন করব, কেননা সেটা দ্বারা আমরা আমাদের পারস্পরিক মিল ও পারস্পরিক ভালবাসার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করি। যারা অনন্য এক মণ্ডলীগত দেহের অঙ্গের ভূমিকা পূরণ করে, তাদের পক্ষে বিশ্বাসে ভাই এমন একজনকে শত্রু বলে গণ্য করা যে একই জন্ম দ্বারা সেই একই দেহের কাছে এগিয়ে গেছে, যাকে আমরা বিশ্বাস করি, সে আমাদের মত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের অঙ্গ, ও পবিত্র কমুনিয়ন-ভোজনপাট থেকে একই খাদ্যে সহভাগিতা করে, তা একেবারে উপযোগী নয়। এজন্য আমাদের প্রভু বললেন, *যে কেউ বিনা কারণে নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে* (৪১)। তাই, [শান্তিদানে] যা ঘটে, তা ভালবাসা-স্বীকার শুধু নয়, বরং একটা স্মৃতিচিহ্নও যে, যদি আমাদের এমনটা মনে হয়, বিশ্বাসে আমাদের এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু আছে, তাহলে আমাদের কাছ থেকে সমস্ত শত্রুভাব সরিয়ে দিতে হবে ও দূর করে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রভু কোন অবস্থায়ই অকারণ ক্রোধ থাকা উচিত নয় বলে আদেশ করার পর, যারা যেভাবেই হোক পাপ করে না কেন, তাদের প্রতিকার হিসাবে এটা দিলেন: তিনি বললেন, *তাই তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ অর্ঘ্য উপস্থাপন করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই অর্ঘ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে*

পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই অর্ঘ্য উৎসর্গ কর (৪২)। তিনি আজ্ঞা করেন, যে পাপ করেছে, সে যেন বিলম্ব না করে, তার বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে, তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, ও যাকে ক্রুদ্ধ করা হয়েছে সে যেন তার সঙ্গে প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত অর্ঘ্যটা উপস্থাপন না করে ও তার সঙ্গে যথাশক্তি পুনর্মিলিত হয়। কেননা আমরা সবাই বিশপের মধ্য দিয়ে অর্ঘ্য উৎসর্গ করি।

৪১। এবং তা উৎসর্গ করার জন্য যদিও তিনি একাই উঠে দাঁড়ান, তবু তিনি, জিহ্বার মত, গোটা দেহের জন্যই তা উৎসর্গ করেন। তাই, উৎসর্গীকৃত সেই অর্ঘ্য আমাদের সবার অধিকার, সেই একইভাবে যেভাবে তার অন্তর্নিহিত অনুগ্রহ সবার অধিকার, ও তা আমাদের সবার সামনে রাখা হয় যেন আমরা সমানভাবে তাতে সহভাগিতা করি। এই অর্থে ধন্য পল মহাযাজক সম্পর্কে বললেন, *তাঁকে যেমন নিজের জন্য, তেমনি সকলেরও জন্য পাপের ব্যাপারে বলি উৎসর্গ করতে হয়* (৪৩), তাতে তিনি দেখালেন যে, বিশপ সবার জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করেন ও তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় যেন তিনি নিজের জন্য ও জনগণের বাকি সকলের জন্য তা উৎসর্গ করেন।

তবে এটা অপরিহার্য যে, যে অপরাধ করেছে, যার প্রতি সে অপরাধ করেছে, সে তাকে যথাশক্তি প্রশমিত করে ও তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, সে কাছে থাকলে, তবে তাকে খ্রিষ্টের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে অনুশীলন করতে হবে, এবং লোকটা কাছে না থাকলে, তবে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিক, সে আগামী বার তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে, ও তেমনটা ক'রে সে অর্ঘ্যের দিকে এগিয়ে যাক। অন্যদিকে, যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, যে তার প্রতি অপরাধ করেছে, তাকে তার পুনর্মিলন গ্রহণ করতে হবে, কারণ যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, তাকেও সেই অপরাধীর প্রতি একই তৎপরতা দেখাতে হবে। এমনকি, নিজের মন থেকে সেই সমস্ত বিষয় সরিয়ে দিতে হবে যা বিষয়ে তার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, ও সেইসঙ্গে সে এই বচন মনে রাখবে, *তোমরা যদি মানুষদের তাদের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না* (৪৪)। তবে, আমাদের এই 'শান্তি' সম্ভাষণ এসব কিছুর একটা স্বীকার ও স্মৃতিচিহ্ন বলে ভাবা দরকার, যদি ধন্য পলের পদ্ধতিতে একটা চুম্বন দিয়ে আমাদের একে অন্যকে শান্তি প্রদান করি এবং যুদার

পদ্ধতিতে নয় যে আমরা মুখে একে অন্যকে চুম্বন করি ও সেইসঙ্গে বিশ্বাসে আমাদের ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ দেখাতে চেষ্টা করি।

৪২। ‘বিশপ প্রথমে নিজের হাত ধুইয়ে নেবেন, পরে, যাজকীয় শ্রেণির যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন, তাঁরা সবাই সেইমত করবেন’। এমনটা হাত পরিষ্কার করার খাতিরে করা হয় না, কেননা তেমনটা হলে তবে, কেউ কেউ তাদের কাজের কারণে হোক ও অন্য কেউ যে রহস্য গ্রহণ করতে যাচ্ছে সেটার কারণে হোক সবাই তা করতে বাধ্য হত, কিন্তু এই কারণে যে, অনুষ্ঠাতা-যাজকগণ সকলের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করেন, এবং এতে তাঁরা আমাদের সবাইকে এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে, যে রহস্য উৎসর্গ করা হয়, আমরা যেন সেটার কাছে পরিষ্কার বিবেকে এগিয়ে যাই। তাই, আমরা আমাদের থেকে বিশ্বাসে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্রোধ ও বিদ্বেষ সরিয়ে দিয়েছি ও দূর করে দিয়েছি, শান্তিদানের পরে এটা ঘোষণা ক’রে ও অপরাধের স্মৃতি মুছিয়ে দিয়ে আমরা মনে করতে পারি, আমরা আমাদের মলিনতা থেকে নিজেদের যথাসাধ্য মুক্ত করেছি।

৪৩। এসময়ে, পরিসেবকের দেওয়া সঙ্কেত অনুসারে সবাই উঠে দাঁড়ায় ও যা ঘটছে তা লক্ষ করে। ‘মণ্ডলীর ফলকে সেই জীবিত ও মৃতদের নাম পাঠ করা হবে’ যারা খ্রিষ্টের বিশ্বাসে গত হয়েছে, এবং এটা স্পষ্ট যে, যে ক’টা নাম উল্লেখ করা হয়, তাদের মধ্যে জীবিত ও গত সবাইকেই মনে মনে উল্লেখ করা হয়। এমনটা করা হয় যাতে সেবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা ঘটাল যার বর্তমান উপাসনাকর্ম, যা জীবিত ও মৃত সকলেরই জন্য ঐশ্বরিক সাহায্য স্বরূপ, তা [অর্থাৎ, যা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের সেই ব্যবস্থা ঘটাল] হল একটি স্মৃতিচিহ্ন। কেননা জীবিতেরা ভাবী প্রত্যাশার দিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু মৃতেরা প্রকৃতপক্ষে মৃত নয় বরং এমন নিদ্রায় নিমজ্জিত যে নিদ্রায় তারা সেই প্রত্যাশায় থাকে যার জন্য আমাদের প্রভু সেই মৃত্যু মেনে নিলেন যা আমরা এই রহস্যে স্মরণ করি।

৪৪। সেই নাম-ঘোষণা শেষ হলে ‘বিশপ উপাসনাকর্মের জন্য এগিয়ে আসবেন, ও সেইসঙ্গে মণ্ডলীর ঘোষক (অর্থাৎ সেই পরিসেবক যাঁর কণ্ঠ সেই সবকিছু স্পষ্ট করে যা উপস্থিত সবাই তাদের কাছে দেওয়া যাজকত্বের ‘চিহ্নাদি’ অনুসরণ করার জন্য করতে

বাধ্য) উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠবেন, অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ’। এতে তিনি প্রত্যেককে অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে উদ্দীপিত করেন, কেননা যা ঘটতে যাচ্ছে তা সঙ্ঘ সংক্রান্ত ব্যাপার। একটা সহভাগিতা-যজ্ঞ বলীকৃত হচ্ছে ও একটা সহভাগিতা-অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হচ্ছে, যারা উপস্থিত তাদের জন্য শুধু নয়, কিন্তু যারা অনুপস্থিত তাদেরও জন্য, ততদূর যতদূর তারা সেই বিশ্বাসে যোগ দিয়েছে যেখানে ঈশ্বরের মণ্ডলীতে তারা গণিত হয়েছে ও সেই মণ্ডলীতে জীবন সমাপ্ত করেছে। এটাও স্পষ্ট যে, আমরা যা ‘অর্ঘ্য নিবেদন করা’ ও ‘অর্ঘ্য বলিদান করা’ বলে অভিহিত করি, তা একই বিষয়, কারণ ভয়ঙ্কর একটা বলি বলীকৃত হচ্ছে, ও সেইজন্যই তা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হচ্ছে, যেইভাবে ধন্য পল এক স্থানে বললেন, *নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন*, ও অন্য স্থানে বললেন, *তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ করার মত তাঁর কিছু থাকবে* (৪৫)। এজন্যই আমরা [খ্রিষ্টের] সেই যজ্ঞের সাদৃশ্য ‘অর্ঘ্য’ ও ‘অর্ঘ্য আনাফোরা’ [তথা উৎসর্গ] বলে অভিহিত করি, ও এজন্যই সেই পরিসেবক অর্ঘ্য উপস্থাপন ক্ষণে বলেন, ‘অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ’।

৪৫। তাই, ‘প্রথেসিসের’ উপরে যা রাখা হয়, সবাই সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে প্রস্তুত হওয়ার পর ও যা বিষয়ে আমরা কথা বলে এসেছি সেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন হওয়ার পর (এ এমন যা অবশ্যই পবিত্র উপাসনাকর্মের অগে সম্পাদিত হওয়া দরকার ছিল ও যা তোমাদের শিক্ষা ও তোমাদের স্মৃতির জন্য অপরিহার্য), বিশপ প্রকৃত অর্ঘ্য-অনুষ্ঠান শুরু করেন। অনুষ্ঠানটা কেমন সম্পাদিত হয়, তা তোমাদের শেখা দরকার; কিন্তু, যেহেতু যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে তাতে সময়-মাত্রা পূর্ণ হয়েছে, সেজন্য আমি, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে, বিষয়টা অন্য দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখি; ও সবকিছুর জন্য, এসো, পিতা ঈশ্বর, ও তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, ও পবিত্র আত্মার গৌরবকীর্তন করি, এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৫ম কাতেখেসিস সমাপ্ত।

---

(১) ‘নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু)’: এ নির্দেশনাবলি বিশপ থেওদরসের লেখা নয়, তা বরং হল সেকালের প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশালেম, আলেক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওখিয়া, কনস্তান্তিনোপলিস ইত্যাদি প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই নির্দেশাবলি যা ভিত্তি ক’রে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিস প্রদান করেন। অন্য দিকে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন নিজ নিজ কাতেখেসিসে সেই নির্দেশনাবলি কখনও উল্লেখ করেন না। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, ‘নির্দেশাবলিটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন বেশি প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করছিল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, রক্ষণশীল নয় এমন বিশপগণের মতে কালোপযোগী ছিল না। কিন্তু বিশপ থেওদরস সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই তা পালন করতেন; এজন্য আমরা আজ, নির্দেশনাবলির ও বিশপ থেওদরসের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা পড়ে সময় সময় কেমন যেন বিস্মিত বোধ করি।
যেখানে বিশপ থেওদরস নির্দেশনাবলির কোন অংশ উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও নির্দেশনাবলিটা লাল রংগে চিহ্নিত।

(২) ১ করি ১১:২৬।

(৩) ২ করি ৫:১।

(৪) রো ৬:৩-৫।

(৫) ১ করি ১১:২৬।

(৬) ১ করি ১১:২৬।

(৭) মথি ২৬:২৬, ২৮।

(৮) যোহন ৬:৫৪।

(৯) যোহন ৬:৬২।

(১০) যোহন ৬:৬৩।

(১১) যোহন ৬:৪১, ৪৮।

(১২) যোহন ৬:৫১।

(১৩) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৪ পেশিত্তা পাঠ্য।

(১৪) আদি ৪৯:১১।

(১৫) মথি ২৬:২৯ দ্রঃ।

(১৬) মথি ২৬:২৪, ২৬ দ্রঃ।

(১৭) হিব্রু ৮:৪-৫।

(১৮) হিব্রু ১০:১২-১৪।

(১৯) হিব্রু ৮:২ ইত্যাদি দ্রঃ।

(২০) রো ৮:৩৪।

(২১) হিব্রু ৮:৬ দ্রঃ।

(২২) ২ করি ৭:৮, ৭ দ্রঃ।

(২৩) হিব্রু ১০:১৪।

(২৪) ১ করি ১১:২৬ দ্রঃ।

(২৫) হিব্রু ১:১৪ দ্রঃ।

(২৬) মথি ৪:১১।

(২৭) যোহন ১:৫১।

(২৮) লুক ২:১৪।

(২৯) রো ১১:১৩ দ্রঃ।

(৩০) হিব্রু ১:১৪ দ্রঃ।

(৩১) ১ তি ৩:১৫।

(৩২) হিব্রু ১:১৪ দ্রঃ।

(৩৩) লুক ২২:৪৩ দ্রঃ।

(৩৪) হিব্রু ১:১৪ দ্রঃ।

(৩৫) ২ করি ৫:১৭।

(৩৬) ১ করি ১৪:১৬।

(৩৭) ১ করি ১২:২৭; এফে ৫:২৭ দ্রঃ।

(৩৮) ‘চোখ’ : ‘বিশপ’ নামের অর্থই ‘যিনি দৃষ্টি রাখেন’।

(৩৯) রো ১:৯ দ্রঃ।

(৪০) ১ করি ১০:১৭।

(৪১) মথি ৫:২২ দ্রঃ।

(৪২) মথি ৫:২৩-২৪ পেশিত্তা পাঠ্য।

(৪৩) হিব্রু ৫:৩ দ্রঃ।

(৪৪) মথি ৬:১৫ দ্রঃ।

(৪৫) হিব্রু ৭:২৭; ৮:৩ দ্রঃ।

৬ষ্ঠ কাতেখেসিস

২য় মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস
(১৬শ কাতেখেসিস, অর্থাৎ মিসা বিষয়ক ২য় মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস)

এই কাতেখেসিস কেন্দ্র ক'রে উপাসনা-তত্ত্ব

পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে এউখারিস্তিয়া
  ১) প্রভুর পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে মিসার কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি
  ২) এপিক্লেসিস, পবিত্র আত্মা, ও পুনরুত্থান
  ৩) পাপক্ষমা বলে এউখারিস্তিয়া
স্বর্গীয় উপাসনা
  ১) স্বর্গদূতদের উপাসনায় ও মিসায়ও উচ্চারিত 'পবিত্র পবিত্র পবিত্র' স্তুতিবাদ
  ২) স্বর্গের অনুযায়ী জীবন
মণ্ডলীর সম্পাদিত রহস্যগুলি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক
সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা

পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে এউখারিস্তিয়া

যেমন ১৫শ কাতেখেসিসে রুটি ও আঙুররসের সঙ্গে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সম্পর্ক স্বতন্ত্রই দু'টো বিষয় বলে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি এই ১৬শ কাতেখেসিসে প্রভুর পুনরুত্থানও স্বতন্ত্রই দু'টো বিষয় দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।

১) প্রভুর পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে মিসার কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি

আগের কাতেখেসিসে বিশপ থেওদরস দেখিয়েছিলেন, কেমন করে পরিসেবকগণ ও 'প্রথেসিস' অনুষ্ঠানরীতি হল প্রভুর যন্ত্রণাভোগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্যদিকে আমরা দেখেছি, প্রভুর মৃত্যু তাঁর পুনরুত্থানকে লক্ষ করে, যার ফলে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের দৃষ্টান্ত হিসাবে এউখারিস্তিয়ার ভূমিকা হল পুনরুত্থানকেও দেখানো। এবিষয়ে বিশপ থেওদরস ১৫শ কাতেখেসিসে বলেছিলেন, প্রভুর মৃত্যুর কারণে মিসায় 'উপস্থিত সকলের উপরে মহা নিস্তব্ধতা পড়ে। যা ঘটছে, যেহেতু তা ভয়ঙ্কর, সেজন্যও তাদের উচিত সেটার

দিকে শান্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে লক্ষ রাখা, কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যাজকত্বের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত সেই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মে পুনরুত্থান করবেন ও সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতার সংবাদ প্রত্যেকের কাছে ঘোষণা করবেন। সেজন্যই আমরা অর্ঘ্যে আমাদের প্রভুর মৃত্যু স্মরণ করি, কারণ তা সেই পুনরুত্থান ও সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো প্রকাশ্য করে' (কাতেখেসিস ১৬:৯)।

'এটা আবশ্যকীয় যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট … পুনরুত্থান করবেন': একথা স্বীকার করা সহজ, কিন্তু উপাসনাকর্মে পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছুটা পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তা করতে গিয়ে বিশপ থেওদরস প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি পালন করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতি পালন করেন, অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করেন, এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতিতেই খুঁজে পান। তাঁর যুক্তি এ: প্রভুর দেহ থেকে তাঁর রক্ত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁর মৃত্যু নির্দেশিত; সুতরাং যখন রুটি ও আঙুররস আবার মিলিত হয়, তা যেইভাবে মিলিত হোক না কেন, তখন সেই মিলন পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরস পুনরুত্থানের প্রথম নমুনা হিসাবে রুটি ও পানপাত্রের উপরে আঁকা সেই ক্রুশের চিহ্ন উপস্থাপন করেন: যখন বিশপ রুটি দিয়ে রক্তের উপরে ও রক্ত দিয়ে রুটির উপরে ক্রুশের চিহ্ন করেন, তখন 'সেগুলো যুক্ত করবেন ও পুনরায় একত্রিত করবেন, যাতে সবাইকে দেখাতে পারেন যে, এই উপাদানদ্বয়, দু'টো হওয়া সত্ত্বেও তবু পরাক্রমে এক, ও এই উপাদানদ্বয় [অর্থাৎ এই রুটি ও আঙুররস] হল সেই মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিচিহ্ন যা আমাদের প্রভুর দেহ তখনই ভোগ করল যখন তাঁর রক্ত আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে পাতিত হয়েছিল: বিশপ তখনই এসমস্ত কিছু সম্পাদন করেন যখন সেগুলোর উপরে ক্রুশের চিহ্ন করেন ও সেগুলোকে যুক্ত ও মিলিত করেন' (কাতেখেসিস ১৬:১৫)।

এবিষয়ের ব্যাখ্যা সাথে সাথেই উপস্থাপিত: দেহটা পুনরায় রক্তের সঙ্গে এক, সেইভাবে যেভাবে খ্রিষ্টের দেহ যন্ত্রণাভোগের আগে অবিচ্ছিন্ন ছিল। বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা অনুসারে, অন্তিম ভোজে রুটির উপরে উচ্চারিত প্রভুর বাণী তাঁর যন্ত্রণাভোগকে নির্দেশ করে, ও পানপাত্রের উপরে উচ্চারিত বাণী যন্ত্রণাভোগের সেই তীব্রতা তুলে ধরে যা তাঁর রক্তপাত ঘটিয়েছিল: 'যখন আমাদের প্রভু সেই দেহ ও রক্ত প্রদান করলেন, তখন বললেন, 'এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত': বাক্যের প্রথম অংশে তিনি নিজের

যন্ত্রণাভোগ নির্দেশ করলেন, ও বাক্যের দ্বিতীয় অংশে তাঁর যন্ত্রণাভোগের তীব্রতা ও দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলেন, সেই যে যন্ত্রণাভোগে অনেক রক্ত পাতিত হল’ (কাতেখেসিস ১৬:১৬)। সুতরাং, বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রভু যিশু সেই রুটি ও সেই পানপাত্র নিজের যন্ত্রণাভোগের পূর্বচিহ্ন হিসাবে প্রদান করেছিলেন।

সেই রুটি ও সেই পানপাত্র কাকে ‘প্রদান’ করা হয়েছিল? তা সেই মণ্ডলীর কাছে প্রদান করা হয়েছিল যে-মণ্ডলী সেই ‘দু’টো’ তথা সেই রুটি ও পানপাত্র একইভাবে ব্যবহার করে: মণ্ডলীর ‘এই পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে আমরাও সেই দু’টো বেদিতে রাখি, যাতে যা পূর্বে ঘটেছিল তা নির্দেশ করতে পারি, ও এটাও যেন দেখাতে পারি যে, উভয়ই পরাক্রমে এক, যেহেতু দু’টোই সেই একজনেরই অধিকার যিনি যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন, অর্থাৎ দু’টোই আমাদের প্রভুর সেই দেহ নির্দেশ করে যা থেকে রক্তও পাতিত হল’ (কাতেখেসিস ১৬:১৬)।

বিশপ থেওদরসের যুক্তি তত স্পষ্ট নয় বৈকি; এমনকি রুটি ও পানপাত্রের উপরে সেই ক্রুশের চিহ্ন যে পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হতে পারে তাও মেনে নেওয়া কঠিন। বিশপ থেওদরসের পরবর্তী ব্যাখ্যা এরূপ, ‘এজন্য এটাই [মণ্ডলীর উপাসনার] নিয়ম যে, সঞ্জীবনী রুটি অল্প অল্প করে পানপাত্রে ফেলা হবে, যাতে দেখানো হয় যে, সেই দু’টো [অর্থাৎ দেহ ও রক্ত] অবিচ্ছেদ্য, পরাক্রমে এক, ও গ্রহণকারীদের একই অনুগ্রহ মঞ্জুর করে’ (কাতেখেসিস ১৬:১৭)। এই অনুসারে, রুটি ও পানপাত্রের উপরে করা ক্রুশের চিহ্নের মধ্য দিয়ে ও পানপাত্রে রুটি ফেলার মধ্য দিয়ে ঘটিত দেহ ও রক্তের একত্বই হল পুনরুত্থানের চিহ্ন। তবু, বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমাদের মতে রুটি ও পানপাত্র এখনও বিচ্ছিন্ন, সেই দু’টোর একত্বের চিহ্নটাও এখনও অপূর্ণাঙ্গ।

বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা অনুসারে সেই দু’টোর পূর্ণাঙ্গটা ‘নির্দেশাবলির পাঠ্যের’ পরবর্তী অংশে বর্ণিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সম্পন্ন হয়; তাই ‘নির্দেশাবলির পাঠ্যের’ সেই অংশ উদ্ধৃত করে ও তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন: ‘এজন্য এটাই নিয়ম [অর্থাৎ, উপাসনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলির নিয়ম] যে, সঞ্জীবনী রুটি অল্প অল্প করে পানপাত্রে ফেলা হবে’, যাতে দেখানো হয় যে, সেই দু’টো [তথা দেহ ও রক্ত] অবিচ্ছেদ্য, পরাক্রমে এক, ও গ্রহণকারীদের একই ও অনন্য অনুগ্রহ মঞ্জুর করে’ (কাতেখেসিস ১৬:১৭)। তাই পুনরুত্থানের চিহ্ন হল রুটি ও আঙুররসের মধ্যকার একত্ব যা উপরে উল্লিখিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সম্পন্ন।

এই পর্যায়ে আমরা মনে করতে পারতাম, রুটি ও আঙুররসের সেইভাবে ঘটিত একত্বের ভিত্তিতে পুনরুত্থানের দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান পূর্ণতালাভ করেছে। কিন্তু তা নয়, কেননা বিশপ থেওদরস প্রভুর পুনরুত্থান প্রকাশ করার জন্য আরেকটা বিষয় তুলে ধরেন; বিষয়টা হল রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানরীতি: 'বিশপ রুটি ছেঁড়েন, তবু কোন না কোন ভাবে নয়, কিন্তু তা এজন্যই করেন কারণ আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে আপন পুনরুত্থানের পরে তাঁর সকল অনুসারীকে দেখা দিয়েছিলেন' (কাতেখেসিস ১৬:১৭)। কিন্তু, পুনরুত্থিত প্রভু কি ভাবে দেখা দিয়েছিলেন? তিনি রুটি-ছেঁড়ার মধ্য দিয়েই দেখা দিয়েছিলেন (কাতেখেসিস ১৬:১৮)। বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা অনুসারে 'এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেন তিনি তাঁদের দেখাতে পারেন, তিনি পুনরুত্থান করেছিলেন; আরও, তিনি যেন তাঁর ঘটিত পুনরুত্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ও তাঁদের কাছে এ সংবাদ দিতে পারেন যে, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সেই মহৎ মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা করবেন' (কাতেখেসিস ১৬:১৭)। তাই, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণ অনুসারে, এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে রুটি-ছেঁড়াটা পুনরুত্থানেরও দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড়ায়।

উপসংহার: যে তিনটা অনুষ্ঠানরীতি 'আনাফোরা উৎসর্গ' শিরোনামের পরে আসে, সেই অনুষ্ঠানরীতি তিনটাই পুনরুত্থানের চিহ্ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়: রুটির উপরে ক্রুশের চিহ্ন করা ও সেই রুটিকে পানপাত্রে ফেলাটা, এ অনুষ্ঠানরীতি দু'টো যন্ত্রণাভোগের আগে খ্রিষ্টের দেহের একত্বের ভিত্তিতেই পুনরুত্থানের চিহ্ন; এবং রুটি-ছেঁড়াটা শাস্ত্রের ভিত্তিতেই পুনরুত্থানের চিহ্ন স্বরূপ। প্রথেসিস (অর্থাৎ অর্ঘ্য উপস্থাপন অনুষ্ঠানরীতি) যেমন ছিল খ্রিষ্টের মৃত্যুর চিহ্ন, তেমনি কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতির আগেকার অনুষ্ঠানরীতি হল তাঁর পুনরুত্থানের চিহ্ন। কিন্তু তবু প্রথেসিস ও কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি দু'টোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়, কেননা প্রথেসিসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা-বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জড়িত ছিল, কারণ প্রথেসিস ও কমুনিয়ন, এই অনুষ্ঠানরীতি দু'টোই ছিল স্বর্গদূতদের সেই উপাসনাকর্মের অনুকরণ যা নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল; কিন্তু কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি ক্ষেত্রে সেটার সাক্রামেন্তীয়তা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তথাপি, যা কিছু এতক্ষণে বলা হয়েছে, সেটার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রথেসিস যেমন, তেমনি পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুষ্ঠানরীতি তিনটাও সাক্রামেন্তীয় গুরুত্ব রাখে।

যা বাকি রয়েছে, তা হল অর্ঘ্য উৎসর্গের ভূমিকা ও সেই এপিক্লেসিসেরও ভূমিকা, সেই যে এপিক্লেসিসও পুনরুত্থান প্রকাশের প্রকৃত ক্ষণ বলে উপস্থাপিত (নিচে দ্রঃ)। শেষ কথা, বিশপ থেওদরস যতই চেষ্টা করেন না কেন, তবু সাক্রামেন্তীয় তত্ত্ব ক্ষেত্রে পাঠকদের মন সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেন না; তাঁর ব্যাখ্যার যুক্তি যে সময় সময় হালকা, তা তো স্বীকার্য।

২) এপিক্লেসিস, পবিত্র আত্মা, ও পুনরুত্থান

আনাফোরা তথা এউখারিস্তীয় প্রার্থনাতে একটা অংশ রয়েছে যা এপিক্লেসিস বলে পরিচিত। এপিক্লেসিস এমন আবেদন যেন পবিত্র আত্মা মিসা-অংশগ্রহণকারীদের উপরে ও অর্ঘ্যের উপরে নেমে আসেন: এক্ষেত্রেও বিশপ থেওদরস বলেন, এপিক্লেসিস হল প্রভুর দেহের পুনরুত্থানের অভিব্যক্তি: যখন এপিক্লেসিস উচ্চারিত হয়, তখন তা রুটির সঙ্গে তথা খ্রিষ্টের দেহের সঙ্গে জড়িত, এবং এইভাবেই পবিত্র আত্মা পুনরুত্থানকে প্রকাশ করেন। উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীতির ধারাবাহিকতার মধ্যে এটিই প্রভুর পুনরুত্থান-ক্ষণ: এটাই মিসা-অংশগ্রহণকারীদের জন্য অনুগ্রহের উৎস।

কাতেখেসিসের আগে উপস্থাপিত নির্দেশাবলির পাঠ্যে আমরা পড়ি, 'কিন্তু এটার পর থেকে, এই উপাসনাকর্মের গুণে এটাই উপযোগী যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন ও আমাদের সকলের উপরে তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবেন'। এই বাক্য 'পবিত্র পবিত্র পবিত্র' অংশটা ও সেই এপিক্লেসিসের মধ্যে স্থান পায় যা নির্দেশাবলির পাঠ্য অনুসারে হল এমন প্রার্থনা যা কেবল জনগণকেই লক্ষ করে, অর্ঘ্যকে লক্ষ করে না; অথচ বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা এমনটা সমর্থন করে যে, এপিক্লেসিস অর্ঘ্যকেও লক্ষ করে, এমনকি তিনি পবিত্র আত্মার কর্ম পূর্ণতর ভাবেই উল্লেখ করে এমনটা বলেন যে, এপিক্লেসিসের ফলে প্রভুর মরণশীল দেহ পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে উঠল (কাতেখেসিস ১৬:১২ দ্রঃ); তেমনটা হলে তবে এটাও দাঁড়ায় যে, রুটি ও আঙুররস অমরতার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে লক্ষণীয় হলে, তাহলে সেই রুটি ও আঙুররসও সেই পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করবে যিনি প্রভুর পুনরুত্থানের কারণ স্বরূপ (কাতেখেসিস ১৬:১২ দ্রঃ)।

তাই, 'কিন্তু এটার পর থেকে, এটা আবশ্যকীয় যে, যা কিছু ঘটছে, সেটার প্রভাবে আমাদের প্রভু এখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন ও আমাদের সকলের উপরে তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবেন': বিশপ থেওদরস নির্দেশাবলির পাঠ্য থেকে উদ্ধৃত একথা

পুনরায় উপস্থাপন ক'রে ব্যাখ্যা করে বলে চলেন, 'এটা অন্যভাবে ঘটতে পারে না, কেবল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের আগমনের দ্বারাই তা ঘটবে' (কাতেখেসিস ১৬:১১)। তাতে দেখা যাচ্ছে, নির্দেশাবলির পাঠ্যটা ও বিশপ থেওদরসের মন এক নয়: যেমন ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, নির্দেশাবলির পাঠ্য অনুসারে পবিত্র আত্মার কর্ম কেবল জনগণকেই লক্ষ করে, বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ অর্ঘ্যকেও লক্ষ করে। এর কারণ এটাই যে, বিশপ থেওদরস পবিত্র আত্মার সাক্রামেন্তীয় গুরুত্ব প্রভুর পুনরুত্থান ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার গুরুত্বের উপরে স্থান দেন (কাতেখেসিস ১৬:১১ দ্রঃ): যেহেতু প্রভুর পুনরুত্থান হল পবিত্র আত্মার কর্মের ফল, ও যেহেতু, প্রথেসিসের পরে এমনকি সেটার কারণেই অর্ঘ্যসমূহ তথা রুটি ও আঙুররস হল প্রভুর মৃত্যুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেজন্য, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণে, পবিত্র আত্মা অবশ্যই সাক্রামেন্তেও ক্রিয়াশীল আছেন ও প্রভুর পুনরুত্থান ঘটান।

যেমন উপরেও লক্ষ করেছি, বিশপ থেওদরসের এই ১৬শ কাতেখেসিসে প্রভুর পুনরুত্থান স্বতন্ত্রই দু'টো পদ্ধতি দ্বারা উপস্থাপন করা হয়, এর ফলে তাঁর ব্যাখ্যা যে দুর্বল, তা মেনে নেওয়া স্বীকার্য।

৩) পাপক্ষমা বলে এউখারিস্তিয়া

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর পুনরুত্থান উপস্থাপনে যেমন, তেমনি পাপক্ষমা বলে এউখারিস্তিয়াকে উপস্থাপনেও বিশপ থেওদরস স্বতন্ত্র দু'টো পদ্ধতিতে অবলম্বন করেন। প্রথম পদ্ধতি অন্তিম ভোজে প্রভুর উচ্চারিত বাণীকে কেন্দ্র করে; দ্বিতীয় পদ্ধতি সেই ধর্মতত্ত্বের উপরে নির্ভর করে যা স্বর্গদূতদের উপাসনাকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, ও নবী ইশাইয়ার সেই দর্শনলাভের উপরে নির্ভর করে যা স্বর্গদূতদের উপাসনাকর্ম বলে পরিচিত (কাতেখেসিস ১৬:৩৬ দ্রঃ)। পাপক্ষমা বলে এউখারিস্তিয়া বিষয়ক আলোচনায় পদ্ধতি দু'টো আরও স্পষ্ট; বাস্তবিকই পদ্ধতি দু'টোর সমন্বয় প্রথমত প্রভুর উচ্চারিত বাণীর উপরে নির্ভর করে যা অনুসারে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, তাঁর রক্ত পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে পাতিত হবে (কাতেখেসিস ১৬:৩৫ দ্রঃ), ও পরে নবী ইশাইয়ার দর্শনের উপরে নির্ভর করে যেখানে সেরাফ কয়লা নিয়ে তা নবীর ওষ্ঠে এনে বলেছিলেন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে, তোমার শঠতা ঘুচে গেল, তোমার পাপের ক্ষমা হল (কাতেখেসিস ১৬:৩৬ দ্রঃ)। তাতে নবী ইশাযার দর্শনলাভ পাপক্ষমা বলে এউখারিস্তিয়ার দৃষ্টান্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

স্বর্গীয় উপাসনা

১) স্বর্গদূতদের উপাসনায় ও মিসায়ও উচ্চারিত ‘পবিত্র পবিত্র পবিত্র’ স্তুতিবাদ

এউখারিস্তীয় আনাফোরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যা করতে করতে বিশপ থেওদরস সেই ‘পবিত্র পবিত্র পবিত্র’ স্তুতিবাদে পোঁছন যা পুরাতন নিয়মের একটা অংশের উপরে ভিত্তি করে, তথা, ইশাইয়ার পুস্তকে বর্ণিত দূতদের স্তুতিবাদ: ‘প্রশংসা ও গৌরব সর্বকালে ও সর্বজীবদের আগে দৃশ্য সৃষ্টজীবদের দ্বারা ও অদৃশ্য প্রতাপগুলোর দ্বারা এই অনন্তকালীন ও ঐশ্বরিক স্বরূপকে নিবেদিত হয়। তিনি (অর্থাৎ বিশপ) অন্য সৃষ্টজীবদের আগে সেই সেরাফগণের কথা উল্লেখ করেন যাঁরা সেই প্রশংসা নিবেদন করেন যা বিষয়ে ধন্য ইশাইয়া সেই দর্শনে জ্ঞাত হয়েছিলেন ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন ও যা এই জনসমাবেশে আমরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে গান করি, যার ফলে, অদৃশ্য সেই স্বরূপগুলো যা গান করছিলেন, আমরাও তা গান করি: ‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, প্রভু সাব্বাওথ্; স্বর্গমর্ত তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ’ (ইশা ৬:৩ দ্রঃ)। মিসায় উচ্চারিত স্তুতিবাদটা অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে নিবেদিত, কেমন যেন আমরা তাঁদের সঙ্গে সেই প্রশংসাগানে যোগ দিই: ‘এতে (অর্থাৎ সেই প্রশংসাগানে) আমাদের অভিপ্রায় তাঁদের অভিপ্রায়ের সমতুল্য, ও তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা স্বীকার করেন আমরাও সেইমত তা স্বীকার করি’, এবং তেমন স্তুতিবাদ ঈশ্বরের সম্মানার্থে নিবেদিত (কাতেখেসিস ১৬:৭ দ্রঃ)।

লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, আগেও যেমন বলা হয়েছিল, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর, ফলত বিশপ থেওদরসের ধারণায়, মণ্ডলীর উপাসনা স্বর্গদূতদের উপাসনার অনুকরণ করে না, বরং, যেহেতু খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্ম স্বর্গীয় চরমকালীন চিহ্নে চিহ্নিত (অর্থাৎ মণ্ডলী স্বর্গেও রয়েছেন), সেজন্য মর্ত মণ্ডলীর অভিপ্রায় ও স্তুতিবাদ স্বর্গদূতদের অভিপ্রায় ও স্তুতিবাদের সমতুল্য; অন্য কথায়, মর্ত মণ্ডলী খ্রিষ্টের মুক্তিকর্ম দ্বারা বিমুক্ত হওয়ায় প্রভুর প্রশংসাবাদে স্বর্গদূতদের অনুকরণ না করে বরং তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়: ‘কারণ আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থা আমাদের অমর ও অক্ষয়শীল হতে, ও তখনই সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করতে মঞ্জুর করল যখন, প্রেরিতদূতের কথামত (১ থে ৪:১৭) ‘আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে আমরা চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব’ (কাতেখেসিস ১৬:৭)। লক্ষণীয় বিষয়: বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্র ভিত্তিক, তথা থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের ১ম পত্র ও লুক ২০:৩৬

অনুযায়ী। যার অর্থ দাঁড়ায়: ঈশ্বরের স্তুতিবাদে মর্ত মণ্ডলী স্বর্গদূতদের অনুকরণ করে না, স্বর্গদূতগণও তাতে মণ্ডলীকে আহ্বান করেন না; না, বরং প্রভুর সাধিত মুক্তিকর্মই মণ্ডলীকে সেই 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' স্তুতিবাদ গান করতে সক্ষম করে তোলে। বিশপ থেওদরসের এই ধারণা আকজালেও মিসায় উপস্থিত, কেননা 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' বলার আগে অনুষ্ঠাতা বলেন, 'তাই (অর্থাৎ খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের ফলে আমরা) স্বর্গদূত ও মহাদূতগণের সঙ্গে, ও ঊর্ধ্বলোকের শক্তিসমূহ ও সমস্ত স্বর্গবাহিনীর সঙ্গে এক হয়ে তোমার গৌরবকীর্তন করি … পবিত্র, পবিত্র পবিত্র' ইত্যাদি জয়ধ্বনি।

সেই 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র', তিনি কে? মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসরণ করে বিশপ থেওদরস ঘোষণা করেন, পিতাই পবিত্র, পুত্রই পবিত্র ও পবিত্র আত্মাই পবিত্র; তাই সেই 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' ঐশ্বরিক ত্রিত্বকে নির্দেশ করে।

কিন্তু ত্রিত্ব তত্ত্ব ছাড়া বিশপ থেওদরস সাক্রামেন্ত বিষয়ক তত্ত্বও উপস্থাপন করেন: তাঁর ব্যাখ্যায় নবী ইশাইয়ার দর্শন খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি-ব্যবস্থা সংক্রান্তই দর্শন ছিল: 'তিনি (অর্থাৎ নবী ইশাইয়া) যে ভয়ঙ্কর দর্শন পেয়েছিলেন, তা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত ছিল, যে-ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ঐশ্বরিক গৌরবে পূর্ণ হওয়ার কথা, সেই দর্শনের উদ্দেশ্য এটাও ছিল, যেন আমরা ত্রিত্ব রহস্য শিখে নিই ও ধর্মশিক্ষা, বিশ্বাস-স্বীকার, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। এমনটা স্পষ্ট করার জন্য সেই সেরাফগণ উদাত্ত কণ্ঠে এই গীতিকা গান করলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, যাঁর প্রশংসায় স্বর্গমর্ত পরিপূর্ণ' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬)।

তেমন দর্শনের ফলে নবী ইশাইয়া মহা আতঙ্কে আতঙ্কিত, কেননা তিনি এতে সচেতন যে, মানব দুর্বলতা 'পাপে ও শঠতায় পূর্ণ। তাঁর এই সচেতনতার কারণেই 'সেরাফগণের একজন তাঁর কাছে প্রেরিত হলেন, বেদি থেকে চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা নিলেন ও তা তাঁর ওষ্ঠে এনে বললেন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে, তোমার শঠতা ঘুচে গেল, তোমার পাপের ক্ষমা হল' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬)। এবার বিশপ থেওদরসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, নবী ইশাইয়ার দর্শন কেমন করে মণ্ডলীর এউখারিস্তীয় উপাসনা ক্ষেত্রে উপযোগী করা যেতে পারে। তিনি ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন, 'বেদির উপরে কয়লা ছিল: এ সেই রহস্যের প্রকাশ, যে-রহস্য আমাদের কাছে সম্প্রদান করার কথা ছিল। সেই টুকরো কয়লা শুরুতে কালো ও ঠান্ডা ছিল, কিন্তু যখন তা আগুনে দেওয়া হল, তখন চকচকে ও গরম হল' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬)। তাই, কয়লার বেলায়

যা ঘটে, তা পবিত্র রহস্যগুলির বেলায় যা ঘটে সেটারই একটা দৃষ্টান্ত: কয়লা ও রহস্যের (অর্থাৎ সাক্রামেন্তের] মধ্যকার সংযোজন-সূত্র এতে প্রমাণিত যে,

১) কয়লা ও পবিত্র রহস্যগুলি, দু'টোই পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করে;

২) দু'টোই বেদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত;

৩) দু'টোই রূপান্তরিত হয় ('পবিত্র রহস্যের খাদ্য এটারই সদৃশ হওয়ার কথা, কারণ যা উপস্থাপন করা হল তা সাধারণ রুটি ও আঙুররস বলে গণ্য, কিন্তু পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা প্রভুর দেহে ও রক্তে রূপান্তরিত হয়, ও সেইভাবে আত্মিক ও অমর খাদ্যের পরাক্রম গুণেই রূপান্তরিত হয়' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬);

৪) দু'টোই ওষ্ঠে আনা হয়;

৫) দু'টোই ভয় জাগায়;

৬) নবী ইশাইয়ার দর্শনের সেই আগুন সেরাফগণের জ্বলন্ত কয়লা ও পবিত্র আত্মার মধ্যে সংযোজন ঘটায়: 'আমরাও যদি তেমনটা হতে (অর্থাৎ, নবী ইশাইয়ার মত পাপের কারণে বিবেকে আঘাতগ্রস্ত হতে) চেষ্টা করি, তাহলে এটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদের উপরে শুভকর্ম সাধনের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করবে, ও আগুন যেমন শেয়ালকাঁটা নিঃশেষিত করে, তেমনি সেই অনুগ্রহ আমাদের সমস্ত পাপ একেবারে আবৃত করবে' (কাতেখেসিস ১৬:৩৭)। এই ভিত্তিতে বিশপ থেওদরস এতে সুনিশ্চিত যে, সেই সেরাফ যেমন নবী ইশাইয়াকে শুচীকৃত করেছিলেন, তেমনি আমরাও এতে নিশ্চিত যে, 'আমরা যদি মনপরিবর্তন করি ও আমাদের পাপকর্মের বিষয়ে মনে দুঃখিত ও হৃদয়বিদারণে বিদীর্ণ হই, তবে পবিত্র রহস্যগুলিতে সহভাগিতা দ্বারা আমাদের অপরাধ একেবারে মুছিয়ে দেওয়া হবে' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬)।

তাই বিশপ থেওদরস নবী ইশাইয়ার দর্শনের মধ্য দিয়ে এটা ঘোষণা করতে ইচ্ছা করেন যে, এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত পাপক্ষমা দেবার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া এখানে সেই ধারণাও প্রমাণিত যা উপরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তথা, সেকালের অন্যান্য ঐশতত্ত্ববিদের বৈষম্যে বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণে মণ্ডলী স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের অনুকরণ করে না, বরং খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের ফলে মণ্ডলীর উপাসনাকর্ম স্বর্গীয় চরমকালীন চিহ্নে চিহ্নিত ও তাই বলে স্বর্গদূতদের উপাসনায় যোগ দিতেই সমর্থ।

২) স্বর্গের অনুযায়ী জীবন

এউখারিস্তীয় কমুনিয়ন বিষয়ে নিজের মন্তব্য প্রদান করার পর বিশপ থেওদরস খ্রিষ্টীয় জীবনের কথা বলেন: চরমকালীন তথা স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো অনুযায়ী গঠিত হলে তবে সেই জীবন আমাদের সাক্রামেন্তগুলির যোগ্য করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে, অবিবাহিত জীবন স্বর্গীয় জীবনের অনুকরণ স্বরূপ, এর ফলে তেমন জীবনই উত্তম। যেমন রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) ও চরমকালীন মঙ্গলদানগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত, তেমনি জীবনও সেই চরমকালীন মঙ্গলদানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই রহস্যগুলি ও জীবন নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত।

এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরসের যুক্তি এ: খ্রিষ্টবিশ্বাসী মানুষ রহস্যগুলির বিষয়বস্তু অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, যেহেতু রহস্যগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ, যেহেতু স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো পাবার প্রত্যাশায়ই মানুষ রহস্যগুলি গ্রহণ করে, সেজন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসী স্বর্গীয় জীবন তথা স্বর্গদূতদের মত জীবন যাপন করবে। যুক্তিটা পবিত্র শাস্ত্রের উপরে স্থাপিত, যা অনুসারে, ‘যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক’রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে।কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক’রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে’ [১ করি ৭:৩২-৩৩], যদিও একথা স্বীকার্য যে, এই বাণী কেবল অবিবাহিত জীবনধারণ সম্পর্কেই সম্পর্কযুক্ত; অন্যদিকে স্বর্গীয় জীবন বিষয়টা এর চেয়ে আরও বেশি ব্যাপাক, এবং বিশপ থেওদরস এবিষয়ে সচেতন। সেজন্য তিনি অবশেষে এটা বলেন যে, বিবাহিত যারা তারাও স্বর্গের অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে, কেননা তারাও সেই রহস্যগুলিতে সহভাগিতা করে যা স্বর্গীয় উপাসনাকর্মের অনুকরণ। তাই, বিবাহিত বা অবিবাহিত হোক খ্রিষ্টবিশ্বাসী স্বর্গীয় নমুনা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে: ‘যেহেতু আমরা এমন জগতের প্রতীক্ষায় রয়েছি যা অনন্তকালস্থায়ী, সেজন্য আসন্ন জগতের বিষয় অনুযায়ী জীবন স্থির করা একান্ত উপযোগী। একথা এই আমাদেরই জন্য বিশেষভাবে মঙ্গলকর ও উপযোগী যারা এই সাক্রামেন্তীয় খাদ্য খাই ও সেই বিষয়েরই দিকে চেয়ে আছি যেগুলোর প্রত্যাশায় পবিত্র রহস্যের সহভাগী হই’ (কাতেখেসিস ১৬:৩৩)।

মণ্ডলীর সম্পাদিত রহস্যগুলি ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক

বাপ্তিস্ম ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক ১২শ কাতেখেসিসের ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। এখানে এউখারিস্তিয়া ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি, বিশপ থেওদরস প্রভুর অন্তিম ভোজ ও এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন না; তিনি বরং এউখারিস্তীয় যজ্ঞ ও যন্ত্রণাভোগে প্রভুর সাধিত যজ্ঞের মধ্যকার সম্পর্কই ব্যাখ্যা করেন। এর অর্থ এ নয় যে তিনি প্রভুর অন্তিম ভোজ বিষয়ে কিছুই বলেন না, কেননা প্রভুর ভোজ বর্ণনাটা তিনি 'রহস্যগুলি সম্প্রদান' (কাতেখেসিস ১৫:৭) বলে চিহ্নিত করেন, যার অর্থ হল, প্রভুর ভোজ বর্ণনাটা হল 'একটা নমুনা সম্প্রদান করা'। কিন্তু এই 'নমুনাটা' বাহ্যিক অনুষ্ঠান নির্দেশ করে না, কেননা যেমন 'চিহ্ন' ও 'দৃষ্টান্ত' শব্দ দু'টো ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, শব্দ দু'টো স্বর্গীয় রহস্যের (সাক্রামেন্তের) বিষয়বস্তুকে বোঝায়, তেমনি 'নমুনা' শব্দ ক্ষেত্রেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য, তথা, 'নমুনা' শব্দটাও স্বর্গীয় রহস্যের (সাক্রামেন্তের) বিষয়বস্তুকে বোঝায় যেহেতু বিশপ থেওদরসের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে 'চিহ্ন', 'দৃষ্টান্ত', 'নমুনা' শব্দত্রয় ও সেটার ধারণার মধ্যে খোদ রহস্যটা (অর্থাৎ সেই রুটি ও সেই আঙুররস) অন্তর্ভুক্ত, যেইভাবে তিনি এই পদেও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন, 'তিনি এই রহস্য আমাদের দান করলেন, … ; যখন তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন আপন শিষ্যদের কাছে তা সম্প্রদান করলেন' (কাতেখেসিস ১৬:১০)।

তাই, প্রভু অন্তিম ভোজে যা সম্পাদন করলেন, তা এমন 'নমুনা' বলে পরিলক্ষিত যা তিনি নিজেই আপন মণ্ডলীর কাছে সম্প্রদান করলেন। ব্যাপারটা এত সত্য যে, বিশপ থেওদরস বলেন, 'এখন, যেহেতু উপাসনাকর্মটা যথেষ্টই এগিয়ে গেছে, আমাদের সেই প্রভুর পরম্পরা অনুসারে যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন হল সেই উপাসনাকর্ম, সেজন্য বিশপ রুটি ছিঁড়বেন' (কাতেখেসিস ১৬:১৮): তাতে বিশপ সূক্ষ্মরূপে তাই অনুকরণ করেন যা খ্রিষ্ট করেছিলেন, অর্থাৎ, বিশপ রুটি ছেঁড়েন যেহেতু যখন প্রভু রুটি ছিঁড়েছিলেন, তখন শিষ্যদের কাছে এমন নমুনা সম্প্রদান করেছিলেন যা অনুকরণ করার কথা।

কিন্তু এক্ষেত্রে এটাই জোর দিয়ে বলা দরকার যে, বিশপ থেওদরস সেই ‘নমুনাটা’ কেবল বাহ্যিক অনুকরণ বলে মনে করেন না অর্থাৎ, প্রভু অন্তিম ভোজে যা যা করেছিলেন আমরা যে তা অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ করব এমন নয়; বরং তিনি যা করেছিলেন, আমাদের সেটার অন্তর্নিহিত সত্যই অনুকরণ করতে হবে। তাই বিশপ থেওদরস অনুসারে, প্রভুর রুটি-ছেঁড়ায় যা অনুকরণ করা দরকার, তা হল সকলের জন্য প্রভুর আত্মোৎসর্গ: ‘সেজন্য বিশপ রুটি ছিঁড়বেন, সেইভাবে যেভাবে প্রথম হয়ে আমাদের প্রভুও করেছিলেন তাঁর সেই নানা দেখা দেওয়ার সময়ে; সময় সময় তিনি অমুকের কাছে ও সময় সময় তমুকের কাছে দেখা দিয়েছিলেন; ও এমনটা ঘটল যে তিনি সমবেত বহুজনকেও দেখা দিয়েছিলেন, যাতে সবাই তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে পারে’ (কাতেখেসিস ১৬:১৮)। সুতরাং, খ্রিষ্ট যা যা করেছিলেন তা সূক্ষ্মভাবে অনুকরণ করা আবশ্যক, কিন্তু তেমন অনুকরণ যথেষ্ট নয় যদি না আমরা তাঁর মনের গভীরতম অভিপ্রায়ও অনুকরণ না করি।

বিশপ থেওদরস বলেন, উপাসনাকর্মে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত, তা প্রকৃত যজ্ঞ, যেহেতু যজ্ঞটা হল সত্যকার যজ্ঞের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ তথা তাঁর যন্ত্রণাভোগেরই স্মারক চিহ্ন স্বরূপ; কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, কেননা যজ্ঞটাকে স্বর্গীয় বিষয়গুলোর দৃষ্টান্তও হতে হবে, কেননা সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলো যজ্ঞে নিহিত। এক্ষেত্রে তিনি বলেন ‘যেহেতু বিশপ যা নানা দৃষ্টান্তে সম্পাদন করেন, তা হল স্বর্গেরই বিষয়গুলোর চিহ্ন, সেজন্য এটা দরকার যে, তাঁর সম্পাদিত এই যজ্ঞও সেই বিষয়গুলোর অভিব্যক্তি হবে, এবং তিনি স্বর্গে সম্পাদিত উপাসনাকর্মের একপ্রকার প্রতিমূর্তি সম্পাদন করবেন’ (কাতেখেসিস ১৫:১৫)। সেই অনুসারে, উপাসনা কালে সম্পাদিত যজনকর্মের ভূমিকাই সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করা যা স্বর্গীয় উপাসনাকর্মে সম্পাদিত। দেখা যাচ্ছে, কাতেখেসিসে দীক্ষাপ্রার্থীদের যা শিক্ষণীয়, সেটার পাশে পাশে বিশপ থেওদরসের যা বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত তাও এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সেই বিশপকে স্মরণ করিয়ে দেন।

সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা

(এই আলোচনায় রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) বলতে কেবল বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াকে লক্ষ করে।)

বিশপ থেওদরসের রহস্যগুলি বিষয়ক গবেষণা বাস্তবতা দ্বারা চিহ্নিত। এর অর্থ হল, যা কিছু কোন রহস্যের (সাক্রামেন্তের) অংশ, তা অবশ্যই সেই রহস্যের স্বরূপের অধিকারী; উদাহরণ স্বরূপ: বাপ্তিস্মের যে স্বরূপ, বাপ্তিস্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীতিও সেই স্বরূপের অধিকারী; এর ফলে সাক্রামেন্তের ফল ও সেটার সমস্ত অনুষ্ঠানরীতিরও ফল সেই একই স্বরূপের অধিকারী।

বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া পরস্পরের সঙ্গে খুবই জড়িত; বাস্তবিকই দেখা যাচ্ছে, কাতেখেসিসে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সবসময় একটার পর একটা সম্পাদিত; এই কারণে যে, বাপ্তিস্ম হল জন্ম, ও এউখারিস্তিয়া হল খাদ্য।

এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরসের যুক্তি হিব্রুদের কাছে পত্রের উপরে নির্ভর করে, যা অনুসারে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা হল ঈশ্বরের সন্তান। এই ভিত্তিতে বিশপ থেওদরস প্রভুকে এমন জননী বলে চিত্রিত করেন যিনি আপন সন্তানদের খাদ্য দিতে নিবিষ্ট: সেই খাদ্য হল এউখারিস্তিয়া: খ্রিষ্ট 'পবিত্র বাপ্তিস্মে আমাদের সেই নবজন্ম মঞ্জুর করলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের তাঁর নিজের দেহ, তাঁর নিজের মাংস, ও তাঁর নিজের প্রথমজাত সন্তান করলেন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, 'এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন' [হিব্রু ২:১৩] ও প্রাকৃতিক মাতার সমতুল্য ভালবাসায় তিনি নিজের দেহ দিয়েই আমাদের পুষ্টিসাধনের যত্ন নিলেন' (কাতেখেসিস ১৬:২৫); বিশপ থেওদরসের একথা প্রথমত বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়ার মধ্যকার ঘনিষ্ঠ ধারাবাহিকতা তুলে ধরে, ও দ্বিতীয়ত এমন ধারণা উপস্থাপন করে যা অনুসারে এউখারিস্তিয়া বাপ্তিস্মকে দৃঢ়তর করে তোলে; তিনি সময়মত এসব কিছুতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা ও এউখারিস্তিয়ার চরমকালীন স্বর্গীয় ফলগুলো দেখাবেন।

আপাতত আসুন, বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বিশপ থেওদরসের সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা লক্ষ করি। তিনি বলেন, 'এর ফলে, যেহেতু এসমস্ত কিছু দৃষ্টান্তে ও চিহ্নে সম্পাদিত হয়, সেজন্য, এটা দেখাবার লক্ষ্যে যে, আমরা অসার চিহ্ন মাত্র নয় কিন্তু এমন বাস্তবতা ব্যবহার করি যেগুলো আমরা স্বীকার করি ও যা নির্দ্বিধায় বাসনা করি, ধন্য পল বললেন, 'আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে' (রো ৬:৫ দ্রঃ)। মণ্ডলীর যথার্থ পদ্ধতি অনুসারে, সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা শাস্ত্রের কথার উপরে দাঁড় করাবার পর বিশপ থেওদরস এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তু হল সেই পরিত্রাণদায়ী ঘটনা যা একদিন ঘটেছিল: প্রেরিতদূত পল 'আসন্ন বাস্তবতার উৎকৃষ্টতা দ্বারা সেটার

দৃষ্টান্তগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতার মহত্ত্ব দেখান; তবে, আসন্ন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত হল বাপ্তিস্ম: এটাই পবিত্র আত্মার সাধিত কর্ম' (কাতেখেসিস ১৪:৬)।

বাপ্তিস্মের ফল কম বাস্তব নয়: 'তুমি বাপ্তিস্ম-দানের কাছে এগিয়ে আসছ যাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে মরতে ও পুনরুত্থান করতে পার যাতে করে নতুন জীবনে পুনরায় জন্ম নিতে পার ও এর ফলে, এই চিহ্নগুলো দ্বারা সেগুলোর বাস্তবতার কাছে চালিত হওয়ার পর তুমি সত্যকার দ্বিতীয় জন্মের দৃষ্টান্ত সার্থক করবে। … সেজন্য সত্যিই মহৎ সেই রহস্য যা সম্পাদিত হচ্ছে, সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই চিহ্নগুলোর উৎকৃষ্টতা; তা বিশ্বাসের যোগ্য, ও নিঃসন্দেহে আমাদের সেই আসন্ন বিষয়গুলোতে সহভাগিতা প্রদান করবে' (কাতেখেসিস ১৪:৬)।

পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তে কার্যকারী প্রতাপ। তিনিই সাক্রামেন্তের বাস্তবতা ও পরিত্রাণদায়ী কার্যকারিতা নিশ্চিত করেন, কেননা নিজে থেকে জল তেমন কর্মফল ফলাতে অক্ষম। এজন্যই বিশপ থেওদরস আপন ধারণা চালিয়ে বাপ্তিস্ম-জলের সেই পবিত্রীকরণের কথা উপস্থাপন করেন যা পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা সাধিত: 'সেই ক্ষণে তুমি বিশপের আশীর্বাদে পবিত্রিত জলে নামবে, কেননা সাধারণ জলে নয়, কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের সেই জলেই তোমাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় যা তার উপরে কেবল পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দানকারী জল] হয়ে উঠতে পারে, অন্য ভাবে নয়' (কাতেখেসিস ১৪:৯)। বিশপ থেওদরসের সমর্থিত সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা এমন যা বাপ্তিস্ম-জলের বাস্তব রূপান্তর ধরে নেয়; তবেই সেই জল এমন গর্ভের ভূমিকা পালন করতে পারবে যে-গর্ভে নতুন জন্ম ঘটে।

এউখারিস্তিয়াও সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা দ্বারা চিহ্নিত। যেমন বাপ্তিস্ম ভাবী স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো আরোপণের মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম ঘটায়, তেমনি এউখারিস্তিয়াও সেই ভাবী স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো বিতরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীর পুষ্টিসাধন করে, কেননা, মাতার মত আমাদের যত্ন নেবার পর (উপরে দ্রঃ), খ্রিষ্ট 'আমাদের সামনে সেই দু'টো তথা সেই রুটি ও সেই পানপাত্র সাজালেন যা হল তাঁর সেই দেহ ও তাঁর সেই রক্ত যা দ্বারা আমরা অমরতার খাদ্য খাই' (কাতেখেসিস ১৬:২৫): অর্থাৎ, সেই রুটি ও সেই পানপাত্র আমাদের প্রভুর সেই দেহ ও রক্ত খেতে সক্ষম করে তোলে যা অমরতা দানকারী খাদ্য। ব্যাপারটা লক্ষণীয়, কেননা বিশপ থেওদরস রুটিকে শুধু খ্রিষ্টতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নয়, আত্মা-তত্ত্বের দিক দিয়েও লক্ষ করেন, কেননা যিনি চরমকালীন স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর দাতা, সেই পবিত্র আত্মা সেই রুটি ও সেই পানপাত্রও আমাদের দান

করেন। তাই এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বিশপ থেওদরসের দৃষ্টিকোণ অনুসারে, রুটি ও পানপাত্র হল খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, ও সেই দু'টোই আমাদের খাদ্য যা, যেহেতু খ্রিষ্টের দেহ পুনরুত্থিত, সেজন্য অমর; এর ফলে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত এমন খাদ্য যা অমরতা দান করে।

বিশপ থেওদরস বারে বারে এটা বলেন যে, সেই রুটি ও সেই আঙুররস পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই খ্রিষ্টের দেহে ও রক্তে পরিণত হয়: 'যা উপস্থাপন করা হয় তা সাধারণ রুটি ও আঙুররস, কিন্তু পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা দেহে ও রক্তে পরিণত হয় ও এর ফলে এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যাতে আত্মিক ও অমর খাদ্য হবার পরাক্রম লাভ করে' (কাতেখেসিস ১৬:৩৬)। আরও, 'কারণ সেই রুটি এক, ও সেই উপস্থাপিত রুটি যার মধ্যে রূপান্তরিত হয়, আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের সেই দেহ এক; এবং সেই রুটি কেবল পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমন মহৎ রূপান্তর পায়' (কাতেখেসিস ১৬:২৪)।

যেমন অতীতে পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টের দেহের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন, তেমনি তিনি আজ, যখন এপিক্লেসিস-ক্ষণে পবিত্র অর্ঘ্যের উপরে নেমে আসেন, তখন তিনি পুনরায় খ্রিষ্টের দেহের পুনরুত্থান ঘটান। অর্ঘ্যসমূহ যে খ্রিষ্টের দেহ-রক্তে পরিণত হয়, তাও এপিক্লেসিসের আর একটা ফল। এপিক্লেসিসের পরে সেই রুটি ও সেই আঙুররস খ্রিষ্টের সত্যকার দেহ ও রক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, এবং এর ফলে তা অমরতার স্মৃতিচিহ্ন বলে দাঁড়ায়: 'একইভাবে, এখনও, যখন পবিত্র আত্মা আসেন, তখন সেই আগত অনুগ্রহ গুণে একপ্রকার খ্রিস্মাভিষেক ঘটে যা, আমার বিবেচনায়, উপস্থাপিত সেই রুটি ও আঙুররস দ্বারা গৃহীত হয়। এজন্য আমরা বিশ্বাস করি, সেই রুটি ও আঙুররস স্বরূপে অমর ও অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয় খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, সেইভাবে যেভাবে পুনরুত্থানের পরে আমাদের প্রভুর দেহ হয়েছিল' (কাতেখেসিস ১৬:১২)।

অন্তিম ভোজ সংক্রান্ত ব্যাখ্যাও এমন সুযোগ সৃষ্টি করে যাতে সূক্ষ্মভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সেই রুটি ও আঙুররস হল প্রভুর দেহ ও রক্ত। সুসমাচারগুলোতে অন্তিম ভোজ বৃত্তান্তে প্রতিষ্ঠার বাণী যে ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা রাখে, মিসার আনাফোরায় উচ্চারিত প্রতিষ্ঠার বাণী একই ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা রাখে; ভূমিকাটা হল, সেই রুটি ও আঙুররস যা, তা ঘোষণা করা: 'তাই যখন বিশপ তা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত বলে ঘোষণা করেন, তখন তিনি এটা স্পষ্ট ভাবে দেখান যে, তা সেই পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা

হয়েছে ও তাঁরই দ্বারা তা অমর হয়ে উঠেছে, কেননা আমাদের প্রভুর দেহও খ্রিষ্মাভিষিক্ত হওয়ার পর ও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার পর ঠিক সেইভাবেই নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিল’ (কাতেখেসিস ১৬:২২)।

বিশপ থেওদরস ধরে নিচ্ছেন, কমুনিয়নের সময়ে উপস্থিত মণ্ডলী নিজেদের আরাধনার মনোভাব দ্বারা ‘এউখারিস্তীয় উপস্থিতিতে’ সত্যকার ও প্রকৃত বিশ্বাস-স্বীকার সম্পাদন করে; এবিষয়ে তাঁর পরামর্শ হল, খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করার জন্য তারা যে হাত দু’টো প্রসারিত করে, তেমন অঙ্গভঙ্গি তারা যেন আরাধনারই ভঙ্গি বলে গণ্য করে: ‘এতে সে একপ্রকার বিশ্বাস-স্বীকার উপস্থাপন করছে, তথা, সে রাজারই দেহ গ্রহণ করছে, তাঁরই দেহ গ্রহণ করছে যিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ সংযোজনের মধ্য দিয়ে সবার প্রভু হলেন’ (কাতেখেসিস ১৬:২৭)।

বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যা এটার উপরে ভিত্তি করে যে, যেহেতু খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণে পুষ্টিলাভ করে, সেজন্য সেই পুষ্টিলাভ বা পুষ্টিসাধন যে প্রকৃতপক্ষে কী, তা স্পষ্ট করা দরকার। তাঁর কথা এটা স্পষ্ট করে যে, কমুনিয়নে কোন শারীরিকতা হয় না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পরবর্তীকালে কেউ না কেউ, যেমন মধ্যযুগীয় ঐশতত্ত্ববিদ পাস্কাসিউস রাদ্বের্তুস এমনটা বললেন, ‘এউখারিস্তীয় কমুনিয়নে মানুষ শারীরিক ভাবেই খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা, এমনকি আরও সূক্ষ্মভাবে, তাঁর মাংস দ্বারা পুষ্ট হয়’। তাই, এক্ষেত্রে, বিশপ থেওদরস বলেন, পুষ্টিসাধনটা প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি ক্ষেত্রেই স্থিত: প্রভু ‘আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজেকে দান করেন, যাতে আমরা যথাসাধ্যই তাঁকে গ্রহণ করতে ও আলিঙ্গন করতে পারি ও এক একজনের তৃপ্তি অনুযায়ী তাঁর কাছে আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি। এইভাবেই আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত আমাদের পুষ্টিসাধন করে, ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপে রূপান্তরিত হবার প্রত্যাশা আমাদের অন্তরে সঞ্চার করে’ (কাতেখেসিস ১৬:২৬)।

কমুনিয়ন-গ্রহণকারী ব্যক্তি এই ক্ষণে যে মনোভাব গড়ে তুলবে, তা উপাসনা-পাঠ্য ভিত্তিক হওয়ার কথা নয়, বরং এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তু তথা খ্রিষ্টের দেহ সংক্রান্ত বিবেচনার উপরেই ভিত্তি করবে: ‘তাই এই স্মৃতিচিহ্নগুলির মধ্য দিয়ে ও সম্পাদিত এই রহস্যগুলি ও চিহ্নগুলির মধ্য দিয়েই আমরা সবাই মাধুর্যে ও মহৎ ফুর্তির সঙ্গে কেমন যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের কাছে এগিয়ে যাই ও যথাসাধ্য মাধুর্যে তাঁকে আলিঙ্গন করি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, ও আমরা তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগিতায়

পৌঁছব বলে প্রত্যাশা রাখি’ (কাতেখেসিস ১৬:২৬)। কিন্তু যদিও বিশপ থেওদরসের এই ‘প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি’ পদ্ধতি উপরোল্লিখিত পাস্কাসিউস রাদ্বের্তুসের ‘শারীরিকতা’ পদ্ধতির চেয়ে বাঞ্ছনীয়, তবু তাতে যে ‘অতিরিক্ত’ কিছুও রয়েছে, তা স্বীকার্য। বিশপ থেওদরসের ‘অতিরিক্ত’ সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা পরবর্তী উদাহরণে আরও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

বিশপ থেওদরসের বিবেচনায়, ‘পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের (হোন)’ (কাতেখেসিস ১৬:২২ ইত্যাদি) সূত্রটাই এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ সূত্র; এবং সূত্রটা যে একেবারে সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতায় পূর্ণ তাও বলা বাহুল্য। কিন্তু মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা ও ব্যবহা সঠিকভাবে লক্ষ করলে আমরা বিশপ থেওদরসের কমুনিয়ন-সূত্র ও পরম্পরাগত কমুনিয়ন-সূত্রের মধ্যকার পার্থক্য দেখতে পাই, কেননা পরম্পরাগত কমুনিয়ন-সূত্র হল ‘যা পবিত্র তা পবিত্রজনদের হোক’, অর্থাৎ ‘পবিত্র রহস্যগুলি পবিত্রজনদের হোক’, কিন্তু বিশপ থেওদরসের কমুনিয়ন-সূত্র হল ‘পবিত্রজন যিনি (অর্থাৎ খ্রিষ্ট) তিনি পবিত্রজনদের হোন’। তাতে বিশপ থেওদরস সাক্রামেন্ত ও সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তুকে এক বলে মনে করেন। এধরনের ‘অতিরিক্ত’ সাক্রামেন্তীয় ধারণা, অর্থাৎ ‘সাক্রামেন্ত ও সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তু এক’, মণ্ডলীর ইতিহাসে বারে বারে (সাধু আম্ব্রোজের লেখায়ও) দেখা দিয়েছে, এমনকি বর্তমানকালেও উপস্থিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাক্রামেন্ত ও সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তুর মধ্যে সুষ্ঠ ব্যবধান থাকা উচিত; সেই অনুসারে, রুটি সংক্রান্ত যথার্থ ঐশতাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল, সেই রুটি হল ‘খ্রিষ্টের দেহের সাক্রামেন্ত’, বা ‘এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তু হল খ্রিষ্টের দেহ’। যাই হোক, বিশপ থেওদরসের এসমস্ত কাতেখেসিসের মহত্ত্ব সত্যিকারে অনস্বীকার্য। এব্যাপারে, সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ‘বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিস’ এর ভূমিকায় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

শব্দার্থ

‘আনাফোরা’, অর্থাৎ অর্ঘ্য-প্রার্থনা

সূচী

এই কাতেখেসিস মিসার নানা অনুষ্ঠানরীতি ও অঙ্গভঙ্গি ব্যাখ্যা করে।

১: পরিসেবকের আহ্বানের পরে

২: বিশপ ‘আনাফোরা’ উৎসর্গ করতে শুরু করেন। তিনি জনগণকে আশীর্বাদ করেন;

৩-৪: ‘প্রারম্ভিক বন্দনা’: জনগণের সঙ্গে বিশপের সংলাপ।

৫: জনগণ নীরব থাকাকালে

৬-৯: বিশপ ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করেন: তিনি সেরাফগণের সেই ‘পবিত্র পবিত্র পবিত্র’ প্রশংসাবাদও ব্যবহার করেন যাতে জনগণও যোগ দেয়।

১০: ‘আনাম্নেসিস’: খ্রিস্টের সাধিত ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন:

১১-১২: ‘এপিক্লেসিস’: পবিত্র আত্মাকে আহ্বান তিনি যেন

- অর্পিত রুটি ও আঙুররসকে খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত করেন

১৩: • ও বিশ্বস্তদের একাত্মতা দৃঢ় করে তোলেন।

১৪: জীবিত ও মৃতদের জন্য প্রার্থনা।

১৫-১৬: রুটি-ছেঁড়া: পবিত্রীকৃত রুটি ও আঙুররস ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়; পরে সেই দু’টো যুক্ত ও একত্রিত করেন;

১৭-২০: ‘ইম্মিক্স্‌তিয়’: রুটি পানপাত্রের আঙুররসের সঙ্গে মেশানো হয়।

২১: যিনি অর্ঘ্য ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর জন্য প্রার্থনা।

২২: জনগণকে আশীর্বাদ, ‘পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]’ ঘোষণা।

২৩: ত্রিত্বে বিশ্বাস-স্বীকার।

২৪-২৮: কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি।

২৯: ধন্যবাদ-স্তুতি।

৩০: উপাসনাকর্মের মহত্ত্ব, ও যারা তাতে অংশ নেয় তাদের কাছে দাবীকৃত উপযোগী মনোভাব, অর্থাৎ

৩১: • ঈশ্বরের প্রতি বশ্যতা,

- অনিষ্ট থেকে দূরে থাকা,
- প্রতিবেশীর প্রতি দয়া দেখানো,

৩২: • স্বর্গীয় বিষয় লক্ষ করা।

৩৩-৩৫: এউখারিস্তিয়া ও মনপরিবর্তন: সাধারণ দুর্বলতা জনিত ত্রুটি;

৩৬-৩৮: জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে ইশাইয়ার ওষ্ঠ-শোধনের সঙ্গে আমাদের কমুনিয়নের তুলনা।

৩৯-৪০: অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে গুরু পাপকর্ম স্বীকার ও সেই ব্যক্তিদের দেওয়া চিকিৎসা।

৪১-৪৩: সাধু পলের দেওয়া সংশোধন-নিয়মবিধি।

৪৪: পাপীদের প্রতি মনপরিবর্তন সাক্রামেন্তের সেবাকর্মীর দয়া প্রকাশ। উপসংহার।

নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু) (১) : বিশপ 'আনাফোরা' উৎসর্গ করতে শুরু করবেন, ও সবকিছুর আগে জনগণকে এইভাবে আশীর্বাদ করবেন : 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক'। তাতে জনগণ তাঁকে উত্তর দিয়ে বলবে, 'তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুক'। বিশপ জনগণকে উদ্দেশ করে বলবেন, 'আত্মা উত্তোলন কর'। এবং জনগণ উত্তরে বলবে, 'তোমার প্রতি, হে প্রভু, তা উত্তোলিত'। বিশপ বলবেন, 'এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি'। এতে জনগণ উত্তরে বলবে, 'তা যোগ্য ও ন্যায্য'। বিশপ 'আনাফোরা' উৎসর্গ করতে শুরু করবেন ও সহভাগিতা-যজ্ঞ বলীকৃত করবেন। বিশপ বলবেন [...] কণ্ঠ উঁচু করে গৌরবকীর্তন করে বলবেন, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সর্বশক্তিমান প্রভু, স্বর্গমর্ত তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ'। সবাই নিস্তব্ধতায় ফিরে এলে ও নিচের দিকে দৃষ্টি রেখে মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন, 'এসো, মহাভয়ে ও মহাকম্পে সবাই পায়ে উঠে দাঁড়াই'। কিন্তু এটার পর থেকে, এই উপাসনাকর্মের গুণে এটাই উপযোগী যে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন ও আমাদের সকলের উপরে তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবেন। এবং বিশপ এবিষয়েও প্রার্থনা করবেন যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ সম্মিলিত সবার উপরে নেমে আসে। এবং বিশপ সেই সকলের জন্য যাচনা উপস্থাপন করবেন যাদের নাম মণ্ডলীতে বিধিক্রমে উল্লেখ করা হয়; তারপর তিনি পরলোকগতদের নাম উল্লেখ করে চলবেন। এসমস্ত প্রার্থনা ক'রে বিশপ দাঁড়াবেন ও সাথে সাথে পবিত্র রুটি নিজের হাতে নেবেন ও স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রাখবেন; তিনি রুটি ছিঁড়বেন, জনগণের উপর প্রার্থনা করবেন যেন আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তাদের উপরে থাকে। এবং জনগণ প্রথাগত কথায় উত্তর দেবে। এবং তিনি রুটি দিয়ে রক্তের উপরে, ও রক্ত দিয়ে রুটির উপরে ক্রুশের চিহ্ন করবেন। এজন্য এটাই নিয়ম যে, সঞ্জীবনী রুটি অল্প অল্প করে পানপাত্রে ফেলা হবে। অন্য কোন কিছুর আগে আমাদের প্রভুর কাছে তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যারা এই পবিত্র অর্ঘ্য উপস্থাপন করল। এবং বিশপ শান্তি আশীর্বাদে জনগণকে আশীর্বাদ করবেন ও তারা উত্তর দেবেন সেই প্রথাগত প্রার্থনায় যা উপস্থিত সবাই সমুচিত ভাবে অবনত মাথায় উচ্চারণ করবে। এবং মণ্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন, 'এসো, মনোযোগী হই'। এবং বিশপ উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন, 'পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]'। সবাই উত্তর দিয়ে বলবে, 'পবিত্র পিতা এক, পবিত্র পুত্র এক, পবিত্র আত্মা এক'। এবং তারা এটা যোগ করবে, 'পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক'। এবং এই পর্যায়

থেকে আমরা সবাই অর্ঘ্য নেবার জন্য এগিয়ে যাই। এজন্য উৎসর্গকারী সেই বিশপ তা গ্রহণ করার জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন। পরে আমরা প্রত্যেকে দৃষ্টি অবনত রেখে ও হাত দু'টো প্রসারিত করে এগিয়ে যাই: অতএব, অর্ঘ্য গ্রহণ করার জন্য আমরা ডান হাত প্রসারিত করি, কিন্তু এই হাতের নিচে বাঁ হাত রাখি। দানকালে বিশপ বলেন, 'খ্রিষ্টের দেহ'; পানপাত্র গ্রহণে একই ভাবে করা হয়; এজন্যই আমরা তাঁর পরে বলি, 'আমেন'। তুমি অর্ঘ্যটা গ্রহণ করে রহস্যগুলির সহভাগিতা গিলে ফেল। অর্ঘ্যটা নেওয়ার পর তুমি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি ও ধন্য-স্তুতিবাদ উত্তোলন করবে। তুমি মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে ধন্যবাদ-স্তুতি ও ধন্য-স্তুতিবাদ অর্পণ করার জন্য অন্যদের সঙ্গে থাকবে।

১। আমরা যা বাকি রেখেছি, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে, তবে তা তোমাদের দেওয়ার সময় এখনই এসেছে। আমরা সেই আত্মিক খাদ্যের বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলাম যা তোমরা তখনই নাও যখন পবিত্র রহস্যগুলি গ্রহণ কর; আমরা তোমাদের ভালবাসার কাছে এসম্পর্কে আরও ক'টা অপরিহার্য বিষয়েও আলোচনা করেছিলাম। উপরন্তু আমরা সেই উপাসনাকর্ম বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি যার মধ্যে সেই খাদ্য সিদ্ধিলাভ করে, এবং 'অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ' সেই বচনটায় এসেছি যা মণ্ডলীর বিধি অনুসারে পরিসেবক উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ও যেটার পরে বিশপকে সেই 'আনাফোরা' উৎসর্গ করা শুরু করতে হবে; কিন্তু, যা বলা দরকার ছিল যেহেতু সেই কথা বহু, সেজন্য আমরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের কাতেখেসিস বন্ধ করেছিলাম ও বিশপের সেবাকর্ম বিষয়টা অন্য একটা কাতেখেসিসের জন্য বাঁচিয়ে রাখলাম; এবং আশা রাখি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সেই সমস্ত কিছু আজ সম্পন্ন করব।

'আনাফোরা' [অর্ঘ্য] উৎসর্গ

২। 'অর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ', পরিসেবক একথা বলার পর, ও এই ঘোষণা অনুসারে, যা ঘটছে সবাই সেদিকে দৃষ্টি রাখতেই 'বিশপ আনাফোরা উৎসর্গ করতে শুরু করবেন, ও সবকিছুর আগে জনগণকে এইভাবে আশীর্বাদ করবেন: আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের

সঙ্গে থাকুক (২); কারণ তিনি মনে করেন, এই উপাসনাকর্মের আগেই জনগণকে প্রৈরিতিক এ বাণী দ্বারা আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে যা উৎকৃষ্ট কিছু ধারণ করে; এবং সেই বাণীর অন্তর্নিহিত সম্মানের খাতিরে তিনি তা সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করেন, ও তা শাস্ত্র অনুযায়ী বাণী: ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে (৩)। তিনি এই মঙ্গল ইচ্ছার যোগ্য কিছু পেয়েছিলেন বিধায়ই যে মানুষকে এত ভালবাসা দেখালেন এমন নয়, কেননা নিজের অনুগ্রহ ও দয়া গুণেই তিনি আমাদের কাছে এমন ভালবাসা দেখালেন যার খাতিরে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই ঈশ্বরের বাণী আমাদের সকলের পরিত্রাণার্থে আমাদের মধ্য থেকে বকেজনকে ধারণ করলেন যেন তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করতে, স্বর্গে তুলে নিতে, নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে, ও ঈশ্বরের ডান পাশে স্থাপন করতে পারেন। তিনি এসব কিছুতে আমাদের কাছে সহভাগিতা মঞ্জুর করলেন ও আমাদের সেই পবিত্র আত্মাকেও প্রদান করলেন যাঁর প্রথমফল আমরা এখন অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করছি। আমরা এসমস্ত প্রথমফল তখনই গ্রহণ করব যখন তাঁর সঙ্গে বাস্তবেই সহভাগিতার অধিকারী হব ও আমাদের হীনাবস্থার এই দেহ তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ হবে (৪)। এজন্যই ধন্য পল নিজের পত্রে বিশ্বস্তদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা ঈশ্বরের সেই ভালবাসার যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারে যা তিনি আপন অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের মানবজাতির কাছে প্রকাশ করলেন, ও আমাদের পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহের যোগ্য করে তুললেন যে অনুগ্রহ দান করায় তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে সহভাগিতা আমাদের মঞ্জুর করলেন। তাই এটা ন্যায়সঙ্গত যে, এই যে কর্ম দ্বারা আমরা এই মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় চালিত হই, সেই মহৎ উপাসনাকর্ম সম্পাদন করতে উদ্যত হয়ে বিশপ আগে জনগণকে সেই উপরোল্লিখিত বাণী দ্বারা আশীর্বাদ করবেন। অবশ্যই, কোন কোন বিশপ শুধু এটা বলেন, ‘আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক’, ও তেমন বচনে প্রেরিতদূতের পুরা বাণী সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট করেন। ‘তাতে জনগণ তাঁকে উত্তর দিয়ে বলবে, তোমার আত্মার সঙ্গেও থাকুক’, এই সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য জারীকৃত এই নিয়ম অনুসারে: যতবার বিশপ ‘অনুগ্রহ’ বা ‘শান্তি’ দ্বারা জনগণকে আশীর্বাদ

করেন, ততবার উপস্থিত সবাই তাঁকে একই কথা দ্বারা উত্তর দেয়, সেই কারণের ভিত্তিতে যে-কারণ আমি আগেই ব্যক্ত করেছি।

৩। এই আশীর্বাদের পরে বিশপ জনগণকে উদ্দেশ করে বলবেন: 'আত্মা উত্তোলন কর', এটা বোঝাবার জন্য যে, যদিও আমাদের এই পৃথিবীতেই এই ভয়ঙ্কর ও অনির্বচনীয় উপাসনাকর্ম সম্পাদন করার কথা, তবু আমাদের স্বর্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখা ও ঈশ্বরের দিকেই আমাদের প্রাণের দৃষ্টি প্রসারিত করা উচিত, কেননা আমরা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের যজ্ঞ ও মৃত্যুর স্মৃতিচিহ্ন সম্পাদন করছি যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন, ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সংযোজিত হলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন ও স্বর্গে আছেন, সেই যে স্বর্গের দিকে আমাদের প্রাণের দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে ও এই বর্তমান স্মৃতিচিহ্নগুলো দ্বারা আমাদের চিন্তা-ভাবনা স্থানান্তর করতে হবে।

৪। 'এবং জনগণ উত্তরে বলবে, তোমার প্রতি, হে প্রভু, তা উত্তোলিত', এবং এতে তারা নিজেদের কণ্ঠে স্বীকার করে, তারা তেমনটা করতে আগ্রহী। এবং জনসমাবেশের প্রাণ ও মন প্রস্তুত করে সঠিক দিকে স্থির করার পর 'বিশপ বলবেন, এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি': এর অর্থ হল, আমাদের জন্য তিনি যা কিছু সম্পন্ন করলেন ও যা কিছু আমরা এই উপাসনাকর্মে স্মরণ করতে যাচ্ছি, এই সমস্ত কিছুর জন্য আমরা সর্বোপরি সেই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব যিনি এসমস্ত মঙ্গলদানের আদিকারণ। এতে জনগণ উত্তরে বলবে, 'তা যোগ্য ও ন্যায্য'। এতে স্বীকার করা হয় যে, আমাদের পক্ষে এমনটা করা সত্যিই ন্যায্য: প্রথমে, সেই ঈশ্বরের মহত্ত্বের কারণে যিনি তেমন বিষয়গুলো আমাদের মঞ্জুর করলেন, এবং দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, যারা তেমন মঙ্গলদানগুলো গ্রহণ করেছে, তাদের পক্ষে উপকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ না হওয়াই ন্যায্য।

৫। এবং আমরা এসমস্ত কিছু সম্পাদন করার পর, ও মহাভয়ের মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতেই 'বিশপ আনাফোরা উৎসর্গ করতে শুরু করবেন ও সহভাগিতা-যজ্ঞ বলীকৃত করবেন'। এটা এমন মহাভয় যা তাঁকে ও আমাদের সবাইকেই ঘিরে রাখে ও যা তাঁরই উপরে ছড়িয়ে দেওয়া যাঁর কারণে এসব কিছু ঘটেছে, অর্থাৎ, আমাদের প্রভু আমাদের সবার জন্য সেই মৃত্যু মেনে নিলেন যার স্মারক-চিহ্ন এই যজ্ঞে সম্পাদিত হতে

যাচ্ছে। যেহেতু এসময়ে বিশপ মণ্ডলীর সাধারণ জিহ্বা স্বরূপ, সেজন্য তিনি এই মহৎ উপাসনাকর্মে উপযোগী কথা ব্যবহার করেন: এ এমন কথা যা ঈশ্বরের প্রশংসা ও এটা স্বীকার করে যে সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব তাঁরই দেয় যেইভাবে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরাধনা ও উপাসনাও তাঁরই দেয়। এবং অন্যান্যগুলোর মধ্যে এটাই প্রাধান্যের অধিকারী কেননা সেই অনুগ্রহ স্মরণ করে যা আমাদের কাছে দেওয়া হল ও যা সৃষ্টজীবদের দ্বারা অবর্ণনীয়।

৬। এবং যেহেতু আমরা পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়েছি, ও যেহেতু আমাদের পক্ষে সেখান থেকেই এখানে সম্পাদিত সমস্ত কিছুর পূর্ণ সিদ্ধির প্রত্যাশা করা দরকার, সেজন্য বিশপ বলে উঠবেন, 'পিতার মহত্ত্ব'; এবং এটাও যোগ করবেন, 'পুত্রেরও মহত্ত্ব', কারণ যা কিছু পিতার দেয়, সেই একই বিষয় সেই পুত্রেরও দেয় যিনি পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী, সত্যকার ও প্রকৃত পুত্র, ও পিতার চেয়ে কোন কিছুতেই নিম্ন নন। তিনি অবশ্যই একই বাক্যে যোগ করবেন 'ও পবিত্র আত্মার মহত্ত্ব', এবং তিনি এটা স্বীকার করেন যে, [পবিত্র] আত্মাও ঐশ্বরিক সত্তার অধিকারী। তিনি এটা ঘোষণা করেন যে, প্রশংসা ও গৌরব সর্বকালে ও সর্বজীবদের আগে দৃশ্য সৃষ্টজীবদের দ্বারা ও অদৃশ্য প্রতাপগুলোর দ্বারা এই অনন্তকালীন ও ঐশ্বরিক স্বরূপকে নিবেদিত হয়। তিনি [অর্থাৎ বিশপ] অন্য সৃষ্টজীবদের আগে সেই সেরাফগণের কথা উল্লেখ করেন যাঁরা সেই প্রশংসা নিবেদন করেন যা বিষয়ে ধন্য ইশাইয়া সেই দর্শনে জ্ঞাত হয়েছিলেন ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন ও যা এই জনসমাবেশে আমরা সবাই উদাত্ত কণ্ঠে গান করি, যার ফলে, অদৃশ্য সেই স্বরূপগুলো যা গান করছিলেন, আমরাও তা গান করি: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, প্রভু সাব্বাওথ্; স্বর্গমর্ত তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ (৫)। প্রকৃতপক্ষে, যখন ধন্য ইশাইয়া আত্মিক কর্মফল দ্বারা সেই সমস্ত মঙ্গলদান দর্শন করছিলেন যা মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করার কথা, তখন তিনি দর্শনযোগে সেই সেরাফগণের ঠিক এই বাণী উচ্চারণ করতে শুনেছিলেন। নবী ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে আগে থেকেই দেখলেন, মহৎ এমন উপাসনাকর্ম চলছিল যা মানবস্বরূপের আরও বেশি ঊর্ধ্ব ধরনের। নবী লক্ষ করলেন, সেই আত্মিক প্রতাপগুলো মহাভয় ও মহাকম্পে দৃষ্টিপাত করছিলেন, কেননা তাঁরা নিচের দিকে তাকাচ্ছিলেন ও

নিজেদের পাখা দিয়ে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে ঢাকছিলেন। ত্রিত্ব-ধর্মতত্ত্ব তখনও প্রকাশিত হয়েছিল, তথা ত্রিত্বে একমাত্র ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান। তা এতে প্রকাশিত হয়েছিল কেননা তাঁরা ‘পবিত্র’ কথাটা তিনবার গাইছিলেন কিন্তু ‘প্রভু’ কথাটা একবার মাত্র। ‘পবিত্র’ কথাটা তিনবার উচ্চারণ করায় তাঁরা তিন ব্যক্তিত্ব দেখালেন, তথা, পিতা-ব্যক্তিত্ব, পুত্রে-ব্যক্তিত্ব ও পবিত্র আত্মা-ব্যক্তিত্ব। আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, তাঁরা এক একজন অনন্তকালীন ও সত্যিকারে পবিত্র, কেননা ঈশ্বরত্ব সত্যিকারে পবিত্র ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু সৃষ্টজীব সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সেই ঈশ্বরত্বের অনুগ্রহের ফলে একজন পবিত্র, বা পবিত্র হতে পারে। শেষে উচ্চারিত কথা তথা সেই ‘প্রভু সাব্বাওথ্’ বলতে প্রভু ও বাহিনীগণের ঈশ্বর, ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বোঝায়। ‘প্রভু সাব্বাওথ্’ বচনটা এসমস্ত কিছু বোঝায়, ও সেই ত্রিত্বের স্বরূপের উপযোগী, যে-ত্রিত্ব একাই অনন্তকালীন ও ঈশ্বর।

৭। তাই এটা আবশ্যকীয় যে, এই উপাসনাকর্মে পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করার পর বিশপও বলবেন, ‘প্রশংসা ও আরাধনা সমস্ত সৃষ্টজীব দ্বারা ঐশ্বরিক স্বরূপকে নিবেদিত’। তিনি সেরাফগণের কথা উল্লেখ করেন কারণ তাঁদের কথা ঐশশাস্ত্রে উল্লিখিত: তাঁরা সেই প্রশংসাগান করছিলেন যা আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করার জন্য অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে আবৃত্তি করি। এবং এতে [অর্থাৎ সেই প্রশংসাগানে] আমাদের অভিপ্রায় তাঁদের অভিপ্রায়ের সমতুল্য, ও তাঁরা ঈশ্বর সম্পর্কে যা স্বীকার করেন আমরাও সেইমত তা স্বীকার করি; কারণ আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থা আমাদের অমর ও অক্ষয়শীল হতে, ও তখনই সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করতে মঞ্জুর করল যখন, প্রেরিতদূতের কথামত আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে আমরা চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব (৬)। আমাদের প্রভুর কথা যে মিথ্যা তাও নয়, তিনি ঈশ্বরের সন্তানদের বিষয়ে বললেন, তারা ঈশ্বেরর দূতদের মত, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান (৭)।

৮। যখন ইশাইয়া দর্শনযোগে উপরোল্লিখিত কথা শুনলেন, তখন তিনি মাথা উপুড় হয়ে বললেন, *হায় রে দুর্ভাগা ও দুঃখক্লিষ্ট মানুষ এই আমি! আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ, আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি; অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেই প্রভু*

সাব্বাওথে্ক দেখল (৮), কেমন যেন তিনি মনে মনে মানবজাতির জন্য, আমরা যা, তার জন্য, ও আমরা যা গ্রহণ করি তার জন্য দুঃখ করছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমি মানুষ’, যাতে মানবস্বরূপের কথা উল্লেখ করায় তিনি এটা দেখাতে পারতেন যে, অধর্মে প্রবণ হওয়াই এই একই মানবজাতির স্বভাব, যেইভাবে ঈশ্বর বললেন, কারণ ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মে প্রবণ (৯)। এজন্যই, যখন ইশাইয়া মানবজাতির জন্য দুঃখভোগ করছিলেন, তখন তিনি সেই ঈশ্বরের অসীম দয়ায় বিস্মিত ছিলেন যিনি পাপে পরিপূর্ণ এমন মানবজাতিকে তত অনুগ্রহ মঞ্জুর করলেন।

৯। আমাদের ক্ষেত্রে, যেহেতু বহুদিন আগে নবীকে দেখানো সেই দানের মহত্ত্ব আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, এবং আমরা যে যজ্ঞের স্মারক অনুষ্ঠান এই উপাসনাকর্মে সম্পাদন করতে আদিষ্ট হয়েছি, যেহেতু সেই যজ্ঞ ইতিমধ্যে আমাদের জন্য সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেজন্য ‘দৃষ্টি নিচের দিকে নত করতে করতে আমরা এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি’ যে, এই উপাসনাকর্মের মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করতেও পারি না। এবং আমরা সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলোর উচ্চারিত বাণীও ব্যবহার করি, যাতে সেই অনুগ্রহের মহত্ত্ব প্রকাশ করতে পারি যা আমাদের উপরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বর্ষণ করা হয়েছে। আমরা তো আমাদের মন থেকে সেই ভয় দূর করে দিই না, কিন্তু যা ঘটছে সেটার মহত্ত্বের কারণে আমরা উপাসনাকর্ম ধরেই তা রক্ষা করি, ও উদাত্ত কণ্ঠে ‘পবিত্র’ বলার আগে ও পরে মাথা নত করায় উপযোগী ভাবে এই ভয় প্রকাশ করি। এসব কিছুতে, সেই অদৃশ্য প্রতাপগুলো সহ বিশপও উদাত্ত কণ্ঠে যোগ দেন, তিনিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন ও ঈশ্বরত্বের গৌরবকীর্তন করেন; যা সম্পাদন করা হচ্ছে তাতে তিনিও ভয়েতে অভিভূত হন, কেননা এটা ন্যায্য যে, তিনি বাকি সবার চেয়ে কম জড়িত হবেন না, বরং, যা করা হচ্ছে, তাতে অন্য কারও চেয়ে তাঁকেই বেশি আতঙ্কিত ও কম্পিত হতে হবে, কারণ তিনিই সবার জন্য এত ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্ম সম্পাদন করছেন।

‘আনাম্নেসিস’ ও ‘এপিক্লেসিস’

১০। সবাই উদাত্ত কণ্ঠে ‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, প্রভু সাব্বাওথ্’ বলার পর ও ধীরে ধীরে নীরবতায় ফিরে আসার পর, বিশপ পবিত্র উপাসনাকর্মে এগিয়ে চলবেন, ও সবকিছুর আগে বলবেন, ‘পিতা পবিত্র, পুত্রও পবিত্র, ও পবিত্র আত্মাও পবিত্র’, যাতে তিনি সেই স্বরূপ বিষয়ে একটা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি করতে পারেন যা এটা ঘোষণা করতে পারে যে, তাঁরা অনন্তকালীন ও পবিত্র স্বরূপের অধিকারী, এবং যাতে তাঁর বিষয়ে এটা প্রকাশ পায় যে, নবী যা শুনেছিলেন ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তিনি সেই সেরাফগণের প্রশংসার অর্থ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। তারপর তিনি ঈশ্বরের সেই অনির্বচনীয় অনুগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন, যার জন্য ঈশ্বর সেই ব্যবস্থা প্রকাশ করলেন যা খ্রিষ্টে সিদ্ধি লাভ করল ও যা দ্বারা যিনি ঈশ্বরের রূপে ছিলেন তিনি দাসের রূপ ধারণ করলেন (১০) যাতে সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য তিনি সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ এক মানুষকে ধারণ করতে পারেন; এবং তিনি সেই পুরাতন কঠোর বিধিনিয়ম বাতিল করলেন যা আগে বিধানের অসহ্য ভারের মধ্য দিয়ে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ও তিনি মৃত্যুর সেই কর্তৃত্বও বাতিল করলেন যা পুরাকাল থেকে চলে আসছিল; এবং তিনি আমাদের এমন অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো মঞ্জুর করলেন যা সমস্ত মানব ধীশক্তির চেয়েও উচ্চতর ও যার জন্য তিনি কষ্টভোগ করতে সম্মত হলেন যাতে তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারেন; এবং তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর আনন্দে সহভাগিতা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। তাই এটা মহৎ ন্যায্যতা যে, তিনি এই রহস্য আমাদের দান করলেন যা কার্যকর ভাবে সেই মঙ্গলদানগুলোর কাছে আমাদের চালনা করতে সক্ষম, কেননা এটার দ্বারাই আমরা বাপ্তিস্মের দৃষ্টান্তে পুনরায় জন্ম নিই ও এই ভয়ঙ্কর উপাসনাকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভুর মৃত্যুর স্মরণানুষ্ঠান পালন করি, ও আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্তের অমর ও আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করি যার খাতিরে, যখন আমাদের প্রভু যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন আপন শিষ্যদের কাছে তা সম্প্রদান করলেন যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে, আমরা সবাই যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, সেই আমরা তা গ্রহণ করি ও সম্পাদন করি, ও সেটার পরে যেন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের মৃত্যু স্মরণ করি ও এর

ফলে এমন অনির্বচনীয় পুষ্টি গ্রহণ করি যা থেকে আমরা এমন প্রত্যাশা অর্জন করি যা ভাবী মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতায় আমাদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সামর্থের অধিকারী।

১১। বিশপ এই পবিত্র উপাসনাকর্মে এবিষয়ে ও সদৃশ বিষয়েই কথা বলবেন, এবং যা ঘটেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি এই অর্ঘ্যগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের খোদ দান দেখবার জন্যই আমাদের প্রস্তুত করবেন। ‘কিন্তু এটার পর থেকে, এটা আবশ্যকীয় যে, যা কিছু ঘটছে, সেটার প্রভাবে আমাদের প্রভু এখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন ও আমাদের সকলের উপরে তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবেন’। এটা অন্যভাবে ঘটতে পারে না, কেবল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের আগমনের দ্বারাই তা ঘটবে। কেননা সেইভাবেই তিনি আগে পুনরুত্থান করেছিলেন, যেইভাবে ধন্য পল তখনই দেখালেন যখন বললেন, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষিত হলেন (১১); এবং অন্য একটা বচনে, আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন (১২)। আমাদের প্রভু বললেন, আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয় (১৩)।

১২। তাই অধিক আবশ্যকীয় ভাবেই বিশপ যাজকত্বের বিধি অনুসারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করেন যেন পবিত্র আত্মা নেমে আসেন ও যেন ঊর্ধ্ব থেকে আগত অনুগ্রহ উপস্থাপিত রুটি ও আঙুররসের উপরে আসে, যাতে এমনটা দেখা যেতে পারে যে, তা আমাদের প্রভুর সত্যকার সেই দেহ ও রক্ত যা অমরতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। কেননা আমাদের প্রভুর দেহ, যা আমাদের আপন স্বরূপ থেকে আগত, তা আগে স্বরূপে মরণশীল ছিল, কিন্তু পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা অমর ও অপরিবর্তনীয় স্বরূপে স্থানান্তর করল। তাই যখন বিশপ তা [সেই রুটি ও আঙুররস] খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত বলে ঘোষণা করেন, তখন তিনি এটা স্পষ্ট ভাবে দেখান যে, তা সেই পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমনটা হয়েছে ও তাঁরই দ্বারা তা অমর হয়ে উঠেছে, কেননা আমাদের প্রভুর

দেহও খ্রিষ্মাভিষিক্ত হওয়ার পর ও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার পর ঠিক সেইভাবেই নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিল। একইভাবে, এখনও, যখন পবিত্র আত্মা আসেন, তখন সেই আগত অনুগ্রহ গুণে একপ্রকার খ্রিষ্মাভিষেক ঘটে যা, আমার বিবেচনায়, উপস্থাপিত সেই রুটি ও আঙুররস দ্বারা গৃহীত হয়। এজন্য আমরা বিশ্বাস করি, সেই রুটি ও আঙুররস স্বরূপে অমর ও অক্ষয়শীল, যন্ত্রণা-অনাক্রম ও অপরিবর্তনীয় খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, সেইভাবে যেভাবে পুনরুত্থানের পরে আমাদের প্রভুর দেহ হয়েছিল।

১৩। 'এবং বিশপ এবিষয়েও প্রার্থনা করবেন যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ সম্মিলিত সবার উপরে নেমে আসে', যাতে করে, যেমন তারা দ্বিতীয় জন্ম গুণে এক-দেহে সিদ্ধতামণ্ডিত হয়েছিল, তেমনি তারা যেন এখন আমাদের প্রভুর দেহে সহভাগিতা গুণে এক-দেহেই যেন দৃঢ়ীকৃতও হয়, ও মনের মিল, শান্তি, ও শুভকর্ম সাধনে তৎপরতায় যেন এক হয়ে উঠতে পারে; যাতে করে, আমরা সবাই যারা এইভাবে শুচি মনে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, সেই আমাদের শাস্তির জন্য পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গ্রহণ না করি, কেননা আমরা নিজ নিজ ভাবনা-চিন্তায় বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছেদ, ঝগড়া, ঈর্ষা ও হিংসায় প্রবণ ও শুভকর্মের অবজ্ঞাকারী, বরং আমরা যেন সেই সহভাগিতা গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হই, কারণ আমাদের প্রাণের চোখ ঈশ্বরের দিকে মনের মিলে, শান্তিতে, শুভকর্ম সাধনে তৎপরতায় ও মনের পবিত্রতায় দৃষ্টি রাখে। তাই এসো, এইভাবেই আমরা পবিত্র রহস্যগুলির সহভাগিতায় নিজেদের মিলিত করি, তবেই তা দ্বারা, আমাদের মাথা যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হব আমরা নিজেরাই যাঁর দেহ বলে বিশ্বাস করি, ও যাঁর থেকে ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে সহভাগিতা অর্জন করি।

১৪। বিশপ এইভাবে ঐশ্বরিক উপাসনাকর্ম সম্পাদন করবেন: তিনি 'সেই সকলের জন্য যাচনা উপস্থাপন করবেন যাদের নাম মণ্ডলীতে বিধিক্রমে উল্লেখ করা হয়; তারপর তিনি পরলোকগতদের নাম উল্লেখ করে চলবেন'; কেমন যেন এটা দেখাবার জন্য যে, এই যজ্ঞ আমাদের এই জগতে বাঁচিয়ে রাখে, ও যারা বিশ্বাসে পরলোকগত হয়েছে, মৃত্যুর পরে তাদের সেই অনির্বচনীয় প্রত্যাশা মঞ্জুর করে যা খ্রিষ্টের রহস্যের সকল সন্তান বাসনা করে ও যার দিকে চেয়ে আছে।

রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানরীতি

১৫। ‘এসমস্ত প্রার্থনা ক’রে বিশপ দাঁড়াবেন ও সাথে সাথে পবিত্র রুটি নিজের হাতে নেবেন ও স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রাখবেন’, চোখ ঊর্ধ্বের দিকে নিবদ্ধ রেখে এই সমস্ত মহৎ মঙ্গলদানগুলোর জন্য একপ্রকার ধন্যবাদ-স্তুতির ঘোষণা উচ্চারণ করবেন ও ‘রুটি ছিঁড়বেন’। রুটি-ছেঁড়ার সময়ে তিনি ‘জনগণের উপর প্রার্থনা করবেন যেন আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তাদের উপরে থাকে’; তিনি বলবেন, ‘আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক’; এবং জনগণও সম্ভাষণটা গ্রহণ করে ‘প্রথাগত কথায় উত্তর দেবে। এবং তিনি রুটি দিয়ে রক্তের উপরে, ও রক্ত দিয়ে রুটির উপরে ক্রুশের চিহ্ন করবেন’, ও সেগুলো যুক্ত করবেন ও পুনরায় একত্রিত করবেন, যাতে সবাইকে দেখাতে পারেন যে, এই উপাদানদ্বয়, দু’টো হওয়া সত্ত্বেও তবু পরাক্রমে এক, ও এই উপাদানদ্বয় [অর্থাৎ এই রুটি ও আঙুররস] হল সেই মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিচিহ্ন যা আমাদের প্রভুর দেহ তখনই ভোগ করল যখন তাঁর রক্ত আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে পাতিত হয়েছিল: বিশপ তখনই এসমস্ত কিছু সম্পাদন করেন যখন সেগুলোর উপরে ক্রুশের চিহ্ন করেন ও সেগুলোকে যুক্ত ও মিলিত করেন, কারণ মানব দেহ তার রক্তের সঙ্গে এক, ও দেহ যেখানে আছে সেখানে রক্তও আছে; এবং দেহে যেকোন চেরা বা কাটা থেকে, সেটাই বড় বা ছোটই হোক, সেই কাটার আকার অনুসারে রক্ত অবশ্যই প্রবাহিত হবে। আমাদের প্রভুর দেহ তাঁর যন্ত্রণাভোগের আগে সেইভাবেই গঠিত ছিল, ও ক্রুশারোপণের ক্ষতের কারণে তা থেকে অবশ্যই যথেষ্ট রক্ত পাতিত হল।

১৬। যখন আমাদের প্রভু সেই দেহ ও রক্ত প্রদান করলেন, তখন বললেন, এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত (১৪): বাক্যের প্রথম অংশে তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগ নির্দেশ করলেন, ও বাক্যের দ্বিতীয় অংশে তাঁর যন্ত্রণাভোগের তীব্রতা ও দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলেন, সেই যে যন্ত্রণাভোগে অনেক রক্ত পাতিত হল। তবে এটা ন্যায্য যে, এই পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে আমরাও সেই দু’টো [অর্থাৎ রুটি ও পানপাত্র] বেদিতে রাখি, যাতে যা পূর্বে ঘটেছিল তা নির্দেশ করতে পারি, ও এটাও যেন দেখাতে পারি যে, উভয়ই পরাক্রমে এক, যেহেতু দু’টোই সেই একজনেরই অধিকার যিনি যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন,

অর্থাৎ দু'টোই আমাদের প্রভুর সেই দেহ নির্দেশ করে যা থেকে রক্তও পাতিত হল। এজন্যই বিশপ আনাফোরার শেষে ন্যায়সঙ্গত ভাবে রুটি ছিঁড়বেন ও রক্তের সঙ্গে যুক্ত করবেন, ও সেইসঙ্গে ক্রুশের চিহ্ন করবেন, এবং পরে একইভাবে, রক্ত রুটির কাছে আনবেন যাতে দেখাতে পারেন যে, যন্ত্রণাভোগ যা প্রভাবিত করেছিল, সেই দু'টোই এক: সেই যে যন্ত্রণাভোগের স্মারক অনুষ্ঠান আমরা ঠিক এইভাবে সম্পাদন করতে আদিষ্ট।

১৭। 'এজন্য এটাই নিয়ম [অর্থাৎ, উপাসনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলির নিয়ম] যে, সঞ্জীবনী রুটি অল্প অল্প করে পানপাত্রে ফেলা হবে', যাতে দেখানো হয় যে, সেই দু'টো [তথা দেহ ও রক্ত] অবিচ্ছেদ্য, পরাক্রমে এক, ও গ্রহণকারীদের একই ও অনন্য অনুগ্রহ মঞ্জুর করে।

বিশপ রুটি ছেঁড়েন, তবু কোন না কোন ভাবে নয়, কিন্তু তা এজন্যই করেন কারণ আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে আপন পুনরুত্থানের পরে তাঁর সকল অনুসারীকে দেখা দিয়েছিলেন: তিনি আগে স্ত্রীলোকদের, পরে সেই এগারো প্রেরিতদূতদের, ও পরবর্তীকালে, ধীরে ধীরে ব্যক্তি-বিশেষকে ও বাকি সকল বিশ্বাসীকে দেখা দিয়েছিলেন যখন তাঁরা একত্রে সম্মিলিত ছিলেন, যেমন তখনই ঘটল যখন তিনি সেই ক্লেওপাস ও তাঁর সঙ্গীকে দেখা দিলেন (১৫) যাঁরা সংখ্যায় দু'জন ছিলেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেন তিনি তাঁদের দেখাতে পারেন, তিনি পুনরুত্থান করেছিলেন, আরও, তিনি যেন তাঁর ঘটিত পুনরুত্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, ও তাঁদের কাছে এ সংবাদ দিতে পারেন যে, তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সেই মহৎ মঙ্গলদানগুলোতে সহভাগিতা করবেন যা দিয়ে তিনি তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, এবং এইভাবে তিনি ভাবী মঙ্গল বিষয়গুলোর প্রত্যাশায় আনন্দ করতে তাঁদের প্রস্তুত করলেন। এজন্যই তিনি, যাঁদের কাছে পুনরুত্থানের পর পরেই দেখা দিয়েছিলেন, সেই স্ত্রীলোকদেরও বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'।

১৮। এজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত যে, এখন, যেহেতু উপাসনাকর্মটা যথেষ্টই এগিয়ে গেছে, আমাদের সেই প্রভুর পরম্পরা অনুসারে যাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন হল সেই উপাসনাকর্ম, সেজন্য [বিশপ] রুটি ছিঁড়বেন, সেইভাবে যেভাবে প্রথম হয়ে

আমাদের প্রভুও করেছিলেন তাঁর সেই নানা দেখা দেওয়ার সময়ে; সময় সময় তিনি অমুকের কাছে ও সময় সময় তমুকের কাছে দেখা দিয়েছিলেন; ও এমনটা ঘটল যে তিনি সমবেত বহুজনকেও দেখা দিয়েছিলেন, যাতে সবাই তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে পারে। এবং তাদের কাছে যে মঙ্গল দেখানো হয়েছে, তারা তা সযত্নে রক্ষা করে, তিনি যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তারা সেই মর্যাদার মহত্ত্ব স্বীকার ক'রে তাঁকে উপাসনা করে, পবিত্রীকৃত রুটি খেতে খেতে তারা নিজেদের হৃদয়ে তাঁকে স্থান দেয়, যাতে করে, যিনি অনির্বচনীয়, তারাও যেন তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারে। এতে আমরা অধিক মাধুর্যে, মহৎ আনন্দে ও দৃঢ় প্রত্যাশায় সেই মহত্ত্বের দিকে চালিত হচ্ছি যা, তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে, আমরা তাঁর সঙ্গে আসন্ন জগতে উপভোগ করব বলে প্রতীক্ষা করছি।

১৯। এবং সেইসব কিছুর কারণে, অবশেষে সমস্ত রুটি ছেঁড়া হয় যাতে করে উপস্থিত এই আমরা সবাই তাতে সহভাগী হতে পারি। আমরা প্রত্যেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ নিই, কিন্তু এটা বিশ্বাস করি যে, সেই ক্ষুদ্র অংশে তাঁকে পুরোভাবে গ্রহণ করি। কেননা, যার রক্ত-সমস্যা ছিল, যখন সেই স্ত্রীলোক তাঁর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করার ফলে ঐশ্বরিক দান গ্রহণ করেছিল, অথচ সেই ধারটুকু কেবল পোশাকেরই একটা অংশ ছিল, তাঁর দেহেরও কোন অংশ ছিল না; তখন এটা সত্যি অদ্ভুত হত যদি আমরা এটা বিশ্বাস করতাম না যে, আমরা তাঁর দেহের একটা অংশে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করি। ব্যাপারটা এতেও স্পষ্ট হয় যে, যখন আমরা চুম্বন করি, তখন অভ্যাসমত কেবল সেই মুখই চুম্বন করি যা দেহের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, কিন্তু বিশ্বাস করি, আমরা গোটা দেহকে আলিঙ্গন করি। আরও, কতবারই না আমরা একসাথে হাঁটতে হাঁটতে বাহু দিয়েই একে অন্যকে ধরে রাখি ও একটামাত্র অঙ্গের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্ব দেখাই।

২০। যা কিছু শেষে ঘটবে, সেটার খাতিরে এটা আবশ্যকীয় যে, যিনি এই পবিত্র ও অনির্বচনীয় যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, সেই বিশপও এই অনুষ্ঠানরীতি শুরু করবেন। তাই, যখন তিনি আনাফোরা [অর্ঘ্য নিবেদন] সংক্রান্ত উপাসনাকর্মের অংশ শেষ করেন, তখন তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে রুটি ছিঁড়তে শুরু করেন: এ থেকে আমাদের মনে মনে ভাবতে হবে যে আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট, রুটির এক একটা অংশের মধ্য দিয়ে তাঁর গ্রহণকারী

ব্যক্তির কাছে এগিয়ে আসেন, ও সেইসঙ্গে তাঁকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানান ও নিজের পুনরুত্থানের কথা বলেন, ও সেইসঙ্গে তিনি নিজেই আমাদের পক্ষে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলো বিষয়ে নিশ্চয়তা স্বরূপ হচ্ছেন যার খাতিরে আমরা পবিত্র রহস্যের কাছে এগিয়ে যাই ও অমর খাদ্যের মধ্য দিয়ে অমরতা দান অর্জন করি।

২১। সবকিছু সমাপ্ত হলে, মন্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে ও সংক্ষিপ্ত কথায় তাদেরই কথা উল্লেখ করবেন যাদের মঙ্গল আমাদের প্রত্যেককেই প্রার্থনা করতে হবে; এবং সবকিছুর আগে তিনি বলবেন, ‘আমাদের সেই সকলের জন্য প্রার্থনা করতে হয় যারা এই পবিত্র অর্ঘ্য উপস্থাপন করেছেন’: কেমন যেন একজন বলত, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যারা আমাদের এই অর্ঘ্যের যোগ্য হবার সুযোগ দিল; এবং এই উদ্দেশ্যে, এসো, প্রার্থনা করি যাতে আমরা সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে, সেটার পাশাপাশি দাঁড়াতে, ও সেটার সহভাগী হতে যোগ্য বলে পরিগণিত হই। বিশপ প্রার্থনাটা শেষ করেন এবিষয়ে মিনতি ক’রে যেন এই যজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হয় ও যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদের সবার উপরে নেমে আসে, যাতে সেটা আমাদের শাস্তি বলে না নিয়েই আমরা এতে সহভাগিতা করার আনুকূল্য পেতে পারি, কেননা সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি মহৎ ও উচ্চ।

২২। তেমন কথায় বা সদৃশ কথায় প্রার্থনা শেষ করার পর বিশপ ‘শান্তি আশীর্বাদে জনগণকে আশীর্বাদ করবেন ও তারা উত্তর দেবেন সেই প্রথাগত প্রার্থনায় যা উপস্থিত সবাই সমুচিত ভাবে অবনত মাথায় উচ্চারণ করবে’। বিশপ এই প্রার্থনা শেষ করার পর, ও উপরোল্লিখিত সমস্ত উপাসনাকর্ম শেষ হওয়ার পর, ও সবাই সেই ‘পবিত্র’ [অর্থাৎ কমুনিয়ন] নেবার জন্য মনোযোগী হয়, তখন ‘মন্ডলীর ঘোষক উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন, ‘এসো, মনোযোগী হই’। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রত্যেককে সেই বিষয়ে মনোযোগী হবার জন্য প্রস্তুত করেন যা অল্পক্ষণের মধ্যে বলা হবে। এবং ‘বিশপ উদাত্ত কণ্ঠে বলবেন, পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]’; কেননা এই খাদ্য পবিত্র ও অমর, যেহেতু তা হল আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত, ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ যেহেতু পবিত্র আত্মা সেটার উপরে নেমে এসেছেন। সবাই যে এই খাদ্যে সহভাগিতা করবে এমন নয়, কিন্তু তারাই মাত্র করবে যারা ইতিমধ্যে পবিত্রিত হয়েছে। এজন্যই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা তারাই মাত্র

তাতে সহভাগিতা করবে, অর্থাৎ তারা যারা বাপ্তিস্মের নবজন্মে পবিত্র আত্মার প্রথমফল গ্রহণ করেছে ও সেসময় থেকে পবিত্রতা গ্রহণ করার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। এজন্যই বিশপ বলবেন, ‘পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]’ ও সবার মন ওখানে রাখা অর্ঘ্যের মহত্ত্বের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে আহ্বান করেন। এতে তিনি বলতে চান, উপস্থাপিত অর্ঘ্যের মহত্ত্বের কথা ভাব। তোমাদের এটা জানতে হবে যে, তোমরা এমন খাদ্যে সহভাগিতা কর, স্বরূপে তোমরা যার যোগ্য নও, কেননা সেই খাদ্য সর্বতভাবে অমর ও অপরিবর্তনীয়, ও এটা আদৌ উপযোগী নয় যে প্রত্যেকে তাতে সহভাগিতা করবে, কেননা তা তাদেরই অধিকার যারা পবিত্রিত হয়েছে।

২৩। এজন্যই এমন মানুষ যারা বাপ্তিস্মে পবিত্রতা গ্রহণ করেছে, তেমন মানুষ বলে যখন তোমরা এই খাদ্যে সহভাগিতা কর, তখন এটাই সঙ্গত যে, এই দান যে কি, কেবল সেই তোমরাই সেটার মহত্ত্ব জানবে, ও সেই তোমরা যারা এই পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার আনুকূল্য পেয়েছ, সেই তোমরা যে কী ছিল, তাও জানবে। সুতরাং, তোমাদের উপরে যে দান বর্ষণ করা হয়েছে, তোমাদের নিজেদের অন্তরে শুভকর্মের মধ্য দিয়ে সেই দান দৃঢ় করতে হবে, যাতে করে, তোমাদের সাধ্যমত তোমাদের কাছে দেওয়া বস্তুর যোগ্য জীবনাচরণ করায় তোমরা এই খাদ্যে সহভাগিতা করতে পার যা তখনই তোমাদের উপযোগী হবে। যে জীব অন্য জীব থেকে জন্ম নিয়েছে, সেই জীবদের প্রত্যেকটার জন্য ঈশ্বর এমন খাদ্য যুগিয়ে দিয়েছেন যা সেই নবজাতের উপযোগী। বস্তুতপক্ষে এক একটা জীব তার একই প্রজাতির অধিকারী জীব থেকে জন্ম নেয় ও সেটা থেকে পুষ্টি যোগায়। একটা মেষ একটা মেষ থেকে জন্ম নেয় ও মেষের স্বরূপ থেকে পুষ্টি যোগায়; ঘোড়াও সেইরূপ; ও সেই অনুসারে একটা প্রজাতির অন্য যত জন্তু একই প্রজাতির অন্য জন্তু থেকে জন্ম নেয় ও যে জন্তু তাদের প্রসব করল তা থেকেই খাদ্য যোগাড় করে। সেই অনুসারে, তোমরা যারা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আগমন দ্বারা বাপ্তিস্মে জন্ম নিয়েছ ও সেখান থেকে পবিত্রতা গ্রহণ করেছ, সেটার সদৃশ খাদ্যে, তথা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আগমন থেকে আগত খাদ্যে সহভাগিতা করা তোমাদের পক্ষে ন্যায্য ও উপযোগী, যাতে, যে পবিত্রতা তোমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তোমরা তা দৃঢ় ও বৃদ্ধিশীল করতে পার ও সেই প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলোকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করে তুলতে পার যা আসন্ন জগতে

আমাদের কাছে আসবে ও যা দ্বারা আমরা সবাই সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে উঠব। তবে এই অর্থ অনুসারেই ‘পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]’ বচনটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে; এবং এগুলোই সেই বিষয় যার দিকে আমরা এই সহভাগিতার মহত্ত্বের কাছে এগিয়ে যাই; এবং এই মন দিয়ে, এই বিশ্বাস দিয়ে, এই তৎপরতা দিয়ে, এই শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় দিয়ে ও এই ভালবাসা দিয়েই আমাদের পবিত্র ও অমর খাদ্যের সহভাগী হতে হবে। এই অর্থে, বিশপ ‘পবিত্রজন যিনি তিনি পবিত্রজনদের [হোন]’ বলার পর ‘সবাই উত্তর দিয়ে বলবে, পবিত্র পিতা এক, পবিত্র পুত্র এক, পবিত্র আত্মা এক’। তারা এটা স্বীকার করে যে, যে স্বরূপ সত্যিকারে পবিত্র, সেটা এক, এবং সেই স্বরূপ হল পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা: তা এমন স্বরূপ যা একাই অনন্তকালীন, একাই অপরিবর্তনীয়, ও একাই তার উপরে পবিত্রতা বর্ষণ করতে সক্ষম যাকে তিনি [তথা ঐশ্বরিক স্বরূপ] ইচ্ছা করেন। ‘এবং তারা এটা যোগ করবে, পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন’; কেননা, যারা সেই পবিত্র স্বরূপকে ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করে, তাদের পক্ষে এটা উপযোগী যে, তারাই তাদের গৌরবকীর্তন করার দায়িত্ব অনুসারে গৌরবকীর্তন করে।

কমুনিয়ন অনুষ্ঠানরীতি ও ধন্যবাদ-স্তুতি

২৪। এসমস্ত কিছু ঘটবার পর ও সমস্ত উপাসনাকর্ম শেষে আসবার পর, ‘আমরা সবাই অর্ঘ্য নেবার জন্য এগিয়ে যাই’, ও ভয়ঙ্কর ও কথার চেয়ে বেশি উচ্চতম বেদি থেকে অমর ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করি। যাঁরা বেদির পরিচর্যা করেন ও ঐশ্বরিক উপাসনাকর্মে নিযুক্ত, যদিও তাঁরা বেদির কাছে এগিয়ে যান ও ঐশ্বরিক খাদ্য গ্রহণ করেন কিন্তু বাকি সবাই দূর থেকে তা গ্রহণ করে, তবু খাদ্যে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সেই রুটি এক, ও সেই উপস্থাপিত রুটি যাতে রূপান্তরিত হয়, আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের সেই দেহ এক; এবং সেই রুটি কেবল পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারাই তেমন মহৎ রূপান্তর পায়, ও এথেকেই আমরা সবাই সমানভাবে তা গ্রহণ করি কেননা আমরা সবাই আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের এক-দেহ, ও আমরা সবাই একই দেহ ও একই রক্ত খাই। যেমন সেই নবজন্মের মধ্য দিয়ে ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই খ্রিষ্টের এক-

দেহ হয়ে উঠি, তেমনি সেই পবিত্র রহস্যের এক-পুষ্টির মধ্য দিয়েও (যা দ্বারা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদের পুষ্টি যোগায়,) আমরা সবাই আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে এক-সহভাগিতায় রয়েছি। কোন এক বচনে লেখা আছে, আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন (১৬), এবং অন্য এক বচনে, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী (১৭)। তাই, যখন আমরা সবাই খ্রিষ্টের এক-দেহের অংশভাগী ও এই খাদ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা গ্রহণ করি, তখন আমরা খ্রিষ্টের এক-দেহ হয়ে উঠি, ও এটা থেকে আমরা আমাদের মাথার সঙ্গেই যেন তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা ও সিদ্ধ সংযোজন গ্রহণ করি, কারণ সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? ও সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? (১৮)। প্রেরিতদূত এখানে এটা দেখান যে, এগুলো গ্রহণ করায় আমরা আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্তের সঙ্গে সংযোজিত হই, এবং এর ফলে, যখন আমরা সেগুলো গ্রহণ করি, তখন তাঁর সঙ্গে সহভাগিতায় বসবাস করি যেহেতু আমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ; এবং তেমন সহভাগিতার মধ্য দিয়ে আমরা বাপ্তিস্মের নবজন্ম থেকে যা গ্রহণ করেছিলাম, তা দৃঢ় করে তুলি যেহেতু তাঁর দেহ হয়ে উঠি, সেই প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে যিনি বললেন, তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ (১৯), এবং অন্য পদে তিনি বললেন, খ্রিষ্টই সেই মাথা যা থেকে গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে (২০)।

২৫। তাই, রহস্যগুলির সঙ্গে এই সহভাগিতা-দান সার্বিক অর্থে আমাদের সবাইকে মঞ্জুর করা হয়, কারণ আমাদের সবার সমানভাবে সেটার প্রয়োজন, কেননা আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, সেটায় রয়েছে অনন্ত জীবনের আনন্দ। 'এজন্য উৎসর্গকারী সেই বিশপ তা গ্রহণ করার জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন', যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি যাজকত্বের বিধিতে লিপিবদ্ধ ক্রম অনুসারে সবার জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করছেন, কিন্তু এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা সেটা গ্রহণ করে, সেই অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরও সেটার সমান প্রয়োজন আছে, ও [আমাদের প্রভু] এটা জারি করলেন যে, এই খাদ্যে ও এই পানীয়তে

উপযোগিতা থাকবে, কেননা তিনি এটাই বললেন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে (২১) : একথা বলে আমাদের প্রভু অর্ঘ্য উৎসর্গকারীকে নয়, কিন্তু যে তা খায় তাকেই নির্দেশ করেন, এবং অর্ঘ্য যেমন তেমনি এটাও আমাদের সকলেরই সমান অধিকার। কেননা অর্ঘ্যটা এজন্যই উৎসর্গ করা হয় যাতে পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা যা হওয়ার কথা তা হয়ে ওঠে, তথা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত। যখন সেই রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়, তখন আমরা সবাই সেগুলোর সহভাগী হয়ে উঠি, কারণ আমরা সবাই এটা বিশ্বাস করি যে, আমরা যার সহভাগী হতে আদিষ্ট, সেই খাদ্যে ও সেই পানীয়তে জীবন রয়েছে, সেইভাবে যেইভাবে আমাদের প্রভু বলেছিলেন।

সুতরাং, সেটার অংশভাগী হওয়া সার্বিক অর্থে সবার অধিকার, কিন্তু যে কেউ ভালবাসা, বিশ্বাস ও জীবনাচরণে, মানুষের সাধ্যমত, নিজেকে সেগুলোর যোগ্য বলে দেখায়, সে সেগুলো থেকে আরও বেশি কিছু অর্জন করে। তথাপি এটা স্পষ্ট যে, কোনও মানুষই সেটার সহভাগী হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, যে মরণশীল, ক্ষয়শীল ও পাপে ভারাক্রান্ত, তেমন মানুষ কেমন করে সেই দেহ নিতে ও গ্রহণ করতে যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে, সেই যে দেহ অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠেছিল, যে দেহ স্বর্গে ও ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছে, যে দেহ প্রভু ও রাজা বলে সবার কাছ থেকে সম্মান গ্রহণ করে? তথাপি আমরা আস্থাবান, আমাদের সেই প্রভুর অনুগ্রহের কারণে যিনি এসমস্ত কিছু মঞ্জুর করলেন, এবং আমরা উত্তম ধর্মাগ্রহ ও তৎপরতায় যথাসাধ্য ও অধিক প্রচেষ্টা সহ সেই সবকিছুর দিকে এগিয়ে চলি। আমরা মানবস্বরূপের সাধ্য অনুযায়ীই সেগুলোর দিকে এগিয়ে চলি। তেমন প্রত্যাশায়ই আমরা সবাই আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দিকে এগিয়ে যাই। তিনি পবিত্র বাপ্তিস্মে আমাদের সেই নবজন্ম মঞ্জুর করলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের তাঁর নিজের দেহ, তাঁর নিজের মাংস, ও তাঁর নিজের প্রথমজাত সন্তান করলেন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন (২২) ও প্রাকৃতিক মাতার সমতুল্য ভালবাসায় তিনি নিজের দেহ দিয়েই আমাদের পুষ্টিসাধনের যত্ন নিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি আমাদের সামনে সেই দু'টো তথা সেই রুটি ও সেই পানপাত্র সাজালেন যা হল তাঁর সেই দেহ ও তাঁর সেই রক্ত যা দ্বারা

আমরা অমরতার খাদ্য খাই ও যার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদের দেহে প্রবাহিত হয় ও অমর ও অক্ষয়শীল অস্তিত্বে আমাদের পুষ্টিসাধন করে; এগুলো দ্বারা তিনি স্থিরতার সঙ্গে ও অবর্ণনীয় ভাবে আমাদের সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলোর সহভাগিতায় চালনা করেন, যখন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ থেকে, বিনা রহস্যগুলি ও চিহ্নগুলি ছাড়া, আমাদের পুষ্ট করা হবে ও আমরা পুরোপুরিই অমর, অক্ষয়শীল, ও স্বরূপে অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠব।

২৬। তাই এই স্মৃতিচিহ্নগুলির মধ্য দিয়ে ও সম্পাদিত এই রহস্যগুলি ও চিহ্নগুলির মধ্য দিয়েই আমরা সবাই মাধুর্যে ও মহৎ ফুর্তির সঙ্গে কেমন যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের কাছে এগিয়ে যাই ও যথাসাধ্য মাধুর্যে তাঁকে আলিঙ্গন করি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, ও আমরা তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগিতায় পৌঁছব বলে প্রত্যাশা রাখি, কারণ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে, একপ্রকার কবর থেকেই যেন, পবিত্র বেদি থেকেও পুনরুত্থান করলেন, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যা সিদ্ধিলাভ করল; এবং তাঁর দেখা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে আসেন ও তাঁর সঙ্গে সহভাগিতার [তথা কমুনিয়নের] মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে নিজের পুনরুত্থান ঘোষণা করেন। যদিও তিনি নিজেকে ভাগ ভাগ করেই আমাদের কাছে আসেন, তবু রুটির এক একটা টুকরোতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ও আমাদের কাছাকাছি আছেন, ও আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজেকে দান করেন, যাতে আমরা যথাসাধ্যই তাঁকে গ্রহণ করতে ও আলিঙ্গন করতে পারি ও এক একজনের তৃপ্তি অনুযায়ী তাঁর কাছে আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি। এইভাবেই আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত আমাদের পুষ্টিসাধন করে, ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপে রূপান্তরিত হবার প্রত্যাশা আমাদের অন্তরে সঞ্চার করে।

২৭। ‘পরে আমরা প্রত্যেকে দৃষ্টি অবনত রেখে ও হাত দু’টো প্রসারিত করে এগিয়ে যাই’। দৃষ্টি অবনত রেখে [কমুনিয়ন] গ্রহণকারী আরাধনার মধ্য দিয়ে একপ্রকার শালীনতার ঋণ পূরণ করছে; এইভাবে একপ্রকার বিশ্বাস-স্বীকার উপস্থাপন করছে যে, সে রাজারই দেহ গ্রহণ করছে, তাঁরই দেহ গ্রহণ করছে যিনি ঐশ্বরিক স্বরূপের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ সংযোজনের মধ্য দিয়ে সবার প্রভু হলেন ও প্রভু বলে গোটা সৃষ্টির আরাধনারও

পাত্র। এবং তার হাত দু’টো যে সমানভাবে প্রসারিত, এটার মধ্য দিয়ে সেই গ্রহণকারী যে দান গ্রহণ করতে উদ্যত, সেই দানের মহত্ত্ব স্বীকার করে। অতএব, ‘অর্ঘ্য গ্রহণ করার জন্য আমরা ডান হাত প্রসারিত করি, কিন্তু এই হাতের নিচে বাঁ হাত রাখি’ : এতে একজন মহাভয় প্রকাশ করে, এবং যেহেতু সেই প্রসারিত ডান হাত উচ্চতর পদের অধিকারী, সেজন্য, রাজার দেহ গ্রহণ করার জন্য সেই হাতই প্রসারিত হয়, ও বাঁ হাত আপন বোন হাত ধরে বহন করে, ও একইসঙ্গে এমনটা ভাবে না যে, সে দাসের ভূমিকা পালন করছে, কেননা সে ডান হাতের সমান মর্যাদার অধিকারী, রাজার সেই রুটির কারণে যা সে বহন করছে।

২৮। অর্ঘ্য ‘দানকালে বিশপ বলেন, খ্রিষ্টের দেহ’ : তাঁর এই কথা দ্বারা তিনি তোমাকে এই শিক্ষা দেন : যা দৃশ্য তা লক্ষ না করে তুমি বরং যেন মনে এই অর্ঘ্যের স্বরূপ চিত্রিত কর যা পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা এখন খ্রিষ্টের দেহ। তাই তোমাকে মহাভয় ও মহা ভালবাসার সঙ্গেই এগিয়ে আসতে হবে, যা দান করা হচ্ছে তার মহত্ত্ব অনুসারে, তথা : ভয়ের সঙ্গে, অর্ঘ্যের মর্যাদার মহত্ত্বের কারণে; ভালবাসার সঙ্গে, সেই অর্ঘ্যের অনুগ্রহের কারণে। ‘এজন্যই বিশপের পরে তুমি বল, আমেন’। তোমার উত্তরে তুমি বিশপের কথা সত্যায়িত কর, ও যিনি দান করছেন, তাঁর কথা প্রতিস্বাক্ষরিত কর। ‘পানপাত্র গ্রহণে একই ভাবে করা হয়’।

তবে, দেহ গ্রহণ করার পর তুমি তোমার হাতে রাখা সেই অধিকার বিষয়ে স্বীকৃতি স্বরূপ আরাধনা নিবেদন কর, কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের সেই প্রভুর কথা স্মরণ কর যা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর তিনি আপন শিষ্যদের উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন, স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে (২৩)। তুমি মহৎ ও সত্যকার ভালবাসায় তা তোমার চোখে চাপ দাও ও চুম্বন কর, এবং তার কাছে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই কাছে যেন তোমার প্রার্থনা নিবেদন কর যিনি এই ক্ষণে তোমার খুবই কাছে রয়েছেন ও যে মহৎ সৎসাহস তুমি পাবে বলে প্রত্যাশা করছিলে তা ইতিমধ্যে তোমারই; যখন তুমি তাঁর কাছে এগিয়ে যাও ও তাঁকে ধরে রাখ, তখন তুমি সেই সৎসাহসের অধিকারী হয়ে গেছ। এবং তুমি প্রার্থনা কর ও সেইসঙ্গে তোমার দুর্বলতা, তোমার অসংখ্য পাপকর্ম, ও তেমন দান ক্ষেত্রে তোমার মহৎ অযোগ্যতা

স্বীকার কর। আরও, তুমি উপযোগী ভাবে তাঁকেই গৌরবান্বিত করবে যিনি তোমার মত মানুষকে তেমন মহৎ বিষয় মঞ্জুর করেছেন ও তোমাকে তাঁর নিজের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে এমন যোগ্য করে তুলেছেন যে, তুমি সমস্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে ও তাঁর গ্রহণীয় কর্ম সম্পাদন করে সেই অর্ঘ্য গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ।

২৯। তুমি তেমন মনোভাব ও সদৃশ মনোভাবেই 'অর্ঘ্যটা গ্রহণ করে রহস্যগুলির সহভাগিতা গিলে ফেল', কেননা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দেহকে শুধু নয়, এমনকি দেহের আগে প্রাণকেই এই ভয়ঙ্কর সহভাগিতা দ্বারা পুষ্ট করে তোলে: তখনই যখন সেই অনুগ্রহ, সেই আসন্ন জগতে, দেহকে অমর ও প্রাণকে অপরিবর্তনীয়, ফলত কোন পাপের কাছে অগম্য করে তুলবে। 'অর্ঘ্যটা নেওয়ার পর তুমি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি ও ধন্য-স্তুতিবাদ উত্তোলন করবে', যেন এই ঐশ্বরিক দানের প্রতি নিজেকে অকৃতজ্ঞ না দেখাও। এবং 'তুমি মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে ধন্যবাদ-স্তুতি ও ধন্য-স্তুতিবাদ অর্পণ করার জন্য অন্যদের সঙ্গে থাকবে', কারণ যারা এই আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করেছে, তাদের সবারই দায়িত্ব, এই মহাদানের জন্য প্রকাশ্যেই ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা।

উপাসনাকর্মে অংশ গ্রহণকারীদের কাছে দাবীকৃত মনোভাব

৩০। তোমরা তো জান, এই বিগত অনেক দিন ধরে আমরা এই রহস্যগুলি বিষয়ক ব্যাপারে কথা বলে এসেছি যার মহত্ত্ব যত কথার চেয়েও অনেক বেশি উচ্চ। কেননা, মরণশীল কথা যা অমর, স্বর্গীয় ও অকথনীয় বিষয় সেসম্পর্কে কি বলতে পারে? তবু এসমস্ত কিছু তোমাদের কর্ণগোচরে বলা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে তোমরা এই দানের মহত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ না থাক। এখন তোমাদের দায়িত্ব এমন ধীশক্তি ব্যবহার করা যা উৎকৃষ্ট এই সবকিছুরই উপযোগী যার বিষয়ে তোমাদের যোগ্য করা হয়েছে; আরও, তেমন দানের মহত্ত্বের মাত্রা অনুসারে তোমাদের ভালমত ভাবতে হবে, আমরা কি ছিলাম ও কিসেতে রূপান্তরিত হয়েছি: আমরা স্বরূপে মরণশীল ছিলাম ও এখন অমরতা পাব বলে প্রত্যাশা করছি; আমরা ক্ষয়শীল ছিলাম ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠব; আমরা যন্ত্রণাসাপেক্ষ ছিলাম ও যন্ত্রণা-অনাক্রম হব; আমরা পরিবর্তনশীল ছিলাম ও চিরকাল

ধরে অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকব; আমরা পৃথিবীর যত অমঙ্গল থেকে স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়েছি; আমরা সেই সমস্ত মঙ্গলদান ও তৃপ্তিকর বিষয় উপভোগ করব যা স্বর্গে লভ্য। আমরা এই প্রত্যাশা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থা থেকে অর্জন করেছি যাঁকে আমাদের জন্য ধারণ করা হল। তিনিই প্রথম ঐশ্বরিক স্বরূপ থেকে এই রূপান্তর গ্রহণ করলেন ও এইভাবে এই মহৎ বিষয়গুলোতে আমাদের সহভাগিতার অগ্রনেতা হলেন। তাই আমরা এই রহস্যগুলির সহভাগী হতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, এধরনের দৃষ্টান্তগুলোর মধ্য দিয়ে, একেবারে অকথনীয় চিহ্নাদির মধ্য দিয়েই আমরা, মাঝে মাঝে নিয়মিত সময়ের আগেও, সেই প্রকৃত বিষয়গুলোর অধিকারী, এবং এই রহস্যগুলিতে আমাদের সহভাগিতায় পবিত্র আত্মার প্রথমফল (২৪) গ্রহণ করেছি ব'লে (সেই যে প্রথমফল আমরা তখনই অর্জন করি যখন নবজন্মে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি) আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন আমরা রহস্যটা [অর্থাৎ সাক্রামেন্ত] গ্রহণ করি, তখন আমাদের জীবনের পুষ্টি ও জীবিকা বলেই তা গ্রহণ করি।

৩১। আমাদের উচিত, প্রত্যেক দিন ও সমস্ত জীবন ধরেই এবিষয়ে ও সদৃশ বিষয়ে ভাবা ও যথাসাধ্য আমাদের নিজেদের এই রহস্যগুলির যোগ্য করা; এবং আমরা তখনই এটার যোগ্য হই যখন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের আজ্ঞাগুলো পালন করি যিনি আগেই এই মঙ্গলদানগুলো ও সদৃশ মঙ্গলদানগুলো দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন যদি আমরা অনিষ্ট বিষয় থেকে ফিরে শুভ বিষয় আঁকড়ে থাকি ও নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করে বরং সেই দয়া আপন করে নিই যা এধরনের মঙ্গলদান এনে দেয়। কেননা যারা প্রার্থনা করে, আমাদের প্রভু যখন তাদের এটা বলতে আদেশ করলেন, 'আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি', ও সেটায় এটাও যোগ করলেন, তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না (২৫), তখন আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি দয়া দেখাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি, তাহলে, মহত্তর কারণে, আমরা অনুগ্রহও পাব না ও এজগতে থাকতে ঈশ্বর দ্বারা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা সেই মঙ্গলদানগুলোও পাব না। তাই আমরা তখনই এই ভয়ঙ্কর রহস্যের যোগ্য হয়ে উঠি, যখন উপরোল্লিখিত সেই সমস্ত কিছুর কথা ভাবি, যখন সাধ্যমত পার্থিব বিষয়ের চেয়ে উচ্চতর মনের অধিকারী হই,

যখন স্বর্গীয় বিষয় দর্শন করি, ও এটাই অবিরাম ভাবি যে, সেইগুলো পাবার প্রত্যাশায়ই আমরা এই রহস্য গ্রহণ করেছি।

৩২। যারা একেবারে বিবাহ-মুক্ত, তাদের পক্ষে পার্থিব বিষয় অবজ্ঞা ক'রে স্বর্গীয় বিষয় অবিরাম লক্ষ করা ও ধন্য পলের এই বাণী মনে রাখা অধিক উপযোগী, যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে (২৬)। তিনি দেখান, যে অবিবাহিত, তার পক্ষে পার্থিব সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা, ও প্রতিজ্ঞার জোরে যাঁর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে, সেই ঈশ্বরের গ্রহণীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে চিন্তিত থাকা উপযোগী। যে কেউ এই রহস্যের কাছে এগিয়ে এসেছে ও সেই স্বর্গে আহূত হয়েছে যেখানে বিবাহও নেই, খাদ্য বা পানীয়ও নেই, তেমন ব্যক্তির পক্ষেই, তার সাধ্যমত, আগে থেকেই, অর্থাৎ এই জগতে থাকতেই এমন জীবনাচরণ করা উপযোগী যে জীবনাচজরণ এমন জগতের উপযোগী জীবনাচরণ যার অনুকরণে সে অবিবাহিত থাকাটা বেছে নিল। বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষেও এই জগতের চিন্তায় আবদ্ধ না থাকা উপযোগী, কেননা এই রহস্যের মধ্য দিয়ে তারা সেই জগতের আনন্দের প্রত্যাশা পেয়েছে যে-জগতে আমরা বিবাহ ও, সংক্ষেপে কথা বলতে গিয়ে, এজগতের সমস্ত ব্যাপার দূর করে দেব। যারা বিবাহ জীবন যাপন করে, তাদের পক্ষেও এটা উপযোগী যে, তারা সাধ্যমত আসন্ন জগতের অনুকরণ করতে সচেষ্ট থাকবে, যেইভাবে ধন্য পল বললেন, সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা ধন-সম্পদে আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (২৭)।

৩৩। যেহেতু এই জগৎ এমন জাগতিক চেহারায় রয়েছে যা, প্রেরিতদূতের কথা মত, লোপ পাবে, ও নিঃসন্দেহে বিলুপ্ত হবে; আরও, যেহেতু আমরা এমন জগতের প্রতীক্ষায় রয়েছি যা অনন্তকালস্থায়ী, সেজন্য আসন্ন জগতের বিষয় অনুযায়ী জীবন স্থির করা একান্ত উপযোগী। একথা এই আমাদেরই জন্য বিশেষভাবে মঙ্গলকর ও উপযোগী

যারা এই সাক্রামেন্তীয় খাদ্য খাই ও সেই বিষয়েরই দিকে চেয়ে আছি যেগুলোর প্রত্যাশায় পবিত্র রহস্যের সহভাগী হই। মানব দুর্বলতা থেকে আগত যত পাপ পবিত্র রহস্যের সহভাগিতা থেকে আমাদের দূরে রাখতে সক্ষম নয়। এবং যারা পাপে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে যেমন ভয় ছাড়া এই সহভাগিতার কাছে আসতে নেই; তেমনিভাবে, যারা নিজেদের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত, তাদেরও পক্ষে পবিত্র রহস্যগুলি গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসা ও তা গ্রহণ করা, ও সেইসঙ্গে এটাও ভাবা উপযোগী যে, যেমন আমাদের বর্তমান অস্তিত্বের জন্য আমরা আবশ্যকীয় ভাবেই খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য, তেমনি আমাদের ভাবী অস্তিত্বের জন্যও খ্রিস্টের সাধিত ব্যবস্থাই ঐশ্বরিক অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মিক খাদ্য যুগিয়ে দেবে।

৩৪। তাই রহস্যের সহভাগিতা থেকে একেবারে বিরত না থাকা ও তা অযোগ্য ভাবে গ্রহণ না করা আমাদের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু আমাদের যথাসাধ্যই ন্যায্য বিষয়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, ও সেইভাবে সচেষ্ট হওয়ার পর আমাদের সেই সহভাগিতা গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, এবিষয়ে অধিক সচেতন হয়ে যে, যদি আমরা আমাদের জীবনকে অযোগ্য বিষয়ে উৎসর্গ করি, নির্ভয়ে পাপ করে চলি, যা খুশি তাই করি, ও আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে অসাবধান, তাহলে আমরা এই অবর্ণনীয় খাদ্য ও পানীয় আমাদের বিনাশের জন্যই খাব ও পান করব। কিন্তু, আমরা যদি আমাদের পরিত্রাণের বিষয়ে সতর্ক, শুভ জীবনাচরণের প্রতি তৎপর, ও মনে মনে সেবিষয়ে অবিরাম ভাবি, তাহলে মানব দুর্বলতা জনিত যে পাপ আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের কাছে আসে, তা আমাদের ক্ষতি করবে না; আমরা বরং রহস্যগুলিতে সহভাগিতা থেকে মহৎ সাহায্য অর্জন করব। কেননা আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত, ও তা থেকে আমাদের উপরে মঞ্জুর করা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ শুভ জীবনাচরণে আমাদের দৃঢ় করবে ও আমাদের মন উদ্দীপিত করবে, ও একই সময়ে আমাদের কাছ থেকে অভক্তিময় চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবে ও অবশ্যই পাপের আগুন প্রশমিত করবে, সেই অনুপাতে যে অনুপাতে আমরা তা অনিচ্ছাকৃত ভাবে করেছি ও সেই অনুপাতে যে অনুপাতে সেই পাপ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে এসেছে ও আমরা অনিচ্ছাকৃত ভাবে সেই পাপে পতিত হয়েছি,

ও সেই পাপের কারণে আমরা তীব্র দুঃখ প্রকাশ করেছি ও আমাদের অপরাধের বিষয়ে মহৎ অনুশোচনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি।

এউখারিস্তিয়া ও মনপরিবর্তন

৩৫। এই পবিত্র রহস্যগুলিতে সহভাগিতা নিঃসন্দেহেই এই ধরনের অপরাধের পাপক্ষমা আমাদের মঞ্জুর করবে, কেননা আমাদের প্রভু স্পষ্ট বললেন, *এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য ভগ্ন করা হয়, ও এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশে অনেকের জন্য পাতিত*; আরও বললেন, *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি* (২৮)। সুতরাং, আমরা যদি নিশ্চিন্তেই পাপ করে চলি, তবে আমাদের পক্ষে পবিত্র রহস্যগুলির কাছে যাওয়া কঠিন লাগবে, কিন্তু যদি অধ্যবসায়ের সঙ্গে শুভকর্ম সম্পাদন করি ও অসৎ কর্ম থেকে দূরে থাকি ও আমাদের কাছে আগত পাপের বিষয়ে সত্যিই অনুশোচনা করি, তবে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের কথা অনুসারে, পবিত্র রহস্য গ্রহণে নিঃসন্দেহেই পাপক্ষমা পাব, কেননা, আমরা পাপী থাকতেই মনপরিবর্তনের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য, ও সবকিছু বেষ্টনকারী পরিত্রাণের জন্য আমাদের বেছে নেওয়া হয়েছে, কেবল তাঁরই অনুগ্রহ দ্বারা যিনি আমাদের আহ্বান করলেন। একথা ধন্য ইশাইয়ার বাণী থেকেও শেখা যেতে পারে।

৩৬। তিনি [অর্থাৎ নবী ইশাইয়া] যে ভয়ঙ্কর দর্শন পেয়েছিলেন, তা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের সাধিত ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত ছিল, যে-ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ঐশ্বরিক গৌরবে পূর্ণ হওয়ার কথা, সেই দর্শনের উদ্দেশ্য এটাও ছিল, যেন আমরা ত্রিত্ব রহস্য শিখে নিই, ও ধর্মশিক্ষা, বিশ্বাস-স্বীকার, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। এমনটা স্পষ্ট করার জন্য সেই সেরাফগণ উদাত্ত কণ্ঠে এই গীতিকা গান করলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, যাঁর প্রশংসায় স্বর্গমর্ত পরিপূর্ণ (২৯)। যখন নবী আত্মিক দর্শনে এসব কিছু দেখলেন, তখন নিজের মুখে উপুড় হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি সেই মানব দুর্বলতা স্মরণ করলেন যা পাপে ও শঠতায় পূর্ণ; এবং সেরাফগণের একজন তাঁর কাছে প্রেরিত হলেন, বেদি থেকে চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা নিলেন ও তা তাঁর ওষ্ঠের কাছে এনে বললেন, দেখ, এ তোমার ওষ্ঠের কাছে আনা হয়েছে, তোমার শঠতা

ঘুচে যাক, তোমার পাপের ক্ষমা হোক (৩০)। সুতরাং, বেদির উপরে কয়লা ছিল: এ সেই রহস্যের প্রকাশ, যে-রহস্য আমাদের কাছে সম্প্রদান করার কথা ছিল। সেই টুকরো কয়লা শুরুতে কালো ও ঠান্ডা ছিল, কিন্তু যখন তা আগুনে দেওয়া হল, তখন চকচকে ও গরম হল। পবিত্র রহস্যের খাদ্য এটারই সদৃশ হওয়ার কথা, কারণ যা উপস্থাপন করা হয় তা সাধারণ রুটি ও আঙুররস, কিন্তু পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা তা দেহে ও রক্তে পরিণত হয় ও এর ফলে এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যাতে আত্মিক ও অমর খাদ্য হবার পরাক্রম লাভ করে। এজন্যই নবী সেই জ্বলন্ত কয়লার দর্শনে তারই ইঙ্গিত ও প্রকাশ দেখলেন যা একদিন ঘটবার কথা। পবিত্র আত্মাও আগুনের মত দেখতেই স্বর্গ থেকে সেই ধন্য প্রেরিতদূতদের উপরে নেমে এসেছিলেন যাঁদের মধ্য দিয়ে [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ সমস্ত মানবজাতিতে আঁকড়ে থাকবে। যেমন সেই সেরাফ কাছে এলেন, ও নবীর সমস্ত পাপ শুচীকৃত করলেন ও ক্ষমা করলেন, তেমনি আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা যদি মনপরিবর্তন করি ও আমাদের পাপকর্মের বিষয়ে মনে দুঃখিত ও হৃদয়বিদারণে বিদীর্ণ হই, তবে পবিত্র রহস্যগুলিতে সহভাগিতা দ্বারা আমাদের অপরাধ একেবারে মুছিয়ে দেওয়া হবে।

৩৭। যখন নবীকে এই দর্শন মঞ্জুর করা হয়েছিল, তখন তিনি মুখে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, হায় রে দুর্ভাগা ও দুঃখক্লিষ্ট মানুষ এই আমি! আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ, আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি; অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেই প্রভু সাব্বাওথ্‌কে দেখল (৩১)। যেহেতু এই কথা এমন মানুষের কথা যে মনপরিবর্তন করেছে ও নিজের পাপের কারণে বিবেকে আঘাতগ্রস্ত, সেজন্য, তিনি এই অবস্থায় থাকতে যখন সেই সেরাফ দ্বারা সেই জ্বলন্ত কয়লা তাঁর কাছে আনা হয়েছিল, তখন তাঁকে সেই বাণী শুনতে দেওয়া হয়েছিল। এবং আমরাও যদি তেমনটা হতে চেষ্টা করি, তাহলে এটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ আমাদের উপরে শুভকর্ম সাধনের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করবে, ও আগুন যেমন শেয়ালকাঁটা নিঃশেষিত করে, তেমনি সেই অনুগ্রহ আমাদের সমস্ত পাপ একেবারে আবৃত করবে।

৩৮। এবং সেই সেরাফ সেই জ্বলন্ত কয়লা হাত দিয়ে নয়, কিন্তু চিমটে দিয়েই ধরলেন। এই দর্শন এটা দেখায় যে, বিশ্বস্তজনদের পক্ষে মধ্যস্থ ছাড়া রহস্যগুলির কাছে

এগিয়ে যেতে ভয় পাওয়া উচিত; এবং সেই মধ্যস্থ হলেন সেই বিশপ যিনি হাত দিয়ে তোমাকে রহস্যগুলিকে দান করে বলবেন, ‘খ্রিষ্টের দেহ’, যদিও তিনি নিজে এটা বিশ্বাস করেন না যে, তিনি তেমনটা ধরতে ও দান করতে যোগ্য; কিন্তু সেই চিমটের জায়গায় তিনি সেই আত্মিক অনুগ্রহের অধিকারী, যা যাজকত্ব বরণে গ্রহণ করেছিলেন ও যা থেকে তেমন কিছু প্রদান করার সৎসাহস অর্জন করেছেন। তিনি উপাদানটা নিজের হাতে ধরেন যাতে করে তিনি নিজে নিজের হাতের বিষয়ে সৎসাহস পান; এবং তিনি যে এসবকিছুর মহত্ত্ব বিষয়ে ভয় পান না তা শুধু নয়, বরং এসবকিছুর অনুগ্রহের কারণেই তিনি তত সৎসাহসের অধিকারী। যে কয়লা সেই সেরাফের দ্বারা চিমটে দিয়ে বহন করা হচ্ছিল, তা ওষ্ঠের সংস্পর্শে অনা হলে যখন সমস্ত পাপ দূর করে দিল ও যা দেখতে আগুন তা নিজের প্রকৃতি অনুসারে দগ্ধ করেনি বা একেবারে ক্ষয় করেনি, তখন মহত্তর কারণে তোমার পক্ষে এটা কি বেশি উচিত হবে নয় যে, এই উপাসনাকর্মের কারণে [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ যাঁর অন্তরে স্থিত, যখন তুমি সেই মহাযাজকে মহৎ সৎসাহসের সঙ্গে তোমাকে এই দান প্রদান করতে দেখ, তখন তোমারও সৎসাহস থাকবে ও মহৎ প্রত্যাশায় তা গ্রহণ করবে? তুমি তো দানের মহত্ত্বের কারণেই ভয় পাও, কিন্তু যখন তুমি তা গ্রহণ করে থাক, তখন তাঁরই দয়ার উপরে আস্থা রাখবে যিনি মানবজাতির কাছে তেমন কিছু মঞ্জুর করেন ও বিশপের উপরে তেমন সৎসাহস প্রদান করলেন, তাঁর প্রাণের কারণে শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া যাদের একান্ত প্রয়োজন, তাদেরও কারণে [তেমন সৎসাহস প্রদান করলেন], অবশ্যই, যদি ধন্য পলের কথামত এটা সত্য যে, তিনি *নিজের ও জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করার লক্ষ্যে* মহাযাজক বলে নিযুক্ত হলেন (৩২)।

৩৯। পবিত্র রহস্যগুলিতে সহভাগিতার প্রতি, আমাদের তেমন চিন্তা ও ভালবাসার অধিকারী হওয়া উচিত। আমরা যদি বিধান লঙ্ঘনকারী মহাপাপ করে থাকি, ও আমরা যদি এধরনের পাপ থেকে দূরে সরে যেতে নিজেদের প্রভাবিত না করি, তবে আমাদের পক্ষে সবসময়ই ও বিনা শর্তেই সেই সহভাগিতা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত; কেননা যদি দেখা যাচ্ছে, আমরা এই পাপকর্মে থাকতে সঙ্কল্পিত, তবে তেমন রহস্যগুলি থেকে কোন্ উপকারিতা আমাদের কাছে আসবে? প্রথমে যথাসাধ্যই আমাদের বিবেককে

নির্দ্বিধায় ও উপযোগী ভাবে আমাদের পাপ বিষয়ে অনুশোচনা করার জন্য প্রভাবিত করা ও আমাদের জন্য অন্য কোনও প্রতিকার স্থির না করা দরকার। এসো, আমরা এটা জানি যে, যিনি আমাদের দেহ যন্ত্রণাসাপেক্ষ করলেন, সেই ঈশ্বর যেমন আমাদের সেই দেহের জন্য এমন প্রতিকার ব্যবস্থা করলেন যা বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা আমাদের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করেন, তেমনি, পাপের জন্য প্রতিকার হিসাবে তিনি পরিবর্তনশীল বলে সৃষ্ট আমাদের প্রাণের জন্য মনপরিবর্তন ব্যবস্থা করলেন। এই মনপরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়মবিধি আদি থেকেই স্থাপন করা হয়েছিল, এবং যে প্রবীণেরা ও সেই বিশেষজ্ঞরা যাঁরা পাপীদের নিরাময় করেন ও যত্ন করেন, তাঁরা, যাদের দরকার, মনপরিবর্তন করতে সেই ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মনে ঔষধ আনেন, সেই মন্ডলীগত বিধি ও প্রজ্ঞা অনুসারে যা পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী স্থিরীকৃত।

৪০। এজন্যই আমাদের প্রভু বললেন, তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে কেবল তোমাদের নিজেদের মধ্যে তাকে অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও; সে যদি তোমার কথা শোনে, তুমি নিজের ভাইকে জয় করেছ। কিন্তু সে যদি না শোনে, তবে আর দু' একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। আর সে যদি তাদের কথা না শোনে, মন্ডলীকে বল; আর যদি মন্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন কর-আদায়কারী বা বিজাতীয়ের মত হোক (৩৩)। প্রকৃতপক্ষে, এটাই পাপের চিকিৎসা যা ঈশ্বর খুঁজে পেয়েছেন ও যা মন্ডলীর বিশপদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে যাতে তাঁরা তাঁদের সমস্ত ধর্মাগ্রহের সঙ্গে তা ব্যবহার করে মানুষের অসুস্থতা নিরাময় করতে পারেন।

৪১। ধন্য পল এটাও বললেন, *সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর*; তিনি আদেশ করলেন, পাপীদের *সহিষ্ণুতার সঙ্গে ও ধর্মশিক্ষা দানে* (৩৪) অনুযোগ কর যেন তারা নিজেদের পাপ ব্যক্ত করে; এবং সেই 'তিরস্কার' অনুশীলন করা হয় যাতে তারা কোন না কোন বিধি থেকে সংশোধন পেতে পারে ও তা থেকে নিজেদের জন্য সাহায্য অর্জন করতে পারে। তিনি তাদের 'আশ্বাস' দিতেও আদেশ করলেন, এই অর্থে যে, যখন দেখা যায়, অনুযোগ ও তিরস্কারের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সংস্কার করতে ও অনিষ্ট থেকে সরে যেতে ও যা

মঙ্গল তাতে ব্যগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক, তখন তিনি অবশ্যই তাদের সবার জন্য 'ধর্মতত্ত্ব ও সহিষ্ণুতা' যোগ করলেন। তিনি 'সহিষ্ণুতার' উপর জোর দিলেন কারণ তা অধিক প্রয়োজনীয়, যেহেতু যা কিছু ঘটে, অর্থাৎ পাপী মানুষকে অনুযোগ করা হোক বা তিরস্কার করা হোক বা আশ্বাস দেওয়া হোক না কেন, সেই পাপী কথা দ্বারাই যা প্রয়োজন তা শেখে, ও যা উপযোগী তার দিকে এগিয়ে যায়।

৪২। এমনটা মনে হয়, ধন্য পল এটা তখনই করলেন যখন জানতে পারলেন, করিন্থীয়দের মধ্যে একটা উদ্ধত মানুষ নিজের পিতার স্ত্রীকে নিয়েছিল। তিনি লোকটাকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে অর্থাৎ তাকে মণ্ডলী থেকে বিচ্যুত করতে আজ্ঞা করলেন; এবং তিনি একথা বলে এটার লক্ষ্য দেখালেন, তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে, সে যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দিনে আত্মায় জীবনযাপন করতে পারে (৩৫); কেমন যেন তিনি বলতেন, আমি এই আজ্ঞা করি যাতে সে কষ্ট পেতে পারে ও নিজের পাপের বিষয়ে সচেতন হতে পারে, তাকে যেন অনুযোগ করা হয়, ও তিরস্কারের মধ্য দিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়: এইভাবে তাকে পাপ থেকে সরিয়ে দেবার পর সে আসন্ন জগতে পূর্ণ পরিত্রাণ লাভ করবে, কেননা বাপ্তিস্মের সময়ে সে [পবিত্র] আত্মার সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করেছিল যা তাকে তখনই ত্যাগ করেছিল যখন লোকটা পাপ করেছিল ও জেদ করে সেই পাপে থেকেছিল। তিনি আত্মার পরিত্রাণ বলতে নিঃসন্দেহে পাপকর্ম থেকে ও পবিত্র আত্মাকে পূর্ণ গ্রহণ থেকে দূরে সরে যাওয়া বোঝান: সেই পবিত্র আত্মাই এমনটা করবেন যেন সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। লোকটা এইভাবে অনুশোচনা করার পর তিনি তাঁর দ্বিতীয় পত্রে আজ্ঞা করলেন যেন তাকে ফিরিয়ে আনা হয়; তিনি বললেন, তেমন লোকটা যে শাস্তি পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং তোমরা বরং তাকে ক্ষমা করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল, পাছে অতিরিক্ত দুঃখের ভারে সে একেবারে ভেঙে পড়ে। এজন্য আমার এই অনুরোধ, তোমরা তাকে দেখাও যে, তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের অন্তরে আর কিছু নেই। যাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি (৩৬)। এইভাবে তিনি আজ্ঞা করলেন যেন লোকটা তার আগেকার আস্থায় ফিরে আসে, কেননা সে তিরস্কার গ্রহণ করেছিল ও আত্মসংশোধন করেছিল, ও কড়া প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে নিজের পাপের ক্ষমা পেয়েছিল।

৪৩। তারপর তিনি এবিষয়ে নিয়মবিধি স্থাপন করলেন; তিনি বললেন, ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, সেই মানুষের সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি? ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? (৩৭)। তিনি এখানে দেখান যে, যারা বাইরের মানুষ, তাদের নয়, কিন্তু যারা ভিতরের মানুষ, আমাদের পক্ষে তাদেরই কাছে সংশোধন উপস্থাপন করা দরকার; কেননা যারা ভিতরের মানুষ, যা বলা হয় তারা তা মানে ও আমাদের কাছ থেকে আগত সংশোধন ন্যায়সঙ্গত ভাবে মেনে নেয়। যারা ভিতরের মানুষ, তারা কী ধরনের লাভ অর্জন করে, তিনি তাও দেখান; তিনি বলেন, বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করবেন (৩৮)। এতে তিনি দেখান, যারা বাইরের মানুষ, তারা যখন সংশোধন ছাড়া হয়ে থাকে, তখন, ধর্মভক্তির কাছে বিজাতীয় হওয়ায় তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে, কিন্তু যারা বিশ্বাসে ভাই, তারা সংশোধন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তবে তারা তাদের পাপের ক্ষমা পাবে ও আসন্ন জগতের শাস্তির হুমকি থেকে মুক্তি পাবে। অতএব, যেহেতু এমনটা হতে পারে যে, কোন না কোন মানুষ তাদের কাছে উপস্থাপন করা সংশোধন গ্রহণ করে না, সেজন্য তিনি বললেন, ‘তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও’, কেমন যেন একজন বলত, সে একেবারে তোমাদের বাইরে থাকুক। একথা আমাদের প্রভুর উচ্চারিত এই কথার মত, সে যদি মণ্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন বিজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক (৩৯)।

৪৪। যেহেতু তোমরা এবিষয়ে সচেতন ও এবিষয়েও সচেতন যে, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের কথা খুবই চিন্তা করেন বিধায়ই মনপরিবর্তন-ব্যবস্থা দান করলেন ও আমাদের কাছে অনুশোচনার ঔষধ দেখালেন, ও এমন মানুষদের স্থির করলেন যাঁরা বিশপ ও পাপ ক্ষেত্রে চিকিৎসক যাতে করে, আমরা যদি তাঁদের মধ্য দিয়ে এজগতে নিরাময় ও পাপক্ষমা পাই তাহলে আসন্ন বিচার থেকে মুক্তি পাব, সেজন্য আমাদের পক্ষে সমস্ত আশ্বাস নিয়ে বিশপদের কাছে যাওয়া ও তাদের কাছে আমাদের পাপ ব্যক্ত করা উচিত; এবং তাঁরা তৎপরতা, দয়া ও ভালবাসা দিয়ে উপরোল্লিখিত নিয়মবিধি অনুসারে পাপীদের নিরাময় অর্পণ করবেন। যা প্রকাশ করতে নেই তাঁরা তা প্রকাশ না করে, বরং

যা ঘটেছে তা নিজেদের মধ্যেই রাখবেন,—যেমনটা এব্যাপারে উপযুক্ত, যেখানে সত্যকার ও প্রেমময় পিতা হিসাবে তাঁরা নিজেদের সন্তানদের লজ্জা বিবেচনা করতে ও তাদের দেহের উপরে এমন কিছু চাপিয়ে দিতে বাধ্য যা তাদের নিরাময় করবে। এইভাবে আমাদের জীবনাচরণ সঠিক করার পর, রহস্যগুলির মহত্ত্ব জানবার পর ও সেইসঙ্গে, যে অনুগ্রহে আমরা আহূত হয়েছি, সেই সীমাহীন অনুগ্রহের মহত্ত্বও জানবার পর; আমাদের পরিত্রাণের জন্য তৎপর হওয়ার পর ও আমাদের অপরাধ সঠিক ভাবে সংস্কার করতে চেষ্টা করার পর, আমরা সেই ভাবী প্রত্যাশার যোগ্য বলে পরিগণিত হব যার খাতিরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এই রহস্য সম্পাদন করার জন্য আমাদের যোগ্য করে তুলেছে। আমরা স্বর্গরাজ্যে ও সেই সমস্ত অনির্বচনীয় ও অনন্তকালীন মঙ্গলদানগুলোতে তৃপ্তি পাব যা আমরা সবাই গ্রহণ করতে সমর্থ হব আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গুণে, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব হোক এখন, চিরকাল, ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

এইখানে বিশপ ও ঐশ্বরিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা
মার্‌ [অর্থাৎ প্রভু] থেওদরস-রচিত
‘পবিত্র মণ্ডলীর রহস্যগুলির ব্যাখ্যা’ সংক্রান্ত
ছ’টা পুস্তকের সমাপ্তি।

---

(১) ‘নির্দেশাবলির পাঠ্য (যা ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু)’: এ নির্দেশনাবলি বিশপ থেওদরসের লেখা নয়, তা বরং হল সেকালের প্রাচ্য মণ্ডলীর, অর্থাৎ যেরুশালেম, আলেক্সান্দ্রিয়া, আন্তিওখিয়া, কনস্তান্তিনোপলিস ইত্যাদি প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোরই নির্দেশাবলি যা ভিত্তি ক’রে বিশপ থেওদরস নিজের কাতেখেসিস প্রদান করেন। অন্য দিকে, যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিল ও কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জন নিজ নিজ কাতেখেসিসে সেই নির্দেশনাবলি কখনও উল্লেখ করেন না। এর কারণ এটাই হতে পারে যে, ‘নির্দেশাবলিটা’ উপাসনাকর্ম ক্ষেত্রে এমন বেশি প্রাচীন ধারণা ব্যক্ত করছিল যা, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, রক্ষণশীল নয় এমন বিশপগণের মতে কালোপযোগী ছিল না।
যেখানে বিশপ থেওদরস নির্দেশনাবলির কোন অংশ উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও নির্দেশনাবলিটা লাল রংগে চিহ্নিত।

(২) ২ করি ১৩,১৩।

(৩) যোহন ৩:১৬।

(৪) ফিলি ৩:২১ দ্রঃ।

(৫) ইশা ৬:৩ দ্রঃ।

(৬) ১ থে ৪:১৭।

(৭) লুক ২০:৩৬।

(৮) ইশা ৬:৫।

(৯) আদি ৩:২১।

(১০) ফিলি ২:৫-৬ দ্রঃ।

(১১) রো ১:৪ দ্রঃ।

(১২) রো ৮:১১ দ্রঃ।

(১৩) যোহন ৬:৬৩ দ্রঃ।

(১৪) মথি ২৬:২৬, ২৮।

(১৫) লুক ২৪:১৮ দ্রঃ।

(১৬) ১ করি ১২:১৩।

(১৭) ১ করি ১০:১৭।

(১৮) ১ করি ১০:১৬ দ্রঃ।

(১৯) ১ করি ১০:১৬।

(২০) কল ২:১৯ দ্রঃ।

(২১) যোহন ৬:৫৪, ৫৮ দ্রঃ।

(২২) হিব্রু ২:১৩।

(২৩) মথি ২৮:১৮।

(২৪) রো ৮:১১ দ্রঃ।

(২৫) মথি ৬:১২, ১৫।

(২৬) ১ করি ৭:৩২-৩৩।

(২৭) ১ করি ৭:২৯-৩১ দ্রঃ।

(২৮) মথি ২৬:২৬, ২৮; ৯:১৩।

(২৯) ইশা ৬:৩ দ্রঃ।

(৩০) ইশা ৬:৭ দ্রঃ।

(৩১) ইশা ৬:৫।

(৩২) হিব্রু ৭:২৭ দ্রঃ।

(৩৩) মথি ১৮:১৫-১৮ দ্রঃ।

(৩৪) ২ তি ৪:২।

(৩৫) ১ করি ১-৫ দ্রঃ।

(৩৬) ২ করি ২:৬-১০ দ্রঃ।

(৩৭) ১ করি ৫:১১-১২।

(৩৮) ১ করি ৫:১৩।

(৩৯) মথি ১৮:১৭।